

পুনরপি কি প্রকারে নিজ রাজ্য হয় ।
চিন্তিলা অদিতি গরে উগায় নিশ্চয় ॥
মহাভারতের কথা অসুত সমায় ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অদিতীর তপস্যা ও

বিষ্ণুর প্রতিশ্রুতি ।

বিবেচনা করিলেন ত্রিদশজননী ।
উগায় না দেখি আর বিনা চক্রপাণি ॥
সংসারের হৃদ্য কুর্ভা দেব নাভায়ণ ।
বিশ্বস্রষ্টা পোষ্টা তিনি সংহার কারণ ॥
তঁাহা বিনা এ বিপদে কে কারবে জ্ঞান ।
তিনি ভক্ত জন্মের করেন প্রাণদান ॥
বিনা ভগে ভূষ্ট না হবেন ভগবান ।
ভাবিয়া ক্ষীরোদকূলে করিলা প্রস্থান ॥
করিলা কঠোর তপ ইচ্ছা পুণ্যকল ।
তিনদিনে পানমাত্র ত্রিগণ্ড য জল ॥
অনন্তরে মাস মধ্যে খান একবার ।
তার পরে পরিত্যাগ করিলা আহার ॥
খানাবলম্বন হেতু এই নিরুপগ ।
উদ্ধৃষ্ট রহিলেন গবন অশন ॥
তঁারে তপে সম্মানিত এ তিন ভুবন ।
হইলেন দেখিয়া চিন্তিত পদ্মাবন ॥
বলিলেন দেবগণে গিঁতাচ্ছ তাহ ।
শীঘ্র যাও সকলে তপস্যা পরীক্ষায় ॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় ইন্দ্র আদি দেবগণ ।
মায়ের সাক্ষাতে যান পরীক্ষা কারণ ॥
ইন্দ্র বলিলেন মাতা শুন নিবেদন ।
আত্মকে এতেক ক্রোশ নাও তি কারণ ।
আমাদের দুঃখ সব অদৃষ্ট লিখন ।
শুভকাল সমাগতে হইবে খণ্ডন ॥
অশুভ সময়ে কর্ম্য মূল নাহি ধরে ।
বেদের নিয়মে শাস্ত্র হেন বিধি করে ॥
একণে অশুভ কাল দুঃখ দেবতার ।
এ কারণ এত দুঃখ হয় অনিবার ॥
অদৃষ্টে থাকিলে দুঃখনা যায় খণ্ডন ।
এ কারণে জন্মনী শ্রুতিবা নিবেদন ॥
আত্মকে এতেক ক্রোশ সেও কি কারণ ।
ভগ্ন ত্যাগ কর মাতা স্থির কর মন ॥
মাতৃহীন পুত্রদের নাহি স্থখলেশ ।
সর্গদা দুঃখিত ভাবে পায় নানী ক্রোশ ॥
ধর্মহীন যেন ব্যর্থ অর্থ উগাজন ।
ভক্ত হীন জ্ঞানি জন যেন অকারণ ॥

গায়ত্রী বিহীন বার্থ যেমন ব্রাহ্মণ ।
শৌর্য্য বিনা ভূপাল জীবন অকারণ ॥
শ্রদ্ধা হীন শ্রোদ্ধা যেন বীজহীন মন্ত্র ।
শাস্ত্র হীন গুরু যেন জীবহীন ভক্ত ॥
এ কারণে নিবেদন শুনগৌ জননী ।
আপনার আত্মা রক্ষা করহ আপনি ॥
তোমার প্রসাদে মাতা শুভকাল টেলে ।
দুষ্ট দৈত্যগণেরে জিনিব অবহেলে ॥
এতেক বলিলা যিনি দেব সুবপতি ।
ধ্যামন্তজ হইয়ে চাহিল ক্রোধমতি ।
চক্ষুর্গে বহির্গত হইল অমল ।
করিলেন পলায়ন ভয়ে দেবদল ॥
করিলেন ব্রহ্মার সাক্ষাতে নিবেদন ।
শ্রুতি ব্রহ্মা চলিলেন সহ দেবগণ ॥
ক্ষীরোদের কূলে গিয়া করিল স্তবন ।
ভূষ্ট হয়ে সন্দশন দিলা নারায়ণ ॥
নবজলধর জিনি সর্গদা শোভন ।
গীতবাস গরিমান রাজীবলোচন ॥
আজ্ঞানুলম্বিত বনমালা বিভূষিত ।
নুপুর কঙ্কণ হার মুকুট বিরাজিত ॥
দেখা মূর্ত্তি সাক্ষাতে দেখিয়া নারায়ণে ।
প্রণিপাত স্তুতি করিলেন দেবগণে ॥
স্তুতিবশে প্রসন্ন হইয়া জগৎপতি ।
কহিলেন দেবগণ সাক্ষাতে ভারতী ॥
শীঘ্র হবে তোমাদের দুঃখ বিমোচন ।
স্বস্থানে প্রস্থান কর যত দেবগণ ॥
এত বলি অনুরূপ হন নারায়ণ ।
যথা স্থানে চলিলা ইন্দ্রাদি দেবগণ ॥
অদিতীর ভগ্নেতে ভাগিত এভুবন ।
হরি হয়ে প্রত্যক্ষ দিলেন দরশন ॥
সজল জলদ যেন রূপ সুশোভন ।
কেটি শিশুমুখ ফুল্ল রাজীবলোচন ॥
কোকিল কর গদ অধর অভুল ।
খগবর জিনিয়া নাসিকা তিলফুল ॥
কাণ্ডনে লাক্ষ্মী মাঝে অধর সুবেশ ।
আজ্ঞানুলম্বিত বনমালা গলদেশ ॥
প্রবণে কুণ্ডল দোলে অতি শোভাকরে ।
দেখিয়া মামিল দেবী বিষয় অনুরে ॥
সাক্ষাতে দর্শনে সেই কমললোচন ।
দগ্ধবৎ প্রাণম করিল সেইক্ষণ ॥
করষোড়ে স্তুতি পাঠ করিল বিস্তর ।
জয় জয় নারায়ণ জয় দামোদর ॥

বিশিষ্ট পালক নমো তুষ্টি বিম্বশন ।
 নমো হর গ্রীব মধুকৈটভ মর্দন ॥
 নমো আদি অবতার নন্দ্য কলবর ।
 নমো বজ্র অবতার নমন্তে ভুধর ॥
 নমঃ কুর্ম অবতার মোহিনী আকৃতি ।
 অবতার শিরোমণি নমো জগৎপতি ॥
 তুমি ইন্দ্র তুমি চন্দ্র তুমি বৈশ্বানর ।
 আকাশ পাতাল তুমি দেব গদাধর ॥
 অমরীক নাভি তব পাতাল চরণ ।
 পৃথিবী তোমার কটি অস্থি গিরিগণ ॥
 তোমার বিভূতি এই সঙ্গ সংসার ।
 আত্মরূপে সর্বস্থানে করিছ বিহার ॥
 পুরুষ প্রধাম তুমি আদি নারায়ণ ।
 বিবম নকটে দেব করহ ভারণ ॥
 এইরূপ স্তুতি কৈল দেবতা জননী ।
 কহিলেন শ্রীসন্ন হইয়া চক্রপাণি ॥
 তোমার স্তবেতে তুষ্টি হইলাম আমি ।
 মনোনীত বর দিব যাহা চাহ তুমি ॥
 যদি বা অসাধ্য হয় ভুবন ভিতরে ।
 অজ্ঞাকর করিলাম দিব যে তোমায়ে ॥
 ভক্ত যাহা বাঞ্ছা করে মম সান্নিধ্য নে ।
 সেই বর করি তারে অবশ্য প্রদানে ॥
 সেবকবৎসল আমি ভক্তের কারণে ।
 আত্মদান করিয়া সন্তাষি ভক্তজনে ॥
 তুমি সতী স্তম্ববতী বহু ভাগ্যবতী ।
 করিলেন কঠোর ভণে আমাকে মিনতি ॥
 এ কারণে আ ম বশ হইয়া তোমায় ।
 বর দিতে আসিয়াছি বল বাঞ্ছা বায় ॥
 এত শুনি কহিলেন অমর জননী ।
 যদি বর দিবা তবে দেও চক্রপাণি ॥
 নিকটক কর হরি মম পুত্র নুরে ।
 ইন্দের ইন্দ্র ছিল দারুণ অসুরে ॥
 নর রূপ ধরিয়া আমার পুত্রগণ ।
 সজ্ঞাপনে মহাভলে করিছে ভ্রমণ ।
 গুরু আরাধিয়া বলি মহাবল ধরে ।
 আমার তনয়গণে জিনিল সমরে ॥
 পুত্রগণ ক্রোধ আমি দেখিতে না পারি ।
 এ জন্য ভগম্যা কর অভাগিনী নারী ।
 মম পুত্রগণে প্রভু দেহ অধিকার ।
 অসুরের অহঙ্কার বিগড়ে সংহার ॥
 দৈত্য্যারি পুণ্ডরীকাক্ষ ত্রীমধুসূদন ।
 এই বর আজ্ঞা মোরে কর নারায়ণ ॥

এত শুনি গোবিন্দ করিলা অজ্ঞাকার ।
 তোমার গণ্ডেতে আমি হব অবতার ॥
 ধরিয়া বামন রূপ ছলিব বলিরে ।
 তব পুত্রগণেয়ে স্থাপিব অধিকারে ॥
 রাধিব ক্রান্ত কীৰ্ত্তি যাইব ধরনী ।
 এত শুনি কহিছেন কণ্যাপদরনী ॥
 উগ্ৰহাস কর প্রভু হেন নয় মনে ।
 আমার গণ্ডেতে তুমি জন্মিবা কেমনে ॥
 অমল ব্রহ্মাণ্ড তব এক লোমকুণে
 তোমায় গণ্ডেতে আমি ধরিব কি রূপে ॥
 যার তত্ত্ব যোগিগণ না পায় উদ্দেশে ।
 সকল সংসার মুক্ত যার নারাবশে ॥
 তাঁহ'রে কি রূপে আমি করিব ধারণ ।
 হেন বুলিয়া উগ্ৰহাস কর নারায়ণ ।
 হাসিয়া কহিলা হরি উগ্ৰহাস কেনে ।
 ভিন্ন ভাব মাহি ভাবি আমি ভক্তজনে ॥
 ভক্তমাত্র তবে পারে আমারে ধরিতে ।
 পারিবে অবশ্য তুমি ধারণ করিতে ॥
 তব ভগম্যায় গন্ধ হব অবতার ।
 নিজালয়ে যাও তুমি চিন্তা নাহি আর ॥
 এত বলি সস্থানে গেলেন নারায়ণ ।
 প্রণমিয়া দেবদাতা করিলা গমন ॥
 স্বামীরে কহিলা দেবী এসব কাহিনী ।
 শুনি ভুট্ট হইলা কণ্যাপ মহামুনি ॥
 তবে কত দিন পরে দেব দামোদর ।
 করিলেন স্মরণিক্ত অদ্বিত উদর ॥
 দিবা রূপ ধরিলেন দেবতা জননী ।
 দেখিয়া বিস্ময়াগম্ন হইলেন মুনি ॥
 জন্মিবেন নারায়ণ জানিল নিশ্চয় ।
 নানা স্তুতি করিলা কণ্যাপ মহাশয় ॥
 নমো নমো নারায়ণ অখিল পাবন ।
 নমো বজ্রকায় হিরণ্যাক্ষ বিনাশন ॥
 নমন্তে নৃসিংহরূপ দৈত্য্য বিনাশন ।
 নমঃ সর্বময় নমো জগতপালন ॥
 ব্রহ্মাণ্ডনাশক নমো নমো দগৎপতি ।
 নমঃ কুর্ম অবতার মোহিনী আকৃতি ॥
 নমো যোগ পরায়ণ নমো যোগ রূপ ।
 নমো জগৎকর্ত্তা তুমি সবার্কার ভূপ ॥
 নমো জগৎপিতা তুমি নমো নারায়ণ ।
 সর্বভূতে আত্মরূপে তোমার ভ্রমণ ॥
 তুমি সৃষ্ট তুমি পাল করহ সংহার ।
 তোমার বিভূতি দেব সকল সংসার ॥

শিষ্টের পালন কর দুষ্কের মহংহার।
 একারণে মম মরে হবে অবতার ॥
 নমস্তু ব মনরূপ আদি সমাতন।
 এইরূপে করিলেন স্তুতি তপোধন।
 স্তুতিবলে প্রসন্ন হইয়া গীতবাস।
 কণ্যাপের পুত্ররূপে হইল প্রকাশ ॥
 অদিতীর গর্ভে জন্ম লইলেন হরি।
 সম্মুখি বিরাট বেশ ধর্য মূর্ত্তি ধরি।
 জন্মমাত্র কাহিলেন পিতারে কুমার।
 কটতি করহ আমায় ব্রাহ্মণ সংস্কার ॥
 গুনিয়া কণ্যাপ মুনি সময় পরিব্র।
 দেখিয়া পুত্রর গলে দিলা যজ্ঞসূত্র ॥
 কণ্যাপেরে কাহিলেন প্রভুনারায়ণ।
 মহাযজ্ঞ করিতেছে অশ্বরনন্দন ॥
 অসংখ্য অদ্ভুত ধন দ্বিজে করে দান।
 একারণে তথা আমি করিব গমন ॥
 মাগিয়া লইব দান বলি দৈত্যেশ্বরে।
 এত বলি চলিলেন বলিরাজ ঘরে ॥
 বলি রাজ্য যজ্ঞ করে বসি যজ্ঞস্থলে।
 দ্বারে দেখি বামনে কাহিল স্তব্ধলে ॥
 অবধান কর বলি বসিয়া বিশেষে।
 এই যে বামন আসে বালকের বেশে ॥
 অদিতীর গর্ভে জন্ম বিমুগ্ধ অবতার।
 হইয়াছে তোমারে হৃদিতে অগ্রসার ॥
 যে কিছু মাগিবে এই না দিবে ইহাংরে।
 এত শুনি বলি দৈত্য কাহিলেন তাঁরে ॥
 না বুঝিয়া গুরু কেন কহ অকারণ।
 যদি সুযোগ নারায়ণ রাখ্য ব্রাহ্মণ।
 তাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞ করি অনিবার।
 তিনি যদি ইনি তবে মোভাগ্য আমার ॥
 ব্রহ্মা আমি দেব যার পুজিবে চরণ।
 উদ্দেশে মাগয়ে বর যত ধেবগণ ॥
 সেই প্রভু আসিবেন আমায় আলয়।
 তবে গুরু অতি গুরু মম ভাগ্যোদয় ॥
 মাগিবেন যাহা তিনি করিব প্রদান।
 ইহাংতে কি জন্য কহা বিরোধ সদ্ধান।
 ধর্ম্য কর্মে বাধা দান অতি অনুচিত।
 এত শুনি গুরু গুরু হইল দুঃখিত ॥
 লাগ দিলা বলি দৈত্য মহা ক্রোধভরে।
 মম বাক্য না শুন ঐশ্বর্য অহঙ্কারে ॥
 এই শাপে হইবে ভীড়িত এইক্ষণে।
 এত বলি গুরু গুরু গেলো ক্রুদ্ধ মনে ॥

উপনীত হইলেন তখন বামন।
 অপূর্ন বালক রূপ ধরি নারায়ণ ॥
 দেখি যজ্ঞহোতাগণ মানিলা বিস্ময়।
 উঠি করষাড়ে বিরোচনের ভয় ॥
 প্রণাম করিয়া দিল বসিতে আসন।
 সম্মুখো বসিলেন তখন বামন ॥
 অপূর্ণ রূপধারী কণ্যাপ কুণ্ডার।
 দেখি লোমাঙ্কিত বলি আনন্দ অগারি ॥
 কৃতাজলি করি স্তুতি করে সত্যমান।
 হইল সফল মম যোগ যজ্ঞ দান ॥
 আজি সে সফল জন্ম হইল আমার।
 একারণে আইলেন বামন কুমার ॥
 চাহ যাহা দিব তাহা না হবে অন্যথা।
 ত্রিভূত চাহ যদি অর্পিব সর্ব্বশা ॥
 গুনিয়া কহেন হাসি কণ্ঠি বামন।
 বহুদানে আমার কি আছে প্রয়োজন ॥
 ব্রাহ্মণ বালক আমি তপস্যা তৎপর।
 গ্রাম ভূমি আমার কি কাষ দৈত্যেশ্বর ॥
 ধ্যানে তপে লগে মম যায সর্ব্বক্ষণ।
 বহু দান লয়ে মম নাহি প্রয়োজন ॥
 অরণ্য নিবাসি আমি ফল মূল্যহারী।
 একারণে কহি শুন দৈত্য অধিকারী ॥
 যদি দিবা দান ভূমি করিয়াছ মনে।
 তিন পদ ভূমি নাও জুখিয়া চরণে ॥
 তপঃ করিবারে চাহি বসিয়া তাহাংতে ॥
 ইহা ভিন্ন কিছু অন্য না চাহি তোমাংতে ॥
 ভূমিদান সম দান নাহি কিছু আর।
 ভূমিদান মাহাত্ম্য প্রবণ কর সার ॥
 সুশোভ নামেতে এক আছিল ব্রাহ্মণ।
 সৌভরি নগরবাসী দরিদ্র লক্ষণ ॥
 ধনার্থে করিল বহু রাজ্য পর্য্যটন।
 না মিলিল ধন তার অদৃষ্ট কারণ ॥
 ছয় পত্নী পুত্র পৌত্র বহু পরিজন।
 উপার্জন সেই মাত্র একেলা ব্রাহ্মণ ॥
 নিরন্তর ভিক্ষা মাগি আনে বিধবর।
 ভিক্ষা বিনা নাহি হয় সম্প্রদায় উদর ॥
 এক দিন ব্রাহ্মণের ভিক্ষা না হইল।
 আলস্য করিয়া নিজ গৃহেতে রহিল ॥
 অন্ন হেতু কান্দয়ে সকল শিশুগণ।
 গুনিয়া হৃদয়ে ডুখ পাইল ব্রাহ্মণ ॥
 আপনারে মিন্দা করি অনেক কাহিল।
 অনর্থক জন্ম মম জগতে হইল ॥

ধন হীন মনুষ্যের জন্ম অকারণ ।
 মনুষ্যের মধ্যে কেহ না করে গণন ॥
 চণ্ডাল বন আদি বত মিচজাতি ।
 খনাচা হইলে পায় সর্বত্র সুখ্যাতি ॥
 ব্রহ্মণ খন্ডিয় বৈশ্য শূদ্র বত জন ।
 ধনহীন হৈলে কেহ না করে গণন ॥
 ভায়া পুত্র অরি হয় মিত্র না আদরে ॥
 ধন হীন হৈলে কেহ পালিবারে নারে ॥
 এইমত চিন্তিয়া চিন্তিত ভগোদন ।
 নগর ত্যজিয়া গেল নিয়া পরিজন ॥
 অবস্থি নগরে বিপ্র করিল বসতি ।
 ব্রজ দিয়া ব্রাহ্মণ স্থাপিল নরপতি ॥
 সেই পুণ্যফলেতে অবস্থি নরপতি ।
 দুই কল্প ইন্দ্র সহ করিল বসতি ॥
 একারণে অবধান কর দৈত্যেশ্বর ।
 ত্রিভুবনে নাহি ভূমি দানের উপর ॥
 ভিনপদ ভূমি মাত্র সবে মাগি আমি ॥
 ইহা দিয়া আমার সন্তোষ কর ভূমি ॥
 বলিবলে বামন বুঝিয়া বল বাণী ।
 ত্রিগদে তেঁমার তৃপ্ত আমি নাহি মানি ॥
 এই দান দিতে মম চিত্তে না আইসে ।
 সংসারেতে অগবশ ঘূষিবে বিশেষে ॥
 অগবশ হইতে মরণ প্রোক্ত গণি ।
 একারণে অবধান কর দ্বিজযনি ॥
 নগর চড়ার গ্রাম যেই ইচ্ছা মনে ।
 সকল মাসিয়া দান লহ মম স্থানে ॥
 এত শুনি হাসি পুণঃ বলেন বামন ।
 ইহাতে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন ॥
 অঙ্গীকার করি বলি কহে অনুচরে ।
 ভূজাবে করিয়া জল আনহ সত্তরে ॥
 হাতে জল করি বলি দান দিতে যায় ।
 দেখি দৈত্যেশ্বর গরে চিন্তিলা উপায় ॥
 বজ্রকীট কণে গরু প্রবেশি ভূজাবে ।
 নল রুদ্ধ করিলেন বারি না নিঃসরে ॥
 ভূজাব হইতে জল নাহি গড়ে হাতে ।
 দেখি বলি দৈত্যেশ্বর গড়িল লজ্জাতে ॥
 জালিলেন এ সকল ওড় নারায়ণ ।
 বলি প্রতি কহিলেন শুনহ রাজন ॥
 ভূজাবের দ্বার মুক্ত করকুশাঘাতে ।
 এত শুনি হাতে কুশ লইল দ্বারিতে ॥
 বজ্র সম হৈল কুশ ঈশ্বর কুপাতে ।
 নির্ভর লালিল গিয়া শুক চক্ষুপথে ॥

দৈত্যের নির্ভয় কভু না হয় খণ্ডন ।
 এক চক্ষু অন্ধতার হইল তখন ॥
 কাতর ভীর্ণব মুনি মেলা নিজ স্থান ।
 বলি দৈত্য বামনে দিলেন ভূমিদান ॥
 দান পায়ে ধরিলেন হরি হঠাৎকার ।
 মহাভয়ঙ্কর মুর্ত্তি বিরাট আকার ॥
 দেখিতে অঙ্গ বাড়ে ক্রমে ক্রমে ।
 মুহূর্ত্তেকে তনু ঠেকিলেক ষোমে ॥
 ত্রিভুবন যুড়ি তনু হইল বিস্তার ।
 জল স্থল সমস্ত হইল একাকার ॥
 পৃথিবী সহিতে হরি সকল নগর ।
 এক গদে ব্যাপিলেন দেব দায়োদর ॥
 সপ্ত স্বর্গ ব্যাপিলেন আর এক পায় ।
 আর পা রাখিতে স্থল না দেখি কোথায় ॥
 ডাক দিয়া বলিকে বলিলা বনমালী ।
 চাহিলাম তব স্থানে তিন পদ স্থলী ॥
 দুই পদ ভূমি মাত্র পাটিলাম আমি ।
 আর পদ রাখি কোথা স্থল দেও ভূমি ॥
 এত শুনি বলে বিরোচনের মন্দম ।
 অঙ্গীকার পূর্ণ মম কর নারায়ণ ॥
 আমার মস্তকে পদ রাখ জগৎপতি ।
 নরক হইতে মম কর অব্যাহতি ॥
 এত শুনি প্রশংসা করিয়া নারায়ণ ।
 বলির মস্তকোপরি দিলেন চরণ ॥
 নানাবিধাতে বলি পুজিল চরণ ।
 করিলেন গরুড়ের আজ্ঞা নারায়ণ ॥
 বলিকে পাতালে লয়ে বান্দ নাগপাশে ।
 প্রভুর ঈজিত খগ চলিল হরিষে ॥
 বলিকে পাতালে নিয়া বান্ধে সেইকণ ।
 আনন্দেতে প্রশংসা করিল দেবগণ ॥
 ইন্দ্র আদি দেবতারা আসিয়া হরিষে ।
 হরিষে করিলা স্তুতি অশেষ বিশেষে ॥
 ইন্দ্রের ইন্দ্র দিয়া দেব ভগবান ।
 অন্তহিত হইয়া গেলেন অস্ত্র স্থান ॥
 যাহা জিজ্ঞাসিলা রাজা শুদিল। বিস্তরে ।
 দুৰ্য্যোধন সেইরূপ অহঙ্কার করে ॥
 ধনমদে মত্ত হয়ে নাহি মানে কারো ।
 না শুনে কাহারো বাক্য মগ্ন অহঙ্কা ॥
 অচিরেতে সমরে মারবে কুরুকুল ।
 কুরুকুল প্রতি দেখি বিধি প্রতিকুল ॥
 দূষোধন পাগে বংশ হইবেক ক্ষয় ।
 জানিবা নিশ্চয় এই শুন মহাশয় ॥

এত বলি উঠিলেন ধোয়া তপোধন ।
উজ্জ্বলি পাণ্ডব সভাতে সেইক্ষণ ॥
ধোনো দেখি আস্তে আস্তে গঙ্গা সহানন্দ ।
বসাইল সমাদরে সিংহাসনোপর ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পরে জিজ্ঞাসেন বানী ।
একে একে সকল कहিল ধোয়া মুনি ॥
বুঝাইল তোমার কারণে সর্জন ।
কাকু বাক্য কর্ণে না শুনিল তুয়োঁধন ॥
অহঙ্কার করিয়া বলিল কুবচন ।
বিমা যুদ্ধে রাজ্য নাহি দিও কদাচন ॥
যত শক্তি আছে তার कहিবা পাণ্ডবে ।
লইবারে ধন রাজ্য বধিয়া কোরবে ॥
এত শুনি গঙ্গা ভাই कहিল বচন ।
কুলক্ষয় হেতু বিধি করিল সৃজন ॥
মহাক্ষয় হইবেক সবংশে সংহার ।
শুনিয়া চিস্তিত অতি ধর্মীর কুমার ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী ।
শুনিলে অধর্মী খণ্ডে হেলে ভব ভরী ॥
ব্যাসের বচন এতে না হয় সংশয় ।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয় ॥

যুগরাক্ষু কর্ণক পাণ্ডবদের নিকটে
সজয়কে প্রেরণ ।

জন্মজয় জিজ্ঞাসিল কহ মুনিরাজ ।
তবে কি করিল। পরে অন্ধ মহারাজ ॥
মুনিবর বলিলেন শুন এক মনে ।
কারো বাক্য তুয়োঁধন না শুনিল কাণে ॥
তাহাতে বিরজু হয় অন্ধনরবর ।
সজয়েরে ডাকিয়া যে कहিলা সত্তর ॥
দোখলা সজয় তুয়োঁধনের দুটুতা ।
না শুনিল না মাণিল মহতের কথা ॥
এ কারণে যাও তুমি বিরাটনগর ॥
মম আশীর্বাদ কহ পাণ্ডব গোচর ।
একে একে গঙ্গাজলে করিয়া কল্যাণ ।
বিনয় প্রণয় করি হাসে সাবধান ॥
দ্রোণদীকে আশীর্বাদ कहিবা আমার ।
দৈবগতি দেখ এই সকল সংসার ॥
দৈবে বাহ্য করে তাহা খণ্ডিতে কে পারে ।
পরম সুবুদ্ধি জ্ঞান দৈবে নষ্ট করে ॥
একারণে কুবুদ্ধি লাগিল তুয়োঁধনে ।
কপট করিয়া তোমা পাঠাইল বনে ॥
রাজপুত্রী হয়ে তুমি রাজার মহিষী ।
পাইলা অনেক কষ্ট অরণ্যে নিবাসি ॥

মহাভাখ পায়ে ভূমি করিল। ভ্রমণ ।
সে সব স্মরিয়া মম সদা গোড়ে মন ॥
দৈবের ঘটনে এত হৈল বিসম্বাদ ।
মোরো দেখি কোরবের ক্ষম অপরাধ ॥
রাজপুত্রী হইবতী তুমি পতিব্রতা ।
লক্ষ্যরূপা নারী তুমি ধর্মীকার্য্য রতা ॥
এইরূপে দ্রোণদীকে कहিবা বিনয় ।
কদাচ আমার প্রতি ক্রোধ নাহি হয় ॥
গঙ্গাজলে कहিবা সময়অমুক্তনি ।
পাইলে অনেক কষ্ট বনে বনে ভ্রমি ॥
জয়োদশ বৎসর অবধি তোমা বিনে ।
দহিছে আমার জায়া সন্তাপ আগুণে ॥
ভাগিন আমায় মন শাস্ত নাহি হয় ।
কাঠে কাঠে মন্ডিল যেমন অগ্নি হয় ॥
অন্ন নাহি রুচে মম নাহি রুচে নীর ।
তোমাদের বিচ্ছেদেতে সর্বদা অস্থির ॥
নয়নে না আসি নিদ্রা ভোজনে না সুখ ।
তোমা সবার দুঃখেতে যে বিদরিছে বুক ॥
গাঙ্গারী সুবল স্ত্রী তোমা সবা বিনে ।
করে দেখ বহে নীর সর্বদা নয়নে ॥
বিদুর বাহ্লীক আর সোমদত্ত বীর ।
তোমা সবা অভাবেতে সর্বদা অস্থির ॥
চারি জাতি নগরে বহুতক প্রজাগণ ।
তোমাঙ্গিণে না দেখিয়া সজল নয়ন ॥
হস্তিনার লোক যত ডুঃখী রাক্তি দিন ।
সদা দান ক্ষীণ বখা জলহীন মীষ ॥
তোমা রাজ্য বিনা রাজ্য শোভা নাহি গাঙ্গু
ফলহীন বৃক্ষ যথা জন্ম নাহি বায় ॥
জলহীন নদী যেন গক্ষী হীন সর ।
চন্দ্রহীন রাক্তি যেন ধর্মী হীন সর ॥
জ্ঞানহীন জ্ঞানি যেন বীজহীন বস্তু ।
বেদহীন বিপ্র যেন বোগক্ষীণ তত্ত্ব ॥
তোমা সবা অভাবে তেমত প্রজাগণ ।
এইরূপে বিনয়েতে कहিবা বচন ॥
নালাবিধ অলঙ্কার দিব্য বস্ত্র শিখা
শীঘ্রগতি যাও পাণ্ডু পুত্র দেখ গিয়া ॥
ঘোটক সংযুক্ত রথে করে আরোহণ ।
শুভলয় তিথি আজ্ঞ করহ গমন ॥
এত শুনি সজয় উঠিল। সেইক্ষণে ।
খচর যুক্তিয়া রথে গবন গমনে ॥
বিরাটনগর স্থিত পাণ্ডুর কুমার ।
সভামধ্যে অবস্থিত দেব অবতার ॥

কেনকালে সঞ্জয় হইল উপনীত ।
 দেখিয়া বিরহে ভারে জিজ্ঞাসিল হিত ॥
 দিবা রত্ন সিংহাসন দিলেন সাফাতে ।
 পাণ্ডবে সম্ভাষি দূত বসিল সভাতে ॥
 কহিল সঞ্জয় প্রতি ভাই পঞ্চজন ।
 সমস্ত কুশল বাঙা কহ বিবরণ ॥
 হৃৎকাকি জ্ঞেয় ভীষ্ম ব'হ্লোক নৃপতি ।
 আমাদের মাতা কুলী গান্ধারী প্রভৃতি ॥
 ত্রয়োদশ বর্ষ গত নাচি নরশন ।
 কেবা জীয়ে কেবা মরে না জানি কারণ ॥
 কোথা হৈতে এ স্থানে তোমার আগমন ।
 জোহঁতাত পাঠাইল এই লয় মন ॥
 কি কহিয়া পাঠাইল অমৃতানন্দন ।
 ভীষ্ম জ্ঞেয় কৃপ আর অন্য সভাজন ॥
 কি কহিল কর্ণবীর রাধার কুমার ।
 দুর্য়োধন কি বলে শকুনি দুরাচার ॥
 উত্তর কুলের হিত সবে কি চিন্তিল ।
 সংপ্রতি কি করিতে তোমাকে পাঠাইল ॥
 যেই সত্য করিলাম সবার অগ্রেতে ।
 তাহাতে হইল মুক্ত ধর্মের কুণ্ডিতে ॥
 সর্ব ধর্ম মূল হরি ব্রহ্ম সনাতন ।
 তাঁহার কুণায় হৈল সঙ্কটে তারন ॥
 এত দুঃখ পায়ে তবু রাখিলেন ধর্ম ।
 সবে সুখে আছেন সবার মূল কর্ম ॥
 সমুচিত ভাগ বাহা যথাং আমার ।
 করিলেন তাহা ছাড়ি দিতে কি বিচার ॥
 আমার বিভাগ দিতে কৌরব কি কহে ।
 সংপ্রীতি না দিবা কিবা মজিবে কলহে ॥
 কহ শুনি সঞ্জয় সমস্ত বিবরণ ।
 এত শুনি সঞ্জয় করিল নিবেদন ॥
 ভীষ্ম জ্ঞেয় কৃপ আর ব'হ্লোক নৃপতি ।
 সংপ্রীতি করিতে সবে দিলা অনুমতি ॥
 কার বাক্য না শুনিলা কৌরব দুমতি ।
 লালসা করিল কত অন্ধ নরগতি ॥
 ভীষ্ম মুখে শুনিলেন তোমার উদয় ।
 আনন্দিত সকলের হইল হৃদয় ॥
 চারিজাতি বগটের বতেক প্রজাগণ ।
 শুনিয়া সকল বাড়ী ফুট সর্বজন ॥
 হৃত মেহে যেন জীব গাইল জীবন ।
 তোমাদের সংবাদে তেনতি প্রজাগণ ॥
 সুহৃদ অমাত্য জ্ঞাতি বত বন্ধজন ।
 স্নানাহার্যকর শব্দে পরিছে যৌবন ॥

ডাকিত পাণ্ডব বলি সদা উজ্জ্বল ॥
 তোমাদিগে না দেখিয়া মঞ্চ ছিল দুঃখে ॥
 অজ্ঞা ব্যতিরেকে যেম না রহে জীবন ।
 তোমাদের বিরহে তেমন সর্বজন ॥
 দ্বাদশ বৎসরাবধি বত প্রজাগণ ।
 সুখলেশ নাহি কার জীয়ে মরণ ॥
 এবে সমচার শুনি তোমা সবাকার ।
 দেখিতে উদয় চিত্ত আনন্দ অপার ॥
 তোমা পঞ্চ ভাই ববে গেলে বনবাসে ।
 বিনা মেঘে নগরেতে রাখি বরিষে ॥
 দিবসে ডাকয়ে শিবা অতি কুলক্ষণ ।
 উল্কণাত কি নির্মিত লক্ষ মনোহর ॥
 সেইক্ষেপে ধুমকেতু প্রকাশে আকাশে ॥
 অশ্ব হস্তা পঞ্চগণ কান্দে চারিপাশে ।
 অলক্ষণ দেখিয়া বলিল জ্ঞানজন ॥
 কুলক্ষয় চিত্ত এই রাজা দুর্য়োধন ॥
 অতি কুলক্ষণ রূপা দেখ সন্নিহিতে ।
 এখানে উপায় কর কুশলে বঞ্চিত ॥
 দিলে দিনে অলক্ষণ দেখ মহাবল ॥
 পৃথিবী হরিল শস্য মেঘে অল্প জল ॥
 এ কারণে নরগতি মম বাক্য ধর ।
 আপনার কুসংহিত জানি রক্ষা কর ॥
 ফিরাইয়া আন পঞ্চ পাণ্ডব কুমার ।
 সেই ক্ষেপে পুনঃ দেও আধিকার ॥
 তবে সে মঙ্গল হবে প্রজার কল্যাণ ।
 এইক্ষেপে পূর্বেতে কহিল জ্ঞানবার ॥
 পুত্রবশে হৃৎকাকি না শুনিল হিত ।
 সেই কাল আসিয়া হইল উপস্থিত ॥
 অতএব উত্তর গোপূহে কুরুগণে ।
 ধনজয় পরাজয় করিলেন রণে ॥
 দণ্ড ভয় হইয়া আইল কুরুগতি ।
 ভীষ্ম জ্ঞেয় হৃৎকাকি বুঝাইল মীতি ॥
 অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া কহিল বচন ।
 কার বাক্য না শুনিলা রাজা দুর্য়োধন ॥
 পরে ধোম্য পুরোহিত তেঁমার আদেশে ।
 বুঝাইল বহু শাস্ত্র উগদেশে ॥
 অমাদর করি তাহা না শুনিলা কাশে ।
 শুনিয়া থাকিবা তাহা ধোম্য বিদ্যামণ্ডলে ॥
 সর্ব বাক্য দুর্য়োধন করিলেক হেলা ।
 আমাকে ডাকিয়া তবে বুড়ি বলিল ॥
 এই রত্ন ধন দিলা বস্ত্র অলঙ্কার ।
 পুনঃ পুনঃ অনেক কহিল বারবার ॥

কহিতেছি সেই কথা শুনহ রাজন ।
 জয়োদশ বই মধ্যে না ছিল মিলন ॥
 পাইলা অমেক কষ্ট ভ্রমি বনেবন ।
 সে সকল মনে না করিবা কদাচন ॥
 কপটি কুমদী কর্ণ আর দুঃশাসন ।
 শকুনি সৌবল তাহে রাজা দুৰ্যোধন ॥
 তাহাদের কপটে হইল সর্কনাশ ।
 তোমরা অরণ্যে গেলে আমরা বিনাশ ॥
 অন্ধ দেখি দুৰ্যোধন আঘাতে না মানে ।
 যত কথা কাহ আমি মাছি শুনে কানে ॥
 আমার বচন সেই চিত্ত নাহি লেখে ।
 কর্ণ দুঃশাসন বাক্য শ্রুতমাত্র দেখে ॥
 কালেতে কুবুদ্ধি দেয় কে করিবে আন ।
 ইত্যাদি বলিলা ধৃতরাষ্ট্র বর্তমান ॥
 দুৰ্যোধন রাজ্য ছাড়ি নাহি দিতে চায় ।
 যেই চিন্তে আসে তাহা কর ধর্মরায় ॥
 এত শুনি পুনরপি ভাই পঞ্চজন ।
 লিজঙ্গিলি বলিল কি রাজা দুৰ্যোধন ॥
 কি বলিল কর্ণ বীর রাখার নন্দন ।
 সত্য কারি কহিবা শুনিব দিয়া মন ॥
 সঞ্জয় কহিলা শুন পাণ্ডুর কুমার ।
 কহিল নিষ্ঠুর দুৰ্যোধন দুৰাচার ॥
 বিনাযুদ্ধে রাজ্য আমি নাহি দিব তারে ।
 কিবা শক্তি আছে তার লর বলাৎকারে ॥
 মহামহা বীরগণ আমার সহায় ।
 মুহুর্তেক করিব পাণ্ডবে পরাজয় ॥
 সত্য সত্য নিশ্চয় আমার যুদ্ধগণ ।
 এইরূপে কহিল নৃপতি দুৰ্যোধন ॥
 রাধেয় করিয়া দন্ত কহিল বিস্তর ।
 কার শক্তি মম সঙ্গে করিবে সমর ॥
 এক মাত্র ধনঞ্জয় সংগ্রামে প্রথর ।
 প্রথম যুদ্ধেতে তারে মারিব সত্তর ॥
 তারে মারি চারি জনে রাখিব বাকিয়া ।
 নিষ্কটকে রাজ্য কর নিষ্ঠুর হইয়া ॥
 এইরূপে কহিলেন রাধেয় দুর্মতি ।
 চিন্তে বাহা আসে তাহা কর নরপতি ॥
 নিশ্চয় হইবে রণ না হবে বারণ ।
 বুঝিয়া করিবা কার্য্য ভাই পঞ্চজন ॥
 পৃথিবীতে হয় যত রাজরাজেশ্বর ।
 যুদ্ধ হেতু বরিবারে পাঠাইল চর ॥
 নামা অস্ত্র শস্ত্র রথ সামগ্রী বিস্তর ।
 দুৰ্যোধন আজ্ঞায় শুনিছে অনুর ॥

শুনিয়া সঞ্জয় বাক্য ধর্মের নন্দন ।
 কহিলা কান্দিত অঙ্গ অরুণ লোচন ॥
 বাণ পুনঃ সঞ্জয় আমার তুত রূপে ॥
 বাহা কহি বুঝাইয়া বল কুরু ভূপে ॥
 ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠতাত তাঁর উপরোধ ।
 এ কারণে পুরুষ হৈতে ছাড়িয়াছি ক্রোধ ॥
 এই হেতু এত দিন রহিল জীবন ।
 আপনার যুড়া বুঝি চাহিল এখন ॥
 পুরস্কে বেই সত্য ছিল আমি মুক্ত তায় ।
 তবে কেন রাজ্য মম দিতে নাহি চায় ॥
 যুড়া শেষ এফন হুজিল অনুমানে ।
 একারণে যুদ্ধ ইচ্ছা করিয়াছে মনে ॥
 অস্ত্র কার্য্যে জ্ঞাতবধে নাহি প্রয়োজন ।
 আপনার মাম রক্ষা কর দুৰ্যোধন ॥
 সমুচিত ভাগ যেই শাস্ত্র নিরূপণে ।
 তাহা দিয়া বশ কর ভাই পঞ্চজন ॥
 নহিলে প্রলয় বড় হবে কুংক্ষয় ।
 এইরূপে কৌরবেরে কহিবা নিশ্চয় ॥
 গরে ভীম কহিলেন ক্রোধ সম্বোধনে ।
 মম বাক্তি কহিবা কৌরব বিদ্যমাণে ॥
 হিমাদ্রি তাজয়ে ধৈর্য্য সূর্য্য নাশ্রকাশে ।
 জমল শীতল হয় সপ্ত সিংহু শোবে ॥
 নক্ষত্র সহিত শশী তাজয়ে আকাশ ।
 পুর্ণিমার চন্দ্র যদি না করে প্রকাশ ॥
 যোগী বেগ তাজয়ে মধ্য তাজয়ে ধর্ম্মজন ।
 গায়ত্রী বিহীন হয় ব্রাহ্মণ নন্দন ॥
 তথাপি প্রতিজ্ঞা মম না হবে খণ্ডন ।
 উরু ভাজি দুৰ্যোধনে করিব নিধন ॥
 করিয়াছি অঙ্গীকার সত্য বিদ্যমাণে ।
 কহিলাম সঞ্জয় এখন তব স্থানে ॥
 দুৰ্যোধন লয় যদি ধর্ম্মের শরণ ।
 যতক প্রতিজ্ঞা মম সব অকারণ ॥
 মমহন্তে নত ভাই রক্ষা নাহি পাবে ।
 এই কথা অনুসারে কহিবা কৌরবে ॥
 অবশ্য আমার হাতে হইবে নিধন ।
 যত দুঃখ পাইলাম আছে সে অরণ ॥
 সেই সব দুঃখে অঙ্গ হতেছে দহন ।
 সেই সব দুঃখেতে সদাই পোড়ে মন ॥
 সভামধ্যে দ্রোণদীর দুর্দশা হইল ।
 দেখিয়া অন্ধের মুখ সকলি সহিল ॥
 সেই সব অগ্নি প্রায় জ্বলিছে অন্তরে ।
 ধর্ম্ম আজ্ঞা পাইলে বাইত বনঘরে ॥

ভাল চায় রাজ্য দিতে বলিবা আমিারে ।
 নিরুত্তর হৈয়াছে আমি জলে পুৰুষীয়ে ॥
 এই রূপে কহিবা তুমি তি দুৰ্য্যোধনে ।
 দুঃশাসন কর আমি যত কুরুগণে ॥
 এত বলি নিবর্তিগী মারুতভনয় ।
 বলিল সঞ্জয় প্রীতি তবে ধনঞ্জয় ॥
 কহিবা অন্ধেরে তুমি মম মনস্কার ॥
 তোমা বিদ্যমান দুঃখ হইল অপার ।
 কোরবের গতি তুমি কোরবের গতি ।
 তোমা বিনা কুরুকুলে নাহি অব্যাহতি ॥
 আমার বিভক্ত রাজ্য দেহ অবিকল ।
 অঙ্গ দেহু জ্যোতি বধে নাহি কিছুকল ॥
 তুমি যদি আজ্ঞা কর আমাকে রাজ্যম ।
 আপনার রাজ্য গিয়া লই এইক্ষণ ।
 তবে যদি বিরোধ করয়ে দুৰ্য্যোধন ।
 আমি ছন্দ কলচনা করিব রাজ্যন ॥
 অত্যাচার করিলেও প্রাণে না বারিব ।
 আজ্ঞা হয় যদি ভারে বাকিয়া রাখিব ॥
 বলিকে বাকিয়া বেনুইক রাজ্য করে ।
 তবে হিত হেতু রাজ্য করিব সত্ত্বরে ॥
 কলচিৎ যদি না করিবা এই মত ।
 স্তবংশ সাহসে তবে যাবে মম পথ ॥
 এইরূপে মম কথা কহিবা অন্ধেরে ।
 না শুনিলে পুৰুষগি কহিবা তাহারে ॥
 বাকিগি পক্ষীর কথা আছে বিবরণ ।
 সেই রূপ বৃতরাষ্ট্র তবে অচরণ ॥
 মুখেতে সৌজন্য কথা অন্তরেতে আমি ।
 তোমার কণ্ঠে হবে বংশ সমাবান ॥
 এত শুনি জিজ্ঞাসিল পার্থকে সঞ্জয় ।
 বাতাপি পক্ষীর কথা কহ মহাশয় ॥
 পক্ষীযোনি হইয়া হিংসিল কি কারণ ।
 শুনিবারে ইচ্ছা হয় কহ বিবরণ ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

বাতাপি পক্ষীর ইতিহাস ।

অজ্ঞান কহেন গুণ পুঙ্খের কাহিনী ।
 তপস্যা করিতে তথা গেল খগমুনি ॥
 করিয়া কঠোর তপঃ বিষ্ণু আরাধন ।
 মনোনিভ বর লাভে নিরুত্তর হইল ॥
 কথামুক পক্ষিতে আসিল খগমুনি ।
 কথানামে রাজ্য সেই শিখর দ্বন্দ্ব ॥

তার ভার্য্যা রূপবতী পরম সুন্দরী ।
 দস্য স্যামী সেবা করে পুত্র বাঞ্ছাকরি ॥
 কত দিনে অপুত্রক মরে মরণান্ত ।
 শোকে শোকাকুল তার ভার্য্যা গুণবতী ।
 একাকিনী বন মধ্যে করয়ে ক্রন্দন ।
 ক্রন্দনের শব্দ শুনি বিমতানন্দন ॥
 কামরূপী বিহঙ্গম নানা মায়ী জানে ।
 যরিয়া মনুষ্য রূপ গেল তার স্থানে ॥
 দিব্যরূপ হইল সে নৈবেদ্য লক্ষণ ।
 কামিনীর রূপ দেখি যোহে সেইক্ষণে ॥
 নৈবেদ্য নিকরু কতু নী হয় খণ্ডন ।
 দেখিয়া কন্যার রূপ বিমতানন্দন ॥
 মননমোহন বাণে হয়ে জ্বর জ্বর ।
 কন্যাকে কহিল পরে বিনয় উত্তর ॥
 একাকিনী রোদন করিছ কি কারণ ।
 কার কন্যা তুমি তব পিতা কোনজন ॥
 নিজ পরিচয় মোরে কহ সুবদনি ।
 এত শুনি কহে কন্যা মুক্তি দুইপাণি ॥
 লক্ষবংশে জন্ম মম বিখ্যাত ভবনে ।
 কথানামে রাজ্য ছিল এরূপ কামনে ।
 পুত্র বাঞ্ছা করি ভগ করিল রাজ্যন ।
 পুত্র না হইল তার হইল নিধন ॥
 রাজ্য হয়ে রাজ্য রাখে বংশে কেহ নাই ।
 একারণে একাকিনী কান্দি আমি তাই ।
 গুরুত্ব কহিল তুমি শোক কর ত্বরে ।
 আমি জন্মাইব পুত্র তোমার উদরে ॥
 তোমাকে দেখিয়া মম মজিল আমার ।
 কামানলে দহে অঙ্গ করহ উদার ॥
 এত শুনি কহে কন্যা করি খোড়পাণি ।
 কুণা যদি কর তবে শুভ মম বাণী ॥
 শত পুত্র হয় যেন তোমার উদরে ।
 মহাবলন্ত তারা হইবে বিশেষ ॥
 কন্যার রচনে খগ স্বীকৃত হইল ।
 দ্বাদশ বৎসর ক্রীড়া অনন্দের ছিল ॥
 কত দিনে স্বভূষণে নারী পর্ত্তবতী ।
 এককালে শত ভিষু প্রসবিল সতী ॥
 সুশীল নাথিতে তার আছিল সতিনী ।
 সেবাবশে সন্তুষ্টি হইল খগমুনি ॥
 স্বধর্ম্য বুঝিয়া ভায়ে করিল রমণ ।
 স্বভূষণে গভবতী হয় সেইক্ষণে ॥
 দুই মহাভিষু দুই কন্যা প্রসবিল ।
 কত দিন পরে ভিষু সকল কুটিল ॥

সুশীলার গর্ভে হয় যুগল নন্দন ।
 এক জন অন্ধ টেঁহল বিধি নিবন্ধন ॥
 অন্ধক বলিয়া নাম রাখিল তাহার ।
 মহাবলবন্ত টেঁহল দ্বিতীয় কুমার ।
 মনুষ্যের প্রায় যেন পক্ষীর আকৃতি ।
 জটায়ু তাহার নাম রাখে পক্ষিপতি ॥
 আর সব পুত্র টেঁহল মহাবলধর ।
 তেজঃপুঞ্জ সুগঠন পরমসুন্দর ॥
 প্রধান পুত্রের নাম রাখিল কুবল ।
 ভারে রাজ্য করিল গরুড় মহাবল ॥
 ছত্রদণ্ড দিয়া ভারে স্থাপিল রাজ্যোত্তে ।
 কত দিনে গেল রাজ্য সুমেরু পর্বতে ॥
 পবনের সহ ভাষা বিবাদ হইল ।
 বহুকাল খগেশ্বর ভাষায় রহিল ॥
 হেথা নয় নাগগণ গায়ে অবসর ।
 স্বাধীন পর্বতে হইল অগ্রতর ॥
 পক্ষিরাজ কুবলাক্ষ গরুড় নন্দন ।
 তার সঙ্গে শতবর্ষ স্বর্গে করে রণ ॥
 শত ভাই সহ তারে করিল সংহার ।
 দেখিয়া অন্ধক পক্ষী ভাবিল বিচার ॥
 ভ্রাতৃসহ লইল সে সর্পের শরণ ।
 অন্তর সকলে দিল যত নাগগণ ॥
 অন্ধকেরে রাজ্য করি স্থাপিয়া সকলে ।
 সমনে চলিয়া গেল নাগারি পাতালে ॥
 কতদিনে খগেশ্বর আইল ভাষায় ।
 পুত্রগণ মুক্তা শুনি ক্রোধে কম্পে কায় ॥
 সেই দোষে মারিল অনেক নাগগণে ।
 ব্রহ্মা শাস্ত করিলেন বিনতানন্দনে ॥
 জটায়ু ধার্মিক ছিল তপস্বী অপার ।
 তাহার ঔরসে টেঁহল যুগল কুমার ॥
 শুক সারি নাম দিল পক্ষীর প্রধান ।
 পরমসুন্দর টেঁহল মহাবলবান ॥
 অন্ধক ঔরসে টেঁহল সহস্র কুমার ।
 মহাবলবন্ত তার পক্ষীর আকার ॥
 প্রথম পুত্রের নাম বাতাপি রাখিল ।
 শুভফল দেখিয়া তাহারে রাজ্য দিল ॥
 মহাবলবন্ত সেই পক্ষীর প্রধান ।
 গরুড়বংশের কথা অদ্ভুত আখ্যান ॥
 কোটি কোটি পক্ষী টেঁহল তাহার ঔরসে ।
 গালিবেক জ্ঞাতিগণ ধর্ম উৎসাহে ॥
 অনুরে কাগজ্য তার কেহ নাহি জানে ।
 বৃদ্ধমান বলিয়া তাহাকে সবে মানেন ॥

কতদিনে চিন্তিয়া বাতাপি মহাবলী ।
 সব নাগগণ সঙ্গে করিয়া মিতালি ॥
 তাহার আশ্রাসে মুক্ত নাগরাজ বংশে ॥
 নিরন্তর বলে ছলে পক্ষীগণে হিংসে ॥
 শুক সারি দুই ভাই ছিল বৃদ্ধমান ।
 জানিল বাতাপি পক্ষী করে জাতি অন্ত ॥
 এতেক চিন্তিয়া দৌড়ে সভরে চলিল ।
 হিমাদ্রি শিখরে গিয়া তপ আরম্ভিল ॥
 করিয়া কঠোর তপ পুজি পঞ্চাশনে ।
 মনোমীত বর পায় ভাই দুইজনে ॥
 আসিয়া সকল শত্রু করিল বিনাশ ।
 কহিলাম তোমাকে পক্ষীর ইতিহাস ॥
 সেই রূপ ধৃতরাষ্ট্রের নৃপ আচরণ ।
 মুহূর্ত্তেকে হইবেক সবংশে নিধন ॥
 হিংসকে হিংসে যেই তাহে দেব কোণে
 তার দোষে একেবারে বংশ হয় লোণ ॥
 এত শুনি সঞ্জয় হইল হৃষ্ট মন ।
 অনন্তরে কহিতে লাগিল সর্দজন ॥
 সহদেব নকুল বিরাট নরপতি ।
 ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডি ক্রপদ যহামতি ॥
 কহিবা অন্ধেরে আমাদের নিবেদন ।
 সম্প্রীতি ছাড়িয়া রাজ্য দিবেন রাজন ॥
 সম্প্রীতে না মিলে দুঃখ হবে বিপদীত ।
 জানিবা সবংশে রাজ্য মজিবা নিশ্চিত ॥
 এইরূপে কহিল সকল বীরগণ ।
 সবাকৈ সমাধি পরে সূতের নন্দন ॥
 বিদায় মাগিয়া ধর্ম আরোহিয়া রথে ।
 গিয়া সব নিবেদিল অন্ধের সাফাতে ॥
 শুনিয়া নৃপতি না বলিল ভাল মন্দ ।
 ভয়ে চিন্তে ব্যাকুল হইল রাজ্য অন্ধ ॥
 যেই প্রভু নীলগিবি নীলকণ্ঠধারী ।
 নমো ব্রহ্ম অবতার নারকরূপকারী ॥
 নারক রূপে পূর্ণব্রহ্ম নীলচলে বাস ।
 তাঁহার চরণ ধ্যানে কহে কাশীদাস ॥
 জুর্য্যোধনের নিমন্ত্রণে রাজাগণের
 আগমন ও যুদ্ধসজ্জা ।
 জিজ্ঞাসেন অশ্বজয় পুনশ্চ মুনির ।
 কহ মুনি কি প্রসঙ্গ হইল তৎপরে ॥
 আসিলা পাণ্ডব পক্ষে কত বীরগণ ।
 কত সৈন্যে সাজিল নৃপতি জুর্য্যোধন ॥
 মহা মহা বীরগণ কোঁরব সহায় ।
 অল্প সৈন্য পাণ্ডবেরা কি করিলা ভায় ॥

কেবল মহায় যাত্রা দেব নারায়ণ ।
 ত্রাণের সহায় যেন অমিতীনন্দন ॥
 পাণ্ডবের সহায় কেবল কুরু দেখি ।
 ইন্দ্রের আশ্রয়ে যেন দেবগণ সুখী ॥
 উভয় কুলের হিতকারী নারায়ণ ।
 এক পক্ষে সহায় হইলা কি কারণ ।
 গোবিন্দের কেন না বলিল দুর্ধ্যোধন
 কহ কহ মুনিবর গুণ বিবরণ ॥
 মুনি বলিলেন শুন নৃপ ক্ষয়ক্ষয় ।
 দুটু বুদ্ধি দুর্ধ্যোধন পাণ্ডিত্য ॥
 এ কারণে কল্পনা করিয়া পীতবাস ।
 দুর্ধ্যোধনে ছলনায় করিল নিরাশ ॥
 চেনিবংশে ত্রিলেন যতেক রাজগণ ।
 যুদ্ধ হেতু দুর্ধ্যোধনে লিখিল লিখন ॥
 পাইলে রাজার পত্র চেনিবংশপতি ॥
 নব কে টি গজ সাজ সাতকোটি রথী ॥
 সহস্র শতেক কে টি সাজে অশ্ববর ।
 গজ কোটি মল্ল সাজে গদ্যতি বিগুর ॥
 বিবিধ যন্ত্রের বাদ্য গড়ে ধরাতল ।
 কর্ণে তালি লাগাইল সৈন্য কোলাহল ॥
 গজ ছত্র পতাকা যুগ্ম আচ্ছাদিল ॥
 কোরবের সৈন্য মধ্যে আসিয়া মিলিল ॥
 আসিলেন ভগদত্ত প্রাপ্তে নিমন্ত্রণ ।
 অর্জুনের সৈন্য করিয়া সাজন ॥
 ছত্রিশ সহস্র কোটি সাজে মত্ত হাতী ।
 চতুরঙ্গ মলেতে আইল মরগতি ॥
 বিবিধ বাদ্যের সাজে কৈ গৈ মহৌধর ।
 সেই সৈন্য কুরু সৈন্য হইল সাগর ॥
 বৃহদল নৃপবর পাইলা লিখন ।
 সাজাইল যত সৈন্য কে করে গণন ॥
 গজ বটি সহস্র সাজেতে মহারথী ।
 বটি শত সহস্র সহিতে মত্তহাতী ॥
 অশ্বারোহী গজদংশ সহস্র সহিত ।
 তবকী তুরকী মল্ল গদ্যতি মিলিত ॥
 নানা বাদ্য কোলাহলে কুরুগণে ধায় ।
 অরণে কলিঙ্গ রাজ সাজিলেন তায় ।
 শত ভাই সহিতে কলিঙ্গ মরগতি ।
 সাজিল অসংখ্য সৈন্য রথী মহারথী ॥
 সহস্র শতেক কোটি কীরাত যবন ।
 বটি কোটি রথগতি যাত্রে অশ্বগণ ॥
 গজদংশ সহস্র কোটি সাজে অশ্ববল ।
 চলিল কলিঙ্গ রাজা চতুরঙ্গ দল ॥

কোরব সৈন্যেতে আসি করিল মিলন ।
 নীলধ্বজ রাজাকে করিল নিমন্ত্রণ ॥
 অর্জুনের সৈন্য মিলে কুরুদলে ।
 আসিয়া সুশর্ম্মা রাজা বহু দলবলে ॥
 চতুরঙ্গ দল রাজা করিল সাজন ।
 গজ কোটি রথী সাজে পতি অশ্বগণ ॥
 দুই লক্ষ মত্ত গজ তুরঙ্গ অপার ।
 চলিল সুশর্ম্মা রাজা সহ পরিবার ॥
 কোরবের সঙ্গে আসি করিল মিলন ।
 আইল দ্বিগুণ সাজে সৈন্য অগণন ॥
 গজ ভাই সহিত দ্বিগুণ মরগতি ।
 সাত কোটি রথী সাজে গজ কোটি হাতী ॥
 একাদশ কোটি তুরঙ্গ সৈন্য আর ।
 চতুরঙ্গ মলেতে হইল অগ্রসার ॥
 ক্ষেমবর্তী রাজা আর রাজা অনুবন্দ ।
 সুমন্ত্র সারথি সাজে রাজা জরাসন্ধ ॥
 এইরূপে গজদংশ শত মরগতি ।
 রথ রথী গজ বাহী অসংখ্য গদ্যতি ॥
 কুরুদলে আইলা পাইয়া নিমন্ত্রণ ।
 সৈন্য কোলাহল সাজে পুরিলগণ ॥
 একাদশ অক্ষৌহিনী একত্র মিলন ।
 দেখি চিত্তে সানন্দ হইল দুর্ধ্যোধন ॥
 অনুচরে আজ্ঞা দিল কোরব ভনয় ।
 কুরুক্ষেত্রে করিয়া বিচিত্র আলয় ॥
 সুচিত্র মন্দির পুরী করিয়া অপার ।
 ধান্য যব তণ্ডুলাদি রাখ উপহার ॥
 অশ্বশালা সারি সারি বহিলা অশেষ ।
 কুরুক্ষেত্রে মধ্যে যেন হয় সমাবেশ ॥
 একাদশ অক্ষৌহিনী রহিবার স্থান ।
 শাস্ত্রগতি কুরুক্ষেত্রে করিয়া নির্মাণ ॥
 রাজার আশ্রয় বাক্যে অনুচরগণ ।
 সেইক্ষেণে কুরুক্ষেত্রে করিল গমন ॥
 লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ধনক আনিল ।
 গড়খাই নির্মাইতে সবাকৈ কহিল ॥
 অজ্ঞাযাত্রাে খুসিতে লাগিল সেইক্ষণ ।
 রচিল যতেক গৃহ না যায় লিখন ॥
 নানা অস্ত্র শস্ত্রে পূর্ণ করে গৃহ কত ।
 যতেক সজ্জিত দ্রব্য না হয় গণিত ॥
 নির্মাইয়া গড়খাই যত অনুচরে ।
 নিবেদন করে আসি কোরবকুমারে ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত লহরী ।
 তুলিলে অধর্ম্ম যুগে তরে ভববারি ॥

কামীরাম দাস কহে রচিয়া গরার ।
 অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥
 কুরুক্ষেত্র যুদ্ধসজ্জা করিতে যুধিষ্ঠিরের অনু-
 মতি ও কুরুক্ষেত্র উৎপত্তি কখন ।
 জন্মোজয় কহিলেন কহ ভগোদধন ।
 অতঃপর কি করিল ভাই পঞ্চজন ॥
 হেতা দুর্ঘোদধন রাজ্য করিল সাজন ।
 ভবে কিবা করিলেন পাণ্ডুর মন্দন ॥
 কোন কোন রাজা হন সহায় তাহার ।
 কহ শুনি মুনিবর করিয়া বিস্তার ॥
 বলিলেন মুনি শুন নৃপ জন্মোজয় ।
 হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে ধর্মের ভনয় ॥
 নিশ্চয় হইবে যুদ্ধ না হয় খণ্ডন ।
 ভ্রাতৃগণে ডাক দিয়া কহিল বচন ॥
 শুনিলে কি ভ্রাতৃগণ কোরব কাহিনী ।
 সাজিল পাণ্ডিত একাদশ অকোহিনী ॥
 আমাদের পক্ষে যত সুহৃদ বন্ধুজন ।
 যুদ্ধ হেতু সবাঁকারে কর নিমন্ত্রণ ॥
 ভোজবংশে অন্ধবংশে যতেক রাজন ।
 সৌবল সুমিত্র আদি মজ্জের মন্দন ॥
 বহুবংশে উগ্রসেন আদি রাজগণ ।
 বধা বোদ্ধা সবাঁকারে পাঠাও লিখন ॥
 অনুচরগণে আজ্ঞা কর শীঘ্র করে ।
 কুরুক্ষেত্রে গড়খাই কহ রচিবারে ॥
 তক্ষা ভোজ্য আদি করি করহ সঞ্চার ।
 নানা অস্ত্র শাস্ত্র আর বহু উপহার ॥
 ভূপতির আজ্ঞা মান্য ইজের মন্দন ।
 ডাকিয়া ধুট্টদাস বীরে কহিলা তখন ॥
 অপারিত বাণ্ড তথা বিলয় না সয় ।
 কুরুক্ষেত্রে কর গিয়া বিচিত্র আলয় ॥
 সহস্র সহস্র সঙ্গে নিয়া অনুচর ।
 দিবা গড়খাই রচ আবাস বিস্তর ॥
 কুরুক্ষেত্র মহাতীর্থ পুরাণে বাখানি ।
 বাহাতে পড়িলে যুদ্ধে পায় দেববাণি ॥
 সর্ব পিতামহ যম কুরু নৃপমণি ।
 ব্যাস মুখে শুনিয়া ছিঁড়ি হার কাহিনী ॥
 একছত্র মহারাজ্য ছিল ভূমণ্ডলে ।
 করিলেন কুরুক্ষেত্র মিত্র পুণ্যবলে ॥
 বলিলেন ধুট্টদাস করিয়া বিনয় ।
 ইহার রত্ন কহ শুনি খনজয় ॥
 কি পুণ্যেতে করিলেন কুরুক্ষেত্র নাম ।
 কোন দেবে আরাধিয়া সিদ্ধি সম্ভব ॥

অর্জুন বসেন শুন পুরের কাহিনী ।
 মহাধর্মশীল ছিল কুরু নৃপমণি ॥
 বাহুবলে শাসিল সকল ভূমণ্ডল ।
 হইলেন এক ছত্র বলে মহাবল ॥
 নানা দান নানা যজ্ঞ করিল ভূপতি ।
 কুরুরাজগণ যত জগতে বিখ্যাত ॥
 এক দিন পিতৃগণ কহিলা তাহারে ।
 মাংস প্রোক্তে ভৃগু কর অমা সবাঁকারে ॥
 পিতৃগণ আজ্ঞাকারী কুরু নরপতি ।
 যুগ্ম্য কারণে বনে গেল শীঘ্রগতি ॥
 মারিল অশেষ যুগ্ম অরণ্য ভিতর ।
 অগ্রে বাড়ি পাঠাইল যুগ্ম বহুতর ॥
 যুগ্ম্যতে শ্রান্ত বড় হইল রাজন ।
 জল অশ্বেষণে রাজ্য ভ্রমলেন বনে ॥
 জল মাছি পান রাজ্য ভূম্যয় পীড়িত ।
 দধিক কামনে রাজ্য হম উপনীত ॥
 মুনিজ্ঞ আশ্রম সেই অপূর্ব কানন ।
 মনুষ্য অগম্য স্থল অতি সুশোভন ॥
 আছে দিবা সরোবর বনের ভিতরে ।
 দেবকন্যাগণ তাহে নিত্য কেলী করে ॥
 সেই সরোবরে রাজ্য হম উপনীত ।
 সরোবর দেখিয়া পাইল বহু প্রীতি ॥
 বহুরূপা নামে কন্যা দেবের নন্দিনী ।
 রূপেতে রূপকলতা খঞ্জন নয়নী ॥
 করিয়াছে মুখরচি শত শশী শোভা ।
 গুচ্ছস্থল অতুল বন্ধু পুষ্প আভা ॥
 গুচ্ছচঞ্চু জিনি দাসা জিনি তিলফুল ।
 কামের কাম্য ক ভূক কিবা দিব তুল ॥
 দেখিয়া কন্যার রূপ মোহিত রাজন ॥
 কুধা কুধা পাসরিলা কামে অচেতন ।
 নিকটে বাইয়া রাজ্য করিল কন্যারে ॥
 নিজ পরিচয় ভূমি কহিবা আমারে ।
 তোমার সুরূপ সৌম্য না যায় বর্ণন ।
 তোমা সম রূপ গুণ না দেখে নয়ন ॥
 কিবা লক্ষ্য সর্বস্বতী হবে হৃদয়প্রিয় ।
 সাবিত্রী রূপিনী কিবা হবে সর্বজয় ॥
 কিবা মার্কণ্ড্য সবে তিলোত্তমা প্রায় ।
 মিত্র পরিচয় কন্যা কহিবা আমায় ॥
 কন্যা বলে শুন যম পুরের কাহিনী ।
 বহুরূপা নাম আমি ইজের নন্দিনী ॥
 পূর্বজন্মে আমার আছিল পক্ষিবাণি ।
 প্রভাসে বসতি মোর ছিল সারঙ্গিনী ॥

প্রাণানিক নামে বট প্রভাসের তীরে ।
 অম্যাপি সে বৃক্ষ আছে সুরক্ষী গোবরে ।
 তথা স্থিতি করিয়া ছিলাম চিরকাল ।
 কত দিনে বৃদ্ধদশা হইল জঞ্জাল ॥
 জগতে অতর তনু ব্যাধিতে পৌছিল ।
 সেই বৃক্ষ উপরে আমার মৃত্যু হৈল ॥
 মরিলে মোরস দেহ ছিল ব্রহ্মোপরে ।
 বহুকাল ছিলাম সে বাসার ভিতরে ॥
 দৈবের নিকট কৰ্ম্য না হয় শূন্য ।
 কত দিনে ঘোরতর বহিল পবন ॥
 আধার সহিতে মম শূলু কলেবরে ।
 উড়াইয়া ফেলিলেক প্রভাসের নীরে ॥
 স্পর্শম করিলে অজ প্রভাসের জল ।
 সর্কমাণে হইলাম তাহাতে নির্মল ॥
 দিবা স্মৃতি হইলাম রূপেতে পবিত্র ।
 সেই পুণ্যে হইয়াছি ইন্দ্রের মর্ত্যনী ॥
 সুরেন্দ্র সাক্ষাৎ নৃত্য করিবার বার ।
 এক দিন পাণ বুদ্ধি হইল আমার ॥
 সূর্য্যোবংশে সমুদ্ভব খট্ট জ নরেন্দ্র ।
 যুদ্ধ হেতু আনিলেন তাকে সুরেন্দ্র ।
 করিলেন অনুর সহিতে ঘোর রণ ॥
 সবাকারে পরাজিতা খট্ট জ রাজন ॥
 ভুট্ট হয়ে সম্মুখে লইয়া ইন্দ্র তাঁরে ।
 যাজ্ঞ করাইল নৃত্য আমা সবাকারে ।
 খট্টাজ ভূগতি রূপে পরম সুন্দর ॥
 তাঁরে দেখি হৃদয়ে বিকুল কামশর ।
 পুনঃ পুনঃ চাহিলাম তাঁহার বদন ।
 দেখি ইন্দ্র ক্রোধে শ'গ দিল সেইক্ষণ ॥
 দেবলোক পাইয়াও মনুষ্য আচার ।
 নবলোকে কিছুকাল কর ব্যবহার ॥
 একারণে নরপতি হেথায় বসতি ।
 বিরহিণী আছি লাহি মিলে যোগ্যপতি ॥
 এত শুনি হাসিয়া বলিল মূগমণি ।
 আমারেবরণ কর ভূমি বিরহিণী ॥
 চন্দ্রবংশে জন্মময় কুরু নাম ধরি ।
 সমস্ত সংসার মধ্যে আমি আধিকারী ॥
 তোমাকে দেখিয়া মন মজিল আমার ।
 কামানলে দহে তনু করহ নিস্তার ॥
 শ্রেষ্ঠ পাটেশ্বরী আমি করিব তোমাকে ।
 এত শুনি কন্যা পুনঃ কঠিন রাজাকে ॥
 নিশ্চিত ভূগতি আমি করিব বরণ ।
 কিন্তু সত্য কর আগে কহিলা রাজন ॥

আপন ইচ্ছায় আমি করিব যে কাৰ ।
 আমাকে নিবেশ না করিবা মহারাজ ॥
 কুবচন বল যদি ত্যজিব তোমারে ।
 কন্যার বচনে রাজা বদ্ধ অঙ্গিকারে ॥
 কন্যাকে লইয়া পরে গেল নিজ দেশে ।
 নিরবধি কোল ব্রজ অশেষে বিশেষে ॥
 এক দিন নরপতি কহিলা কন্যারে ।
 শীতগতি জল দেও আনিয়া আমারে ॥
 কন্যা বলে এখন বিশেষ প্রয়োজন ।
 মুহূর্ত্তেক পরে জল দিতোছ রাজন ॥
 কহিলেন ভূগতি আকুল কলেবর ।
 আমাকে আনিয়া জল দেও শীতহর ॥
 ভূগতির বাক্য কন্যা না করে শ্রবণ ।
 ক্রুদ্ধ হয়ে বলিলেন কুবাক্য রাজন ॥
 ক্রোধেতে করিলা নিন্দা বিবিধ প্রকারে ।
 গনিকার জাতি তুই কি বলিব তোরে ॥
 পুনঃ স্বামী বাক্য করিলি হেলন ।
 স্ত্রীজাতি নহিলে তোর বাইত জীবন ॥
 এত শুনি কন্যা হাসি বলিল রাজারে ।
 পূর্ব্বসত্য পাসরিলা ছাড়ি নু তোমারে ॥
 এইক্ষণে ত্যাগ করি বাই নিজ স্থান ।
 এতেক বলিয়া কন্যা হৈল অন্তর্দ্বান ॥
 কন্যারে না দেখি রাজা অকুল জীবন ।
 কন্যারে ভাবনা বিনা অন্যো নাহি মন ॥
 রাজ্যপদে নাহি মতি অন্তরে বিরাগ ।
 বিবাহ না করিবেন যৌবনানুরাগ ॥
 বৃদ্ধ মজ্জিগণ সবে বুঝান রাজারে ।
 কি হেতু ভূগল চিন্তা করিছ অন্তরে ॥
 বহুরূপা কন্যা সেই ইন্দ্রের নাচনী ॥
 ইন্দ্রমাণে হৃদে ছিল তোমার রমনী ।
 মাণে মুক্ত হইয়া সে গেল সুরপুরে ॥
 তার হেতু শোক কেন করহ অন্তরে ।
 যদি ভূমি সেই কন্যা চাহ নরবর ॥
 দেবরাজ হন সেই কামিনী স্বশর ।
 বিনয় করিয়া কর ইন্দ্র আরাধন ।
 তবে সেই বন্যা প্রাপ্তি হইবে রাজন ॥
 হস্তিনার উপরেতে সম্রাটী তীরে ।
 আছে উপবন রম্য তাহার উত্তরে ॥
 নিত্য আসি সুরভী চরেন সেই বনে ।
 ইন্দ্র আরাধনা কর সুরভীসেবনে ॥
 তবে পুনর্দার ভূমি পাইবা কন্যারে ।
 তত্ব উপদেশ রাজা কহি নু তোমারে ॥

এত শুনি আনন্দিত হইয়া নৃপতি ।
 বিধিমতে করিলেন দেবরাজে স্তুতি ॥
 করিল কঠোর তপ শাস্ত্রীয় বিহিত ।
 করিল সুরভী সেবা রাজ্য যথোচিত ॥
 ভূক্তা হয়ে সুরভী বলিল নৃপতিরে ।
 অভিমত বর রাজ্য সাগর আনাগারে ॥
 তোমায় সন্তুষ্ট রাজ্য হইলাম আমি ।
 মনোমীত বর বাহা বাঞ্ছা কর তুমি ॥
 করযোড়ে কহিলেন পরে নৃপমনি ।
 যদি বর দিবা তবে শুধু গো জননী ॥
 বহুতপা নামে কন্যা আছে সুরপুরে ।
 সেই কন্যা প্রাপ্তি বর দান কর মোরে ॥
 স্তুতি বলি বর তারে দিলেন সুরভী ।
 পাইবা সে কন্যা তুমি দেবরাজে সেবি ॥
 ইক্ষমন্ত্র গঙ্গাকর সেই রাজ্য লও ।
 ইক্ষমন্ত্র জপি তুমি কার্যা সিদ্ধি হও ॥
 ত্রিরাত্রি জপিলে ইক্ষ দিবে দরশন ।
 যে বাঞ্ছা করিবা রাজ্য পাইবা তখন ॥
 এত বলি দিল মন্ত্র প্রসন্ন হইয়া ।
 হুটীচন্ত মরবর সে মন্ত্র পাইয়া ॥
 ত্রিরাত্রি জপিলে মন্ত্র বাসি একাসনে ।
 প্রসন্ন হইলা তবে সহস্রলোচনে ॥
 সাক্ষাতে দেখিল ইক্ষেকুল নরপতি ।
 দণ্ডবৎ প্রণামে করিল বহু স্তুতি ॥
 ইক্ষ বলিলেন রাজ্য সাগ ইষ্ট বর ।
 বলিলেন পরে রাজ্য যুড়ি দুই কর ॥
 বহুতপা নামে যেই তোমার মর্ত্তনী ।
 সেই কন্যা মোরে আজ্ঞা কর সুরমনি ।
 কহিলেন ইক্ষ তাহা দিলাম তোমারে ।
 আর বর মাগ বাহা বাঞ্ছিত অন্তরে ॥
 রাজ্য বলিলেন আজ্ঞা কর পুরন্দর ।
 এই স্থানে হয় যেন পুণ্যক্ষেত্র বর ॥
 কুরুক্ষেত্র নামে হবে পুণ্যক্ষেত্র সার ।
 এ স্থানে করিয়া যুদ্ধ যে হবে সংহার ॥
 ভূঞ্জিবে অক্ষয় স্বর্গ সহিতে তোমার ।
 এই বর আজ্ঞা কর দেব গুণধার ॥
 বলিলেন ইক্ষ পূর্ণ তব মনস্কর ।
 পুণ্যক্ষেত্রে হইল এ কুরুক্ষেত্র নাম ॥
 এত বলি ইক্ষ আজ্ঞা দিল মাতলিরে ।
 বহুতপা কন্যা আনি দেও ভূপতিরে ॥
 ইক্ষের আজ্ঞায় কন্যা তথায় আনিলা ।
 সেই ক্ষণে রাজ্য তারে বিবাহ করিলা ॥

মানামতে কৌতুকে ছিলেন নরপতি ।
 অনুরক্ত হইয়া যেন স্বর্গে সুরপতি ॥
 ইক্ষবরে পুণ্যক্ষেত্র তখন হইল ।
 কুরুক্ষেত্র বলি নাম জগতে রহিল ॥
 তবে কন্যা সহ রাজ্য কুরু নরপতি ।
 হুটীচন্তে আসিলেন আপন বসতি ॥
 সুরভীরে সম্ভাষা না করি হয় পাণ ।
 সেই হেতু সুরভী রাজ্যারে দিল শাপ ॥
 এই অহঙ্কারে পুত্র না হইবে তোয় ।
 এত বলি প্রবেশিল পাতাল ভিতর ॥
 এ সকল রক্তান্ত না শুনিল রাজন ।
 মিতম্বিনী লয়ে কেলি করে অনুক্ষণ ॥
 পুত্র না হইল তার যুবাকাল যায় ।
 ইহা ভাবি চিন্তাকুল মহারাজ তায় ॥
 বহুদাম বজ্রপরে করিল ভূপতি ।
 পুত্র না হইল রাজ্য চিন্তাকুল মতি ॥
 পুরোহিত আপনি বশিষ্ঠ তপোধন ।
 ভাষ্যাসহ তাঁহাকে করিল নিবেদন ॥
 দণ্ডবৎ প্রণাম করিলা বহু স্তুতি ।
 হুটী হয়ে দৌড়ে আস্বাসিল মহামতি ॥
 মনোমত বর মাগি লও দুইজনে ।
 যেই বর ইচ্ছা কর মাগ মম স্থানে ॥
 রানী সহ কহিলেন পরে নরপতি ।
 পুত্রবর আজ্ঞা মোরে কর মহামতি ॥
 তব বর দানে যেন হই পুত্রবান ।
 ইহা বিদ্যে আর অর্থাৎ চাও তব হাস ॥
 এত শুনি ধ্যানমগ্ন হইয়া মুনিবর ।
 সুরভীর শাপেতে নির্বংশ নৃপবর ॥
 জামিয়া কারণ তার কহিল রাজ্যারে ।
 পুত্রবান অবশ্য হইবা মম বরে ॥
 কিন্তু সুরভীর শাপ প্রতিবন্ধ হয় ।
 এ কারণে রাজ্য তব না হয় তময় ॥
 অভিমানে পাতালে গেলেন গো জননী ।
 মম গৃহে স্থিতা রাজ্য তাহার মন্দিরী ॥
 বিনয় করিয়া সেবা করহ তাহার ।
 অচিরেতে পুত্র রাজ্য হইবে তোমার ॥
 সমুৎসর সেবা তার কর নৃপমনি ।
 অজুঁন দাসীর মত তোমার রমণী ॥
 তবে সে ভূপতি তুমি হবে পুত্রবান ।
 কহিতেই মন্দিরী আইলা বিদ্যমান ॥
 মন্দিরীরে কহি মুনি কহিলা রাজ্যারে ।
 কার্যসিদ্ধি তোমার হইবে মম বরে ॥

এই নন্দিনীকে তুমি সৈবৎ রাজ্যে ।
 সম্বৎসর এ নিয়ম করিবা পালন ॥
 মুনির বচনে রাজ্য সেবিল তাহারে ।
 নিয়ম করিয়া রাজ্য এক সম্বৎসরে ॥
 রাজার সেবনে গাভা সন্তুষ্ট হইল ।
 মুনিবর সাধি তারে শাপান্ত করিল ॥
 শাপে মুক্ত হইয়া রাজ্য হৈল পুত্রবান ।
 দুইপুত্র জন্মিলেন মহা মতিমান ॥
 প্রথম পুত্রের নাম স্বয়ম্বর দিল ।
 তাহা হৈতে কুরুবংশ বজ্রিত হইল ॥
 অবশেষে পুত্র রাজ্য দিয়া মরবর ।
 ইন্দ্রের আজ্ঞায় গেল অরণ্য ভিতর ॥
 সাধিয়া পরম যোগ পাম দিব্য পতি ।
 কহিলাম তোমাকে এ পুত্রের ভারতি ॥
 শীঘ্রগতি বাও তুমি না কর বিলম্ব ।
 কুরুক্ষেত্র কর গিয়া পরীক্ষা আরম্ভ ॥
 হইবে দারুণ যুদ্ধ না হয় থগুন ।
 কুলক্ষয় বাসনা করিল দুর্য়োধন ॥
 এত শুনি ধৃষ্টদ্যুম্ন হয়ে হৃষ্টমতি ।
 বহু অনুচরগণ করিয়া সংহতি ॥
 দুই অকৌহিনী বলে চলিল ভ্রমিত ।
 কুরুক্ষেত্র মধ্যে গিয়া শীঘ্র উপনীত ॥
 খনকগণেরে আজ্ঞা দিলা সেইকণ ।
 গড়খাই রচিলা অস্ত্র ত বিচক্ষণ ॥
 স্থানে স্থানে রচিলা বিচিত্র দিব্য যর ।
 রাজাগণ রহিবর আবাস বিস্তর ॥
 অশ্বশালা রচিলা বিচিত্র গজাগার ।
 নামা অস্ত্রে শস্ত্রে পূর্ণ করিল ভাণ্ডার ॥
 আনাইল খাদ্য ভক্ষ্য দ্রব্যাদি বিস্তর ।
 দুই লক্ষ গ্ৰহরী রহিল খরেশ্বর ॥
 নির্ম্মাইয়া গড়খাই আসিয়া সজ্জয় ।
 নিবেদন করিলেন ধর্ম্মের গোচর ॥
 শুনি অতি হৃষ্টমন ভাই পঞ্চজম ।
 মুক্ত হৈতু রাজ্যগণে লিখিলা লিখন ॥
 কাশ্যকর রাজ্য জয়সেন রাজ্য আর ।
 শিশুপাল পুত্র সহদেব গুণাধার ॥
 কাশীরাজ সুবেণ প্রসেস মরপতি ।
 বজ্ররাজ কারকর স্বধর্ম্ম প্রকৃতি ॥
 বাহ্যক ভূপতি আর বৈতক রাজন ।
 দুত মুখে পাইয়া পাণ্ডব নিমন্ত্রণ ॥
 চতুরঙ্গমলে সাজি সজ্জরে আইল ।
 যুদ্ধের সামগ্রী সঙ্গে অনেক আনিলা ॥

সাত অকৌহিনী সেনা একত্র মিলিল ।
 নামা বাণ্য কোলাহলে পৃথিবী পুরিল ॥
 সাত অকৌহিনী পতি ভাই পঞ্চজম ।
 একাদশ অকৌহিনী পতি দুর্য়োধন ॥
 অষ্টাদশ অকৌহিনী হৈল সৈন্যগণ ।
 কোলাহল মহাশব্দে বধির প্রবণ ।
 কুরুক্ষেত্রে দুই দল সুসজ্জ রহিল ।
 নামা অস্ত্রশস্ত্র সবে সজ্জয় করিল ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

শ্রীকৃষ্ণের নিকটে দুর্য়োধনের দূত
 উলুকে প্রেরণ

বলিলেন মুনি শ্রব রাজ্য জন্মজয় ।
 পরে দুর্য়োধন রাজ্য চিহ্নিলা হৃদয় ॥
 দ্বারকা গেলেন কৃষ্ণ পায়ে সমাচার ।
 বলিবারে পাঠাইল দূত অগ্রসার ॥
 গোবিন্দের লিখিলা সকল বিবরণ ।
 কুরুক্ষেত্রে কৌরব পাণ্ডবে হয়ে রণ ॥
 উভয় কুলের বন্ধ কুটুম্ব আপনি ।
 একারণে নিমন্ত্রণ করি বধুমণি ॥
 মহারণে হবে তুমি আমার সারথি ।
 ইহা লিখি দূত পাঠাইল শীঘ্রগতি ॥
 পরে মন্ত্রীগণ সহ কৌরবের পতি ।
 নিভৃত বাসনা যুক্ত করিল ভূপতি ॥
 ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর প্রতীপনন্দন ।
 দুঃশাসন কর্ণ আমি বহু মন্ত্রীগণ ॥
 বলিলেন এক মনে শ্রব সর্ভক্ষম ।
 দুই কুল হিত হম দেব নারায়ণ ॥
 হইবে ভারত যুদ্ধ না হয় থগুন ।
 সম্বন্ধে সমান হম দেব জন্মদন ॥
 দূত প্রেরীলাম আমি বুঝিতে রহস্য ।
 দুই কুল হিত কৃষ্ণ জিজ্ঞাস অবশ্য ॥
 এইবারে বুঝি কৃষ্ণের বলাবল ।
 সন্তোষেন পাণ্ডবে কি জামিব সকল ॥
 করেন কি না করেন মম হিতাহিত ।
 বুঝিবার জন্য দূত পাঠান উচিত ॥
 এত শুনি কহিলেন গজার নন্দন ।
 না বুঝিয়া পাঠাইলে দূত অকারণ ॥
 ত্রিভুবন জ্ঞাত কৃষ্ণ পাণ্ডবের হিত ।
 ভোমার পক্ষ না সহবেম কদাচিত ॥
 বলিলেন কর্ণ মমে না লয় এ কথা ।
 পাণ্ডবের নাথ কৃষ্ণ বিখ্যাত সর্ভধা ॥

তোমার সহিত কুম্ভ জামি নিজ মনে ।
কি বুঝিয়া পাঠাইলা দূত তাঁর স্থানে ॥
বলিবা সগন্ধ তব অনুরোধে হন ।
নাশিবেন কপটে তোমার সর্বজন ॥
বলমে সুন্দর ভাব অনুরে তা নয় ।
তোমার গমে শত্রু জানিবা নিশ্চয় ।
কিন্তু বলভদ্রের তোমাকে বড় প্রীত ।
তাঁহাকে বরিতে যুদ্ধ হয় সমুচিত ॥
ভীষণাঙ্গী করিয়া ভ্রমেন বলরাম ।
দূত প্রের মহারাজ আগ্রা তাঁর স্থান ॥
হইবেন তোমার সহায় নারায়ণ ।
এ কথা আমার চিত্ত না লয় রাজন ॥
সকলে বলিল ভাল বল মহামতি ।
হইবেন তব পক্ষ রেবতীর পতি ॥
মহাবলবন্ত রাম সংগ্রামে প্রস্তুত ।
দুইমাত্রের করিবেন শত্রু লঙ্ঘন ॥
বলিলেন রাজা ভাল বলিছ সার ।
আমার পরম বন্ধু রোহিণী কুমার ॥
কিন্তু ভীষণাঙ্গী হেতু সেলা সঙ্কর্যন ।
এই হেতু করিলাম কৃষ্ণে নিমন্ত্রণ ॥
সম্মুখে বেড়াই হন দেব জগৎপতি ।
মম লয় মম সজ্জ করিবেন প্রীতি ॥
দুঃশাসন বলে মম মনে নাহি লয় ।
পাণ্ডবের প্রিয় কুম্ভ সর্বলোক কয় ॥
তোমার সহায় তিনি হন কদাচন ।
না বুঝিয়া দূত পাঠাইলা কি কারণ ॥
এত শুনি কহিল। আচার্য্য মহাশয় ।
উভয় কুলের বন্ধু দৈবকী ভ্রময় ॥
আগনি সহায় যদি না হন তোমার ।
নারায়ণী সেলা তার আছে অগার ॥
সেই সৈন্য হয় যদি এ পক্ষে সগন্ধ ।
চিন্তে হেন লয় জয় হইবে প্রত্যাফ ॥
নারায়ণী সেলা তাঁর মহাবলবান ।
অজ্ঞের অমর তারা দেবের সমান ॥
সেই সৈন্য দেয় যদি দৈবকী কুমার ।
কিবা প্রয়োজন কৃষ্ণে আছে তোমার ॥
এতক সহায় হৈলে শত্রু কিবা আশ ।
জগত বিখ্যাত আছে বীরত্ব তাহার ॥
জরাসন্ধ ভয়ে কুম্ভ মথুরা ত্যাগিয়া ।
সমুদ্রের কুল গিয়া ছিল লুকাইয়া ॥
তাঁরে বার কোম কর্ম্ম হইবে আমার ।
কুম্ভকে বরণে যুক্তি না হয় তোমার ॥

রণে পলাইয়া বাস শূণ্যালের প্রায় ।
হেন জন্মে বরিবারে মনে নাহি চায় ॥
যেই জরাসন্ধ ভয়ে পলাইয়া ছিল ।
কর্ণ মহাবীর তারে সমরে জিনিল ॥
কর্ণের সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে ।
মুহুর্ত্তেকে নিবারিবে পাণ্ডুর মন্দ্র ॥
ইচ্ছা আদি সখা যদি করেন পাণ্ডব ।
তথাপি কর্ণের হাতে আছে পরাভব ॥
কার্ত্তব্যার্থ্য। জুঁন সম প্রতাপে সমান ।
ইচ্ছা আদি দেব বীর করেন বাখান ॥
ধনুর্জিগণে গণি ভৃগুবংশপতি ।
জগতে বিখ্যাত আর কর্ণ মহামতি ॥
কর্ণের শতাংশে নাহি গণি নারায়ণ ।
তারে তব যুদ্ধে বরি কিবা প্রয়োজন ॥
বলিলেন ভূগু যুদ্ধ হেতু নাহি চাই ।
ইচ্ছা হয় আমার সারথ্য কর্ম্ম পাই ॥
সারথির যোগ্য হন দেব নারায়ণ ।
সারথি করিয়া তারে করিব বরণ ॥
এত শুনি দ্রোণ কৃপ বলেম হাসিয়া ।
হেন বাক্য মুখে রাজা আন কি ভাবিয়া ॥
হইবেক তোমার সারথি নারায়ণ ।
অসম্ভব কথা এই নাহি লয় মন ॥
পাণ্ডবের সহায় যে দেব জগৎপতি ।
কি মতে হবেন কুম্ভ তোমার সারথি ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলিল দূতের কর্ম্ম নয় ।
আগনি বাইয়া বর দৈবকীভ্রময় ॥
সৈন্য দ্বারকাপুরে বাণ্ড দুর্ঘ্যাসন ।
সাংগত। বলিলে যদি লাজে পক্ষ হন ॥
বলিলেন রাজা অগ্রে শুনি দূত স্থানে ।
কি বলিয়া প্রবোধন দেব নারায়ণে ॥
হন বা হন কুম্ভ আমার সারথি ।
দুতযুখে জানা জাবে ইহার ভারতি ॥
বলাবল বুঝি কার্য্য করিব তখন ।
না হয় আগনি গিয়া করিব বরণ ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন এই যুক্তি সার ।
আগনি বরিবে গিয়া দৈবকী কুমার ॥
বাবৎ না বরে পক্ষ পাণ্ডুর কুমার ।
সৈন্য দ্বারকা ভূনি হও অগ্রসার ॥
উভয় কুলের হিত দেব জগৎপতি ।
সংগ্রামে করিবে কার্য্য বুঝি কার্য্যপতি ॥
ইহা শুনি সজ্জাথে বলিল দুর্ঘ্যাসন ।
সংগ্রামে করিতে চাহ কিম্বের কারণ ॥

কীর্ত্তে পাণ্ডব সহ নাহি মম প্রীতি ।
 উচ্যত য়ে হয় তাহা করিব সংপ্রীতি ॥
 এত শুনি বিজুর কহেন সেইক্ষণ ।
 বিগদ সময়ে জ্ঞান হারায় সুজন ॥
 হেন দুৰ্য্যোধন তব হেন লয় মন ।
 হইবেন তোমার সারথি নারায়ণ ॥
 ব্রহ্মা শিব ইন্দ্ৰ আদি যত দেবগণ ।
 উদ্দেশ্য করেন যার চরণ সেবন ॥
 বার বার অবতীর হয়ে জগন্নাথ ।
 করিলেন কে টি কোটি অমুর নিপাত ॥
 মৎস্য কলেবর ধরি দেব নারায়ণ ।
 নৈমিত্য মারি করিলেন দেব উদ্ধারণ ॥
 কুর্মা অবতার হয়ে শ্রীমধুসূদন ।
 করিলেন পৃষ্ঠদেশে ধরণী ধারণ ॥
 অমন্তরে ধরি কৃষ্ণ বরাহ আকৃতি ।
 হিরণ্যাক্ষ বধ করি উদ্ধারিল ক্রিতি ॥
 ধরিতা নৃসিংহ রূপ হইয়া প্রকাশ ।
 করিলেন হিরণ্যকশিপু দেহ নাশ ॥
 ধরিতা বামন রূপ দেব নারায়ণ ।
 পাতালে নিলেন বলি করিয়া ছন্দন ॥
 ভৃগুবংশে রাক্ষসগণে হয়ে অবতার ।
 বশক্কর করেন ক্ষতি তিন সপ্তবার ॥
 রামরূপে বধিলেন লঙ্কার রাবণ ।
 জলধর রূপধারী আছেন এখন ।
 পূর্ণব্রহ্ম অবতার দেব যজুর্মণি ।
 আগমে পুরাণে বার মহিমাদি শুনি ॥
 হেন কৃষ্ণ সুভকর্মে আসিবে তোমার ।
 হেন বাক্য না বুঝিয়া বল বারেবার ॥
 কিন্তু ভক্তিবশ হন দেব হৃদীকেশ ।
 ভক্তের বাসনা পূর্ণ করেন অশেষ ॥
 অতন্ত গোবিন্দ তুমি বিখ্যাত জগতে ।
 তোমার সারথি কৃষ্ণ হয়েন কি মতে ॥
 এইরূপে কহিলা বিজুর মহামতি ॥
 শুনি কিছু উত্তর না দিল কুরুপতি ॥
 সভা হৈতে উঠি রাজা গেল অস্তঃপুরে ।
 চলিলেন কুরুগণ স্বীয় স্বীয় ঘরে ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥
 দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উলুকের
 গমন ।
 জ্ঞানেশ্বর ঋজু সিল কহে অপোধন ।
 অতপর কি করিলা কুরু নন্দন ॥

তবে দ্বারকায় দূত গেল কোমলম ।
 দূত মুখে শুনি কি কহিলা নারায়ণ ॥
 বিবরিতা মুনিবর কহিবা অমারে ।
 শুনিয়া তোমার মুখে জুড়াবে অন্তরে ॥
 বলিলেন মুনি শুনি রাজ্য জ্ঞানেশ্বর ।
 উলুকের পাঠাইলা কুরু মহাশয় ॥
 দুৰ্য্যোধন আজ্ঞায় উলুক অনুচর ।
 শীঘ্রগতি চলিলেন দ্বারকানগর ॥
 কৃষ্ণের সাংক্রান্তে গিয়া হন উপনীত ।
 মস্তক করি পত্ন দিলেন তরিত ॥
 পড়িলেন পত্ন কৃষ্ণ ঈষদ হাসিয়া ।
 পাঠান্তরে কহিলেন দূতের চাহিয়া ॥
 দুট কুলবন্ধু আমি বিখ্যাত ভুবন ।
 উভয় কুলের হিত চিন্তি অনুক্ষণ ॥
 দুৰ্য্যোধন কহ গিয়া বচন আমার ।
 ভাই ভাই বিরোধিয়া কি কার্য তোমারি ॥
 তোমাতে প্রীত মম পাণ্ডুর নন্দন ।
 গন্ধর্বে হাতে মুক্ত করিলা বন্দন ॥
 সভামধ্যে পূর্ক সেই হইল নির্ণয় ।
 তাহাতে হইল মুক্ত পাণ্ডুর তনয় ॥
 আপনি কহিলা যাহা সভা বিনামার ।
 সত্য হৈতে মুক্ত হৈল পাণ্ডুর সন্তান ॥
 পুনর্বার আপনার পাবে রাজ্য ধন ।
 তবে কেন কলহ করিতে কর মন ॥
 সমুচিত পাণ্ডবের বিভাগ যে হয় ।
 তাহা নিয়া প্রীত কর পাণ্ডুর তনয় ॥
 এইরূপ দুৰ্য্যোধনে কহিবে আপনে ।
 পশ্চাতে যাইব আমি কুরু বিনামানে ॥
 সারথির হেতু বাহা কহিলে অমারে ।
 করিব সারথ্য পণ উদ্ধার বিচারে ॥
 কিন্তু অগ্রে আমারে কহিলা ধনঞ্জয় ।
 অঙ্গীকার করিয়াছি শুনি মহাশয় ॥
 তথাপি তোমার বাক্য না পারি খণ্ডিতে ।
 আপনি আসিয়া হেথা আমাকে বরিট ॥
 আসিবে আমাকে পার্থ করিতে বরণ ।
 গন্ধম দিবলে সে করিবে আগমন ॥
 আমারে আসিয়া অগ্রে যে জন বরিবে ।
 তাহার সারথ্য মম করিতে হইবে ॥
 এইরূপে দুৰ্য্যোধনে কহিবা বচন ।
 করিলেন এত বলি দূত প্রস্থাপন ॥
 তবে যজুর্গণে লয়ে দেব জগৎপতি ।
 গুপ্তরূপে যজ্ঞা করেন মহামতি ॥

কুরুকুলে পাণ্ডবের হইবে মহারণ ।
 একারণে দুৰ্য্যোধন দিল মিমন্ত্রণ ॥
 পাণ্ডব আমারে পূর্বে করিল বরণ ।
 তুই কুল হিত আমি জানে সর্বজন ॥
 কাহার সপক্ষ হব করিব কেমন ।
 ইহার সুযুক্তি বাহা কর সর্বজন ॥
 এত শুনি কহিল সকল বদুগণ ।
 কপটি কুবুদ্ধি খল রাজা দুৰ্য্যোধন ॥
 তাহার সপক্ষ হৈতে উচিত না হয় ।
 বিশেষে তোম র প্রিয় দেবেজ্ঞ ভয় ॥
 তোমার বলিতে যদি আসে দুৰ্য্যোধন ।
 তাহার সহায় দেও তব সৈন্যগণ ॥
 কপটি করিয়া তার কর উপকার ।
 আমাদের চিন্তে নয় এই সুবিচার ॥
 বদুগণ বিচার ভুলিয়া নারায়ণ ।
 শিল্পকারগণে আজ্ঞা দিলেন তখন ॥
 রাখ এক সিংহাসন আমার অগ্রেতে ।
 আজ্ঞামাত্র শিল্পকার লাগিল গড়িতে ॥
 হইল দিবসত্রয় মধ্যে সিংহাসন ।
 গোবিন্দের অগ্রে আনি দিল সেইক্ষণ ॥
 অনন্তর গচ্ছম দিবসে নারায়ণ ।
 করিলেন বহির্বাট মন্দিরে শয়ন ॥
 সঙ্কীর্ণ রাহুল স্থান শিতানের পানে ।
 সিংহাসন রাখিলেন সেই অল্পস্থানে ॥
 গাদপার্শ্বে রাখিলেন স্থান বিস্তারিত ।
 অচেতন মিত্রা যান যেন বিমোহিত ॥
 মহাতারতের কথা অবৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

উদ্দেশ্যের পুনরাগমন ও দুৰ্য্যোধনের
 দ্বারকায় গমন ।

দুত যুখে দুৰ্য্যোধন শুনি সমাচার ।
 আপনি বরিতে কৃষ্ণে যান অগ্রসার ॥
 আপনি অর্জুন গিয়া বরিবে তাহারে ।
 এই কথা নারায়ণ কহিল আমারে ॥
 প্রথমে তাঁহারে গিয়া বরিবেন যিনি ।
 অবশ্য তাঁহার পক্ষ হইবেন তিনি ॥
 সম্মুখে সমান যম কুরু পাণ্ড গণ ।
 তুই কুল হিত আমি চিন্তি অনুক্ষণ ॥
 আর যে কহিল তাহা শুনি কুরুপতি ।
 পাণ্ডবের সহ তোমা করিতে সুপ্রীতি ॥
 পাণ্ডবের সহিতে বিরোধে নিষেধিল ।
 সব রাজগণে তাহে অনুমতি দিল ॥

অজকাষে কুলক্ষয় বাহি প্রয়োজন ।
 চিন্তে বাহা নয় আহা কর এইক্ষণ ॥
 এইরূপে দুত বাক্য শুনি মহারাজ ।
 মুহূর্ত্তেকে তথা গেল না করিয়া ব্যাজ ॥
 অন্য সৈন্য সঙ্গে মিল শীঘ্র বাইবার ॥
 হইলেন দ্বারকা নগরে অগ্রসার ॥
 দুৰ্য্যোধন উত্তরিল দ্বারকা নগরে ।
 সৈন্য সব রাখিলেন পুরীর বাহিরে ॥
 একশ্বর প্রবেশিল পুরে কুরুনাথ ।
 সেই গৃহে শয়নে ছিলেন জগন্নাথ ॥
 তথা গিয়া উত্তরিল রাজা দুৰ্য্যোধন ।
 অচেতনে মিত্রা যান দেব নারায়ণ ॥
 ছিল দিব্য সিংহাসন মস্তকের কাছে ।
 বারি পূর্ণ ঝারিতার সন্নিকটে আছে ॥
 বিশ্বাস ভাবিয়া রাজা করিলেন মনে ।
 আমার মর্যাদা কি জানেন নারায়ণে ॥
 না আসিতে হেথা আমি দিব্য সিংহাসন ।
 রাখিলেন করি নিজ শিয়রে স্থাপন ॥
 পান্য অর্ঘ্য সজ্জিত দিব্য জলাধার ।
 আমার সন্তান হেতু নানা উপহার ॥
 নিশ্চয় হবেন কৃষ্ণ আমার সারথি ॥
 এই ভাবে সিংহাসনে বসিল ভূগতি ॥
 আইলেন ধনঞ্জয় পরে ভক্তি করি ।
 প্রবেশিল একাকি কৃষ্ণের অন্তঃপুরী ॥
 বসুদেব উগ্রসেন আদি বদুগণে ।
 একেই প্রণাম করিল জনে জনে ॥
 মাতুলাদি সর্বজনে করিয়া সন্তাষ ।
 তথা হৈতে চলিলেন যথা শ্রীনিবাস ॥
 অচেতন শয়নে আছেন নারায়ণ ।
 শিয়রে বসিয়া তাঁর রাজা দুৰ্য্যোধন ॥
 সিংহাসনে উপবিষ্ট বাসবের প্রায় ।
 দেখি চিন্তে চিন্তিত হইল পার্থ তায় ॥
 ভাবিলেন ধনঞ্জয় নিজ ভক্তিবলে ।
 বসিলেন গিয়া শেষে কৃষ্ণ পদতলে ॥
 কৃষ্ণপদ কমল চাপেন ধীরে ধীরে ।
 দেখি দুৰ্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইল অন্তরে ॥
 মনে কহিলেন অর্জুনের প্রতি ।
 কুরুবংশে জন্মি হেন কদাচার মতি ॥
 বংশের অধম এই পার্থ কুলজার ।
 কিসে এত বন্দনীয় দৈবকী কুমার ॥
 আমারে না করে শঙ্কা বাহি লাজ মনে ।
 বার্থ নাম পার্থ বলি থরে অকারণে ॥

করিতাম অন্য কেহ হইলে সংহার ।
 বিশেষ অঙ্গের মম জ্ঞাতি পাঁচাচার ॥
 এই রূপে মনে মনে নিন্দনা রাজন ।
 জানিলেন অনুর্যামি সব নারায়ণ ॥
 তথাপি উত্তর কিছু না মিলেন হরি ।
 নিত্যায় অলস বেন সিংহাসনোপরি ॥
 হটল আলস্য ভঙ্গ কতক্ষণ পরে ।
 উঠিতেই দেখিলেন কুন্তার কুমারে ॥
 জিজ্ঞাসিল আলিঙ্গন করিয়া কুশল ।
 একে একে ধনঞ্জয় কহিলা সকল ॥
 অনন্তরে গোবিন্দ কহেন ধনঞ্জয় ।
 কোরব পাণ্ডব যুদ্ধ হইবে নিশ্চয় ॥
 পাঠাইলা যুধিষ্ঠির এজন্য আমারে ।
 সার্থি করিয়া যুদ্ধে করিতে তোমায়ে ॥
 যথের সার্থি তুমি হইবে আমার ।
 এত শুনি গোবিন্দ করিলা অঙ্গীকার ॥
 এ কথা শুনিয়া পার্থ অহ্লাদিত মনে ।
 দেখিলেন পরে কৃষ্ণ রাজ্য দুর্ব্যাসনে ॥
 মান্য করি সন্তোষে উঠি নারায়ণ ।
 কি আনন্দ দেখি আজি কোরব নন্দন ॥
 কিবা প্রয়োজনে হেথা তব আগমন ।
 কি কার্য্য তোমার কহ করিব সাধন ॥
 যদি বা দুষ্কর কর্ম্ম বুঝি অতিশয় ।
 আমি হৈতে হয় যদি করিব নিশ্চয় ॥
 তব কার্য্যে ভীত আমি তব আজ্ঞাকারী ।
 যে আজ্ঞা করিবা তাহা সাধবারে পারি ॥
 সমান কুটুম মম কুরু পাণ্ডুগণ ।
 উভয় কুলের হিত বাঞ্ছা অনুরূপ ॥
 চক্ষু সূর্য্য ভেজে বেন নাহি ভিন্ন জ্ঞান ।
 সেইরূপে দুই কুল রাখিব সমান ॥
 উভয় কুলের হিত করি প্রাণপণ ।
 যে আজ্ঞা করিবা তাহা করিব সাধন ॥
 এত শুনি বলিল ভূপতি দু ব্যাধন ।
 দুই মুখে করিয়াছি প্রথমে বরণ ॥
 অঙ্গীকার করিয়াছি তাহে নারায়ণ ।
 যে জন আমার অগ্রে করিবে বরণ ॥
 তাহার সপক্ষ আমি হইব নিশ্চয় ।
 এই হেতু আসিলাম তোমার আলয় ॥
 বহুক্ষণ গত আমি আসিয়াছি আগে ॥
 তার পরে আমি পার্থ ছিলি পাছুভাগে ॥
 গুণাগুণ সব তব বিখ্যাত ভুবনে ।
 ইন্দের মাতলীসমশুনি সঙ্গভনে ॥

মহাযুদ্ধে হইবে তুমি আমার সার্থি ।
 এই হেতু আসিয়াছি হেথা বহুপতি ॥
 এত মান অপমান নাহি বহুমানি ।
 অবদান শুন কহি অত্যন্ত কাহিনী ॥
 ত্রিপুর জিনিতে যবে বান শূলপাণী ।
 করিলেন ত্র্যক্ষকে সারথী শুন জানি ।
 ত্রিপুর বিজয়ী শিব সারথীর গুণে ।
 ব্রহ্মপতি সারথী শাকুর দৈত্য রণে ॥
 অমর পরম গুরু অঙ্গীরানন্দন ।
 করিলেন স্বধর্ম্ম জানিয়া সূতপণ ॥
 ব্রহ্মপতি সারথি করিয়া বজ্রপাণী ।
 ব্রহ্মাসুরে মারিলেন বিখ্যাত এ বাণী ॥
 গোবিন্দ বলেন তুমি কহিলা প্রমাণ ।
 অগ্রে যোরে বলিলেন পার্থ যুদ্ধমান ॥
 অগ্রে তুমি আসিয়াছ জানিব কেনে ।
 দেখিলাম অজ্ঞানরে প্রথমে নয়নে ॥
 সারথ্য করিতে দিলা অগ্রে নিমন্ত্রণ ।
 ইহার উপায় কি করিব দুর্ব্যাসন ॥
 ব্যতিক্রম করি যদি দুই কুলহিতে ।
 আমার কুবল যুদ্ধিবেক পৃথিবীতে ॥
 দশ দিন করি যদি পার্থের সারথ্য ।
 পরে করি দশ দিন তোমার সূতত্ব ॥
 এমন নিয়ম ঠকলে উপহাস লোকে ।
 শুন কহি দুর্ব্যাসন উপায় তোমাকে ॥
 তুমি কুরুপতি রাজ্য জগতে বিদিত ।
 তোমার মর্যাদা শুন ঘোষে অপ্রমিত ॥
 কুরুবংশে বজ্রবংশে চন্দ্রী ভোজবংশে ।
 রাজ বংশোদ্ভব যত রাজ্য অবন্তংশে ॥
 তব কাব্যে হীত সবে তোমার শাসীতে ।
 তোমার অশ্রের কেহনহে পৃথিবীতে ॥
 তোমাকে করিবে মান্য সর্ব্ব রাজগণ ।
 অগ্রেতে করিলা পথ আসি নিমন্ত্রণ ॥
 তীর্থযাত্রা হেতু যবে বান হলপাণী ।
 কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ চর মুখে জানি ॥
 কহিলেন যুদ্ধ করিবারে নিবারণ ।
 খণ্ডিতে না পারি আমি তাহার বচন ॥
 তাহা আমি করিয়া বৈতক বহুগণ ।
 যুদ্ধ করিবারে মান্য করিল তখন ॥
 উভয়কুলের কোন পক্ষ না হইব ।
 রামের বিশেষে অস্ত্র আদি না ধরিব ॥
 আমি মাত্র করিব কেবল সূতপণ ।
 এ কারণে কহি শুন রাজ্য দুর্ব্যাসন ॥

নারায়ণী সেনা মম আছে কোটি সাত ।
 মম সম ভেজ বর্ষা জগতে বিখ্যাত ॥
 মহাবলবান সবে বিক্রমে অপার ।
 এক এক জন হয় বিক্রমে আমার ॥
 প্রভাগেতে কাবীর্ত্বযাজ্জুন জনেজন ।
 মহারথি মধ্যে গদি বিপক্ষে শমন ॥
 আমাকে চাহ বা তুমি সেনা নারায়ণী ।
 নিশ্চয় করিয়া কহ নৃপচুড়ামণি ॥
 এত শুনি দুর্খোধন ভাবিল অস্তরে ।
 নারায়ণী সেনাগণ অতুল সমরে ॥
 নারায়ণী সেনা সাতকে টি বদি পাই ।
 করিব অতুল যুদ্ধ কু ঋ নাহি চাই ॥
 কেবল ইহাকে নিলে হবে কিবা কায ।
 কহিলেন এতেক ভাবিয়া কুরুবাজ ॥
 আমার সাহায্যে দেও সেনা নারায়ণী ।
 এই মম সাহায্য করিবা চক্রপাণি ॥
 গোবিন্দ বলন রাজা যে আজ্ঞা তোমার ।
 শুনিয়া হইল হৃদি কোরব কুমার ॥
 নারায়ণী সেনা লয়ে গেল দুর্খোধন ।
 সেখিয়া অর্জুন তাহা বিবস্ত্র বন ॥
 জয় প্রভু জগন্নাথ জয় চক্রধারী ।
 তোমার মহিমা শুন কি বর্ণিতে পারি ॥
 শক্তি জন পাল তুমি দুইকে সংহার ।
 জগন্নাথ নাম এই কারণে তোমার ॥
 দারুক্রমে পূর্ণব্রহ্ম নানাচলে বাস ॥
 জগতের হিত তুমি অতুল প্রকাশ ॥
 অনুক্ষণ তোমার চরণে বহু মতি ।
 কাশীরাম দাস কহে মধুর ভারতী ॥

নারায়ণী সেনা লইয়া দুর্খোধনের
 গমন ।

নারায়ণী সেনা লয়ে গেল দুর্খোধন ।
 নানা বাদ্য কোলাহলে হয়ে হৃষ্টমন ॥
 পথে শল্য রাজা সহ চলিল দর্শন ।
 তাঁহার সহিতে গিয়া কারলা মিলন ॥
 সম্ভাবিয়া শল্যেরে কহিল দুর্খোধন ।
 যুদ্ধ হেতু করিলাম তোমাকে বরণ ॥
 বলিলেন শল্য রাজা যে আজ্ঞা স্বীকার ।
 হইব সগন্ধ আগ্নি সমরে তোমার ॥
 কিন্তু পাণ্ডু পুত্রগণ ভাগিনা আমার ।
 যাই তাহাদের সঙ্গে দেখা করিবার ॥
 হয় নাহি বহুদিন সাক্ষাত মিলন ।
 দেখিয়া আশ্রিত আমি পাণ্ডু পুত্রগণ ॥

(৬৫)

কৌরব কহিল তথা কি কার্য্য তোমার ।
 নিকটে দেখিবা তথা পাণ্ডুর কুমার ॥
 হইয়া আমার পক্ষে কেবল হবে তথা ।
 দেখিলে না ছাড়ি দিবে পাণ্ডব সর্গত্যা ॥
 সত্যবান্দিগণ মধ্যে গনি যে তোমার ।
 সত্যভ্রষ্ট হইবার দেখি অভিপ্রায় ॥
 ইহা শুনি শল্য স্থির করিলেন মন ।
 করিলেন দুর্খোধন সহিত গমন ॥
 আর বত রাজগণ মথাদেশী ছিল ।
 যুদ্ধ হেতু দুর্খোধন সর্বারে বরিল ॥
 একাদশ অক্ষৌহিনী করি সমাবেশ ।
 আপনার উপায় না গণিয়া বিশেষ ॥
 মদগর্বে দুর্খোধন করিলেন পণ ।
 পাণ্ডবেরে জিনিয়া লইব রাজাধন ॥
 ক্রতুর্ধ্য শাস্ত্র নীতি ভাবি কুরুপতি ।
 পাত্র মিত্র ভূত্যাগণ অমাত্য সংগতি ॥
 ভীষ্ম জ্ঞান কুণ আর দ্রাঘার তনয় ।
 সৌমদত্ত বীর ভুরিষ্মা মহাশয় ॥
 দুঃশাসন দুর্মাক ও শকুনি সৌবল ।
 ভগবন্ত ভূপতি সুগর্ধ্য মহাবল ॥
 ধৃতরাষ্ট্র নরপতি বিদূর সুমতি ।
 মহাসভা করিয়া বসিল কুরুপতি ॥
 সব্বারে চাহিয়া কথা বলিল রাজন ।
 মনস্কাম পূর্ণ মম হইল এখন ।
 একাদশ অক্ষৌহিনী হইল সজ্জি ।
 সাত কোটি মহারথী আমার সংহতি ॥
 আমারে জিনিতে পারি কে আছে সংসারে ।
 অবহেলে পরাজিবে পাণ্ডুর কুমারে ॥
 কর্ণের প্রভাগ সহে কেবা আছে জ্ঞানে ।
 একেশ্বর পরাজিবে পাণ্ডু পুত্রগণে ॥
 বত বত বীর হয় মম অনুভবে ।
 একে বীর পারে জিনিতে পাণ্ডবে ॥
 পাণ্ডবের ভয় কিবা আছে তোমার ।
 একাদশ অক্ষৌহিনী মম পরিবার ॥
 শুন পিতামহ ভীষ্ম মাতুল অচার্য্য ।
 প্রাণপণে কর সুবে আমার সাহায্য ॥
 ক্রতুর্ধ্য শাস্ত্রমত নাম সর্গশার ।
 পাণ্ডবের উপরে না করিবা আর ॥
 উপরোধ করিলেও তারা না ক্ষমিবে ।
 কল্যাচিত উপরোধ করে না করিবে ।
 রাজ বাক্য শুনিয়া কহিল স্তব্ধগণ ।
 না বুঝিয়া ছেন বাক্য কহ দুর্খোধন ॥

কথন তোমার শত্রু না হয় পাণ্ডব ।
 কি কারণে দুৰ্য্যোধন কহে এত সব ॥
 আমাদের বত শক্তি করিব সাধন ।
 না পারিব জিনিতে পাণ্ডব পঞ্চজন ॥
 দেবের অবধ্য বীর্য পাণ্ডব নন্দন ।
 যুদ্ধ কার্যে বিশারদ প্রতাপে ভগবন ॥
 তাহা দিগে জিনিবে কে আছে হেন বীর ।
 বিশেষে ধর্ম্মাত্মা নিকৈ রাজ্য যুষ্টিধর ॥
 ধর্ম্ম অনুগত পার্থ ভীম মহাশয় ।
 দুই ভাই ধর্ম্মপ্রিয় মাজীর তনয় ॥
 ধর্ম্মবলে বাহুবলে কেহ নহে স্ত্রান ।
 আর কত তোমাকে বুঝাব পুনঃ ॥
 তাহাদের পিতৃরাজ্য যে হয় উচিত ।
 দিয়া পাণ্ডু পুত্র সহ কর ভূমি প্রীত ॥
 ভাই-বিরোধিয়া কিবা প্রয়োজন ।
 এ যুদ্ধ ক্রিয় ধর্ম্ম না করি গণন ॥
 হারিলে জিনিবে নাহি সুখ্যাতি বা দৌষ ।
 অর্থ ফয় মাত্র আর অধর্ম্ম অবশ ॥
 ধর্ম্ম যদি চাহি ভূমি এ কর্ম্ম না কর ।
 কদাচিত ভাই-না শোভে সমর ॥
 ভাই সহ সম্প্রীতে বঞ্চিত নাহি সুখ ।
 বিরোধ করিলে মনে হয় বড় দুঃখ ॥
 বিগম হইলে পরে নাহি পরিত্রাণ ।
 পুত্রের কাহিনী কহি কর অবধার ॥
 আছিল রাবণ রাজ্য ব্রহ্মসংশে জন্ম ।
 জ্ঞাতি বন্ধু ভাই সহ করিল অধর্ম্ম ॥
 কত শিলাস্তরে রাম রণের নন্দন ।
 পিতৃসত্য পালিবারে প্রবেশিল বন ॥
 অনুজ লক্ষ্মণ আর জাম কী সজ্জতে ।
 বহুকাল রঘুনাথ রহিল বনেতে ॥
 কামেতে কুবুজি টেহল রাবণ রাজার ।
 জানকীরে হরিয়া কইল ছুঁচোর ॥
 সেইকালে রঘুনাথ বীর সজ্জা করি ।
 সুগ্রীবাদি সহায়ে বেড়িল লঙ্কাপুরী ॥
 বিভীষণ রাবণের অনুজ সুমতি ।
 ধর্ম্ম আত্মা মহাশয় ধর্ম্ম পথে গতি ॥
 কহিলেন বহু ধর্ম্ম উপদেশ রাণী ।
 কার কথা না শুনিল রাবণাভিমানী ॥
 অহঙ্কারে কার বাক্য কর্ণে নাহি নিল ।
 ভ্রাতাকে নিন্দিয়া কতমত গালি দিল ॥
 কুবাক্য করিল পরে চরণ প্রহার ।
 সেই হেতু চিন্তে দুঃখ পাইল অপার ॥

রাম সহ বিভীষণ করিল মিলন ।
 শ্রীরাম অভয় মানে করিল গ্রহণ ॥
 রাবণের সবংশে বধিয়া রঘুমনি ।
 উদ্ধার করিল পরে জনক নন্দিনী ॥
 বিভীষণে রাজ্য করি আইলেন দেশে ।
 কহিলাম এই পুত্র কাহিনী বিশেষে ॥
 অতএব ভাই ভাই হৃদে নাহি কাষ ।
 সমুচিত ভাগ তার দেও মহারাজ ॥
 এইরূপ কহিয়া সকল পরিবার ।
 মৌনভাবে রহিল বৃষ্টিতে মল তার ॥
 বলিলেন দুৰ্য্যোধন করিয়াছি সত্য ।
 অকারণ সকলেতে ত্যক্ত কর নিত্য ॥
 জীয়ন্তে পাণ্ডব সহ নাহি মম প্রীত ।
 সকলে বিধান কর সময় বিহিত ॥
 এতক বলিয়া বলি রাজ্য দুৰ্য্যোধন ।
 কেহ আর উত্তর না দিল মজ্জীগণ ॥
 অনুচরে আজ্ঞা রাজ্য দিলেন তখন ।
 সমরে সুসজ্জ হও কর আয়োজন ॥
 সামগ্রী সংগ্রহ কর যুদ্ধ বহুতর ।
 রাজ্যজয় ধাবিত হইল অনুচর ॥
 মায়া অস্ত্রে পূর্ণ করে সকল ভাণ্ডার ।
 গদা খড়্গ ধনুঃশূল দিবা অস্ত্র আর ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমার ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অর্জুনের মনে দুঃখে শ্রীকৃষ্ণের
 প্রবোধ বাক্য ।

নারায়ণী সেনা কৃষ্ণ দিল দুৰ্য্যোধনে ।
 দেখিয়া হইল দুঃখ অর্জুনের মনে ॥
 পার্থের অনুর বৃষ্টি কহিল শ্রীপতি ।
 কি হেতু হইলে সখা ভূমি দুঃখ মতি ।
 নারায়ণী সেনা বত দিলাম তাহারে ।
 সবে হত হইবেক তোমার প্রহারে ॥
 পুত্রের কাহিনী কহি শুন দিয়া মন ।
 একদিন আমারে কহিল পিতৃগণ ॥
 বংশের তিলক ভূমি পূর্ণব্রহ্ম রূপে ।
 সকল সংসার এই তব জ্যামকূপে ॥
 ভূমি বিষ্ণু বিশ্বরূপ বর অবতার ।
 আমাদেরে কর প্রভু আগনি উদ্ধার ॥
 বরাহ বসতি করে মগধে নিশ্চয় ।
 তার মাংস আনি শ্রাদ্ধ কর মহাশয় ॥
 তবে হবে তুষ্টিযুক্ত আমাদের বন ।
 এইমত কহিলেন যত পিতৃগণ ॥

গিতুবাক্যে করিলাম তাহা অঙ্গীকার ।
 গিতুলোকে আমাকে কহিল পুনর্বার ॥
 একাকী যাইবা তুমি বরাহ আনিতে ।
 অন্য লোক সঙ্গে নাহি পারিবে যাইতে ॥
 তাহাতে যে মাংস দুট হইবে মিশ্রয় ।
 হইবে না আমাদের তাহে পাপক্ষয় ॥
 গিতুগণ বাক্য শুনি অশ্বে আরোহিয়া ।
 একাকী মগধ রাজ্য পাইলাম গিয়া ॥
 জরাসন্ধ রাজার ব্রহ্মক বলে ছিল ।
 চিহ্ন দেখি অনুমানে আমাকে চিনিল ॥
 জরাসন্ধে যাইয়া কহিল সমাচার ।
 সৈন্য সাজিয়া সে আইল দুবাচার ॥
 একেশ্বর বেড়িলেক করি শত পুং ।
 সৈন্য কোলাহল শব্দ গেল বহুদূর ॥
 ভাবিলাম উপায় না দেখিয়া ভঞ্জন ।
 একেশ্বর বলে পরাজিব কত জন ॥
 তুরস্তু দুজ্জয় সেই নগরের সেনা ।
 বত মরে তত জয়ে না হয় গণনা ॥
 অনেক ভাবিয়া আমি যুক্তি করি সার ।
 অস্ত্রবৃদ্ধি করিলাম পর্বত আকার ॥
 অস্ত্র হৈতে সেইক্ষেণে হইল সৃজন ।
 দেখিতেই নারায়ণী সেনাগণ ।
 দিক সহস্র মহারথী অঙ্গেতে জমিল ॥
 জরাসন্ধ সঙ্গ তারা যুদ্ধ আরম্ভিল ॥
 যুদ্ধে পরাভূত হৈল মগধ রাজন ।
 ভজ দিয়া পলাইল বত সৈন্যগণ ॥
 পরে সেই বরাহকে চক্রেতে গ্রহণে ।
 আনিলাম নারায়ণী সেনা সঙ্গে করে ॥
 ভুট হয়ে বলিলাম সেই সেনাগণে ।
 যেই বর ইচ্ছা কর মাগ মম স্থানে ।
 এত শুনি বলিলেক সেই সেনাগণ ॥
 যদি বর দিবা তবে দেও নারায়ণ ।
 ইতরের হাতে যত্ন অভিলাষ নয় ॥
 তোমার সমান রূপে গুণে বেবা হয় ॥
 তার হাতে যত্ন যেন হয় সবাকার ।
 এইবর আজ্ঞা কর ঈদবকীকুমার ॥
 তাহাদের বাক্যেতে দিলাম বর দান ।
 পরে চিন্তা করিলাম এই অনুমান ।
 মম মম রূপ গুণ কে আছে সংসারে ।
 ধনজয় বিদ্যা আর না দেখি কাহারে ॥
 অভ্যুত্থানের হাতে হবে তোমাদের ক্ষয় ।
 হইবে তারত যুদ্ধ জানিবে মিশ্রয় ॥

এ কারণে নীরায়ণী যত সৈন্যগণ ।
 করিলান চুর্যোথন প্রতি সমর্পণ ॥
 তব অস্ত্রে নিহত হইবে সৈন্যগণ ।
 এত বলি দেখাইলা আশ্চর্য্য দর্শন ।
 কাহারো মন্তক নাহি কবন্ধের প্রায় ।
 দেখিয়া অভ্যুত্থন চিন্তে মানিল বিষয় ॥
 পরে কৃষ্ণে অভ্যুত্থন কহিলা যোড় করে ।
 তোমার বিষম মায়াকে বুঝিতে পারি ॥
 মায়ার পুস্তলি তুমি মায়ার বিদ্যমান ।
 আদি নিরঞ্জন তুমি পূর্ণ ভগবান ॥
 থাকিতে সহায় তুমি কিবা মম ভয় ।
 মায়ার কৌরবগণে না ভাবি সংশয় ॥
 জানিলাম নারায়ণ যুদ্ধে হবে জয় ।
 পাইলাম এই হেতু তোমাকে আশ্রয় ॥
 তোমার সাহায্যে ইচ্ছা করি ব্রিভুবন ।
 তব কৃপারলে দণ্ড পাইলা শমন ॥
 সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তব কৃপায় প্রচার ।
 তোমার প্রতাপে হর করেন সংহার ॥
 সেই প্রভু হৈলা তুমি আমার সারথি ।
 তিলমাত্র কুরুকুলে নাহি অব্যাহতি ॥
 হেন প্রভু হৈলা তুমি আমার সহায় ।
 ব্রিভুবন মধ্যে আর কে আমারে পায় ॥
 এই বাক্যে হাসিয়া বলিলা নারায়ণ ।
 না বুঝিয়া পার্থ তুমি করিলা বরণ ॥
 গিয়াছেন বলরাম করিয়া বারণ ।
 করিব না যুদ্ধ আমি জামিবা কারণ ॥
 কৌরবের সহায় অনেক যোদ্ধাপতি ।
 একেশ্বর কি করিবা কি হইবে গতি ॥
 এত শুনি হাসিয়া কহিলা ধনঞ্জয় ।
 উপহাস বাক্য কেন কহ মহাশয় ॥
 এ তিন ভুবনে ব্যাপ্ত তোমার বিভূতী ।
 তুমি আনি তুমি অস্ত্র তুমি জগৎপতি ॥
 তুমি সৃষ্টি পালনাদি করহ সংহার ।
 তোমার বিভূতী বুঝে সামর্থ্য কাহার ॥
 কিঞ্চিৎ জানেন মাত্র দেব পঞ্চানন ।
 যত্ন নামে এক রূপ ধর নারায়ণ ॥
 কোন চার অঙ্গপতি কৌরব তনয় ।
 সহস্র কৌরবে মম আর নাহি ভয় ॥
 এক্ষণে যে কহি তাহা শুন ব্রহ্মণি ।
 যুধিষ্ঠির আজ্ঞা তথা যাইবে আপনি ॥
 শুনিয়া রাজার আজ্ঞা বিলম্ব না করি ।
 সেইক্ষেণে রথ চড়ি চলিলেন হরি ॥

বিরাটনগরে যান অর্জুন সহিত ।
 যদ্যুজ কৃত্যকে দেখিয়া মহাপ্রীত ॥
 যদ্যপি গোবিন্দ স্থিত পাণ্ডবের সনে ।
 তথাপি বসিতে দেন রত্নসিংহাসনে ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 ব্যাস বিরচিত দিব্য ভারত আখ্যান ॥
 যেবা লড়ে যেবা শুনে করায় শ্রবণ ।
 তাহাকে প্রসন্ন হন দেব নারায়ণ ॥
 এই কথা কহি আমি রচিয়া পয়ার ।
 অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥
 মন্তকে বন্দিয়া বিপ্রগণ পদরজ ।
 কহে কাশীনাথ পদাধর দাসাত্মজ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের যুক্তি ও নমুচি
 দানবের উপাখ্যান ।

ক্ষিপ্রাসিল ক্ষমোজয় কহ মুনিবর ।
 সভামধ্যে কি যুক্তি হইল তদন্তর ॥
 পাণ্ডবের দ্রুত হয়ে দেব জগৎপতি ।
 কি প্রকারে বুঝাইলা কোরবের প্রতি ॥
 ক্রোধের বচন না শুনিল দুর্যোধন ।
 কি রূপে ভারত যুদ্ধ হইল তখন ॥
 কহিবা সে সব কথা করিয়া বিস্তার ।
 বলিলেন মুনি শুন ভূপতি কুমার ॥
 পাণ্ডবের সভায় বসিল নারায়ণ ।
 দেখি আনন্দিত হৈল পাণ্ডুর নন্দন ॥
 গোবিন্দ দেখিয়া রাজা মহাশঙ্ক মনে ।
 নিভৃত্তে করেন যুক্তি শ্রীকৃষ্ণের সনে ॥
 যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন নারায়ণ ।
 হইবে ভারত যুদ্ধ না হয় খণ্ডন ॥
 দুর্যোধন দুর্নীতি যে কারবে প্রলয় ।
 যুদ্ধ হেতু হইবেক জ্ঞাতি কুলক্ষয় ॥
 কলগণ অস্ত্রধাৰে পৃথিবী হত স্বামী ।
 একারণে মনে যুক্তি করিয়াছি আমি ॥
 জ্ঞাতিগণ বধ মম প্রাণে নাহি সহ্যে ।
 কুলক্ষয় মরমে দেখিতে যোগ্য নহে ॥
 দ্রুত যুগে দুর্যোধনে কহি পুনঃ পুনঃ ।
 কদাচিত ছাড়িয়া না দিবে রাজ্য ধন ॥
 করিলাম পূর্বে যে বিষয় লক্ষণে ।
 কল্যায় যদ্যু টেক্তে যুদ্ধ এইক্ষণে ॥
 ভীষ্মদাম ভগবদ্বী বেষণেতে বনে ২ ।
 ইহাতে ও ময়া না জন্মিল দুর্যোধনে ॥
 অজ্ঞাত বৎসর এক রহি পরবেশে ।
 রাজপুত্র হইল এক ক্রোধ ক্রীবেশে ॥

এত দুঃখ দিয়া কাল না কলি মম ।
 সমুচিত রাজ্য নাহি দিবে দুর্যোধন ॥
 যে পরাস্ত দেহে প্রাণ থাকিবে তাহার ।
 তাবৎ ছাড়িয়া রাজ্য দিবে বা আমার ॥
 বহু কষ্টে পারি যদি করিতে সংহার ।
 রাজ্য ধন তবে সে পাইব পুনর্বার ॥
 হেন রাজ্য ধনে মম নাহি প্রয়োজন ।
 কিবা কাষ্য করিব মারিয়া জ্ঞাতিগণ ॥
 এই হেতু চিন্তে ভাবি সব কুমা পাই ।
 তব আজ্ঞা হইলে পুনশ্চ বনে বাই ॥
 তীর্থ যাত্রা করিয়া ভ্রমিব বনে বনে ।
 ৩ উচ্চ সকল রাজ্য পাণি দুর্যোধন ॥
 পিতৃভুল্য পিতামহ আচাৰ্য্য মাতুল ।
 আত্মীয় বান্ধব আর বত জ্ঞাতিকুল ॥
 এ সকল সংহারিবা রাজ্যের নিমিত্ত ।
 হেন রাজ্যপদ মুখে নাহি চাহি চিন্তে ॥
 না বুঝিয়া প্রবৃত্ত হইবে অহঙ্কারে ।
 কি জানি যদি না পারি কুরু ক্ষিপ্রবারে ॥
 সংসার যুড়িয়া লজ্জা হবে অতিশয় ।
 এই হেতু মম চিন্তে হইতেছে ভয় ॥
 যেবা ভীষ্ম ধর্মজয় মাত্রীর নন্দন ।
 আজন্ম দুঃখতে গেল কে করিবে রণ ॥
 বলহীন শরীর কেবল আত্মমাত্র ।
 কোরব সম্মুখে নাহি হবে যুদ্ধপাত্র ॥
 বিরাট দ্রুপদ ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডাশ্বিনি ।
 দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র আর সভাবাদী ॥
 এই সব বীরগণ আমার সহায় ।
 ইহারা কি করিবেন কোরব সঙ্গ্রায় ॥
 কোরবের সহায় অনেক বীরগণ ।
 এক এক জন যেন দ্বিতীয় শমন ॥
 ভীষ্ম দ্রোণ অশ্বত্থামা কৃপ মহামতি ।
 সোমদত্ত ভুরিশ্রবা সুশর্ম্মা নরপতি ॥
 মহারথী মহামতি সবে মহাবল ।
 শত ভাই দুর্যোধন আর ব্রহ্মদল ॥
 শল্য মহাবীর আর রাধারমন্দন ।
 এ সকল বীর যেম দ্বিতীয় শমন ॥
 যুদ্ধে কাষ্য নাহি মম না পারিব জানি ।
 বনবাসে যাব আজ্ঞা কর চক্রেপাণি ॥
 এত শুনি হাসিয়া কহিল নারায়ণ ।
 সম্যাস ধর্ম্মেতে তব নাহি প্রয়োজন ।
 রাজ কর্ম্ম নীত কিছু কহিব তোমায়ে ।
 পূর্বেতে নিম্পন্ন ব্যাধি হইল বিচারে ॥

রাজ্য হয়ে ক্ষমাবন্ত নহিবে কখন।
 অতি উগ্র না হইবে সদা শাস্ত মন ॥
 ক্রোধমধ্যে যেইক্ষম হয় বলবান।
 অহঙ্কারে জ্ঞাতি বন্ধু করে তুণ্ডজ্ঞান ॥
 ক্ষত্রমধ্যে শত্রুগণক গণিবে বাহ্যারে।
 করিব তাহাকে মর্দন যে কোন প্রকারে ॥
 বলে ছল যুদ্ধে তারে যে রূপে ধরিবে।
 অরণ্য তাহারে রাজ্য সংহার করিবে ॥
 ইহাতে অধর্ম নাহি শুন নরবর।
 সেই সব দুঃখাধম করিল পামর ॥
 হবে না তাহাকে বধি পাণের উদয়।
 জ্ঞাতি মধ্যে শত্রু সেই মহা দুঃখায় ॥
 পুত্রের কাহিনী কহি শুন দিয়া মন।
 নমুচির দানব নামে কশ্যপমন্দর ॥
 এক গিতা হৈতে হয় উৎপত্তি দৌহার।
 ইন্দ্রের সম্পদ হৈতে শত গুণ তার ॥
 ভগোবলে ইন্দ্রকে করিল পরাজয়।
 ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব নিল বলে দুঃখায় ॥
 ইন্দ্রের অমরাবতী বলেতে হরিল।
 নামামতে মুরেজকে চিস্তিত করিল ॥
 নমুচির সঙ্গে যুদ্ধ হইয়া পরাস্ত।
 পলাইল দেবসেনা হইয়া নিরস্ত ॥
 পরাজয় মানি ইন্দ্র আনি দেবগণ।
 ভ্রমিলা সন্ন্যাসী বেশে সকল ভুবন ॥
 পুত্রগণ কষ্ট দেখি নিজের জননী।
 আরাধনা করিলেন দেব পদ্মাবানি ॥
 প্রভাক হইয়া ব্রহ্মা দিলা বর তারে।
 অচিরে পাইবে রাজ্য তোমার কুমারে ॥
 এত বলি অন্তর্জান হন পদ্মাসনী।
 পুত্রগণে আদিত করিলা বিজ্ঞাপন ॥
 জননার বাক্য ইন্দ্র আদি দেবগণ।
 ব্রহ্মাকে কহিলা গিয়া সব বিবরণ ॥
 বিবম সঙ্কটে দেব কর অব্যাহতি।
 নমুচির ভয়ে নাহি রক্ষায় সঙ্কতি ॥
 গিতামহ প্রসন্ন হইবা দেবগণে।
 শাস্ত দা করিলা সবে প্রবোধ বচনে ॥
 অসময়ে কার্যাসিদ্ধ কভু নাহি হয়।
 শাস্ত্রেতে বিচার দেখি এ রূপ নির্ণয় ॥
 জ্ঞাতি মধ্যে রিপু শ্রেষ্ঠ যেই মহাবল।
 তাহাকে সংহার নহে বাকুলতা স্থল।
 বলে ছলে নমুচিরে করিবা নিধন।
 ইহাতে অধর্ম নাহি মানিবে কখন ॥

ব্রহ্মার বচন শুনি দেব মুরপতি।
 নমুচির সঙ্গে আসি করিল গিরীতি ॥
 হীনজন প্রায় হইয়া তাহারে নেবিল।
 নমুচির সহ ইন্দ্র মিত্রতা করিল।
 এইরূপে কত দিন থাকি মুরমাথ।
 করিলা অচলা শ্রীতি নমুচির সাত ॥
 কতদিনে শুভকালে হইল সুযোগ।
 মারিতে দৈত্যেরে ইন্দ্র করিলা উদ্যোগ।
 ক্ষণমাত্রে সতুপায়ে দৈত্যকে মারিল।
 আপন ইন্দ্রত্ব পদ উদ্ধার করিল ॥
 কত্র ধর্ম্মে এইমত আছে ব্যবহার।
 পুনরায় সকলের কার্যোত্তে প্রচার ॥
 দুর্যোধন কুলজার বড় দুঃখার।
 তাহাকে মারিতে নাহি বলু বচিচার ॥
 নমুচিরে মারি ইন্দ্র পাইলা উদ্ধার।
 কোরব মারিতে কেন পড়িল বিচার ॥
 কোরবে মারিয়া তুমি সুখে রাজ্য কর।
 দ্রোণদৌর মন সত্য উদ্ধার সত্তর ॥
 কহিলাম হিতবাক্য ভোমাকে রাজন।
 এত বলি প্রবেশ দিলেন নারায়ণ ॥
 যুচিল ধর্ম্মের ভয় আর মন্ত্রিগণ ॥
 গরে ভীম ধনঞ্জয় আর মন্ত্রিগণ ॥
 একে একে রাজ্যকে কহিল বিবরণ।
 উদ্যোগ করুন রাজ্য করিবারে রণ ॥
 কৃষ্ণের বচনে ধর্ম্ম না কর সংশয়।
 কোরবে মারিয়া রাজ্য লও মহাশয় ॥
 বিনা ছন্দে রাজ্য নাহি দিবে সে নির্দয়।
 তাহাকে মারিলে বল পাণের কি ভয় ॥
 আমরা সহায় তব শঙ্কা করে আর।
 আজ্ঞা মাঝে কোরবেরে করিব সংহার ॥
 সহায় সর্বস্ব তব দেব সর্বগতি।
 ইহার প্রসাদে জয় হবে নরপতি ॥
 কহিলেন ধর্ম্ম বাহা বল সর্বজন।
 যিখা নহে আমার সর্বস্ব নারায়ণ ॥
 ইহার প্রসাদে তব নাহি ত্রিভুগতে।
 তথাপি চাহে লোক ভরতে ধর্ম্মেতে ॥
 অন্য দূত কর্ম্ম নহে কহি এ কারণ।
 কুরু সভামধ্যে তুমি যাও নারায়ণ ॥
 নিত্য ধর্ম্ম কহিয়া বুঝাবে দুর্যোধনে।
 ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠতাত গজার মন্দমে ॥
 প্রথমে কহিবা অন্ধ রাজ্য ছাড়ি দিতে।
 ইন্দ্রপ্রস্থ রত্নাদি সমস্ত সমাধিতে ॥

পুরীপুর অধিকার ছিল মম বশ ।
 তাহা দিয়া প্রীতি কর পাণ্ডব সহিত ॥
 প্রীতিজ্ঞা যে ছিল তাহা হইয়াছে পার ।
 তবে কেন রাজ্য ছাড়ি না দিবে তাহার ॥
 নাহি দিলে কোম কর্মে তরিবে কেমনে ।
 ভাই যুদ্ধ হৈলে কি হইবে ধনে ॥
 জ্ঞাতিগণ পড়িবে পড়িবে বন্ধুগণ ।
 মহাযুদ্ধে হবে সর্কি কুল বিনাশন ॥
 একারণে যুদ্ধকার্য্যে নাহি প্রয়োজন ।
 অকরাজ্য দিয়া তোব পাণ্ডবের মন ॥
 এইরূপে কহিবা প্রথমে বহুতর ।
 তবে যদি কদাচ না শুনি কুরুবর ॥
 পুনশ্চ কহিবা তারে করিয়া বিনয় ।
 বড় ক্ষমাশীল রাজা পাণ্ডুর তনয় ॥
 রাজ্য দেশ বুদ্ধি বশ অশ্ব খন জন ।
 সকল ছাড়িয়া দিল তোমার কারণ ॥
 পঞ্চভাই পাণ্ডবেরে পঞ্চ গ্রাম দান ।
 করিয়া সারগরাধি ভুঞ্জ সর্কি স্থান ॥
 ইচ্ছ প্রহু কুশস্থল বারণা নগর ।
 হস্তিনার উত্তরে সুকান্তি গ্রামধর ॥
 পাণ্ডব নগর গ্রাম তাহার দক্ষিণে ।
 এই পঞ্চ গ্রাম দিয়া তোব পঞ্চজনে ॥
 এইরূপে বুঝাইবা রাজ্য দুর্ব্যোধনে ।
 তোমার বচন যদি না শুনে প্রবেণে ॥
 আপনার দোষে দুষ্ট হইবে নিধন ।
 এতে পাণ্ডব কলঙ্ক না হবে নারায়ণ ।
 অধর্ম্ম করিলে গাণি হইবে অপার ।
 লোক ধর্ম্ম ভালমন্দ না হবে বিচার ॥
 তার পাণ্ডে হইবেক জ্ঞাতিগণ ক্ষর ।
 শীঘ্রগতি যাও ভূমি কোরব আলয় ॥
 গোবিন্দ বলেন রাজ্য যে আজ্ঞা তোমার ।
 ইহাও উচিত বটে জানা একবার ॥
 বদ্যাপি সংপ্রীতি রাজ্য দেয় দুর্ব্যোধন ।
 দুই কুল রক্ষা হয় জীয়ে জ্ঞাতিগণ ॥
 ভীষ্ম ভ্রুণ বলিলেন নাহি লয় মন ।
 সম্প্রীতি যে রাজ্য দিবে দুষ্ট দুর্ব্যোধন ॥
 তাহাতে রাধেয় সস্ত্রী বড় দুঃখচার ।
 গাঙ্গারী নন্দন দুঃশাসন দুষ্ট আর ॥
 এই ছিল জনের বুদ্ধিতে দুর্ব্যোধন ।
 আমাদের সঙ্গে নাহি করিবে মিলন ॥
 বাইতেছ যাও ভূমি ধর্ম্মের আজায় ।
 সাবধান হইয়া যাইবা হস্তিনার ॥

কুবুজি কুমন্ত্রী খল রাজ্য দুর্ব্যোধন
 একাকী পাইয়া পাছে করে কুমন্ত্রণ ॥
 এ কারণে লঙ্ক সঙ্গে মহারথিগণ ।
 এক অক্ষৌহিণী সঙ্গে করুক গমন ॥
 গোবিন্দ বলেন মম ভয় আছে কারে ।
 শত দুর্ব্যোধন আসি কি করিতে পারে ॥
 তবে যদি প্রবৃত্ত হইবে অহঙ্কারে ।
 মূর্খত্বেরে বিষ্ণু চক্রে মারিব সবারে ॥
 বাতি দিতে না রাখিব কুল একজনে ।
 বংশসহ সংহার করিব দুর্ব্যোধনে ॥
 এত বলি করিলেন গোবিন্দ প্রস্থান ।
 রথ দশ সহস্র লইয়া ধনুর্দ্বীপ ॥
 সাত্যকি চলিল সঙ্গে আর ঢেঁকিতান ।
 দুই লক্ষ পদাতিক অতি বলবান ॥
 বলিল প্রীকৃষ্ণ প্রতি ভাই পঞ্চজন ।
 ভ্রমিলাম বিষম সঙ্কটে কত বন ।
 তোমার প্রসাদে দুঃখ হইল মোচন ॥
 শান্তাইবা মায়ে যেন দুঃখিতা না হন ॥
 করিলেন শুনিয়া গোবিন্দ অজীকার ।
 দ্রৌপদী কৃষ্ণেরে চাহি বলিল অপার ॥
 শুনি কৃষ্ণ দুঃখ তথা কমলমোচন ।
 অভ্যন্ত নিষ্ঠুর শত্রু গাণ দুর্ব্যোধন ॥
 এত কষ্ট দিয়া শান্ত না হইল মন ।
 কদাচ না ছাড়ি দিবে রাজ্য দুর্ব্যোধন ॥
 যত দুঃখ দিয়াছে সে জানি সবিশেষ ।
 সন্তামধ্যে ধরিয়া আনিল মম কেশ ॥
 বিবস্ত্র করিতে যোরে চাহে দুর্ব্যোধন ।
 করিয়াছ তুমি প্রভু লজ্জা নিবারণ ॥
 হেন জন মুখ পুনঃ চান দেখিবারে ।
 কার বাক্য কদাচ না রাখিবে পামরে ॥
 তার সঙ্গে প্রীতি করে কিবা হবে হিত ।
 সবংশে মারিতে তারে হয় সমুচিত ॥
 তোমার আশ্রয়ে দেব কেবা রীয়াহত ।
 সবাই যুঝিবে কৃষ্ণ তোমার সম্মত ॥
 মম গিভা যুঝিবেন ক্ষণে সুধীর ॥
 ভাই আর যুঝিবেন ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর ॥
 শিখণ্ডী করিবে যুদ্ধ মহারলবার ।
 পঞ্চ ভাই করিবেন রণ সমাধান ॥
 মম পঞ্চ পুত্র আছে সংগ্রামে সুধীর ।
 দ্বিতীয় বাসব যুদ্ধে অভিমতু বীর ॥
 ভোজবংশে মৎস্য বংশে যত বীরগণ ।
 এক এক জন যেন দ্বিতীয় শমন ॥

কৌরবেরে পরাক্রম করিবা কথায় ।
 কোন প্রয়োজন প্রীতু বাইবা তথায় ॥
 স্বপ্ন আঁক্ষি দেখিয়াছি শুন মহাশয় ।
 মনুষ্য চড়িয়া রণে পাশুর তময় ॥
 রাক্ষস আকার ধরি বীর ব্রহ্মকোদর ।
 দুঃশাসন দুর্বশের চিরিলা উদর ॥
 রক্তপান করিলেন দেখিনু নয়নে ।
 খবল কুঞ্জর চড়ি মঞ্জীর নন্দনে ॥
 কৌরবের সহিত হইল মহারণ ।
 খবল পুষ্পের মালা পরি গঙ্গাজল ॥
 স্নেহ কৃষ্ণ লোহিতাদি বর্ণ ছত্র বাণ ।
 কৌরবের সেনা করে রক্ত জলে স্নান ॥
 স্রোতধারে মহানদী রক্ত ধারে বয় ।
 দেখিয়াছি এ স্বপ্ন শুন মহাশয় ॥
 কৌরবের পরাক্রম পাশুরের জয় ।
 গোবিন্দ বলিল। দেখি হইবে নিশ্চয় ॥
 শত্রু মধ্যে যাইবার চিন্তা নাহি ভয় ।
 তথাপি বাইব আমি ধর্মের আজ্ঞায় ॥
 বুঝাইব নীতি ধর্ম দুই দুয়োধনে
 যুদ্ধকালে ঐশ্বর্য না ধায় রোগীজনে ।
 কদাচিত মম ব'কা না শুনিবে কালে ।
 সবংশে যাইবে দুই বমরাজ স্থানে ॥
 অচিরেতে হবে তব দুঃখ বিমোচন ।
 হস্তিনায় রাজধানী হইবে এখন ॥
 এত বলি সান্ত্বাইয়া ক্রণদকন্যায় ।
 স্তম্ভযাত্রা করি হরি বান হস্তিনায় ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত লবী ।
 কাশীককে সাধুজন পায়ে কর ভরি ॥
 শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনায় গমন সংবাদ ।
 ও কুরুন্দের পরামর্শ ।
 বলিলেন মুনি শুন কুরু চুড়ামনি ।
 বিদুর আসিয়া অর্কে কহিল তখনি ॥
 হস্তিনায় আসিবেন আপনি শ্রীপতি ।
 দুয়োধনে বুঝাইতে ধর্ম শাস্ত্র নীতি ॥
 সকল মঙ্গল রাজা হইবে তোমার ।
 এই হেতু গোবিন্দ হইলা অগ্রসার ॥
 তোমার পুর্কের ধর্ম হইল উদয় ।
 করিবেন প্রীতি কৃষ্ণ হেন মনে লয় ॥
 সাবধানে মহারাজা পূজবা কুঞ্জে ।
 ভাজিয়া কাপটা সাট্য নির্মাল অন্তরে ॥
 শুভের অধীন কৃষ্ণ জামহ আগমে ।
 ভজিতাবে কৃষ্ণ পূজা করিবা যতনে ॥

উভয় কুলের হিত চিন্তি নারায়ণ ॥
 আসিবেন তোমার সভায় এ কারণ ।
 সুমের সমান রত্ন অসংখ্য কাঞ্চন ।
 অশ্রদ্ধায় যদি কুঞ্জে করে নিবেদন ॥
 তাহাতে না হন প্রীত দেব দামোদর ।
 শ্রদ্ধায় অত্যাশ্রয় দিলে মানয়ে বিস্তর ॥
 শ্রদ্ধায়িত হইয়া বে কৃষ্ণ পূজা করে ।
 বিষয় সঙ্কটে কৃষ্ণ উদ্ধারেন তারে ॥
 নররূপে পূর্ণ ব্রহ্ম আনি নারায়ণ ।
 সাবধান হয়ে তাঁরে পূজিবা রাজন ॥
 ইহা শুনি ধৃতবাস্তি আমন্দ হৃদয় ।
 হইল পূজকে পূর্ণ তনু অতিশয় ॥
 বিদুরে চাহিয়া গরে বলিলা বচন ।
 মনোবাঞ্ছা পূর্ণ যম হইল এখন ॥
 কুলক্ষয় হইবে জানিয়া জগন্নাথ ।
 আসিবেন এই হেতু আমার সাক্ষাৎ ॥
 আমার সৌভাগ্য সীমা বর্ণিতে না পারি ।
 প্রীত করিবারে হেথা আসিবে মুরারি ॥
 শ্রীকৃষ্ণের মতি যে কুমতি বিনাশিনী ।
 দুয়োধনে বুঝাইবেন গোবিন্দ আপনি ॥
 ভীষ্ম দ্রোণ বর্ন কৃপ আর দুয়োধনে ।
 ডাক দিয়া আন শীঘ্র আমার সমনে ॥
 দেখি তারা কিবা বলে করিব বিচার ।
 কি রূপে যুক্তিতে যুক্তি দেয় সে অপার ॥
 শুনিয়া বিদুর গরে গিয়া সেইক্ষণে ।
 ডাক দিয়া আনাইল যত সভাজনে ॥
 ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ বর্ন প্রাতিগ নন্দন ।
 আজ্ঞা মাত্রে আসিলেন যত সভাগণ ॥
 সভাতে বসিল সবে সিংহ অবতার ।
 কহিতে লাগিল গরে অম্বিকা কুমার ॥
 মম মনস্কাম পূর্ণ হৈল এতদিনে ।
 উভয় কুলের হিত চিন্তা করি মনে ॥
 রাজা দু যোঁধনে ধন্যনীত বুঝাইতে ।
 আসিবেন নারায়ণ হস্তিনা পুরীতে ॥
 কিরূপে পূজিবে কৃষ্ণ বসন্তো আমারে ।
 ইহার বিধান তবে কহিবে বিস্তারে ॥
 এত শুনি কহিলেন গঙ্গার তনয় ।
 তোমার পুণের ফল হইল উদয় ॥
 অকপটে পূজা কর আনন্দে তাঁহারে ।
 ঐবভব বিস্তর দিয়া রাজ ব্যবহারে ॥
 যাতে প্রীত হন কৃষ্ণ কহি শুন নীতি ।
 বিচিত্র মন্দির কর শীঘ্র বিরচিত ॥

ইচ্ছায় নগর তুল্য নগর প্রাধান ।
 নাগারতু দিয়া কর বিচিত্র নির্মাণ ॥
 গণে গণে দেও রাজ্য জলদ্রুত নাম ।
 স্থানে স্থানে রত্নবেদী করাও নির্মাণ ॥
 অগ্নির চন্দন ছড়া সর্বত্র নগরে ।
 করুক মঙ্গলাচার প্রতি ঘরে ঘরে ॥
 ভবাক কমলি আঁরি বরোপ সারি সারি ।
 স্থানেই মায়া বজ্র মহোৎসব চারি ।
 নট নটীগণ আর গায়ন নর্ত্তন ।
 গোবিন্দ গুণানুবাদ করুক কোর্ত্তন ।
 দিব্য বস্ত্র অলঙ্কারে করিয়া সুবেশ ॥
 চারি জাতি লয়ে হও নগর প্রবেশ ॥
 অগ্নিসরি আর গিয়া দৈবকী নন্দনে ।
 পূজা কর গোবিন্দে ব্রহ্ম বন্দনে ॥
 তবে সুখ নরপতি হইবে তোমার ।
 মম চিত্ত লয় রাজ্য এই সুবিচার ॥
 এতক বলিল যশি ভোগ মহামতি ।
 জ্ঞান কুণ আদি সবে দিল অনুমতি ॥
 এইরূপ পূজা তবে হইবে উচিত ।
 ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন ইহাই বিহিত ॥
 দুর্যোধন বলিলেন নাহি রুচি মন ।
 এইরূপে কৃষ্ণ পূজা কিবা প্রয়োজন ॥
 ক্ষতধর্ম পুণ্ড্রবীতে কে কর বাধান ।
 কোন মহারাঙ্গগণে করে বা সন্মান ॥
 শিশু পাল রাজ্য ছিল বিখ্যাত ভুবনে ।
 কনাচিত মান্য না করিল নারায়ণে ॥
 কপট করিয়া কৃষ্ণ সংহারিলা তারে ।
 জরাসন্ধ রাজ্য হিন্দা করিত তাহারে ॥
 গোবিন্দে সে বলিত গোয়ালী নন্দন ।
 অগণ্য ক্ষত্রিয় বলি করিল গণন ॥
 বসিতে না দিত কভু ক্ষত্র সভাগারে ।
 এতক ভীমের হাতে মাণিলেন তারে ।
 অত্যন্ত কপট মূর্খ ক্রিয়াজীর পতি ।
 তাহে মান্য করিতে না লয় মম মতি ॥
 এক্ষণে করিলে মায়া হাসিবে সংসার ।
 ক্ষত্র রাজগণ মধ্যে কৃষ্ণ মায়া কার ॥
 উৎসাহ হইতে মরণ শ্রেষ্ঠ কর্ম ।
 মান্য না করিলে কহ দেখি তার ধর্ম ॥
 ইতর জনের প্রায় পুজি নারায়ণে ।
 বুঝাবেন যত তিনি না শুনিব কাণে ॥
 মম মনে লয় রাজ্য এই যুক্তি সার ।
 এত বলি কহিলেন গঙ্গার কুমার ॥

তাহে বুঝি দুর্যোধন হারাইলে জীব ।
 নাহি জান নাশরণ পুরুষ প্রধান ॥
 অমান্য করিতে তাঁরে চাহ অহঙ্কারে ।
 মারিবেন নারায়ণ মূর্ত্তে সাবারে ॥
 বাতি দিতে না রহিবে কৌরব বংশেতে ।
 এত বলি ভীষ্ম বীর গেল সভা হৈতে ॥
 আগম মন্দিরে যান হয়ে ক্রুদ্ধ নম ।
 বার যে শিবিরে গেল যত সভাজন ॥
 তবে দুর্যোধনে অন্ধ বলিল বচন ।
 যে বলিল ভীষ্ম তাহা না কর হেনন ॥
 মান্য করি পুজা কৃষ্ণ করিয়া রহস্য ।
 দুই কুল হিত কৃষ্ণ করিবা অবশ্য ॥
 তোমাকে ভেটিবে আসি দৈবকী কুমার ।
 তোমার ভাগ্যের সীমা কিবা আছে আর ॥
 প্রজ্ঞাবৃত্ত হইয়া পুজিবে নারায়ণ ।
 প্রজ্ঞায় সকল কার্য করিবা সাধন ॥
 অগ্নি বা বিস্তর দেয় প্রজ্ঞা পুরস্কারে ।
 অকপট হরে যেবা কৃষ্ণ পূজা করে ॥
 আপনাকে লিয়া তার বশ হম হরি ।
 একারণে কহি শুন কুরু অধিকারী ॥
 অকপট ভাবে তুমি পুজ মরায়ণ ।
 মম বাক্য কনাচিত না কর হেনন ।
 দুর্যোধন বলিলেন কহিলা যেমত ॥
 তবে আজ্ঞা প্রমাণে করিব সেইমত ।
 শিল্পকারগণেরে ডাকিয়া দুর্যোধন ॥
 বলিল প্রস্তুত কর রত্ন সিংহাসন ॥
 রত্নের মন্দির যত বিচিত্র আবাস ।
 বসিবেন তাহাতে আসিয়া শ্রীনিবাস ॥
 নগরে নগরে করে পুষ্পের মন্দির ।
 পথে পথে স্থানে স্থানে রচিয়া শিবির ।
 মহোৎসব সর্বত্র করুক সর্বজন ॥
 নট-টি মুনুত্য করিবে স্থানেস্থানে ।
 রাজার আদেশ মত অনুচর-গণ ॥
 যে কহিল ততোধিক করিল গঠন ॥
 নগরে নগরে করে রত্নবাস ঘর ।
 স্থানে স্থানে বজ্রারত্ন করিল বিস্তর ॥
 রোপিলেন নানাবিধ বৃক্ষ সারি সারি ।
 বিচিত্র শোভন বেন দেবেন্দ্র নগরী ॥
 চারি জাতি নগরেতে যত প্রজাগণ ।
 সুবাকারে চরণ বলিল বচন ॥
 আসিবেন কৃষ্ণ আজি নৃপে ভেটিবারে ।
 অগ্র হয়ে সবে গিয়া আনিবা তাঁহারে ॥

সুনিয়া আনন্দে ময় মগরীয় জন ।
সুসজ্জা হইল ভেটিবারে নারায়ণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার ।
কাশী কহে ইহা বিনা গতি নাহি আর ॥

হস্তিনা যাইতে পথে প্রজাকর্ষক

শ্রীকৃষ্ণর স্তব ।

দীর্ঘ-ত্রিগদ্য ।

সুসজ্জা হইয়া হরি, রথে আরোহণ করি,
হস্তিনায় করিস গমন ।
নানাবিধ বাদ্যবাজে, কেহ অশ্বে কেহ গজে,
সাজে চতুর্দিক সৈন্যগণ ॥
বিরাট নগর হরি, তরিলেন কান্তিপুরী,
বামে করি নগরের দেশ ।
কাঞ্চননগর দিয়া, কাশীরাজ্য এড়াইয়া,
ব্রহ্মদেশ পান হৃষীকেশ ॥
বেলা অবসান কালে, উত্তরিল ভালেহ,
বিশ্রাম করেন ততক্ষণ ।
জানি কৃষ্ণ আগমন, ব্রহ্মবাসী প্রজাগণ,
ভেটিতে আইল সর্দজন ॥
মানা ভক্ষ্য উপহার, নিলা নানা অলঙ্কার,
শকটে পুরিয়া রত্নধন ।
দণ্ডবৎ প্রণতি করি, যতনে পূজিয়া হরি,
নানাবিধ করিল স্তবন ॥
নমো নমো জয় জয়, নমস্তে করুণাময়,
পূর্ণব্রহ্ম আদি গদাধর ।
নমো হৃয়গ্রীব কায়, বেদে যাঁদের নাহি পায়,
নমো নমো মান কলেবর ॥
নমো কুমরুপধারী, সমুদ্র মন্ত্রনকারী,
জয় জয় নমস্তে শ্রীধর ।
নমস্তে বামদিকপ, মোহকারী বলি ভূপ,
নমো নমো দেব দামোদর ॥
নমস্তে বরাহকায়, হিরণ্যাক বিদারায়,
নমস্তে মোহিনী কলেবর ।
দেবাসুর মোহ বান, ব্রহ্ম চতুর্ভুজ নাহি পান,
নমো নমো অখিল ঐশ্বর ॥
নমো নমো নারায়ণ, মহা দৈত্য বিনাশন,
নমস্তে নৃসিংহ রূপধারী ।
নমো নমো ভৃগুচায়, ক্ষত্রবংশ বিনাশর,
জয় জয় নমস্তে সুবারি ॥
নমো রবি বংশধারী, নমস্তে ব্রহ্মাণ্ডকারী,
দ্রুত শিশুপাল বিনাশন ।

(৬৬)

নমো নমো কৃষ্ণ তনু, বনুদের অক্ষয়-
জয় প্রভু জয় নারায়ণ ॥
জয় জয় কনাদন, কেশি কংশ বিনাশক,
নমো ব্রহ্ম গোপিকা মোহন ।
অশ্ব বক ভৃগাবর্ত, রিপুবংশ বিনিবর্ত,
জয় জয় ব্রহ্ম সনাতন ॥
ভূমি আদি ভূমি অন্ত, ভূমি সুক্স্ম সুলক্স্ম,
আত্মরূপে সর্বত্র বিহার ।
কোট মৎস্য আদি, জীব জন্তু নিরবধি,
কেহ ভিন্ন না যায় তোমার ॥
তোমার চরণ সেবি, নানাদানি মহাকবি,
মৃত্যুঞ্জয় কৈলা মৃত্যু জয় ।
সেবিয়া তোমার পায়, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব তায়,
ব্রহ্মপদ দাতা মহাশয় ॥
নমো বুদ্ধ দেহ ধর, ভবিষ্যৎ কলেবর,
নমঃ কল্কাকি ব্রহ্ম বিনাশয় ।
নাহি তার কোন ভয়, সন্ন্যাসে নির্ভয় হয়,
স্তব গুণ কথা যেই কয় ॥
আমরা অত্যাশ্রয়, কিস্কিনীতোমার স্বর্গত,
না জানেন ব্রহ্মা দয়াময় ।
পাণ্ডবের টঙ্কপ্রস্থে, চিরকাল মনঃ ব্যস্তে,
মির্ভয়েতে করিলু আশ্রয় ॥
দুর্যোধন কুকর্মণি, পাশায় সর্দার জিনি,
সবারে পাঠায় বনবাসে ।
দেখি দ্রুত দুরাচার, মানি সবে পরিহার,
বিনাশ করিল এই দেশে ॥
চিরকাল আচ্ছিন্নাশে, পাণ্ডব আসিবে দেশে,
পুত্রগণ যাইব তথায় ।
হাহা ধর্মী মুগ্ধস্তির, ভীম পার্থ নাহি স্থির,
মা দেখিয়া তোমা সবা কায় ॥
তোমাদের পূণ্যকায়, দেখিবারে চিত্ত চায়,
পুত্র চেন করিতা পালন ।
আর পাণ্ডু পুত্রগণ, ব্রহ্মবাসি প্রজাগণ,
মহাশোকে হৈল অচেতন ॥
ভূট্ট হৈয়া নারায়ণ, আশ্বাসিয়া প্রজাগণ,
কতিবারে লাগিল তথন ।
শোক নাহি কর আর, য'ও সবে নিজাগার,
শীঘ্র হবে পাণ্ডব দর্শন ॥
হইয়া পাণ্ডব দূত, বুঝিতে কুক্ষমুত,
বাইতেছি হস্তিনা ভুবন ।
পাণ্ডবের রাজ্য বাড়ী, যদি নাহি দেয় ছাড়ি,
দুর্যোধন আমার বচনে ॥

তবে সে পাণ্ডবগণ, বহুবল রাজ্যধন,
লবে কুরু করিয়া বিনাশ ।
এত বলি নারায়ণ, আশ্বাসিয়া প্রজাগণ,
সেই দিন তথা হয় বাস ॥
বিচিত্র ভারত কথা, বাস বিরচিত গাথা,
শুনিলে অধর্ম হয় নশ ।
কমলাকান্তের স্মৃত, সূক্তমের মনঃপুত,
বিরচিত কাশীরাম দাস ॥

হস্তিনাতে শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি ।

বসিলেন মুনি শুন কুক চুড়ামণি ।
ব্রহ্মদেশে রক্ষণী বঞ্চিল চক্রপাণি ॥
প্রাতঃকৃত্য নিবর্তিয়া আরোহিয়া রথে ।
চলিলেন বিদায় হইয়া হস্তিনাতে ॥
পথে পথে বিচিত্র মন্দির নানা বাস ।
হইলেন দেখিয়া বিস্মিত শ্রীনিবাস ॥
কোন স্থানে মুনিগণে বেল উচ্চারণ ।
কোন স্থানে বাদ্য করে সুবাস্য বাজন ॥
নানা রত্ন অলঙ্কার পরি পুষ্পমালা ।
কোন স্থানে শিশুগণ করে নানা খেলা ॥
নগরের প্রজাগণ দিব্য বেশ ধরে ।
বসিয়াছে চতুরঙ্গ দলে ধরে ধরে ॥
দেখিয়া কহেন কৃষ্ণ ডাকি সাত্যকিরে ।
পুর্নগত হইলেক হস্তিনানগরে ।
দ্বিতীয় ইচ্ছের পুর দেখি সুশোভন ।
বড়ই ধর্মীয়া দেখি হেথা প্রজাগণ ॥
তবে বুঝি ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্য মতি মিল ।
এ কারণে মহোৎসব গীত আরম্ভিল ॥
সাত্যকি বলিল নহে ধর্মের কারণ ।
করিতেছে তোমার পরীক্ষা দুর্য্যোধন ॥
লোক মুখে শুনি ভক্তাধীন জমাদিন ।
পাণ্ডবের বশ ভূমি ভক্তির কারণ ॥
ভক্তিতে পাণ্ডব বশ করিয়াছে তারে ।
আমি ভক্তি করিব দেখিব এইবারে ॥
এই মত মন্ত্রণা করিয়া কুরুগণ ।
করিয়াছে বজ্র মহোৎসব আরম্ভন ॥
এত শুনি হারিয়া কহেন দামোদর ।
আমাকে কুণ্ট ভক্তি নহে প্রীতিকর ॥
বিভ্রান্তিতে আমাকে আপনি বিভ্রান্তিবে ।
এই দোষে বয় ঘরে অবিলম্বে বাবে ॥
এত বলি জগন্নাথ করিল প্রস্থান ।
উত্তরিল ভীরুগণে নগরে শ্রীমন ।

কৃষ্ণ আগমন শুনি কৌরবের পতি ।
অগ্র দাড়ি বাইয়া আনিল শীতলতি ॥
নর্তকচরণ আদি গায়কের গণ ।
দুঃশাসন সঙ্গে করি আইল রাজন ॥
চতুরঙ্গ দলে গিয়া বীর দুঃশাসনে ।
অগ্র বাড়াইয়া শীত আবে নারায়ণে ॥
সাত্যকি সহিত কৃষ্ণ সভাতে আনিল ।
বথাব্যাগ্য স্থানে সবে বসিবারে মিল ॥
ভক্তি করি দুর্য্যোধন রত্ন সিংহাসনে ।
সভামধ্যে বসাইল দেব নারায়ণে ॥
যত দ্রব্য সঞ্চয় করিল দুর্য্যোধন ।
গোবিন্দের অঙ্গে দিয়া দিল সেইক্ষণ ॥
অশ্রদ্ধায় করিলেন দ্রব্য সমর্পণ ।
কোন দ্রব্য না নিলেন দেব নারায়ণ ॥
কহিলেন প্রসঙ্গ করিয়া জমাদিন ।
আজি কোন দ্রব্য মম নাহি প্রয়োজন ॥
আজি আমি রহি গিয়া বিদূরর বাসে ।
কালি রাজা পুত্র করিব সর্বিশেষে ॥
এত বলি সভা হৈতে উঠি নারায়ণ ।
সাত্যকির হাতে ধরি করিল গমন ॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা উঠি সভা হৈতে ।
কর্ণ দাশাসন আর মাতুল সহিতে ॥
অন্তঃপুরে অযাত্যে বসিল দুর্য্যোধন ।
নাগিলেন করিতে কুযুক্তি নিকূপণ ॥
পাণ্ডবের সহায় লক্ষ্য নারায়ণ ।
পাণ্ডবের গতি কৃষ্ণ পাণ্ডব জীবন ॥
মন্ত্র ভাস্ত্রে বাকিয়া রাখিব শ্রীনিবাসে ।
মন্ত্র উপাড়িলে যেন ভুজঙ্গ বিনাশে ॥
কৃষ্ণ বিনা মরিবেক পাণ্ডু অঙ্গুল ।
জলহীন মৎস্য যেন নাহি ধরে তলু ॥
দুঃশাসন বলে যুক্তি নিল মম মন ।
গোবিন্দের রাখ রাজ্য করিয়া বন্ধন ॥
বলিকে বাক্তিয়া যেন ইন্দ্র রাজ্যভোগ ।
এই কর্মে ভব হিত জানিবে সুযোগ ॥
শকুনি বলিল যুক্তি মিল মম মন ।
এই কর্মে ভব হিত হইবে রাজন ॥
পুর্নগির শাস্ত্রমত আছে হেন নীতি ।
বলে ছলে শত্রুকে না ক্রমিতে উচিত ॥
তোমার পরম শত্রু পাণ্ডুরনন্দন ।
তার অন্তঃপতন দেব নারায়ণ ॥
কৃষ্ণ কর অবিচার যোশ কি ইহাতে ।
বন্ধ করিয়া কৃষ্ণ রাখহ স্বরিতে ॥

বলিলেন কর্ণভাল গাঙ্গারীন্দন ।
 এই কর্মে তব মুখ হইবে রাজম ॥
 কিন্তু বলভদ্র আদি যত যতসার ।
 পাছে আসি জামিতে পারেন অবিচার ॥
 পাণ্ডবের সহায় হইয়া যতগণ ।
 করিবেন গোবিন্দ বিচ্ছেদে মহারণ ॥
 যে হক সে হক তারি যা করেন পরে ।
 নিভৃত্তে বাঞ্ছিয়া কুম্ভ রাখ নামোদরে ॥
 এতক বলিলা যদি রাখার নন্দন ।
 কপট মন্ত্রণ করি আনন্দিত মন ॥
 যত দৃঢ় জাতিগণ ছিল দ্বারপাল ।
 মিভৃত্ত ডাকিয়া আনি কহিলা ভূপাল ॥
 কালি কুম্ভ আসিবেন মম অন্তঃপুরে ।
 দ্বারকা বাবেন তিনি বরিয়া আনারে ॥
 মহাপাশে শীঘ্র তায়ে করিয়া বন্ধন ।
 যতনে রাখিবে নিয়া করিয়া গোপন ॥
 শুনি অঙ্গা ক্যার কৈল দৃঢ় জাতিগণ ।
 হইলা সানন্দ চিত্ত রাজ্যে দুর্বোধ্যন ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত লহরী ।
 কাশী ক. হ. ভবান্নবতরিবারে তরী ॥

বিজয়ের গৃহ শ্রীকৃষ্ণের গমন ।

কহিলা জরমেজয় কহ যগোধ্যন ।
 অতঃপর কি রূপ করিলা নারায়ণ ॥
 দুর্বোধ্যন সভা টেহে উঠি সর্বোৎকণ ।
 কিবা কর্ম করিলেন কহ সাবশেষ ॥
 বলিলেন মুনি শ্রম নৃপতি নন্দন ।
 কহিব পুরাণ কথা করহ শ্রবণ ॥
 সাত্ত্বিক সহিত কুম্ভ চলিল যত্নরে ।
 শূন্যঘর দেখিল বিজয় নাহি ঘরে ॥
 বিজয় বলি ডাকিল শ্রীহরি ।
 বাহির হইল কুলী শব্দ অনুবারি ॥
 গোবিন্দ দেখিয়া কুলী আনন্দে পূর্ণিল ।
 পূর্ণিমার চন্দ্র যেন স্বচ্ছ পাইল ॥
 আলিঙ্গন চুম্বনে ক্রন্দনে অবিপ্রাম ।
 দুই পায়ে ধরি কুম্ভ করিল প্রণাম ॥
 পাণ্ড্য অর্ঘ্য আনি কুলী দিল সেইক্ষণে ।
 বসিলে গোবিন্দে দে ছন্দ কুশাসনে ॥
 গোবিন্দের অগ্রে কুলী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ।
 মম সম ভাগ্যহীনা না দেখি সংসারে ॥
 আক্ষয় দুঃখেতে মম দহিলা শরীর ।
 এত কষ্টে পাণ্ড্য জাতি না হয় বাহির ॥

শিশু পুত্র রাধি স্বামী স্বর্গবাসে গেল ।
 পুত্রগণের এত কষ্ট চক্ষে না দেখিল ॥
 ভাগ্যবতী সঙ্গে গেল মন্দের নন্দিনী ।
 আমি সঙ্গে না গেলাম অথম পাণ্ডিনী ॥
 দারুণ পাণ্ডিত্য থল রাজ্যে দুর্বোধ্যন ।
 বারে বারে এত দুঃখ মিলেন দুজ্জন ॥
 বিব ধাওয়াইল ভীমে মারিবার তরে ।
 ধর্ম রক্ষা করিলেন তাহে ব্রহ্মোদরে ॥
 অনন্তরে করিলেন কষ্টে পাপমতি ।
 যতগৃহ করিয়া তাহাতে দিল স্থিতি ॥
 সেবারে পাইল রক্ষা বিজয় কুপাতে ।
 দ্বাদশ বৎসর দুঃখ ভ্রমিল বনেতে ॥
 ভিক্ষাটেনে করিলাম উদর ভরণ ।
 ক্ষত হইয়া করিয়াছি বিপ্র আচরণ ॥
 বহু কষ্ট পরে যাই পঞ্চাল নগরে ।
 পাঁচটি কুমার গেল ভিক্ষা অনুসারে ॥
 আমার পুণ্যের ফল সদয় হইল ।
 সভামধ্যে লক্ষ বিক্রি দ্রৌপদী পাইল ॥
 পুত্রগণ পাইলেন সহায় ক্রপদ ।
 দিনকত সেই স্থানে কাটাই বিগদ ॥
 অনন্তর দেশেতে আসি কুরুপতি ।
 রহিবারে ইচ্ছা হইল লোক বসতি ॥
 আপন ইচ্ছায় দিল যেবা কিছু ধন ।
 তাহাতে সমুদ্র টেল মম পুত্রগণ ॥
 ধর্ম্যবলে বাহুবলে সিঞ্চিত রতন ॥
 পিতৃ আজ্ঞা মহাযত্ন করিল সাধন ॥
 দেখিয়া বৈতর মম দুই দুর্বোধ্যন ।
 শকুনির সহ যুক্তি করিলা তখন ॥
 কপট পাশায় জিনি সর্বত্র লইল ।
 বনবাসে নিয়ম করিয়া পাঠাইল ॥
 যে নিয়ম কৈল পুত্র সবার অগ্রেতে ।
 তাহাতে হইল মুক্ত ধর্ম্যবল টেহেতে ॥
 ভগবীর বেশ ধরি মম পুত্রগণ ।
 দ্বাদশ বৎসর বনে করিল ভ্রমণ ॥
 এক সমুদ্রের পরে অজ্ঞাত রহিল ।
 এত কষ্ট দিল তবু নয় না হইল ॥
 সংগ্রোতে ছাড়িয়া রাজ্য পাণ্ডিত্য না দিল ।
 যুক্তি করি মরিবেক নিশ্চিত হইল ॥
 যুক্ত করিবারে চাহে মম পুত্র সনে ।
 না জানি কপালে কিবা আছে সেই রণে ॥
 এতক বলিতে শোক বাঞ্ছিল অপার ।
 উচ্চৈঃস্বরে কান্দিলেন করি হাহাকার ॥

মহাভারতের কথা অমৃতলব্ধী ।
কাশী কহে শুনিলে ভাবে ভববারি ॥

শ্রীকৃষ্ণর নিকটে কুলীর রোদিন

ও বিদুরের শব্দ ।

দীর্ঘ-ত্রিংশদী ।

হাহা তীম যুধিষ্ঠির, হাহা পুত্র পার্থবীর,
সহদেব নকুল তনয় ।

রূপ গুণ শীলযুতা, হাহা বধু পতিব্রতা;
তোমার বিচ্ছেদ প্রাণি যায় ॥

দুর্গম বিবম বনে, সঙ্গে মিজ স্বামীগণে,
ভয়ানকে বঞ্চিলে কেমনে ।

দারুণ পাণিষ্ঠ ৩শু, ব্যাক্স সর্প বধে অশু;
বক্ষ রক্ষ ভগ্ননক স্থানে ॥

তপস্বীর বেশধারী, যত সব হিংসাকারী,
ভাগ্যে পুণ্য না মারিল প্রাণে ।

পুত্র পুণাকল সাধো, রক্ষা এত রিপু মধো,
পুত্রগণ বাঁচিল জীবনে ॥

প্রাণের দোসর তুমি, নির্ভয় করিলা ভূমি,
সংহারিয়া রাক্ষস দুর্জনে ।

হাহা পুত্র ব্রহ্মদেব, যম গোত্রে গোত্রবর,
হাহা পার্থ আমার জীবন ॥

করিয়া, খাণ্ডব দাহ, ভুট্ট কৈলা হব্যবাহি,
ভাঙ্গিলা ইন্দ্রের মহাভয় ।

মহাউগ্র তপ করি, ভুট্ট করি ত্রিপুরারি,
বাহু যুদ্ধ কৈল মৃত্যুঞ্জয় ॥

এই জগি পুত্রগণ, মনে করি চতুর্গণ,
কান্দিলেম ভোজের নন্দিনী ।

শোকাকুল অতি দীনা, শরীর অন্তান্ত কীনা,
মুছাগত পড়িল খবণী ॥

দেখি ব্যস্ত হই হরি, লইলেন হাতে ধরি,
প্রবোধিয়া কহিলা প্রচুর ।

শোক ভয় পিতৃস্বা, গেল সব দুঃখদশা,
পুত্রগণ দুখ গেল দূর ॥

প্রসন্ন হইল কাল, ধর্মরাজ মহোপাল,
হইবেম হস্তিনানগরে ।

আমারে করিয়া দূত, পাঠাইল ধর্মহুত,
জ্ঞানাইতে কৌরব কুমারে ॥

যদি নাহি শুনে বাণী, ক্রুর বুদ্ধি মন্দজ্ঞানী,
যদি নাহি দেয় রাজ্যভার ।

তবে সব পুরস্কর, ক্রুর বুদ্ধি কুরচয়,
সংশোধিত হইবে সংহার ॥

বলিলেন যুধিষ্ঠির, শীঘ্র যাও যত্নবীর,
জনমারে কহিবা এমতি ।

হবে দুঃখ অবশ্যম, রাখিবেন ধর্ম মান,
অবিলম্বে ঘুচবে দুর্গতি ॥

এত বলি জগৎপতি, প্রবোধেন ভোজমুতা,
শুনি কুলী হৈলা হৃষ্টমন ।

উদ্যোগপর্বের কথা, ব্যাস বিবচিত গাথা,
কাশীরাম দাস বিরচন ॥

বিদুরের গৃহে শ্রীকৃষ্ণর ভোজন ।

কুলী কাছে বসিয়াছিলেন নারায়ণ ।

নানা কথা আলাপনে অতি হৃষ্টমন ॥

হেমকালে বিদুর আইলা বাসস্থলে ।

কক্ষে ছিল ভিক্ষা বালি রাখিল ভুতলে ॥

গৃহ প্রবেশিতে দেখি দৈবকী মন্দনে ।

কহিলেন গদ গদ সজল লোচনে ॥

আমার ভাগ্যের কথা কহিতে না পারি ।

কৃপা করি মম গৃহে আইলা মুরারি ॥

কি আছে কি নিয়া আমি পূজিব তোমারে ॥

থাকুক অন্য দ্রব্যাদি অন্ন নাহি ধরে ॥

নিশান্ত দুর্ভাগ্য আমি অশ্রম বঞ্চিত ।

ক্ষমিবা আমাকে প্রভু দেখিয়া দুঃখিত ॥

এত বলি প্রণমিয়া করিলেন স্তুতি ।

নমো নমো পুণত্রক্ষ ব্রহ্মাণ্ডের পতি ॥

তুমি আমি তুমি অস্ত তুমি মধ্যরূপ ।

সকল সংসার প্রভু তোমার স্বরূপ ॥

নমো নমো আমি ব্রহ্ম মৎস্য রূপ ধর ।

নমো নমো হৃদগ্রীব নমস্তে ভূধর ॥

নমস্তে বরাহ হিরণ্যাক্ষ বিদারক ।

নমো ভৃগুপতি রূপ কল্প কুলানুক ॥

নমঃ কুর্ম্ম অবতার মন্দর ধারণ ।

নমস্তে মোহিনী রূপ দৈত্য বিনাশন ॥

নমস্তে সুসিংহরূপ দৈত্য বিনাশক ।

নমস্তে প্রহ্লাদ প্রতি কৃপা প্রকাশক ॥

নমস্তে বামনরূপ বলি ছারে ছারী ।

ব সুদেব নমো জয় নমস্তে মুরারি ॥

ভবিষ্যৎ অবতার নমো বৌদ্ধকায় ।

নমঃ কল্কি অবতার গেলছ বিদ্যায় ॥

কি জামি তোমার স্তুতি আমি হীনজ্ঞান ।

ব্রহ্মাদি করেন যারে শৌগবলে ধ্যান ॥

ভূমিষ্ট প্রকৃতি পদেপদে নিরঞ্জন ।

অ্যাক্রুপে সর্দত হৃদয়ে বঞ্জন ॥

শিষ্টের পাগল ভূমি দুইয়ের সংহার ।
 এই হেতু অগত্যাতে সু-আখ্যা তোমার ॥
 কে বলিতে পারে শুধু বেদে অপোচর ।
 তোমার মহিমা বেদ শাস্ত্রেতে নিভর ॥
 এইরূপে বিদুর করিল নানা স্থতি ।
 প্রসন্ন হইয়া তাঁরে কহিল শ্রীপতি ॥
 গরম ধার্মিক ভূমি সংসার ভিতরে ।
 তব তুল্য ধর্মশীল নাহি চরাচরে ॥
 ভক্ত বশ আমি থাকি ভক্তের অধীনে ।
 অধিক না চাই প্রীত ভক্ত জন বিনে ॥
 রত্ন মেরু যদ্যপি অভক্ত হস্তে পাই ।
 তাহাতে কদাচ আমি ভুঁই নাহি চাই ॥
 অল্প বস্ত্র দেয় যদি ভক্ত পুরস্কারে ।
 তাহাতে বস্ত্রেক ভুক্তি কে কহিতে পারে ॥
 শ্রীহরির স্নেহ বাক্য বিদুর শুধিল ।
 প্রতি অঙ্গ পুলকিতে কহিতে লাগিল ॥
 কি দিয়া করিব ভুঁই আমি অভাজন ।
 আপনার গুণে কৃপা কর নারায়ণ ॥
 ভক্তির অধীন ভূমি দয়ার সাগর ।
 কৃপা করি গদছায়া দেহ গদাধর ॥
 কৃপা করি মোরে স্নেহ কর হৃদীকেশ ।
 তোমার মহিমা আমি না জানি বিশেষ ॥
 বিদুর স্তবে ভুঁই হয়ে নারায়ণ ।
 কোড়কে কহিল পুনঃ কণ্ঠে বচন ॥
 বিদুর এ সব কথা হইবে গচ্ছাতে ॥
 সম্প্রতি কাতর আমি অত্যন্ত ক্ষুধাতে ॥
 স্তব করে পূরিয়াছে কাহার উদর ॥
 খাদ্যবস্ত্র আন কিছু জুড়াক অন্তর ॥
 স্নান করি বসিয়াছি বিনা জলপানে ।
 যে কিছু আছে সে শীঘ্র আন বিদ্যমানে ॥
 শুনিয়া বিদুর গৃহে করিল প্রবেশ ।
 তৎকালে খুদমাত্র ছিল অবশেষ ॥
 তাহা আমি দিল গদ্যবতী গদ্যকরে ।
 গদ্যহস্তে গদ্যবতী দিল শ্রীকৃষ্ণেরে ॥
 সমুদ্র হইয়া কৃষ্ণ করিল ভক্ষণ ।
 বিদুর পাইয়া লজ্জা মুদিল নয়ন ॥
 পুনরগি কহিল বিদুর দামোদরে ।
 আজ্ঞা কর বাই আমি তিফা করিবারে ॥
 নগরে যে পাই তিফা অতিরিক্ত নয় ।
 এত শুনি হানিয়া কহেন দয়াময় ॥
 করিয়াছ তিফার্থে বিস্তর পর্যাটন ।
 পুনর্বার তিফাতে না রুচে মন মন ॥

বাহা কিছু পাইয়াছ করাত রন্ধন ।
 সবে মৌল করি চল তাহাই ভক্ষণ ॥
 শুনিয়া বিদুর আজ্ঞা করিল কুলীকে ।
 রন্ধন করিয়া কুলী দিলেন সন্ধরে ॥
 সাতাকি সহিত কৃষ্ণ বিদুরের বাসে ।
 ভোজনান্তে আচমন করিলেন শেষে ॥
 তান্ন ল না দিল আনি দিল হরীতকী ।
 ভক্ষণ করিয়া কৃষ্ণ গরম কোতুকী ॥
 বিদুর সাতাকি আর দেব নারায়ণ ।
 ইচ্ছানুগে সকলে করিল জাগরণ ॥
 বিদুর বলিল কৃষ্ণ কর অবধান ।
 কি হেতু হৃদয়পুরে তোমার প্রাণ ॥
 পাণ্ডবের দূত ভাবে বুঝি অহিপ্রায় ।
 ধর্ম্যন্যে বুঝাইতে গান্ধারী তনয় ॥
 তব বাক্য রাখিবে না পাণ্ডুর্যোধন ॥
 সম্প্রতি ছ ডিগ্রা রাজ্য না দিবে কখন ॥
 ভীষ্ম দ্রোণ বুঝাইল ব্যাস মুনিবর ।
 কার্য বাক্য না শুনিল কৌরব পামর ॥
 গোবিন্দ বলেন বাহা কহিল প্রমাদ ।
 করিবে না সংগ্রীতে পাণ্ডবের রাজ্যদান ॥
 তথাপিও লোক ধর্ম্য তরিবার করে ।
 ধর্ম্য আজ্ঞা যুধিষ্ঠির পাঠাইল মোরে ॥
 চাহিলেম পঞ্চভাই জন্য পঞ্চগ্রাম ।
 এই হেতু আইলান দুর্যোধন ধাম ॥
 বিদুর বলিল না কহিও হেনবানী ।
 ভালেই বাইতে পারিলে ভাগ্যমানি ॥
 যে মন্ত্রণা করিয়াছে বলিতেও ভয় ।
 দুর্যোধন দুই আর রাখার তনয় ॥
 দুঃখাসন সহ দুই বসিয়া নিভুতে ।
 যুক্তি করিয়াছে তোমা বাক্তির রাশিতে ॥
 এত শুনি গোবিন্দের কল্পে হৃদে বক্ষ ।
 কুম্ভকার চক্র যের ফিরে দুই অক্ষ ॥
 অরুণলোচন ক্রোধে বিষফল জিনি ।
 বলিল বিদুর প্রতি দেব চক্রপাণি ॥
 এত অহঙ্কার করে কুরূ পাগলারী ।
 ইহার উচিত শাস্তি দিতে আমি পারি ॥
 মুহূর্ত্তেকে পারি কুরূ করিতে সংহার ।
 বাতি দিতে কুরুকুলে না রাখিব আর ॥
 গোবিন্দের বাক্যেতে বিদুর ভয় মন ।
 করযোড় করি পুনঃ বলিল বচন ॥
 তোমাকে বাক্তিতে পারে হেন শক্তি কার ।
 দ্বিভুবন হর্ত্তা কর্ত্তা ভূমি সর্বাধার ॥

ভক্তিতে বাকিতে মাঝ গারে ভক্তিগাণে ।
 আপনি বন্ধন তুমিলে অনায়াসে ॥
 যে কালে সেকুলে বাল্যলীলা করেছিল ।
 এক দিন যশোদার জ্যেষ্ঠ বাড়াইলা ॥
 জ্যেষ্ঠে, রাণী করিলেন তোমাকে বন্ধন ।
 মায়াতে মোহিত গরে করিলা এমন ॥
 বত রজ্জু বশোদা আমের জ্যেষ্ঠমনে ।
 বাকিতে না আঁটে দুই অঙ্গুলি প্রমাণে ॥
 দেখিয়া মায়ের দুঃখ টেল ভব দয়া ।
 হাইলে বন্ধন তুমি তাজি নিজ মায়া ॥
 মায়ার পুতলী তুমি মায়া দৃষ্টিয়াম ।
 আদি নিঃকর তুমি পূর্ণ ভগবান ॥
 তোমার এ রূপ জ্যেষ্ঠ কি হেতু মা জানি ।
 আমাকে দেখিয়া জ্যেষ্ঠ কম চকুপাণি ॥
 তোমাকে বাকিতে গারে আছে কোরজন ।
 কিবা শক্তি ধরে তুচ্ছ রাজ্য দুৰ্য্যোধন ॥
 কি করিতে পারে ভব পাণিত দুর্মতি ।
 মম অপরোধ কমা কর জগৎপতি ॥
 বিদুরের বাক্যেতে কমিল নারায়ণ ।
 জল দিলে নিবর্ত্ত যে রূপ হুতাসন ॥
 পুত্ররূপি হাসিয়া বলিল জনাৰ্দ্দন ।
 খণ্ডিতে না পারি আমি তোমার বচন ॥
 কমিলাম কোরবের দোষ যে সকল ।
 অচিয়াতে গারে দ্রুত সমুচিত ফল ॥
 খণ্ডিতে না পারি আমি ধর্মের উত্তর ।
 একারণে আইলাম হস্তিমানগর ॥
 এত বলি অক্লেদ হইল নারায়ণ ।
 বিদুর প্রবোধ বাক্য আনন্দিত মন ॥
 নানা কথা আলাপে ছিলেন তিন জন ।
 কথা শেষে করিলেন সকলে শয়ন ॥
 উদ্যোগপর্জের কথা অমৃত সমান ।
 ব্যাস বিরচিত দিব্য ভারত পুরাণ ॥
 কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার ।
 বাহার শ্রবণে হয় ভবশিষ্ট পার ॥

কোরব সভায় শ্রীকৃষ্ণের পুণঃ গমন ।
 রজনী বঞ্ছিয়া স্থখে বিদুরের ঘরে ।
 প্রত্যহে উঠিয়া গরে দেব নামোদরে ॥
 প্রাতঃজিহ্মা শিবর্জিয়া শুভ বাত্রা করি ।
 বিদুরের সঙ্গ করি চলিলেন হরি ॥
 সাত্তাকি চলিল সঙ্গ আর চেকিতান ।
 চারিজন চলিলেন কুরু বিদ্যমান ॥

সভা করি বসিয়াছিলেম কুরুপতি ।
 হেমকালে উগনীত দেব জগৎপতি ॥
 কৃষ্ণ আগমন রাজ্য জানি সেইক্ষণ ।
 বহু মান্য করি দিলি বসিতে আসন ॥
 হেমকালে আইল বভেক সভাজন ।
 ভীষ্ম জ্যেষ্ঠ কৃপ কর্ণ প্রতীপ মন্দর ॥
 পঞ্চতাই ত্রিগর্ত্ত দেশের নরপতি ।
 আইল বভেক রাজ্য সবে মহামতি ॥
 শত ভাই সহিত নৃপতি দুৰ্য্যোধম ।
 যার যেই আসনে বসিল সর্ধজন ॥
 আইল বভেক মুনি জম্বিনী কারণ ।
 দারদ পৌলস্ত আর দেবল ভগন ॥
 মর্কণ্ড অগস্ত্য বিভীষক ভগোদন ।
 আইল বভেক মুনি অশ্বের ভবন ॥
 যথাবোধ্য আসনে বসিল মুনিগণ ।
 যার যেই সম্ভাষা করিল সর্ধজন ॥
 ইজের সমান সভা হইল শোভন ।
 করিলেন প্রসঙ্গ আপনি নারায়ণ ॥
 গুন ধৃতরাষ্ট্র আর বত কুরুগণ ।
 গুন দুৰ্য্যোধন রাজ্য হয়ে একমন ॥
 ধর্মময় যুধিষ্ঠির ধর্ম্মেতে তৎপর ।
 ধন্য চিন্তি পাঠাইলা তোমার পেষ্টর ॥
 কুলক্ষয় জানিয়া মনেতে কমা দিল ।
 সধিনয়ে আমাকে এ স্থানে পঠাইল ॥
 যে বলিল ধর্ম্মরাজ শুব বলি ভাই ।
 তাইই বিরোধেতে প্রয়োজন নাই ॥
 নিয়ম হইল পুর্বে তোমার সাক্ষাতে ।
 নানা কষ্ট ভোগে মুক্ত হইলাম তাতে ॥
 আমার বিস্তৃত রাজ্য যে হয় উচিত ।
 তাহা ছাড়ি নিয়া মম সঙ্গে কর প্রীতি ॥
 সভামধ্যে বভেক করিল অপরাম ।
 সে সকল অপরোধে আছে কমাবান ॥
 সে সকল দুঃখ আমি নাহি দেই মন ।
 অদৃষ্টে যেমন মম ঘটিল তেমন ॥
 এইরূপ কহিলেন ধর্ম্মের কুমার ।
 ভীষ্ম ধনঞ্জয় মাদ্রী পুত্র দুই আর ॥
 বাহা চিন্তে লয় তাহা কর নরবর ।
 এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র করিল উত্তর ॥
 শুনিলে কি দুৰ্য্যোধন কৃষ্ণের বচন ।
 যে কহিয়া পাঠাইল পাণ্ডু পুত্রগণ ॥
 করে নাই পাশ্বেবেরা তোমার অকার্য্য ।
 তাহাকে ছাড়িয়া দেও সমুচিত রাজ্য ॥

যে সত্য করিয়াছিল হইল মোচন ।
 তবে তার সহ স্বপ্ন কর কি কারণ ॥
 এমত করিলে তোমা না সহিবে ধর্ম ।
 সংসার যুড়িয়া হবে বিখ্যাত অকর্ম ॥
 পুর্বে অধিকার তাঁর ছিল যত চুর ।
 যত রাজ্য গন রত্ন ছিল গ্রামপুর ॥
 তাহা দিয়া কর প্রীত পাণ্ডবের সনে ।
 নাহি মিলে পশ্চাতে পাইবে দুঃখ মনে ॥
 বলিলেন দুর্ধ্যোধন না বুঝিয়া কহ ।
 জীয়ন্তে কি প্রীত হবে পাণ্ডবের সহ ॥
 নাহি দিব রাজ্য আমি যুদ্ধ করি পণ ।
 ইহার বিধান এই শুদ্ধ রাজন ॥
 শক্তি থাকে পাণ্ডবের কঠিনেব রণ ।
 যুদ্ধে জিনে আমাকে লইবে রাজ্যধন ॥
 এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র হইল বিরত ।
 কহিতে লাগিল তবে সভাপন যত ॥
 ভীষ্মবীর কহিল অ'চার্য্য মহাশয় ।
 রূপ অশ্বখামা আর প্রাণীপ তময় ॥
 কহিল নারদমুনি ধর্মশাস্ত্র কত ।
 এ কর্ম তোমার রাজ্য না হয় উ'চত ॥
 সংসারে অজ্ঞেয় পঞ্চ পাণ্ডব তনয় ।
 তাহা সহ যুদ্ধ হবে উ'চত নী হয় ॥
 স্বধ্যম্মেতে থাকিলে বিজয় ত্রিভুবন ।
 অর্জুনের শূণ্য কর্ম না হয় বর্ণন ॥
 দেবের অবস্থা কালকৈর্যাদি মারিল ।
 গন্ধর্বের স্ত্রয় টেহে তোমাকে রাখিল ॥
 নিবাত কবচগণ করিল মিথন ।
 ষাণ্ডব লহিয়া করে অগ্নিকে তপণ ॥
 মহাবল যজ্ঞগণ সমরে জিনিল ।
 সুভদ্রা জিনিয়া আমি বিবাহ করিল ॥
 জৌগন্ধীর স্বয়ম্বরে বীর ধনঞ্জয় ।
 এক লক্ষ রাজাগণে করে পরাজয় ॥
 ব'হুযুদ্ধে সন্তুষ্ট করিল পঞ্চপতি ।
 একেশ্বর পরাজিত করিলেক কিতি ॥
 ভীমের বিক্রম সবে জানি ভালমতে ।
 লক্ষ্য রাক্ষস মারিল দুটায়াতে ॥
 বিক্রিয় কন্যার বক আদি নিশাচর ।
 হেলায় সংহার করে বীর ব্রহ্মকির ॥
 শত তাই কীচকেরে মারিল নিমিত্তে ।
 ত্রিভুবন নাহি আছে ভীম যদি রোষে ॥
 ফেন জন সহ তবে বিরোধে কি কথ ।
 অর্জুনা পাণ্ডবেরে দেহ কুরুরাজ ॥

না মিলে প্রমাদ বড় হইবে তোমার ।
 পাণ্ডবের হাতে হবে সবংশে সংহার ॥
 আকাশ ভাঙ্গিয়া পকে পৃথিবী যদি ভাসে ।
 দিনকর তেজোহীন সপ্তসিন্দু শোষে ॥
 ইন্দ্র আদি দেব যদি সব পক্ষ হয় ।
 জিনিতে নাহিবা তুমি তাই পঞ্চজন ।
 করিয়াছ অপমান পাণ্ডব মন্দনে ।
 তাহাদের ক্ষুণ্ণ কর বিষয় বচনে ॥
 গলায় কুঠারি বান্ধি দন্তে তুণ ধরি ।
 শীত্রগতি ষাও যথা ধর্ম অধিকারী ॥
 যত ধন রাজ্য নিলে জিনিয় । পাশাতি ।
 তাহার দ্বিগুণ দেও আমার সাক্ষাতে ॥
 ইচ্ছাপ্রস্তু ধর্ম আমি অতিষেক কর ।
 এই কর্ম তবে প্রিয় দেখি কুরুবর ॥
 বলিল নারদমুনি এতেক বচন ।
 বলিল সকল আরো জানিয়া কারণ ॥
 বাস বুঝাইল কত না শুনিল কাণে ।
 পৌলস্ত বুঝাইলেন বেদার্থ বিধান ॥
 অনুস্তরে বুঝাইল যত সত্যজন ।
 কার বাক্য না শুনিল গান্ধারী মন্দন ॥
 ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন দুঃখদূষ বনে ।
 কালেতে কুবুদ্ধি ফল দেখ এই ফলে ॥
 এ কারণে কার ব'কা মা করে শ্রবণ ।
 এত বলি নিঃসঙ্গ হইল সভাজন ॥
 অদৃষ্ট মানিয়া শোবে অমুকানন্দন ।
 বিশ্বাস ছাড়িয়া হেট করিল বদন ।
 পুনরপি হা সিয়া কহিল নারায়ণ ।
 জানিলাম দুর্ধ্যোধন সব বাহা মন ॥
 অবশেষে বলিলেন পাণ্ডবংশপতি ।
 অবধান শুন কহি কুরুকুল পতি ॥
 অর্জু রাজ্য ছাড়ি যদি না দিবে রাজন ।
 তোমার অধীন হবে পাণ্ডু পুত্রগণ ॥
 পঞ্চগ্রাম ছাড়ি দেও পঞ্চ পঞ্চবকে ।
 সকল পৃথিবী ভোগ ভূমি কর সুখে ॥
 প্রথম বারণাবত কুশস্থল নাম ।
 ইচ্ছাপ্রস্তু পাণ্ডব নগর সিদ্ধগ্রাম ॥
 এই পঞ্চ গ্রাম ছাড়ি দেহ পাণ্ডবেরে ।
 হৃন্দে কার্য্য নাহি রাজ্য দুঃখ হবে পরে ॥
 পঞ্চগ্রাম দিয়া শাস্ত কর পঞ্চজন ।
 গৌরব বৈভব যদি চিন্তহরাজন ॥
 সমা চিন্তা করি আমি দুই কুলহীত ।
 মন বাক্যে পাণ্ডুপুত্র করিবা সংপ্রীত ॥

বনে বনে ভ্রমি' গা' পক্ষ পক্ষজর ।
 সহিলেন বহু ক্লেশ ধরিয়া জাবন ॥
 যুদ্ধে' সমস্ত ভা'রা অশক্ত ন রিলে ।
 না হয় উচিত জ্ঞাতি হনন করিলে ॥
 জ্ঞাতিবধ মহাপাপ সর্বশাস্ত্রে গণি ।
 এ কারণে অপেক্ষা করেন নৃপমণি ॥
 এতক বলিল যদি দেখ রূপপতি ।
 মহাক্রোধে কহিতে লাগিল কুৎসপতি ॥
 মহাক্রোধ মিয়ারিয়া উঠিয়া ত্বরিতে ।
 গোবিন্দে চাহিয়া পবে লাগিল কহিতে ।
 তীক্ষ্ণবৃষ্টি অগ্রেতে ধরয়ে যত ভূমি ।
 বিদ্যা যুদ্ধে গাণ্ডবে' নাহি দিব আমি ॥
 করিলাম যে প্রতিজ্ঞা না হবে খণ্ডন ।
 পশ্চিমে উন্নয় যদি হয়েন তপন ॥
 আকাশ পড়য়ে ভূমে পৃথিবী'লে ভাসে ।
 হিমকর তেজ হীন সপ্ত সিন্ধু শোবে ॥
 যোগ ত্যাগে যোগিগণ অর পঞ্চানন ।
 গাজী বিহীন যদি হন বিজগণ ॥
 তথাপি প্রতিজ্ঞা মন না হবে খণ্ডন ।
 পাণ্ডবের ছাড়িয়া না দিব বীজ্য ধন ॥
 এত শুনি মিশ্রবক চটয়া লক্ষীপতি ।
 বলিল কণেক পার ধৃতরাষ্ট্র প্রতি ।
 দূত হয়ে আইল্যাম দুই কুল সুখ ।
 শুনিলাম দুখ কথা বিদুরব মুখে ॥
 কিবা দোষ করিলাম অশ্বিকানন্দন ।
 করিবেক তব পুত্র আমাকে বন্ধন ॥
 কে করে বাঞ্ছিতে পারে দেখ বিদ্যামানে ।
 কমা করি কেবল চাহিয়া তব পানে ॥
 ক্ষুদ্র যুগে মারে যেন কেশবী প্রচণ্ড ।
 নাগেরে গরুড় যেম করে খণ্ড খণ্ড ॥
 সেই রূপে দেখি আমি যত কুৎসপতি ।
 মুহূর্ত্তেকে মারিতে পারি যদি করি মনে ॥
 তোমার অপেক্ষা হেতু কমিয়াছি আমি ।
 নহে কেন পাণ্ডব বধে'র বন ভ্রমি ॥
 এত বলি উচ্চৈঃস্বরে হাসি নারায়ণ ।
 দিবা চক্ষু সবারায়ে দিলেন তখন ॥
 হাসিব হইলেন আরক্ত লোচন ।
 দেব দায়ী সৃজিলেন দেব নারায়ণ ॥
 নিজ অঙ্গে দেখাইল এ জিন ভুবন ।
 দিবা চক্ষু সবারায়ে দিলেন নারায়ণ ॥
 দিবা চক্ষু লাভে সবে এক দৃষ্টি চান ।
 যতক দেখিল তাহা অভূত প্রমাণ ॥

দেবত' ত্রেত্রিশকোটি কৃষ্ণ পৃষ্ঠ দেশ ।
 নাভিগ আশিত্যমহ আছেন বিশেষে ॥
 বক্রকূলে দেখিল মারদ তপোধন ।
 নয়নে দেখেন একাদশ রুদ্রগণ ॥
 পবন উন্নতশাশ অশ্বীকুমার ।
 অমন্ত বায়ুকী অগ্নি বত নাগ অর ॥
 গোবিন্দর সমীপে করয়ে নানা স্তুতি ।
 তা'র আর লানাবিধ দেখিল শুভ্রতি ॥
 স্থাবর জঙ্গম অগ্নি বত দেহিগণ ।
 গোবিন্দর অঙ্গ মধ্যে এ জিন ভুবন ॥
 বিশ্বরূপ দেখিয়া সকলে মুছা গেল ।
 গোবিন্দর অগ্রে সবে কহিতে লাগিল ॥
 জগতের কর্তা তুমি জগতের পতি ।
 সৃজন পালন তুমি সংহার প্রভৃতি ॥
 আপনার মহিমা তব বেদে অগোচর ।
 নিজরূপ সম্বরণ কর গদাধর ॥
 এইরূপে স্তুতি কৈল যত স্তুতিগণ ।
 ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আদি যতক সৃজন ॥
 স্তুতিবশে প্রসন্ন হইয়া জগৎপতি ।
 বিশ্বরূপ মায়া ছায়া হটল বিভ্রুতি ॥
 দুয়োধনে পুনরপি বুঝাইল সবে ।
 কার বাকা দুয়োধন না শুমিলো হবে ॥
 সূতা হৈছে উঠিয়া চলিল দুয়োধন ।
 নিজ স্থানে প্রস্থান করিল মন্ত্রিগণ ॥
 সাত্যাকির হস্তে ধরি চলিল ক্রীহারি ।
 যত দ্রব্য দিয়াছিল কুরু অধিকারী ॥
 কোন দ্রব্য না মিলেন হয়ে ক্রোধমন ।
 শৌর্যগতি করিলেন রথে আরোহণ ॥
 বিশ্বয় মামিলা ধৃতরাষ্ট্র নরপতি ॥
 অনর্ঘ হইল বলি ভীষ্ম মহামতি ॥
 মৌলভাবে রাহিলেন অশ্বিকানন্দন ।
 কুনীর মিকটে কৃষ্ণ করিল গমন ॥
 সম্ভাবিয়া সবারে কুলীকে প্রণামিয়া ।
 বহু কথা কহিলেন নিকটে বসিয়া ॥
 বিস্তারিয়া ব্রহ্মাস্ত্র সব কহিলেন তাঁকে ।
 চলিলেন চক্রপাণি সম্ভাবি সবারে ॥
 মিলিলেন গাথে কর্ণ সহ অনাঙ্গিন ।
 কর্ণর সাহিত হৈল রহস্য কখন ॥
 কন্যাকাণ্ডে কুলী গড়ে তোমার উৎপত্তি ।
 তুমি কর্ণ মহাবীর কুলার সন্ততি ॥
 যুধিষ্ঠির ভূপতির তুমি মহাদর ।
 আপনাকে নাহি চিনি তুমি কি বন্ধর ॥

ধর্মশাস্ত্র পড়িয়া করিল বহুমান ।
 ব্রাহ্মণ সভাতে হয় তোমার বাধান ॥
 তোমার কবিত্ত যে পাণ্ডব পঞ্চ ভাই ।
 এ হেন সম্বন্ধ কর বড় ভাগ্যে পাই ॥
 দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র অভিমত্যা আনি ।
 ভূত্যবৎ তোমাতে পুত্রিবে নিরবধি ॥
 সহদেব নকুল অর্জুন ভীম বীর ।
 অবপদ ধোয়ানেন রাজা যুধিষ্ঠির ॥
 সুবর্ণ রত্নত কুন্ত ভব অভিষেকে ।
 রাজকন্যা সোববে যে দেখিবা প্রত্যেকে ॥
 হরপতি দ্রৌপদী করিল উপাসন ।
 অগ্নিকেন্দ্র করিবেন ধোয়া তপোধন ॥
 সেবিবেন তোমাকে ব্রাহ্মণ চারিবেদী ।
 পাণ্ডবের পুরোহিত কুশল সংবাদী ॥
 যুবরাজ হইবেন রাজা যুধিষ্ঠির ।
 ধবল শরীর লয়ে বিচিত্র শরীর ॥
 মস্তকে ধরিবে চক্র বীর ব্রহ্মোদর ।
 রশ্মির সারথি হবে পার্শ্ব ধনুর্ধর ॥
 মহাবল শিখণ্ডী হইবে অগ্রসার ।
 এ সব বচন কর্ণ ধরিবা আমার ॥
 বিধিৎসন লয়ে অবপি ছাড়াব আমি ।
 এ সব সম্পদ কর্ণ ভোগ কর ভূমি ॥
 বলিলেন এমত আপনি দামোদর ।
 ভক্তি করি কর্ণ লরে নিলেন উত্তর ॥
 সূর্য্যের স্তরে লক্ষ্য কুন্তীর উদরে ।
 সূর্য্যের বচনে মাতা বিসজ্জ্বলা মোরে ।
 স্নত মোরে পাইয়া পালিল নিজঘরে ॥
 আমারে পুষিল রাজ্য ভত্ত পুরঃসরে ॥
 স্তন দিয়া পুষিল জামিল সর্কী হুত্র ।
 সর্কীলোকে বলেন রাখার এই পুত্র ॥
 ধর্ম অংশে কুন্তীগণ্ডে জন্মিল পাণ্ডব ।
 যুধিষ্ঠীরে না কহিবা রক্তান্ত এ সব ॥
 অনুরোধ করিবেন ধর্ম নরবর ।
 আমি পুনঃ সর্কীনা না যাবো দামোদর ॥
 আমি যদি পাই রাজ্য দিব ত্রয়োদশে ।
 সভ্যভক্ত তথাপি না করি লয় মনে ॥
 ত্রয়োদশ বৎসর ভুঞ্জিয়া রাজ্য সুখ ।
 ত্রয়োদশ বৎসর ভুঞ্জিয়া রাজ্য সুখ ॥
 ত্রয়োদশ বৎসর ভুঞ্জিয়া রাজ্য সুখ ॥
 করিব নিত্যান্ত রণ অর্জুন সহিত ।
 যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি কৌরব বিদিত ॥

যথাপি জামি যে আমি পাণ্ডবের লক্ষ ।
 লবাক্ষেবে ত্রয়োদশ হইবেন কর ॥
 অর্জুনের হাতে হবে আমার নিধন ।
 ভায়া ত্রোণে মারিবেন জননন্দন ॥
 ধৃতরাষ্ট্র পুত্র সব শত সহোদর ।
 ভীমসেন সংগ্রামে পাঠাবে যমঘর ॥
 তথাপিও না ত্যাজিব রাজ্য ত্রয়োদশে ।
 কত্রিয়ের ধর্ম জান প্রতিজ্ঞা পালনে ॥
 আপনিতো জাম কৃষ্ণ সকল রহস্য ।
 সবংশে কৌরব নাপ হইবে অবশ্য ॥
 যে স্থানে তোমার নাম সেই স্থানে জয় ।
 ইহাতে কি অন্যমত আছে মহাশয় ॥
 যথা কৃষ্ণ তথা জয় নিশ্চর সর্কীনা ।
 আমার প্রতিজ্ঞা কিন্তু না হবে অন্যথা ॥
 কেবল নিমিত্ত ভাগী এই তিন জন ।
 দুঃশাসন শকুনি মৃগতি ত্রয়োদশন ॥
 কৌরব পাণ্ডব যুদ্ধে ক্রোধির কর্দম ।
 মরিবে পাণ্ডব হাতে কৌরব অধম ॥
 পাণ্ডবের বিজয় কৌরবের পরাজয় ।
 অরিলয়ে জন্মানন্দ হইবে নিশ্চয় ॥
 মজল না দেখি আমি কৌরবের কায়ে ।
 উৎপাত অদ্ভুত দেখি গ্রহগণ মাঝে ॥
 গগণেতে উল্কাপাত নির্ভাত সহিত ।
 পৃথিবী কাম্পিত হয় দেখি বিপরীত ॥
 ভয়ানক লক্ষ্য করি কান্দে অশ্ব গজ ।
 অকস্মৎ খসিয়া পড়য়ে রথধ্বজ ॥
 গৃধ্র পক্ষী কাক বক শ্রবিক সঞ্চাল ।
 কৌরবের পাছে দেখি বিদ্যমান ॥
 মাংস আর রক্তবৃষ্টি উজ্জ্বল বাত ॥
 কৌরব নিধন চিহ্ন এই অগ্নিশিখা ॥
 যে ছুইয়া দেখিয়াছি স্তন নারায়ণ ।
 অমৃত পায়স ভূজে পাণ্ডু পুত্রগণ ॥
 পৃথিবী প্রসবে ধর্ম দেখিলা এখন ।
 পর্কিতে উঠিয়া ভীম করে মহারণ ॥
 ধবল কবচ গায় দেখি হুলোভন ।
 পুষ্কপাল্য গলে শোভে ধবল বসন ॥
 হাতেতে ধবল চক্র নামি সরোবর ।
 রথ আমি দেখিলাম স্তন দামোদর ।
 পাণ্ডবে পাইবে জয় কুরু পরাজয় ।
 অচিরে হইবে কৃষ্ণ কি আছে সংশয় ॥
 এত বলি কর্ণ বীর করিল গমন ।
 প্রেমভাবে গোবিন্দে দিয়া আশ্রয়ন ॥

কর্ণবীর সৈন্য যদি আপন ভবন ।
চলিলেন সৈন্যগণ সহ জনাৰ্দ্দন ॥
জানি বাধ্য কোলাহলে চলেন ত্বরিত ।
হইলেন বিরাটনগরে উপনীত ॥
হরিহরপুর গ্রাম সর্কণ্ডন যার ।
পুরুষোক্ত্য মন্দন মুখ উপাখ্যার ॥
কাশীরাম বিরচিত তাঁর আশীর্বাদে ।
সদা চিন্তি রহে বৈদ্য দ্বিজ পাদপদ্মে ॥

খুতরাণ্টের নিকটে সমুদ্রসুজাত

মুনির আগম ॥

সভা হৈতে উঠিয়া গেলেন সর্কণ্ডন ।
বিদুব সহিতে যাত্রা রহিল রক্ষণ ॥
পাণ্ডবের ভয়ে অন্ধ বদ্ধ চিন্তামলে ।
আইল সমুদ্রসুজাত মুনি হেমকালে ॥
সম্মুখেতে বিদুব উঠিয়া সেইক্ষণে ।
মস্তক করি দিল বসিতে আলম ॥
জানাইল অনেকে কিছুই সেইক্ষণে ।
আইলা সমুদ্রসুজাত ভব দরশনে ॥
শুনি অন্ধ মস্তক করিলা প্রণতি ।
পান্ডা অর্ঘ্য অশ্বিনায়া দিলা শীতগতি ॥
ভুক্ত হয়ে আসনে বসিলা তপোধন ।
কহিতে লাগিলা পরে অম্বিকানন্দন ॥
পাপাত্মা কুবুজি সেই নাহি দেখে হিত ।
কলহ বাঞ্ছয়ে সদা পাণ্ডব সহিত ॥
পাণ্ডবেরা কুবুজের অহিত না করে ।
তথাপি দাক্ষ্য কই দিল বারে বারে ॥
সকলি কমিল তার। আমার কারণ ।
তথাপিও তারে নাহি দেয় রাজ্যধন ॥
পাণ্ডবের দূত রূপে বুঝাইল হরি ।
তাঁর বাক্য না শুলিল মহাপাপকারী ॥
বুঝাইল মুদগিন্ধ না করিল মনে ।
ভীষ্ম দ্রোণ আদি আমি বত পুরজনে ॥
কর বাক্য না শুলিল ভক্ত চুর্যোধন ।
আপনি ভাহারে কিছু বল তপোধন ॥
তত্ত্বজ্ঞান কহিয়া নিশ্চয় কর যতি ।
পাণ্ডবের ছেদ তার বধার্থ বিচুতি ॥
এত শুনি কহিলেন সমুদ্রসুজাত মুনি ।
পশ্চিমে উত্তর বসি হয় দিনমণি ॥
তথাচ পাণ্ডব সহ নাহি হবে প্রীতি ।
পুর্বেই কহিলো শুন কহি শাস্ত্রা নীতি ॥
প্রবল অনুরে বৈব পৃথিবী বাণিল ।
দাম যজ্ঞ গো ব্রাহ্মণ শূদ্র হিংসিল ॥

হিংসাতে পুরিল কিত্তি ধর্ম হৈল ফরা ।
দেখিয়া পৃথিবী রড় পাইলেন ভয়া ॥
ব্রহ্মার সাফাতে গিয়া কহিল বিচারিত ।
হিংসকের ভার আর সহিতে না পারি ॥
মায়াতে জন্মিয়া জীব করে অহকার ।
মম রাজ্য মম ধন মম পরিবার ॥
মরিলে সমুদ্র দেখে নাহি কার লেন ॥
আমারে হিংসয়ে লোক না জানে আপনে ॥
কার বাধ্য নাহি আমি কার আত্ম নাহি ।
কোট পক্ষী মনুষ্য রাক্ষসগণ নাহি ॥
আমাতে জন্মিয়া মুখে আমাতে বিহরে ।
আমাতে জন্মিয়া জীব আমাতেই মরে ॥
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি আমি সবাকার ।
অবিচার মম হিংস করে চুর্যোধর ॥
অহিংসা পরম ধর্ম মনে নাহি জানে ।
আমার আমার বলি মরে অঙ্গ জ্ঞানে ॥
সৃষ্টির নিয়ম নাহি করিলা আপনে ।
প্রলয় অনুর বুদ্ধি হইল একনে ॥
সহিতে না পারি তার গুন সৃষ্টি স্থামি ।
প্রবেশিয়া পাশালে রহিব গিয়া আনি ॥
পৃথিবীর স্তরে ভূত হয়ে পদ্মাসন ।
হরির নিকটে গিয়া করিল স্তবন ॥
নমঃ আদি পুরুষ অমলি সনাতন ।
ভোমার আজ্ঞায় সৃষ্টি হইল সৃজন ॥
হেন সৃষ্টি নাশ করে অনুর প্রবল ।
সহিতে না পারি কিত্তি বান্ধব সনাতন ॥
উপায়ে উদ্ধার কর ব্রহ্মসনাতন ।
এত বলি নানা স্তুতি কৈলা পদ্মাসন ॥
স্বতীবাংশ প্রেম হইয়া জগন্নাথ ।
দিব্য রূপে হইলেন ব্রহ্মার সাফাত ॥
সাফাতে দেখিল ব্রহ্মা কমল আসন ।
মস্তক হয়ে পুনঃ করিল স্তবন ।
গোবিন্দ বলেন ভয় নাহি কর আর ।
ভোমার বচনে আমি হব অবতার ॥
চারি যুগে চারি অংশে অবতার করি ।
বতেক অনুরগণ কেলী ব সংহারি ॥
এত বলি ব্রহ্মানে গেলেন মায়ারণ ।
শুনি ব্রহ্মা চমিলা হইয়া স্তম্ভমণ ॥
সাস্তুইয়া পৃথিবীকে বসিলা বচন ।
অচিরেতে তব দূখে হইবে মোচন ॥
প্রত্যক্ষ হইয়া প্রভু কহিলা আমারে ।
বধিবেন অবতার হইয়া অনুরে ॥

করিবেন ভবতার অচিরে মোচন ।
 যুগে যুগে অবতার হয়ে নারায়ণ ॥
 শূন্যিয়া পৃথিবী অতি আনন্দিত মনে ।
 প্রাণনিয়া ব্রহ্মাকে চলিল নিক হইলেন ॥
 অজীকার পালিবারে দেব দামোদর ।
 প্রথমে ধরেন প্রভু মৎস্য কলেবর ॥
 দেবতা উদ্ধারি হয় গ্রীষ্ম বিনাশন ॥
 অমন্তরে বরাহ আকৃতি নারায়ণ ॥
 ধরণী উদ্ধারি মারি হিরণ্যাক বীরে ॥
 নৃসিংহাবতার হরি হইল অচিরে ॥
 হিরণ্যাকশিপু নৈতো করিল নিধন ॥
 অমন্তরে কুর্মা রূপ ধরি নারায়ণ ॥
 মন্দর ধরিয়া করি সমুদ্র মন্ডন ॥
 নারী রূপে করিলেন অমর বোধন ॥
 তার পরে ধরিয়া রামন কলেবর ॥
 বলিরাঙ্গ মন্ত তা নাশিল দামোদর ॥
 নাগপাশে ব্যক্তিরা রাখিল রসাতলে ॥
 নিজ অধিকার দেন দশ দিকপালে ॥
 সত্যযুগে ধরিলেন এই প্রবতার ॥
 অনুরের অঙ্কুর টেল ছার খার ॥
 ত্রেতাযুগে ক্ষত্রগণ করিল সংহার ॥
 ভুগবংশে হইলেন অংশ অবতার ॥
 পৃথিবীর ক্ষত্রগণ করিয়া সংহার ॥
 রামরূপে পুনরাগি হন অবতার ॥
 মারিলেন দ্রুপদ রাক্ষস দশাননে ॥
 কুরু অবতার প্রভু দেখ এই কণে ॥
 বকাসুর কংস আর পুতনা রাজসী ॥
 জরাসন্ধ ম.পতি শিশু পাল কেশী ॥
 অবহেল বধিলেন এ সব অহরে ॥
 মারিলেন অবশেষে বত পাণি মরে ॥
 বিশ্বের কারণ বিমি পালন সূক্ষম ॥
 সূক্ষম পালন আর করেন নাশন ॥
 তাহার আশ্রয় দেখ এ তিন ভূবন ॥
 ভেদ বুজি করান আপনি নাশন ॥
 তাঁহার বিষম মায়াকে বুঝিতে পারেন ॥
 একের বাডান ক্রোধে অন্যের সংহারে ॥
 অদৃষ্টে বাহার সেই আছয়ে লিখন ॥
 বিধাতার শক্তি নাহি করিতে খণ্ডন ॥
 পৃথিবীর ক্ষত্রনাশ হইবে অবশ্য ॥
 চিন্তে ক্ষমা দেও রাজা এ সব রহস্য ॥
 বহুবংশ দৃষ্টি কর বত ক্ষত্রগণ ॥
 অন্যে অন্যে ভেদ করি হইবে নিধন ॥

হইল ছাপর যুগ এই অবশেষ ॥
 কত্র কর হইবে প্রমহ সর্বিশেষ ॥
 ভবিষ্যৎ অবতার হবে কলি শেষে ॥
 যতুকুল যতক নাহিবে স্বর্গবাসে ॥
 এ সব জানিয়া সবে ধর্ম্যে দেও মন ॥
 পরলোক গতি চিন্তি ইন্দর চরণ ॥
 মান্য বজ্র ধর্ম্যকন্ধ্য কর অনুব্রতে ॥
 ইতি বিনা সদুপায় নাহি কোনমতে ॥
 পুত্ররাষ্ট্রে সমস্ত কহিয়া তপোধন ॥
 আগম আশ্রম প্রাতি করিল গমন ॥
 চিন্তিতে প্রবোধ লাভে অন্ধ নরপতি ॥
 ক্ষমা দিয়া মনেতে রহিল মহামতি ॥
 বিজুব চলিয়া গেল আপন ভবন ॥
 কহিলাম মহারাজ কথা পুরাতন ॥
 মহাতারতের কথা অমৃত লহরী ॥
 কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥

পাণ্ডব সভায় শ্রীকৃষ্ণের আগমন

সংসনে পাণ্ডবদের

কুরুক্ষেত্রে গমন ॥

বলিলেন সুনিবর নগর রাজন ॥
 সভামধ্যে উপবিষ্ট তাই গন্ধজন ॥
 হেমকালে উপনীত হৈল নারায়ণ ॥
 কৃষ্ণ দেখি সম্মুখে উঠিল সর্দরজন ॥
 বসিতে আসন দিয়া জিজ্ঞাসেন ভায় ॥
 কি কার্য্য করিল কৃষ্ণ কোরব সভায় ॥
 বিবরিয়া সর্ব কথা কহ নারায়ণ ॥
 এত শুনি হাসিয়া কহিল ক্ষমাধন ॥
 বহু নরাধম সেই রাজ্য দুর্যোগন ॥
 না শুনিলা কাহার বচন কদাচন ॥
 তোমার বিভাগ দিতে বুঝাইল সব ॥
 হিত বাক্য দুর্যোগন কর্ণে নাহি লবে ॥
 অবশেষে আমি বহু কহিলাম ভায় ॥
 তথাপি উচিত ভাগ দিতে নাহি চায় ॥
 কহিলাম গন্ধর্বাণ গ্রাম ছাড়ি দিতে ॥
 শুনি সভা টেঙে উঠি গেল জোধ্যাশ্রিতে ॥
 হস্ত নাড়ি মহামন্ত্রে কহিল সভায় ॥
 শুন কৃষ্ণ কহিতেছি প্রাজ্ঞা তোমায় ॥
 তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অগ্রভাগে ধরে সেই ভূমি ॥
 বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবেরে নাহি মিব আমি ॥
 নিশ্চয় হইবে যুদ্ধ না হয় খণ্ডন ॥
 ইহার বিধান রাজা করহ এখন ॥

এতক শুনিয়া পরে ধর্ম্য নরপতি ।
 মহাক্রোধে অবশ্য কাম্পে কলবব ॥
 ক্রোধে ক্রোধ বিবরিয়া কহিল রাক্ষস ।
 সুভাষণ দুর্ব্যোধান করিল সৃজন ॥
 শুন বীর ধর্ম্যজয় সহদেব বীর ।
 শুনহ নকুল ভাই সাত্যকি স্থধীর ॥
 হৃষ্টদুঃখ পঞ্চাল ভূপতি মহাশয় ।
 কয়সেন আদি যত ভোজের তনয় ॥
 মুক্তকলি উপস্থিত স্থির কর বুদ্ধি ।
 সাবধানে করিবে সকলে কার্য্য সিদ্ধি ॥
 করিলেন অজ্ঞাকার যত বীরগণ ।
 প্রাণপণে তব আজ্ঞা করিব পালন ॥
 কণ্ঠেতে বাবৎ প্রাণ আঘাতের রবে ।
 ভারৎ করিব যুদ্ধ অন্যথা না হবে ॥
 বীরগণ বচন শুনিয়া নরপতি ।
 সহদেবে ভাকি আজ্ঞা দিল মহাযতি ॥
 শুভ দিন দেখ ভাই যাব কুরুক্ষেত্র ।
 সেনাগণে আজ্ঞা কর হইতে একত্র ॥
 সহদেব বলিলেন শুভক্ষণ আজি ।
 গন্ধমাত্রে সুনক্ষত্র দেখিয়াছি পাঁজি ॥
 আজি যাত্রা করিবারে উচিত রাজন ।
 আজ্ঞা দিলে বাইতে কহিবে সৈন্যগণ ॥
 এত শুনি আজ্ঞা দিল ধর্ম্য নরপতি ।
 সাজন করহ শীঘ্র সৈন্য সেনাপতি ॥
 পাইয়া রাজার আজ্ঞা চারি সহোদর ।
 সৈন্য সেনাপতি সহ সজিল সত্বর ॥
 গন্ধ কোটি সহস্র যতক মহারথী ।
 লক্ষ কোটি প্রধানস সেনাপতি ॥
 কোটিং তথ আর হস্তী অগণন ।
 সাত অক্ষৌহিনী সেনা করিল সাজন ॥
 আসিলেন যতঃকচ পায়ে সমাচার ।
 দুই কোটি রাক্ষস বাহর পরিবার ॥
 চতুর্দশ লক্ষে সাজিল অগণন ।
 এইমত পাণ্ডু সৈন্য করয় সাজন ॥
 দেবগণ করিলেন শূন্য জয়ধনি ॥
 অতি শুভক্ষণে চলে পাণ্ডুর বাহিনী ॥
 তিন দিনে বাস পথ শতক যোজন ॥
 কুরুক্ষেত্রে উত্তরিল পাণ্ডু পুত্রগণ ॥
 গড় দেখি পঞ্চ ভাই পাইলেন প্রীত ।
 দেখিলেন যুদ্ধের সামগ্রী অপ্রমিত ॥
 বজ্রবর্গ ভেটিলেন রাজ রাজেশ্বরে ॥
 সাত্যকিকে বলিল সস্তাব করিবারে ॥

আজ্ঞা যাত্র চলিল সাত্যকি বিচক্ষণ ।
 সমাবেশ করিল সকল সৈন্যগণ ॥
 বখাযোগ সুখাসন দিল বসিবারে ।
 উপস্থিত করিলেন নানা উপহারে ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

কুরুসৈন্যের কুরুক্ষেত্রে যাত্রা ।
 বলিলেন মুনিবর শুন জ্ঞানোজয় ॥
 কুরুক্ষেত্রে আইলেন পাণ্ডুর তনয় ॥
 সাত অক্ষৌহিনী সেনা করিল সাজন ॥
 হইল উত্তর ভাগে কেশরী গজদন ॥
 চর আসি দুর্ব্যোধান করে বিবেচনা ॥
 কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ সাজে পাণ্ডু পুত্রগণ ॥
 শুনিয় ভূপতি আজ্ঞা দিল দুঃখাসনে ॥
 শীঘ্রগতি ভাকি আর যত সভ জনে ॥
 রণ সজ্জা করিবা আইল লত্নগণ ॥
 শুভক্ষণ দেখি কর সৈন্য সঞ্চালন ॥
 পাইয়া রাজার আজ্ঞা বীর দুঃখাসন ॥
 দৈবজ্ঞ আশিরা দিল করিল তখন ॥
 রাজার কহিল গিয়া পরে দুঃখাসন ॥
 তৃতীয় প্রহরে যাত্রা দিল শুভক্ষণ ॥
 সাজিবারে আজ্ঞা দিল যত সৈন্যগণ ॥
 জয়ধনি করিলেন সৈন্য হৃষ্টমনে ॥
 অসংখ্য সাজিল রথী লিখিতে না পারি ॥
 অর্কু দ অর্কু দ কত সাজিল দোহারী ॥
 গজ বাজি পঙ্কি সাজে রথ অগণন ॥
 সমুদ্র সমান সৈন্য সাজে কুরুগণ ॥
 স্বজ হুত্র পতাকার ঢাকিল আকাশ ॥
 সৈন্যভরে বামুকি পাইলেন জাশ ॥
 টলমল করে ধরা বায় রসাতলে ॥
 প্রায় কালেতে যেন সমুদ্র উথলে ॥
 একাদশ অক্ষৌহিনি করিল সাজন ॥
 গন্ধযত ক্রৌশ স্থল যুড়ি সেনাগণ ॥
 পরে দুর্ব্যোধান রাজ্য আরি সভাজনে ॥
 ভীমা দ্রোণ কৃপ আর প্রতীপদন্দে ॥
 জয়দ্রথ সোমদত্ত ভগদত্ত বীর ॥
 পঞ্চ ভাই ত্রিগর্ভ সমরে অতি খীর ॥
 শল্য মদ্রেখর আর শূসমা মূপতি ॥
 সবারে বিদয় করি কহিল ভূপতি ॥
 কদ্রমধ্যে পরস্পর বাহি পাছ নীচ ॥
 যুদ্ধেতে অপেক্ষা করা নাহয় উচিত ॥

লিভা পুত্রে যুদ্ধ হইল না করে অপেক্ষা ।

এ কারণে না করিবা কাহার প্রতিজ্ঞা ॥

প্রাণ উপেক্ষিয়া সবে করিবে সমর ॥

নিকটোন্মোক্ষিয়া দেখ শত্রু গুরুজ্বর ॥

অজীকার করিলেন যত বীরগণ ॥

হইল আনন্দ চিত্ত রাজ্য দুর্ধ্যোধন ॥

পরে শত ভাই সঙ্গে গাঁঙ্গারী বন্দন ॥

যাত্রা করি সুসজ্জ হইল সেইজন ॥

বিদায় হইতে গেল বাণের সন্ধান ॥

মমকর করিয়া কহিল শতজন ॥

প্রসন্ন হইয়া তাত করহ আদেশ ॥

শুভক্ষণে আজি যাব কুরুক্ষেত্র দেশ ॥

নিকটে বিপক্ষ আসি টেল উপনীত ॥

যুদ্ধ করিবারে তবে হউক উচিত ॥

করিব তব প্রসাদে রিপুবল ক্ষয় ॥

যুদ্ধ করিবারে আজ্ঞা দেও মহাশয় ॥

শুনিয়া হইল অঙ্গ ক্রোধিত অন্তর ॥

মনে মনে আলোচনা করিল বিস্তর ॥

আশীর্বাদ দিল হেঁট করিয়া বদন ॥

মায়ের সাক্ষাতে গরে গেল দুর্ধ্যোধন ॥

শত ভাই কহিলেন করিয়া মিলতি ॥

প্রসন্ন হইয়া মাতা কর অনুমতি ॥

শুনিয়া হইল তাঁর সজল লোচন ॥

আশ্বাসিয়া পুত্রগণে বলিল বচন ॥

ইতর ভোমার রিপু বিখ্যাত ভুবনে ॥

একে একে জিনিবারে পারে পুরজনে ॥

দেবের অজ্ঞেয় রিপু বিখ্যাত ভুবনে ॥

জয়ন্তে পাণ্ডবে কেহ না পারিবে রণে ॥

এ কারণে তাহা সহ কলহ না রুচে ॥

সম বাক্যে প্রীত কর যদি পাণ্ডু সূচ ॥

দুর্ধ্যোধন কহে মম আচার্য্য সহায় ॥

কর্ণ গিভামহ ভীষ্ম সংগ্রামে তুচ্ছয় ॥

অশ্বখামা ক্রতবর্ম্ম কুল মহাবীর ॥

শল্য মদ্রেখর রাজ্য সংগ্রামে সুধীর ॥

লক্ষ লক্ষ বীরগণ আমার সহায় ॥

পাণ্ডুপুত্রে সমরেতে মারিব হেলায় ॥

পাণ্ডবের পরাজয় হবে মম জয় ॥

ইহাতে সংশয় নাহি জানিবা নিশ্চয় ॥

আশীর্বাদ কর মাতা বিলম্ব না সয় ॥

সুক্ষণ বহিয়া গেল কার্য্যসংস হয় ॥

এত শুনি জনবীর মলিন বদন ॥

জয়ি হও বলি মুখ বলিল বচন ॥

আরো এক কথা শুন পুত্র তুর্ধ্যোধন ॥

যথা ধর্ম্ম তথা জয় বেদের বচন ॥

এই বাক্য মুখেতে বলিল সুবদনী ॥

আকাশে নির্ঘাত ধনি হইল অঘনি ॥

বিনা মেঘে রক্তবৃষ্টি হইল গগনে ॥

চীৎকার করিল শুদ্ধ বারিদ সমনে ॥

বামেতে শকুনিগণ উড়িল আকাশে ॥

তেজোহীন দধিকর কিছু না প্রকাশে ॥

নগর নিকটে আসি ডাকে শিবাগণ ॥

এইরূপে যাত্রাকালে বত কুলক্ষণ ॥

অহঙ্কারে দুর্ধ্যোধন মনে না করিল ॥

বিদায় হইয়া শীঘ্র রথে আরোহিল ॥

ভীষ্ম দ্রোণ ক্রতবর্ম্ম কুল মহামতি ॥

কর্ণ আশ্বিনীজিলেন বত মহারথী ॥

জয় শব্দ করিয়া ঢালিল দুর্ধ্যোধন ॥

কুরুক্ষেত্রে উত্তরিল সহ কুরুগণ ॥

শত ক্রোশ যুড়ি চলে কৌরবের সেনা ॥

রথ রথী গজ বাজি পশ্চি অগণন ॥

প্রায় সাগর সব বাহিনী গজ্জন ॥

বধির করিল ধেন কুলিশ তজ্জন ॥

পরে দুর্ধ্যোধন রাজ্য অতি হুড়ি ঘন ॥

উলুকে ডাকিয়া আজ্ঞা দিল সেইজন ॥

হে উলুক বাণ্ড তুমি বাহিনীর কাছে ॥

দেখাও আমার সৈন্য কোথা কত আছে ॥

সুচক্ষে দেখিয়া সব কহিবা পাণ্ডবে ॥

যুদ্ধ কর আসি সবে বিপক্ষ কৌরবে ॥

কহিবা ভীমের মম নিকর বচন ॥

আসি করে মম সঙ্গে শক্তি মতে রণ ॥

দ্রোণদীর অগমান আর দাসগণ ॥

যত ভ্রাণ পাইয়াছে করিয়া ভ্রমণ ॥

সেই সব অরিয় সাহসে করি মর ॥

আসিয়া আমার সঙ্গে করুক সমর ॥

আমাকে জিনিয়া সুখে ভূজ বসুমতী ॥

মজুরা আমার হস্তে পাইবে সদাতি ॥

অর্জুনে কহিয়া দত্ত করিয়া বিস্তারে ॥

পুত্রের যতক ভ্রাণ অরিয় অনুরো ॥

যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ করিতে পালন ॥

আমাকে জিনিয়া তবে ভূজ রাজ্যধন ॥

মজুরা কর্ণের হস্তে দেখিবে শমন ॥

অবিলম্বে কর আসি যাহা ময় মন ॥

কৃষ্ণের কহিবা দত্ত করিয়া অপার ॥

পাণ্ডবের সাহায্যে আসিয়া অগ্রসর ॥

দেখিয়াছেন দিবা সভা বিদ্যামানে ।
সেই যাত্রা করিয়া আইন এই স্থানে ॥
সহস্র বনকুলেরে কহিবা বচন ।
পূর্ব দুখ ভাবিয়া লাক্ষ্মীতে কর বন ॥
কহিবা ধর্মেরে যম বচন বিশেষে ।
ব্রহ্মচারী বলিয়া তোমাকে লোকে ধোবে ॥
ধার্মিকের শ্রেষ্ঠ তোমা বলে সর্বজন ।
তপস্বী বলিয়া করে তোমাকে গণন ॥
এখন সে সব কথা হইল প্রচার ।
বিড়াল সন্ন্যাসী প্রায় তব ব্যবহার ॥
শুনিয়াছি পূর্বে আমি তাহার কারণ ।
সেই অভিপ্রায় তব হয় আচরণ ॥
মুখে মাত্র বল ধর্ম অন্তরেতে আন ।
বিড়াল সন্ন্যাসী প্রায় হারাইবে প্রাণ ॥
এত শুনি বিস্ময় উলুক শুদ্ধাচার ।
ভুগতিকে জিজ্ঞাসিল করি পরিহার ॥
বিড়াল সন্ন্যাসী হয়েছিল কি কারণে ।
আপনার মোখে পরে মরিল কেমনে ॥
পশুজাতি কেন করে তপস্যাচরণ ।
বিবাহিয়া কহ শুনি ইহার কারণ ॥
উদ্যোগপণ্ডের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাঘনাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

বিড়াল ভগ্নস্থির উপাখ্যান ।

বলিলেন রাজা শুন উলকানুচর ।
সভায়ুগে আছিল সুখোব মুনিবর ॥
সর্বশ্রেণে সমন্বিত ছিলেন ব্রাহ্মণ ।
মহাধর্মশীল সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥
হুশীলা নাথেরে তার ভাষা শুণবতী ।
পুত্র বাঞ্ছা করিয়া সেবিল পশুপতি ॥
পুত্র না জন্মিল তার যুবকাল যায় ।
বিপ্রের বৈরাগ্য বড় উগড়িল তার ॥
ভাষ্যা সহ বসে গেল ভগ্নস্যা কারণ ।
উত্তরিল হিমালয় পাশে দুইজন মান ॥
দেখিয়া বিচিত্র বস প্রীত বড় মনে ।
রচিতা কুটির তথা রহিল চুজনে ॥
একদিন গেল স্থবি ফলের কারণ ।
ভ্রমণেতে দেখিলেন দৈব নির্ভরজন ॥
অনাথ মাজ্জার পিশু পড়িয়াছে বসে ।
ব্রহ্মণ দেখিয়া শিশু চাহে তার পানে ॥
পলাইতে শক্তি নাহি পিশু কলেকর ।
চতুর্দিকে বেড়িয়াছে বায়স পানির ॥

তার দুখ দেখিয়া অস্তর দান দিয়া ।
জিজ্ঞাসিল মাজ্জারের নিকটেতে গিয়া ॥
একেশ্বর কি হেতু হেথায় কি কারণ ।
গিভা বাতী বহু তব নাহি কোনজন ॥
বিড়াল বলিল কেহ নাহি রক্ষা করে ।
প্রাণবির্য জননী কেলিয়া গেল মোরে ॥
জননী ছাড়িয়া গেল দৈব নির্ভরকে ।
একেশ্বর এই হেতু রহিয়াছি বলে ॥
বলিলেন মুনি আদি করিব পালন ॥
বঞ্ছবা পরম মুখে আমার সমন ॥
অপুত্রক আছি আমি পুত্র নাহি হয় ।
করিব সন্তান ভাবে পালন নিশ্চয় ॥
এত শুনি বিড়াল হইল হৃষ্টমন ।
বিপ্রের চরণে আসি করিল বন্দন ॥
বিড়াল হইয়া মুনি কুটিরে আইল ।
পালন করিতে তারে হুশীলাকে দিল ॥
বিড়াল পাইয়া ভুট হইল সুন্দরী ।
পালন করিল তারে পুত্র স্নেহ করি ॥
মায়ামোহে বদ্ধ হয়ে সব পাসরিল ।
বিড়ালে লইয়া দৌড়ে নগরে আইল ॥
পুনরপি গৃহধর্ম করি দুইজনে ।
হইল বিড়াল বলি অধিক পালনে ॥
জাতীয় স্বভাব পরিত্যাগ নাহি করে ।
আরক্তিল উপদ্রব গৃহস্থের ঘরে ॥
যজ্ঞ হবি রহি করে পায়স স্নান খায় ।
মারিতে আইলে লোক পলাইয়া যায় ॥
ক্রোধে নগরীর লোক দুঃখি মনেমন ।
ব্রাহ্মণকে মবে আসি কহে অনুরক্ত ॥
কোথায় ভগ্নস্যা তব কোথায় ব্রাহ্মণ ।
পুত্রহীন হইয়া হইল মতিছন্ন ।
পুত্রভাবে বিভালে রে স্নেহ এত কর ।
পশু জাতি নাহি জানে ইট নিক ডর ॥
এই রূপে বলে যক্ষ নগরের জন ।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ক্রোধে জলিল তখন ॥
ধরিয়া সিঁচকা বাতী প্রহারিল বলে ।
বাঙ্কিয়া রাখিল তারে তাতে পায় গলে ॥
দুই তিন দিন পশু রহিল বন্ধনে ।
বৈরাগ্য হইল পরে বিভালের মনে ॥
কোনমতে পারি যদি ছাড়াতে বন্ধন ।
ভগ্নস্যা করিয়া লাগ করিব মোচন ॥
গৃহবাসে কার্য নাহি যার বনবাস ।
অনাহার করি পাপ করিব বিনাশ ॥

এই রূপ বিফাল মনেতে যুক্তি করি ।
 গলেতে আছিল পরে বন্ধনের দড়ি ॥
 সেইক্ষণে গৃহ হৈতে হইল বাহির ।
 নগ্নক কাননে গিয়া বাস করে স্থির ॥
 বিন্দু সরোবরে তথা করি স্নানমান ।
 একে একে সর্ব ভাৰ্য্য করিল প্রায়ণ ॥
 পৃথিবী নক্ষিপাবর্ত করি একে ॥
 বিড়াল সম্মাসী বলি খ্যাতি পায় লোকে ॥
 সমুদ্রের মাঝে হৌল অতি রম্য নামে ।
 বহু মুখা সেই স্থানে ছিল অনুক্ৰমে ॥
 তথা গিয়া উত্তরিল বিড়াল সম্মাসী ।
 দেখিয়া সকল মুখা মনে ভয় বাসি ॥
 তাহাকার করি সবে যায় নানা দেশে ।
 আশ্বাসিয়া বিড়াল কহিল পরিণেবে ॥
 আমাকে দেখিয়া কেন ভয় কর মনে ।
 পরম ধার্মিক আমি জানে সর্বজনে ॥
 ভগস্যা করিয়া মোর তিরকাল গেল ।
 হিংসার সম্পর্ক মম কখন না ছিল ॥
 গবন আহারী আমি শুধু মুখাগণে ।
 আমাকে তিলেক ভয় না করিও মনে ॥
 আনন্দ কৌতুকে সবে ভ্রমিবে নির্ভর ।
 ভগস্যা করিব আমি তোমার আশ্রয় ॥
 এত শুনি মুখারা হইল হুটমহ ।
 বার বেই স্থানে গিয়া রহিল তখন ॥
 মর্যাদা করিয়া বহু স্থাপিল বিড়ালে ।
 নির্ভয়েতে মুখাগণ ভ্রমে কুতুহলে ॥
 কত দিন গেল পরে ফাটিল বিশ্বাস ।
 বার বেই শিশুগণ রাখি তার পাশ ॥
 দূর বনে যায় সবে আহার কারণ ।
 লোভ কি ছাড়িতে পারে বিড়ালের মন ॥
 লহলে সে পশুজাতি লহে ধর্ম পর ।
 চরিত্রকে চাহিয়া কুলায় কলেবর ॥
 উন্নত পুরিয়া খায় মুখা শিশুগণে ।
 হাতে মুখ মুছিয়া বসিয়া থাকে ধ্যানে ॥
 খাইতে খাইতে লোভ অনেক হইল ।
 দিনে দিনে শিশুগণে উদরে লইল ॥
 মুখারা ভাতেক নাহি জানে কদাচন ।
 দিনে দিনে সংখ্যা হ্রাস মুখা শিশুগণ ॥
 বুদ্ধিঘাতী এক মুখা সেই দলে ছিল ।
 শিশুগণ অল্প দেখি হৃদয়ে চিহ্নিল ॥
 জামিনাম এই শুধু ভগসী লক্ষণে ।
 চুরি চুরি ভক্ষণ করিল শিশুগণে ॥

দেখিয়া প্রবীণ মুখা করি হাহাকার ।
 সর্ব মুখাগণে গিয়া দিল সমাচার ॥
 শুনিয়া সকল মুখা হয় ডাখী মম ।
 উপায় মুঞ্চিল তার নিধন কারণ ॥
 এই যুক্তি করি তবে সবে একমন ।
 ঘোপের চৌদিকে গিয়ে করিল খনন ॥
 খনিল গভীর গর্ত মায়েতে বিস্তর ।
 তাহাতে পড়িয়া মরে বিড়াল পায়র ॥
 সেইমত যুধিষ্ঠির কর্ম আচরণ ।
 মূর্খেরে আমার হস্তে হারাবে জীবন ॥
 এত শুনি উল্লুক আপন হুটমহে ॥
 সাধু বলিয়া প্রশংসে তুষ্যোদনে ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

উল্লুকের প্রতি পাণ্ডবের কথা ।
 রাজাজ্য চলিল উল্লুক দূতবরে ।
 শীঘ্রগতি উপস্থিত পাণ্ডবের ঘরে ॥
 বসত কহি পাঠাইল কুরুনৃপমণি ।
 দণ্ডবৎ করি সর্ব কহিল তখন ॥
 প্রেমিয়া রুবিলা পঞ্চ পাণ্ডুর মন্দন ।
 কহিলেন উল্লুকে চাহিয়া ক্রোধ মন ॥
 বাও শীঘ্র উল্লুক কহিব তুষ্যোদনে ।
 প্রবীণ পক্ষীর প্রায় দেখি আচরণে ॥
 প্রবীণ নামেতে পক্ষী ছিল তুরটার ।
 নিরন্তর জাতিদের করে অগ্গকার ॥
 তার ভয়ে জাতিগণ স্থান ত্যজি হয় ।
 পৃথিবী ভ্রমিয়া সবে নানা ত্রুণে সর ॥
 শুভ দিন উদয় হইল জাতিগণে ।
 একযুক্তি করি সবে মারিল দারুণে ॥
 সেইমত দুবাশয় মরিবে নিশ্চয় ।
 আজি কালি মধ্যেসে বাইবে বর্মালয় ॥
 এত দিনে মরিত সে প্রাণে আর ধনে ।
 সময়ে মারিব বলি ক্ষমিয়াছি মনে ॥
 ভীমসেন কহিল উল্লুকে পুনর্বার ।
 গদার প্রহারে উল্লুক তার তাহার ॥
 এই দৌহ মহাগর্গা দেখ বিদ্যমান ।
 ইহাতে সকল ভাই হারাইবে প্রাণ ॥
 এতবলি গর্গা নিয়া বীর ব্রহ্মদর ।
 চক্রী চক্র ফেরে বেল যন্তক উপর ॥
 গাণ্ডী ধনুক পরে লইল অর্জুন ।
 টঙ্কারিয়া আকণ পুরিয়া ধনুগণ ॥

এককালে ঠেল খেল শত বজ্রাঘাত ।
 প্রমাদ গণিলা সবে শুনিয়া মিথ্যাত ॥
 তক্ত হয়ে পড়িল উলুক অনুচর ।
 সচেতন করিলেন লয়ে দ্বায়ে মর ॥
 চেতন পাইয়া চর চাহে চারি পানে ।
 কানিয়া ডাঁহায়ে কৃষ্ণ কহিল তখনে ॥
 দেখে ছে উলুক চর রক্ষা নাহি আর ।
 রাবিয়া কুঙ্কর বীর কুলীর কুমার ॥
 সত্য কথা কুঙ্করনে মারিবে নিমিষে ।
 ত্রিভুবন নাহি আঁটে পার্থ যদি রোষে ॥
 ধনুজয় কহিলেন উলুকে চাহিয়া ।
 মম গর্জি দুর্ধ্যোধন শীঘ্র কহ গিয়া ॥
 সুতপুত্র সঙ্গে আসে করিয়া সাজন ।
 মম হস্তে দুই জনে দেখিবে শমন ॥
 দেবেজ করিলে রক্ষা রক্ষা নাহি পাবে ।
 অবশ্য আমার হস্তে যম ঘরে বাবে ॥
 এইরূপে পার্থ গর্জ করেন বিস্তর ।
 মাত্রীর তনয় পরে কহিল সত্তর ॥
 ধৃতিদ্রুম সাত্যকি সড়েক বীরগণ ।
 একে একে উলুকে ক হুল সর্জজন ॥
 উলুক পাইয়া আজ্ঞা রখে আবোহিয়া ।
 দুর্ধ্যোধনে সর্জ কথা নিবেদিল গিয়া ॥
 যে কহিল পাণ্ডব কহিতে করি ভয় ।
 কহিল নিকুর কথা ভীম ধনঞ্জয় ॥
 বলিলেন দুর্ধ্যোধন কহ সব শুনি ।
 কি কহিল ভীমসেন ধর্ম্য নৃপমনি ॥
 কি কহিল ধনঞ্জয় মাত্রীর নন্দন ।
 ধৃতিদ্রুম বিরাটাদি বত বীরগণ ॥
 উলুক বলিল রাজা না বলিলে মর ।
 শুন বাহা বলিলেন ধর্ম্য মহাশয় ॥
 ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর চাহি আমি মুখ ।
 একারণে সহিলাম দিল শত দুঃখ ॥
 কৃষ্ণে পাঠাইয়া অগ্রে করিবারে প্রীত ।
 অহঙ্কারে না শুনিল গোবিন্দেয় নীত ॥
 ইহার উচিত শাস্ত হাতে হতে পাবে ।
 অচিরান্তে সবংশেতে বমালয় বাবে ॥
 ক্রোধে ভীম দর্প করি বলিলেন বচন ।
 মম সম বলিষ্ঠ না দেখি কোন জন ॥
 রাক্ষস মানব মম অগ্রে নাহি রয় ।
 গদাঘাতে দুর্ধ্যোধনে বধিব মিন্চয় ॥
 মাত্রীর মন্দন আদি বত বীরগণে ।
 একে প্রাতিজ্ঞা করিল জনে জনে ॥

যে হয় উচিত রাজ্য কর সুবিহিত ।
 শুনি রাজা করিলেন ঠৈম্য সমাহিত ॥
 আশ্বাসিয়া কহিল সকল যোদ্ধাগণে ।
 মম মরোবাঞ্ছা পূর্ণ কর সক্ষমেন ॥
 শুন কর্ণ সহাবীর রাজার নন্দন ।
 পরম বান্ধব ভূমি মম প্রাণ ধন ॥
 পূর্বে অঙ্গীকার ভব সবাব গোচরে ।
 পাণ্ডবেরে যিয়া রাজ্য দিবা মোরে ॥
 তাহার সময় এই হয় উৎপত্তি ।
 ইহার বিধান সখা করহ উচিত ॥
 বলিলেন কর্ণ মম সখ্য অঙ্গীকার ।
 প্রানপণে কার্যাসিদ্ধি করিব তে মার ॥
 বাবৎ শরীর প্রাণ থাকিবে আমার ।
 তাবৎ সাধিব কার্য শুন সারোদ্ধার ॥
 এত শুনি দুর্ধ্যোধন অতি হুত মন ।
 বহু পুঙ্খার কর্ণে দিল সেইফল ॥
 উদ্যোগপক্ষের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুন পুণ্যবান ॥

কর্ণের জন্ম বিবরণ ।
 জন্মজয় জিজ্ঞাসিল কহ তপোধন ।
 কুলীগর্ভে জন্ম কর্ণ বিধান ভূবন ॥
 কৌরবের পক্ষ কেন হুযোর বন্দন ।
 দেখিয়া ধরিল কুল্যকি রূপে জীবন ॥
 বলিলেন মুনি শুন কুলক চূড়ামণি ।
 কৌরবের সখা কর্ণ শুমিয়া এ বাণী ॥
 বিচুর কহিল যদি এমত বচন ।
 সুচিন্তিতা কুলী রাণী অস্থির তখন ।
 আমার মন্দন কর্ণ কর্ণে না লইন ।
 হুযোর ঔরসে জন্ম যে রূপে হইল ॥
 ঠৈবের এ সব কথা বিধির ঘটন ।
 তাহাকে পাঠিয়া রাধা করিল বচন ॥
 রাধার মন্দন বলি হোষে সর্জ জন ।
 কেহ জ্ঞাত নহে কর্ণ আমার নন্দন ॥
 এ সময়ে লোকে যদি করাই প্রচার ।
 উগ্ৰহাস করিবেক কৌরব কুমার ॥
 অতএব সঙ্গেপনে করিব গমন ।
 কর্ণেরে কহিব আমি এ সব কথন ॥
 আমার বচন কর্ণ কভু না খণ্ডিবে ।
 অবশ্য আশিয়া মিল করিবে পাণ্ডবে ॥
 কিরূপে লিভুতে দেখা হবে কর্ণ সনে ।
 চিত্তাভুরা কুলী রাণী চিন্তিলেন মনে ॥

যমুনার প্রাভাত্যান প্রাতি দিন করে।
 একেশ্বর যায় কর্ণ বিধা অনুসারে ॥
 তত্ক্ষণানি কুন্তী তথা করিল গমন।
 যমুনার নামি কর্ণ করয়ে ভূষণ ॥
 মিথাকর্ম্ম সমাপিয়া সুখো করি স্তব।
 উঠিয়া আইল কুন্তী মামিল উৎসব ॥
 কর্ণ সম্মিধানৈ রাণী গদগদ বাণী।
 কহিলেন শুন কর্ণ পুর্কর কাহিনী ॥
 আমার নন্দন ভূমি সুর্য্যের গুরসে।
 থাকি আমি সে সময় জনকের বাসে।
 অতিথি সেবায় তাত রাখিলা আমারে ॥
 অনেক সেবণ করি দুর্জয় সূমিরে ॥
 সেবিলাম চতুর্দ্বার বিবধ বিধানৈ।
 আজ্ঞাবর্তী হইয়া ছিলাম অনুক্ষেপে ॥
 আমার সেবায় মুনি সন্তুষ্ট হইয়া।
 মন্ত্রদান করিলেন আমাকে ডাকিয়া ॥
 এই মন্ত্র দিতেছি তোমার বিদ্যমান।
 মন্ত্র পাড়ি সেই দেবে করিবে আস্থান ॥
 সেইক্ষেণে আসিবেন তোমার সাফাতে।
 মার্গিণা যে বর তুমি পাইবা নিশ্চিতে ॥
 এত বলি প্রস্থান করিলা গৈয়ায়ী।
 পরে মন্ত্র পরিচা করিতে চাই আমি ॥
 যমুনাগলিতে আনিতে বাই বারি।
 মন্ত্র জপ করিলাম সূর্য্য খামাচারী ॥
 তখনদিলেন দেখা সূর্য্য মহাশয়।
 সূর্য্যকে দোঁখিয়া আমি পাইলাম ভয় ॥
 কহিলান বিনয়েরে শুন দিনস্বামী।
 না বুঝিয়া আস্থান করিয়াছি আমি ॥
 অজ্ঞান স্তোত্রাতি জ্যেষ্ঠ ক্রমিবা আমার।
 গুনিয়া হাসিয়া অর্ক কহিল আবার ॥
 মিথ্যা কভু না হইবে মুনিজ্ঞ বচন।
 অন্যথা মহিবে কন্যা আমার গমন ॥
 আমারে ভজনা কর তাজিয়া সংশয়।
 না ভজিজে মন্ত্র মিথ্যা হইবে নিশ্চয় ॥
 বিবাহিতা মহ চিত্তা কি জন্য অনুরে।
 মম বরে বরীবেম ভূগতি তোমায়ে ॥
 এত শুনি বশীভূতা হইলাম তার।
 বর দিয়া গেল সূর্য্য ভূজিয়া শৃঙ্গার ॥
 সূর্য্য সহ সঙ্গমেতে গর্ত্ত সমুদ্ভব।
 করিলাম সেইক্ষেণে তোমাকে প্রসব।
 প্রসবান্তে উইলাম চিন্তার বন্ধন।
 কুমারী সময়ে জন্ম হইল নন্দন ॥

লোকে খ্যাত হয় পাছে এ সকল বাণী।
 যমুনায়া তাজিলাম তাজুকুণ্ড আমি ॥
 পাইয়া করিল রাধা পালন তোমার।
 কদাচিত্তি মহ ভূমি সম্মান তাহার ॥
 যে হইল সে হইল অজ্ঞাত কারণ।
 ত ইগণ সঙ্গ কর প্রণয়চরণ ॥
 ছয় ভাই পরিহার কর মম দুঃখ।
 শত্রুগণে মারিয়া সন্তোষ কর হৃৎ ॥
 শুনয়া কহিল কর্ণ করিয়া মিলতি।
 এ সকল ভক্ত কথা জানি আমি সত্যী ॥
 গুনিয়া করিল ভ্যাগ আমাকে বখন।
 পাইয়া পালিল রাধা বিখ্যাত ভুবন ॥
 রাধার নন্দন বলি ঘোষে ত্রিভুবনে।
 এক্ষণে তোমার পুত্র বলিব কেমনে ॥
 বলিলে কি লোক ইহা করিবে প্রত্যয়।
 জগতে কুশল লজ্জা হইবে উদয় ॥
 বলিবেন মজ্জিগণ করি উপহাস।
 যুদ্ধকাল দোঁখ কর্ণ পাইয়াছে ভাস ॥
 ভাই বলি পাণ্ডবের লইলে শরণ।
 ব্যথা নাম কর্ণ তবে ঘোষে অকারণ ॥
 এসব হইতে সূতা শতক্ষেণে ভাল।
 এ কর্ম্ম করিতে নাপারিব কেন বল ॥
 শিশু কালাবধি মোরে পালে দুঃখাধন।
 নানা ভেগ পুণ্ড্রারে করিয়া তখন ॥
 দেশ ভূমি গ্রাম রত্ন দিল বহু তর।
 হরিহর আত্মা যেন মহে ভিন্ন পর ॥
 তিলেক বিভিন্ন মনে নাহি ভাবে ভূপে।
 তাহার নিধন চেষ্টা করিব কি রূপে ॥
 বিশেষে তাহাতে আমি কৃত অজীকার।
 অজ্ঞানের সঙ্গে পণ সময় আমার ॥
 মম হস্তে পরলোকে যাবে ধনজয়।
 মতে অজ্ঞানর হস্তে মম সূতা হয় ॥
 এ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি সত্য বিদ্যমানৈ।
 সত্যভ্রষ্ট হইতে নাপারি বর্ত্তমানৈ ॥
 একারণে ক্ষমা কর জন্মমী আনারে।
 এত শুনি পুনঃ কুন্তী বহিল তাঁহারে ॥
 ভাইগণ সঙ্গে যদি না কর মিলন।
 বদ্যাপি আমার বাক্য করিবা হেলন ॥
 তবে একসত্য মম কর অনুতোধ।
 অন্য চারি পুত্রে মম না করিবে বধ ॥
 গুনিয়া করিল কর্ণ সত্য অজীকার।
 করিব না অন্য চারি ভাতাকে সংহার ॥

গন্ধ পুন্ড্র তোমার থাকিবে পৃথিবীতে ।
অর্জুনের সহিত কিবা আমার হিতে ।
ব্যাসের বচন মাতা আছে পূর্ব পর ।
পৃথিবীতে তব গন্ধ রহিবে কুমার ।
সংসারের মধ্যে হবে রণে মহাতেজা ।
একদ্রুত পৃথিবীতে হবে মহারাজা ॥
ব্যাসের বচন মিথ্যা নহে কদাচন ।
জগতে রহিবে মাঝ তোমার নন্দন ॥
পাইবে তোমার পুরণে রাজধানী ।
নিশ্চয় আমার হুত্ব হইবে জননী ॥

না ভাবিও দুঃখ মাতা যাও নিজঘর ।
এত বলি ভূমিষ্ঠ প্রণামে বীরবর ॥
বিদায় হইয়া কণ গেল নিজপুরে ।
যথা স্থানে যান কুলী দ্রুপদী অনুরে ॥
বিদুরের প্রতি কুলী কহিল সকল ।
শুনিয়া বিদুরের হইল কুতূহল ॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান ।
ব্যাস বিরচিত দিব্য ভারত পুরাণ ॥
কাশীরাম দাস কহে শুনে জ্ঞানবান ।
এত দূরে হইল উদ্যোগ সমাধান ॥

উদ্যোগপর্ব সমাপ্ত ॥

মহাভারত

ভীষ্মপর্ব ।

কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধসংজ্ঞা ।

জিজ্ঞাসিল জন্মজয় কহ তপোধন ।
উলুকের মুখে বার্তা করিয়া শ্রবণ ॥
গরে কিবা করিলেন কদুর্ধ্যোথেন বীর ।
কিবা কর্ম করিলেন রাজা যুধিষ্ঠির ॥
বলিল বৈশম্পায়ন শুন মহাশয় ।
দ্রুতমুখে বার্তা শুনি ধর্মের তনয় ॥
কু ঋরে কহিল। টেহল সময় সময় ।
ইহার যে সুরিহিত কর মহাশয় ॥
শ্রীহরি বলিল রাজা করি নিবেদন ।
যাঞা কর সুযাত্রিক দিন শুভকণ ॥
পাঁচ কেটি রথো সাজে ত্রিশকোটি হাতি ।
বটিকোটি অশ্বারোহী অসংখ্য পদাতি ॥
সপ্ত অক্ষৌহিনী সেনা পাণ্ডবের মলে ।
সবেবিস্ত্র পরায়ণ মহাবল বলে ॥
দ্বিবা শত্ৰুনাশ ধনি বিবিধ বাজনা ।
নানা অস্ত্রে বীরগণ করিল সাজনা ॥
শ্রীহরি করিয়া অগ্রে পাণ্ডব তনয় ।
কুরুক্ষেত্রে চলিলেন করি জয় জয় ॥
ভর্জন গজেন্ন করে যত বোজাগণ ।
পঞ্চদশ্য আগনি বাজান আরারণ ॥
বাজাইল। দেবদত্ত শঙ্খ ধ্বজগণ ।
যুদ্ধ করিবারে স্বাম সমরে দুর্জয় ॥
শঙ্খবাদ সিংহবাদ সৈন্যের গজেন্ন ।
ভয়ঙ্কর ঘোর শঙ্খ কম্পে ত্রিভুবন ॥
গণ। হস্তে ব্রকোদর আনন্দিত মন ।
সহদেব নকুল সাজিল সেইক্ষণ ॥
ক্রপদ শিখণ্ড আর বিরাট নৃপতি ।
সহদেব জরাসন্ধ স্নাত মহামতি ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন চৈকিতান সাধ্যকি দুর্জয় ।
স্বৈত শঙ্খ শ্রীউত্তর বিরাট তনয় ॥
দ্রৌণদীর পঞ্চ পুত্র সমরে কুণল ।
শূরসেন নৃপ আর কালী মহাবল ॥
অভিমন্যু ধটেৎকচ চিঞ্জমে বিশাল ।
ইত্যাদি সাজিল রণে যত মহীগণ ॥

জয় জয় শঙ্কে বাজ্য বাজে কোলাহল ।
কুরুক্ষেত্রে উত্তরিল ধর্ম পক্ষদল ॥
দাণ্ডটল পুরীমুখে সর্ব সেনাগণ ।
সন্দর্শনে যুধিষ্ঠির হরষিত মন ॥
দুঃশাসনে ডাকিয়া বলিল দুর্ধ্যোথন ॥
যুদ্ধ করিবারে কর বাহিনী সাজনা ।
সাজ সাজ বলিলেন বিলম্ব না সহে ।
মারিব পাণ্ডবগণে যথা যেবা রহে ॥
দুঃশাসন বীর দিল কটকে ঘোষণা ।
সাজ সাজ বলি ধনি করে সর্বজন ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য অশ্বখ্যামা বীর ॥
ভূরিশ্রবা সৌমদত্ত প্রফুল্ল শরীর ।
বাহ্লীক শকুনি কৃতবর্মা নরপতি ।
ভগদত্ত শৈলরাজ মদ্র অধিপতি ॥
বিন্দ আর অনুবিন্দ কর মহাবল ।
শত ভাই কলিঙ্গ বিখ্যাত ভূমিতল ॥
স্বৈত ছত্র পতাকা শোভিত সারি সারি ।
সাজিলেন শত ভাই কুরু অধিকারী ॥
ছত্রধর সঙ্গে যতি সহস্র ভূগতি ।
একেক রাজার শত সহস্রেক হাতী ॥
একেক হাতির সহ ঘোড়া শত শত ।
শতেক খালুকি এক ঘোড়া অনুগত ॥
একেক খালুকি সাথে দশ দশটালি ।
চরণে নুপুর শঙ্কে কর্ণে লগ্নেটালি ॥
গজ বাজি রথধ্বজ পতাকা প্রচুর ।
কুরু সৈন্য সজ্জা দেখি কম্পে ভিন্নপুর ॥
কৌরবের সৈন্যগণ মহাপরাক্রম ।
অস্ত্র শস্ত্রে বিশারদ বিপক্ষেতে বন ॥
শঙ্খ ভেরী বাজ্য বাজে মহাকোলাহল ।
চক চোল শঙ্কে যেন সমুদ্র কল্লোল ॥
মহা আনন্দিত মন বত কুরুগণ ।
যুদ্ধ হেতু সর্বজন করিল সাজনা ॥
আচম্বিতে বায়ু বহে মহাশঙ্খ শুনি ।
গিরিতে চাপিখা যেন চলিল মোদিনী ॥
অকস্মাৎ মেঘ বেম বরিষে গুণ ধর ।
বিনা ঝড়ে ধলি পড়ে দেউল প্রাচীর ॥

গর্ভিত প্রসবে গাভী ফুটবে শূণীল ।
 অম্বুর প্রসবে কাক ইন্দুর বিভীল ॥
 নিকরসংহ অশ্বগণ কঁপে ঘনেশ্বর ।
 অমঙ্গল কত হয় না বাণ বর্ষন ।
 পশুগণ ত্রিপাদ না ছিল চরিপাদ ।
 নিমন্তক পৌচকেরা করে দোরমাণ ॥
 লগ্ন হস্তে শিশু সব যুঝা পরস্পর ।
 মহাশোর বংশধর গগণ উপর ॥
 এক রক্ষে অন্য কল অদ্ভুত কখন ।
 কণে কণে পৃথিবী কম্পয়ে ঘনেশ্বর ॥
 বিদুর দেখিয়া ইহা বিস্ময় মানিল ।
 অন্ধরাজ স্থানে গিয়া সব লিবেলিল ॥
 শুনিয়া আকুল মনে অন্ধ নরগতি ।
 নিকরসংহ ভাবে রাজা বলিলেন ক্ষতি ॥
 কুরুকুল ধ্বংস হেতু জ্ঞানিয়া তখন ।
 আইলেন সেই কালে ব্যাস ভগোদধন ॥
 দেখি সভাজন সবে পাশ্য অর্ঘ্য মিল ।
 চরণ বন্দিয়া অন্ধ স্তবন করিল ॥
 পুত্ররাষ্ট্র কহিলেন শুন মহাশয় ।
 কারো বাক্য না শুনি কুবুদ্ধি তনয় ॥
 যুদ্ধ আয়োজন করে ছুট মস্ত্রায় ।
 অমঙ্গল দেখি ভয় জন্মিল আমায় ॥
 ব্যাসদেব বলিলেন শুন মহাশয় ।
 কুরুকুল কয় হবে জারিবা নিশ্চয় ॥
 কর্ম অনুসারে জীব ভ্রময়ে সংসারে ।
 টৈদবে ব্যাধী করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে ॥
 পৃথিবীতে যত ক্ষত্র একত্র হইল ।
 এই যুদ্ধে সর্ব জন নিশ্চয় মজিল ॥
 ক্ষত্র বংশ ধ্বংস হেতু যুদ্ধ আয়োজন ।
 ব্রথা শৌক বেদ কর ভূমি বিচক্ষণ ॥
 পুত্র সব তব আর যত নৃপচর ।
 পরস্পর যুদ্ধ করি সবে হবে কয় ॥
 যুদ্ধ দেখিবারে যদি বাঞ্ছা থাকে মনে ।
 দিব্যচক্ষু দিয়া যাঁই দেখিবা নয়নে ॥
 প্রণমিয়া অন্ধরাজ কহিল তখন ।
 করিব না পুত্র জ্ঞাতি মিথন মর্শন ॥
 ভোমার প্রসাদে আমি শুনিব শ্রবণে ।
 এত বলি পুত্ররাষ্ট্র পড়িল চরণে ॥
 কণেক চিন্তিয়া তবে ব্যাস ভগোদধন ।
 ব্রাহ্মাকে বলিল শুন আমায় বচন ॥
 দিব্যচক্ষে সঞ্জয় দেখিবে ত্রিভুবন ।
 কীর্তি মিল ভোমাকে কহিবে বিারণ ॥

ইহাতে শুনিবা যত যুদ্ধের কারণ ।
 গৃহে বসি সর্ব বার্তা পাঠিবা রাজন ॥
 বত অলক্ষণ এই দেখ মহাশয় ।
 হইতেছে দিবসেতে নক্ষত্র উদয় ॥
 উদয়ান্তে প্রায় সূর্য্য গগণে রেখিত ।
 বিলম্ব মেঘে বরিষয়ে সময়ে শোণিত ॥
 অশ্ববর্ণ প্রায় দেখি দোভিত আকাশ ।
 হইতেছে ধূমকেতু দিবসে প্রকাশ ॥
 প্রতি স্রোত বহে নদী শোণিত সহিতে ।
 সুনির্ঘাত উলকাগাত হইল মহোত্তে ॥
 গর্ভিত শিখর খসে সাগর উথলে ।
 মহাবৃক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়য়ে নানা স্থলে ॥
 এই সব অলক্ষণ শুন মহাশয় ।
 হইবেক বংশনাশ জারিহ নিশ্চয় ॥
 এ সকল বাক্য মুনি অন্ধেরে কহিয়া ।
 চলিলেন পুষ্কামে সঞ্জয়ে আজ্ঞা দিয়া ॥
 বাসের বচনে অন্ধ চিন্তাকুল মন ।
 এ নিগে সৈন্য সজ্জায় রাজ্য ত্যাগধন ॥
 জ্ঞানচর্য্য কৃপাচার্য্য অশ্বখ্যায় রথী ।
 ভূশাসন কর্ণ আদি বত যোদ্ধগতি ॥
 পিতামহ স্থানে গবে করিল গমন ।
 সেনাপতি করি ভীষ্ম করিতে বরণ ॥
 ভীষ্মে সেনাপতি করি রাজ্য ত্যাগধন ।
 জিনিব পাণ্ডবগণে আশ্রয়িত মন ॥
 ভীষ্মদেব কহিলেন চাহি সর্জজনে ।
 করিতে অন্যায় যুদ্ধ ইহা নাহি মনে ॥
 করি নাহি অস্ত্রহীনে কদাচ প্রহার ।
 পরাগতেরে নাহি করিব সংহার ॥
 এক সহ যুদ্ধ লিপ্ত না মারিব অন্যো ।
 না মারিব কদাচ ভয়ানক কোম সৈন্যে ॥
 শংখ্য ভেরী বহে অস্ত্র যোগায় বে জন ।
 তাহারে না মারি দূতে না করি নিধন ॥
 রথী রথী যুদ্ধ হবে পদাতি পদাতি ।
 গজে গজে অশ্বে অশ্বে এই যুদ্ধ নীতি ॥
 সমানে সমানে যুদ্ধ না মারিব হীমো ।
 করিব না আমি যুদ্ধ এ নিয়ম বিনে ॥
 করিলেন প্রতিজ্ঞা করিয়া শঙ্খধনি ।
 সজ্জ সজ্জ নানা বাদ্য বাজিল অমনি ।
 বাদ্য কোলাহল তবে হরষিত মন ।
 সৈন্য কোলাহলেতে কম্পয়ে দেব গণ ॥
 একাদশ অক্ষৌহিনী চলিল সমরে ।
 ভীষ্ম তাহে সেনাপতি অজ্ঞেয় অদরে ॥

মাগশীর্ঘমাসে কৃষ্ণা পঞ্চমী প্রভাত ।
 মহা নামে নক্ষত্র সাজিল নরনাথ ॥
 সাজিল সকল সৈন্য কৌরব প্রচণ্ড ।
 কুরুক্ষেত্রে রহিল যুধিষ্ঠির পূর্নধন ॥
 পাণ্ডবের সৈন্য সব বিজ্ঞ পরায়ণ ।
 পূর্নযুগে দাঁড়াইল আঁরি নারায়ণ ॥
 পাণ্ডবসৈন্য হাটায়ুখে কৌরব প্রধান ।
 মহাবল পরাক্রান্ত জগতে বাখান ॥
 শত্রু সৈন্য অগ্রে ভীষ্ম শাশনু নন্দন ।
 দ্বিভায়ে রথে আরোহণ করে শরাসন ॥
 যুধিষ্ঠির ভূপতির হইল বিদ্যয় ।
 ভীষ্মে সৈন্যপতি দেখি উপজিল ভয় ॥
 লাগিলেন কহিতে কুরুক্ষেত্রে যুধিষ্ঠির ।
 ভীষ্ম সহ যুদ্ধ মধ্যে কে হইবে স্থির ॥
 যাব যুদ্ধে ভৃগুরাম পান পরাজয় ।
 তাঁর সহ কে যুঝিবে কহ মহাশয় ॥
 জ্ঞোণাচার্য্য মহাবীর বিখ্যাত জগতে ।
 কোন বীর যুঝি বক ভাহার সহিতে ॥
 অর্জুন কহিল রাজ্য কর অবধান ।
 সংসারের ধাতা কর্তা যেই ভগবান ॥
 হেন জন হইলেন তোমার সারথি ।
 দ্বিভুবনে করে ভয় কর মহামতি ॥
 নিরন্তর চিন্তা রাজ্য কর কি কারণ ।
 সর্বত্র বিজয় কর্তা যেই নারায়ণ ॥
 হেন জন সহায়েরে ভয় কিবা তার ।
 নিশ্চয় হইবে জয় কহিলাম সার ॥
 পরে রাজ্য যুধিষ্ঠির ভারিয়া সুপথ ।
 পদব্রজ চলিলেন বিবর্ত্তিয়া রথ ॥
 উপস্থিত হইল কুরু সৈন্য মাঝ ।
 দেখিয়া বিদ্যয় সব ভূপতি সমাজ ॥
 ইহা দেখি ভীষ্মজ্ঞ করিলেন রোষ ।
 কহিলেন শ্রীকৃষ্ণকে মনে অসন্তোষ ॥
 বিপদগণের মধ্যে বাঁচ একেশ্বর ।
 এক্ষি বুদ্ধি করিলেন ধর্ম্ম নরবর ॥
 পূর্বে এই বুদ্ধিতে হারিয়া রাজ্যধন ।
 বনবাস দুখে ভোগ করি সর্বজন ॥
 সেই বুদ্ধি আজি বুঝি উদয় হইল ।
 নতুবা ইহাতে কেন প্রতীতি জন্মিল ॥
 শ্রীহর কহিল এতে নাহি কিছু ভয় ।
 সমস্ত ধর্ম্মপুত্র না জানেন পর ॥
 নিজদল পরদল সকল সমান ।
 একারণে একেশ্বর করিল প্রয়াণ ॥

মনেতে হৃযুক্তি কিছু করিয়া বিচার ।
 গমন করেন রাজ্য কর্ম্ম অনুসার ॥
 মহারাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন ।
 বন্দিলেন ভীষ্ম জ্ঞোণ কৃপার চরণ ॥
 আশীর্বাদ করিলেন তিন মহাশয় ।
 শত্রু সংহারিয়া রাজ্য কর যুদ্ধ জয় ॥
 তোমার অভিষ্ট সিদ্ধ হউন সত্ত্বর ।
 তুষ্ট হয়ে তিনজনে নিলা এই বর ॥
 ধর্ম্মরাজ বলিলেন এ বাক্য অব্যর্থ ।
 এ বাক্য অলঙ্ঘ্য মম বিশ্বাস যথার্থ ॥
 নিজ রণাক্রম আমি কিছু নাহি জানি ।
 কিন্তু আশীর্বাদে জয় অবশ্যই মানি ॥
 এই মাত্র ভরসা হইল মম সার ।
 অবশ্য হইবে জয় সন্দেহ কি আর ॥
 পূর্বে কথ্য সুবিদিত চরণে সবার ।
 করিল কপট পাশা বিখ্যাত সংসার ॥
 কপট করিয়া সর্ব্ব রাজ্য ধন নিল ।
 দ্বাদশ বৎসর পরে বনবাস দিল ॥
 সমুৎসর অজ্ঞাতে ছিলাম মহাশয় ।
 এত ক্রোশে হইলাম পুনশ্চ উদয় ॥
 রাজ্যের বিভাগ নাহি দিল দুর্ব্বোধন ।
 গুরু গ্রাম না দিয়া করিল যুদ্ধগণ ॥
 সেই অনুক্রমে যুদ্ধ আয়োজন করে ।
 অসম্ভব দেখি আমি ভাবিত অস্তরে ॥
 মহারথী পিতামহ বিদিত সংসারে ।
 দেবানুর বাহার নামেতে সলা ভরে ॥
 জ্ঞোণাচার্য্য গুরু নামে কঁপে তিল পূর ।
 যার সঙ্গে সমরে অশক্ত দেবানুর ॥
 তোমাঘের ভুল্য সদা কৌরব পাণ্ডব ।
 পক্ষপক্ষ দেখি ভয় জন্মে অসম্ভব ॥
 কোন বীর যুঝিবেক তোমাদের সনে ।
 মম ভাগ্যে রাজ্য নাহি জানিলাম মনে ॥
 কিন্তু মানি তোমাদের আশীর্বাদ মূল ।
 অবশ্য পাইব এই যুদ্ধার্থে কুল ॥
 যুধিষ্ঠির বচনে হইয়া তুষ্ট মন ।
 ধন্যবাদ করিয়া কহিল তিনজন ॥
 ধর্ম্ম পুত্র তুমি সধু ধর্ম্ম অবতার ।
 তোমার ধর্ম্মেতে ধন্য হইল সংসার ॥
 যে স্থানেতে ধর্ম্ম তথা কৃষ্ণ মহাশয় ।
 যথা কৃষ্ণ তথা জয় জানিবা নিশ্চয় ॥
 ধর্ম্মবলে রাজ্যভোগ পায়েছে হেন কয় ।
 ধর্ম্মেতে থাকিলে তার সর্ব্ব স্থল জয় ॥

শত জ্যোতিষ শত ভীষ্ম করিলেন সমর ।
 তথাপি ধর্মোত্তে জয় শুন নরবর ॥
 অঁহার সহায় হরি ত্রিলোকের নথ ।
 সমরে কে পারে তারে করিতে নিপাত ॥
 তথা হৈতে নিবর্তিয়া ধর্মের কুমার ।
 নিজ দলে হইল আনন্দে অগ্রসার ॥
 ডাকিয়া বলিল রাজা শুন সর্বজন ।
 কুরু পক্ষ সৈন্য মধ্যে যে চাহ জীবন ॥
 ত্রিকুঞ্চ চরণে গিয়া লইলে আশ্রয় ।
 কোন স্থানে কোনকালে না থাকিবে ভয় ॥
 গুনিয়া যুধিষ্ঠির নিজ সৈন্যগণ লয়ে ।
 ধর্ম অগ্রে করিলেন কৃতাজ্ঞা হইয়ে ॥
 নিবেদন করি শুন ধর্ম অধিকারী ।
 আসিলাম কুঞ্চ পক্ষে দেখাও মুরারি ॥
 তবে যুধিষ্ঠির রাজা যুধিষ্ঠিরে নিয়া ।
 করিলেন গোবিন্দকে সন্নিবিষ্ট গিয়া ॥
 যেন আমি পঞ্চজনে স্নেহ কর হরি ।
 ততোধিক যুধিষ্ঠিরে রাধ দয়া করি ॥
 ত্রিকুঞ্চ করিল রাজা স্থির কর মন ।
 সাবধান হও ভূমি উপস্থিত রণ ॥
 যুধিষ্ঠির চলিল যদি ধর্মরাজ সাত ।
 বার্তা শুনি বিব্রত হইল কুরুনাথ ॥
 রথ হৈতে নামি রাজা অশ্বে আরোহিল ।
 ভীষ্মের নিকটে গিয়া সব নিবেদিল ॥
 কি মন্ত্রণা করিয়া আইল ধর্মরাজ ।
 যুধিষ্ঠিরকে নিয়া গেল নিজ সৈন্যসামান্য ॥
 লক্ষ সেনা গেল তাহে উপস্থিত রণে ।
 ইহার বিচার কেবল না কর আপনে ॥
 করিলেন ভীষ্ম শুন গাঙ্গারীন্দ্রনন্দন ।
 আসিয়াছিলেন ধর্ম করিতে বন্দন ॥
 করিলেন ধর্ম ডাকি কুরু সৈন্যগণে ।
 প্রাণভয়ে যুধিষ্ঠির গিয়াছে তাঁর সনে ॥
 অঁহার কারণ চিন্তা না কর রাজন ।
 জি স্থানে যাও রাজা উপস্থিত রণ ।
 মন পরাক্রম ভূমি জ্ঞান ভাল মনে ।
 সুরাসুর আসিলেও না পারিবে রণে ॥
 আগন প্রতিজ্ঞা স্থির করিয়া থাকিব ।
 কুঞ্চর প্রতিজ্ঞা নাহি প্রতিজ্ঞা রাখিব ॥
 গুনিয়া হইল হুঁকি গাঙ্গারী ভবয় ।
 পিতামহে জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয় ॥
 এত যে উভয় সৈন্য একত্র মিলিল ।
 অষ্টাদশ অশ্বোহিনি গণিত হইল ॥

কেহ হেন ধর্মের আশ্রয় এ সংসারে ।
 এক রথে এই সৈন্য পারে জিনিবারে ॥
 বলিলেন ভীষ্ম আমি যদি করি মন ।
 এক দিনে সর্ব সৈন্য করি নিপাতন ॥
 জ্যোতিষাচার্য বন্যাপি ধরেন ধর্মরাজ ।
 তিন দিনে দুই দল হয় সমধান ॥
 করি যদি প্রাণ পণে করেন সমর ।
 পাঁচ দিনে দুই সৈন্য বাত সমধর ॥
 জ্যোতিষ পুত্র বন্যাপি সংগ্রামে দেন মন ।
 তিন দণ্ডে দুই দলে মরে সর্বজন ॥
 বন্যাপি করেন মন ইন্দ্রের কুমার ।
 না লাগে নিমিষ করে সকল সংহার ॥
 গুনি দুর্য়োধন রাজা বিস্ময় মানিল ।
 পুনর্বার পিতামহে করিতে লাগিল ॥
 এমত অজ্ঞান যদি জ্ঞান মহাশয় ।
 কি প্রকারে হইবে অঁহার পরাজয় ॥
 মহাভারতের কথা ভূত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুন পুণ্যবান ॥
 ভীষ্মের দশদিন যুদ্ধ প্রতিজ্ঞা এবং
 অজ্ঞানের প্রতি ত্রিকুঞ্চের
 যোগ কথন ।

বলিলেন ভীষ্ম শুন কুরু নরবর ।
 দশ দিন ভার মম রহিল সমর ॥
 নিজ সৈন্য রক্ষা করি অন্যে সংহারিব ।
 রথী দশ সহস্রেক প্রতাহ মারিব ॥
 অজ্ঞানের সঙ্গে যুদ্ধ শ্রীহরি সাক্ষাত ।
 রথী দশ সহস্রেক করিব নিপাত ॥
 গুনি রাজা দুর্য়োধন হরষিত মন ।
 করিলেন সৈন্য মধ্যে রথে আরোহণ ॥
 দুই দলে বেদাঙ্গণ করে সিংহনাদ ।
 ঢাক ঢোল শঙ্খবাজে জয় জয় নাদ ॥
 পঞ্চজন্য নামে শঙ্খ ভয়ানক ধনি ।
 দুই করে ধরি কুঞ্চ বাজান আপনি ॥
 বাজাইল দৈবদত্ত শঙ্খ ধনঞ্জয় ।
 পৌণ্ড্র শঙ্খ বাজাইল ভীম হমাশয় ॥
 ভূপাত বাজান শঙ্খ অনন্ত বিজয় ।
 সহদেব মলিপুষ্প মিনায়ে বিলয় ॥
 বাজান সুযৌব শঙ্খ নকুল প্রচণ্ড ।
 গুনিয়া বিপক্ষ পক্ষ গর্জি মণ্ডল ॥
 দুই দলে কোলাহল হইল ভূমুদ ।
 দশদিক যুড়ি শঙ্খ উঠিল অতুল ॥

ধনুর্ধারি ধরিয়া বলেন ধনঞ্জয় ।
 মিবেনন পুনরু গোবিন্দ মহাশয় ॥
 দুই দল মধ্যে রথ রাখ প্রভু হরি ।
 প্রত্যেক বিপক্ষ সৈন্য সম্মুখ করি ॥
 কাহার সহিত রণ করা অনুকূল ।
 কাহে কাহে যুদ্ধ হবে কে কাহার মূল ॥
 দুই দল মধ্যে রথ রাখিলেন হরি ।
 ধনঞ্জয় দেখিলেন সবে দৃষ্টি করি ॥
 সর্ব অগ্রে পিতামহ আচার্য্য মাতুল ।
 ভ্রাতৃপুত্র পৌত্রগণ যুদ্ধে অনুকূল ॥
 বন্ধু সব দেখিয়া বিস্ময় ভাব মন ।
 অবশ পার্থের অঙ্গ মলিন বচন ॥
 লোমাঞ্চ শরীর তাহে কম্প ঘনেনন ॥
 হস্ত হৈতে খসিয়া পড়িল শরাসন ॥
 সুরুশে কৃষ্ণের কহেন ধনঞ্জয় ।
 নিজ পরিবার বধ উচিত না হয় ॥
 দেখিলাম মৃত বন্ধু আমতা সকল ।
 এ সকল মারি রণে নাহি কোন ফল ॥
 বিফল জীবন মন বাঁচিয়া কি মুখ ।
 গুরু বন্ধু মারিয়া দেখিব কার মুখ ॥
 রাজ্য কার্য্য নাহি মম জীবন অসার ।
 কাহার নিমিত্ত করি বংশের সংহার ॥
 গোত্র বধে মহাপাপ হইবে নিশ্চয় ।
 রাজ্যলাভে কিবা হেতু এ পাপ সঙ্কর ॥
 রাজ্যে কার্য্য নাহি আমি বাব বনবাস ।
 সহ্য না হইবে কৃষ্ণ জ্ঞাতি বন্ধু নাশ ॥
 এত বলি অর্জুন ত্যজিয়া ধনুঃশর ।
 অধোমুখে বসিলেন বিমান উপর ॥
 কৃষ্ণ তাঁরে প্রবেশিয়া বলেন বচন ।
 কি কারণে ক্ষত্রধর্ম্য কর বিসজ্জন ॥
 অহঙ্কার করিয়া আইলা যুদ্ধস্থান ।
 সম্মুখ সংগ্রামে কেন ছাড়ি ধনুর্ধার ॥
 জ্ঞাতিবধ পাপ তুমি ভাব ধনঞ্জয় ।
 কোরব কহিবে পার্থ হইল সত্য ॥
 কে করে মারিতে পারি কে কাহার অরি ।
 সবারে সংহারি আমি আমি সর্ব করি ॥
 কর্ম্ম অনুসারে লোক করে পতাগতি ।
 যাহার যেমত কর্ম্ম যায় সেই পথি ॥
 যেন বালা যৌবন বাক্য অবস্থান ।
 ভেদতি জানিবে তুমি সমস্ত সমান ॥
 জীবন্ত ত্যজি বধা নববস্ত্র পরে ।
 তথা এক তনু ছাড়ি অশোভে সজ্ঞারে ॥

শরীর বিনাশে নাহি হয় জীব নাশ ।
 শুন কহি ধনঞ্জয় করিয়া প্রকাশ ॥
 যত সব বস্ত্র দেখ চতুদশ লোকে ।
 সকল আমার মূর্ত্তি জানাই তোমাকে ॥
 সকল বৃক্ষের মধ্যে জানাই অশ্বত্থ ।
 নদী মধ্যে সুবনদী আমি জানি তথা ॥
 ঝবি মধ্যে আমিই নারদ মহাশয় ।
 মুনি মধ্যে কপিল আমার মূর্ত্তি হয় ॥
 গঙ্গ মধ্যে ভৈরবত অশ্ব উচ্চৈশ্বর্য্য ।
 নরমধ্যে নরপতি আমাকে জানিবা ॥
 দেব মধ্যে দেবরাজ ক্রোধেতে কণালী ।
 গন্ধর্বেতে চিত্ররথ দানবেতে বলী ॥
 মাগেতে অনন্ত নাগ আমাকে জানিবা ॥
 গ্রহ মধ্যে দিনকর আমাকে মানিবা ।
 তেজোমধ্যে বৈশ্বানর আমার বিভূতি ॥
 পাশুবেত মধ্যে আমি তুমি মহামতি ॥
 কর্ণ মধ্যে দ্বিজ আমি বর্গে হিমালয় ।
 ইত্যাদি অনন্ত আমি হে কুন্তী তনয় ॥
 পৃথিবীর মধ্যে লোক বহু জন্ম লয় ।
 নিজ নিজ কর্ম্মফলে সবে পাপফল ॥
 কর্ম্ম ফলে যাতায়াত করে সর্বজন ।
 যাহার যেমন কর্ম্ম যায় সে তেমন ॥
 কৃষ্ণাৰ্জ্জুনে যোগ কথা অনেক হইল ।
 বাহুল্য কারণে সব লিখিতে রহিল ॥
 নামাবিধ যোগ কৃষ্ণ কহিল অর্জুনে ।
 না হইল প্রবেশ তথাচ পার্থ মনে ॥
 তবে কৃষ্ণ কহিলেন শুন ধনঞ্জয় ।
 মৃত এই সর্ব সৈন্য জানিবা নিশ্চয় ॥
 সবাসাচী হইবা নিমিত্ত যাত্র তুমি ।
 সর্ব সৈন্য দেখ বধ করিয়াছি আমি ॥
 অর্জুন বলিলা প্রভু তবে সত্য জানি ।
 আগুন নয়নে বলি দেখি চক্রপানি ॥
 ত্রীকুক্ষ দিলেন দিবা চক্ অর্জুনেয়ে ।
 অর্জুন দেখিলা বিশ্ব কৃষ্ণের শরীরে ॥
 মহাকায় শীঘ্র তাঁর স্পর্শিল আকাশ ।
 রবি শশী দুই চক্ হইল প্রকাশ ॥
 দিবা মুখ বৈশ্বানর তারাগণ দল ॥
 আচার্য্য দেখিল পার্থ না পাইল অস্ত্র
 দেবরাজ ইন্দ্র রাজ ত্রাফণ হস্ত ॥
 নাভীসিঙ্হু সম তার পৃষ্ঠ রত্নময় ॥
 দশদিক জড়া আর পাঁচাল চরণ ॥
 দৈলগণ তাঁর অস্ত্র লোম তরুণ ॥

মাৎসর্যপী ধরনী দেখেন ধনঞ্জয় ।
 দেখিয়া বিরাটরূপ মায়িনা বিষয় ॥
 করিলেন নারায়ণ বদন বিস্তার ।
 তাহাতেই দেখিল পার্থ অখিল সংসার ।
 সর্ম্ম সৈন্য সূত তাহে দেখি ধনঞ্জয় ।
 লজ্জা ভয়ে বিষয় হটল অতিশয় ॥
 করিলেন স্তব শেষে বিনয় করিয়া ।
 আপন ব্রহ্মানু কৃষ্ণ কহ কিবরিয়া ॥
 ত্রিদশের মাথ যদি বাণক সংসার ।
 না পারি চিনিতে তপ্রে আমি পাণাচার ॥
 ব্রহ্মা আদি দেব যাঁর না পাইল সীমা ।
 আমি সূত নরজাতি কি জানি মহিমা ॥
 কহিল গোবিন্দ গরে করিয়া মনন ।
 প্রকাশিত কর চক্ষু ত্রাস কি কারণ ॥
 চক্ষু মেলি ধনঞ্জয় সখা রূপ দেখি ।
 লইলেন ধনু করে হইয়া কোকুদী ॥
 প্রবেশ পাইয়া পার্থ রণে দেন মন ।
 ধনুর্বাণ লইয়া বসিলা সেইকণ ॥
 তবে কৃষ্ণে কর্ণে দেখি বলেন সাঙ্গরে ।
 ভীষ্ম দেখি সেনাপতি তব অনাদরে ॥
 এমম অবজ্ঞা কি তোমার প্রাণে সহে ।
 উপেক্ষা তোমাকে এ ক্ষত্রধর্ম্ম নহে ॥
 আহস পাণ্ডবদলে বুঝি নিজ হিত ।
 হইবে পাণ্ডব পক্ষে অবশ্য পুজিত ।
 শ্রীকৃষ্ণের বচনে বলিলা বৈকর্তন ॥
 দুর্য়োধন কার্য্যে আমি করি প্রাণগণ ॥
 গোবিন্দ যাবৎ কণ্ঠে রহিবে জীবন ।
 দুর্য়োধনে না ছাড়িব আমি কদাচন ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

প্রথম দিবসের যুদ্ধারম্ভ ।

বলিলা বৈশম্পায়ন শুন ক্ষত্রজয় ।
 সৈন্য কোলাহল যেন সমুদ্র ঐলয় ॥
 দুইদলে শঙ্খবাদ সিংহ প্রায় ধনি ।
 হইলেন অগ্র যত রথী নৃপমণি ॥
 অর্জুনেরে বলিলেন দেব নারায়ণ ।
 ভীষ্মের সহিত ভূমি কর আজি রণ ॥
 পরে ভীষ্ম মহাবীর শাস্ত্রনুমান ।
 আইলা পার্থ সম্মুখে করিবারে রণ ॥
 পিতামহে প্রণাম করিলা ধনঞ্জয় ।
 কল্যাণ বচনে ভীষ্ম বলিলেন জা ।

রণসজ্জা ভূষিত দেখিয়া ভীষ্মাবীরে ।
 বিশেষ বিনয়ে তারে জিজ্ঞাসেন দীরে ॥
 কি কারণে যুদ্ধসজ্জা দেখি পিতামহ ।
 কুরু পাণ্ডু দুই পক্ষে তুল্য তব স্নেহ ॥
 দুর্য়োধন সাহায্য করিতে কেন মম ।
 ভূমি যুদ্ধ করিলেন না করি নিবারণ ॥
 বলিলেন ভীষ্ম পার্থ কহিল প্রমাণ ।
 কিন্তু জ্ঞান ক্ষত্রধর্ম্ম স্বার্থ বিধান ॥
 আর বলিলেন শুন পাণ্ডুর মন্দন ।
 ভিক্ষিতে হইল কৃষ্ণ আপনি বন্ধন ॥
 সাধু পাণ্ডু সাধু কুলো পুত্র জন্মাইল ।
 ত্রিদশ ঈশ্বর বার সারথি হইল ॥
 এতেক বলিয়া ভীষ্ম নিয়া ধনুঃধর ।
 দুই বাণ হামিলেন অর্জুনের উপর ॥
 পাণ্ডব লইয়া করে বীর ধনঞ্জয় ।
 গাঙ্গেয়ের বাণ কাটি করিলেন ক্ষয় ॥
 পুনঃ ভীষ্ম দশ অস্ত্র করিলা সঞ্চার ।
 সে অস্ত্রও কটিলেন দেবেস্ত্র সস্তার ॥
 দুইজনে মহাযুদ্ধ হইল ঐলয় ।
 দৌহে অস্ত্র মিবারে সমরে দুজয় ॥
 ভীষ্মসেন সহ যুঝে রাজা দুর্য়োধন ।
 দৌহে মহাবীর্ষ্যবন্ত সমণে দুজয় ॥
 সাত্যকি সহিতে হয় কৃতবর্ম্ম রণ ।
 সোমদত্ত সহ যুঝে বিরাটনন্দন ॥
 দ্রোণে হৃষ্টদ্রোণ যুদ্ধ অতি যৌরতর ।
 কাশীরাজে কৃপাচার্য্য যুদ্ধ ভয়কর ॥
 ভগদত্ত সহ যুঝে পঞ্চাল রাজন ।
 বিরাট নৃপতিসহ ভুরিপ্রবা রণ ॥
 শশিবিন্দ সহ যুঝে শিখণ্ডী দুজয় ।
 অলম্বুষ সহ যুঝে ভীষ্মের তনয় ॥
 অভিমন্যু কর্ণ গরে ঘটিল সময় ।
 মহাবল দুই বীর তুল্য ধনুর্জয় ॥
 সহদেব দুর্ম্মখে হইল বড় রণ ।
 আকাশ যুড়িয়া যেন বাণ বরিষণ ॥
 দুঃশাসনে নকুলে উভয়ে বাণঘাত ।
 বর্ষাকালে যেন ঘন ঘন বৃষ্টিপাত ॥
 দুঃশাসন লজ্জা পায় নকুলের রণে ।
 ধৃকছুড় কাটা গেল দেখে সর্দজনে ॥
 মদ্ররাজ সহিত সমর যুধিষ্ঠির ।
 দৌহে বড় বীর্ষ্যবন্ত রণে অতি স্থির ॥
 শকুনি সহিত রণ বৃদ্ধ চেকিতান ।
 শুরসেন কলিজেতে হইল সমান ॥

অম্যরাজ এক বাণ করিল সন্ধান ।
 ধর্ম্যাজ কহু ধনু কৈল দুই খান ॥
 ধর্ম্যরাজ অন্য ধনু ধরিলেন করে ।
 থাকে বলি ব্যাপ্ত করিলেন শরে ॥
 অস্ত্র দ্বারা নিবারিলা যত্র অধিকারী ।
 দৌড়ে সম শর সজ্জা তুল্য ধনুজারী ।
 শৃষ্টিদাম সহ রণ দ্রোণ মহাবীর ॥
 কাটিয়া ধনুক তার ভেদিল শরীর ।
 অন্য ধনু শৃষ্টিদাম করিল ধারণ ।
 দুই বীরে মহাযুদ্ধ ঘোর মরশন ।
 সোমদন্ত ধৃষ্টকেতু যুদ্ধ হয় পরে ।
 অন্ধকারমণী খরা উভয়ের শরে ॥
 এক কালে ধৃষ্টকেতু শর দিল মুখে ।
 কবচ ভেদিয়া তার বিক্লিলেক বুকে ॥
 দুই বীরে মহাযুদ্ধ বাজিল তুমুল ।
 অমরে দামবে যুদ্ধ না হইবেতুল ॥
 যটোৎকচ অমলম্বুষে রাক্ষসীয় রণ ॥
 দৈত্যোত্তরে মারিতে যেন দেবেত্র গমন ॥
 নয় বাণ মারি তারে যটোৎকচ হাংসে ।
 মহাবীর অমলম্বুষ ধায় মহারোষে ॥
 অস্ত্রাঘাতে দৌড়ে অজ ব'হল ক্রধির ।
 করয়ে রাক্ষসী মায়া নিভয় শরীর ॥
 ইলাবন্ত অশ্বখামা যুদ্ধ ঘোরতর ।
 অস্ত্র বৃষ্টি হইতে লাগিল নিরন্তর ॥
 সিকু বাজ সহ যুদ্ধে শকুনি দুয়ুগতি ।
 শতায়ুয সহ যুদ্ধে বিরটি সন্ততি ॥
 মুদক্ষিণ সহ যুদ্ধে সহদেব মৃত ।
 দুই বীর শর বৃষ্টি করিলা অদ্ভুত ॥
 রথের গজে গজে পদাতি পদাতি ।
 সমানে সমানে যুদ্ধ এই ধর্ম্যনীতি ॥
 অশ্বারোহী অশ্বারোহী ধনুক ২ ।
 যুঝয়ে সকল সৈন্য হইয়া কৌতুকী ॥
 পরিষ পাট্টি গদা ক্রিশূল তোমর ।
 নুশল নুশল শেল বৃষ্টি নিরন্তর ॥
 দুই দলে মানা অস্ত্র পড় ব্যাকৈ ২ ।
 অস্ত্রে অন্ধকার কেহ না দেখে কাহাকে ॥
 মণিমান সর্প যথা অকোষেতে ধার ।
 উভয় সৈন্যের অস্ত্র দেই রূপে ষায় ॥
 কলক রচিত নাগে আকাশ পুরিল ।
 অস্ত্র জালে সেই রূপ সৈন্য আবরিল ॥
 অস্ত্র বৃষ্টি দেখিয়া কম্পিত দেবগণ ।
 লড়িল যতক সৈন্য কে করে গণ ॥

কর্দম হইল রঞ্জে মদী প্রোত বয় ।
 সাগর উথলে যেন প্রায় সময় ॥
 পরে অভিমুখ বীর অর্জুনের নন্দন ।
 করিলেন কুর সৈন্য বাণ বরিষণ ॥
 কটিয়া অনেক সৈন্য পাড়ে চারিভিমে ২ ।
 চঞ্চল হইল সব কোরব সৈন্যোত্তে ॥
 দেখিয়া কুশিল ভীষ্ম কুক সেনাপতি ।
 কুণ শল্য বিবিশ্ণুভি দুর্মুখ সংহতি ॥
 চোখা শর মারিয়া কাটিল বহু বীর ।
 বাণেতে পাণ্ডব সৈন্য করিল অন্তর ॥
 অভিমুখ অর্জুনের পুত্র মহাবীর ।
 ধনুক ধরিয়া হাতে নির্ভয় শরীর ২ ।
 কাটিলেন শল্য ধ্বজ এক মাজ বাণে ।
 তিম বাণে কুণ ধনু কাটিল সন্ধানে ॥
 নয় বাণ বিক্লিলেন দৌহার শরীরে ।
 এক বাণে বিক্লিলেন কৃতবর্মা বীরে ॥
 গঞ্জ বাণ বিবিশ্ণুভি শরীরে মারিলা ।
 এক বাণে দুর্মুখের কবচ ভেদিলা ২ ।
 রথধ্বজ কাটিলেন মারি ভীষ্ম শর ।
 অশ্ব সহ সারথিরে দিল যমঘর ॥
 কৃতবর্মা কুণ শল্য মারিলেন শর ।
 জলধর বর্ষে যেন পর্ষত উপর ॥
 নিবারিলা অভিমুখ নির্ভয় শরীর ।
 ধর্ম্যরাজ সঙ্গ সমরে বহু বীর ॥
 শর বৃষ্টি নিবারি করিলা সিংহমান ।
 দেখি সব রথীগণ পাইলা বিবাদ ॥
 ভীষ্মকে মারিতে যত্ন করিলেন পরে ।
 নিবারিলা ভীষ্মবীর নিজ ধনুশরে ॥
 কাটিয়া ভীষ্ম ধ্বজ ভূমিতে পাড়িলা ।
 সৈন্য মধ্যে দেবগণ তাহে প্রশংসিলা ॥
 ক্রোধে ভীষ্ম দিবা অস্ত্র সন্ধান পুরিলা ।
 অভিমুখ রথধ্বজ সারথি মারিলা ॥
 দিবা অস্ত্র নিলা ভীষ্ম অভিমুখ ভয়ে ।
 বিক্লিলেন সেই শরে অর্জুনের ভয়ে ॥
 পরে মহারথী সব লয়ে অস্ত্রগণ ।
 অভিমুখ রক্ষা হেতু খাম সর্জজন ॥
 করিলেন ভীষ্মোপরি বাণ বরিষণ ।
 নিবারিলা সব অস্ত্র গজার নন্দন ॥
 সব অস্ত্র নিবারিয়া সবারে বিক্লিলা ।
 পাণ্ডবের সেনাগণ অজ্ঞ করিলা ॥
 ব্যাকুল পাণ্ডব সৈন্য সমরে অন্তর ।
 কুশিলেন দেখিয়া অর্জুনের মহাবীর ॥

যেন দুই অগ্নি আগ্নি একত্র মিলিল ।
 ভীষ্ম অর্জুনেতে মিশামিশি যুদ্ধ হৈল ॥
 ক্রোধে নিলা অগ্নি বাণ অর্জুনের কারণ ।
 বরুণাস্ত্রে ধনঞ্জয় করিল বারণ ॥
 এই মত দুই জনে মহাযুদ্ধ হয় ।
 বাহুল্য কারণ তাহা লেখা যোগ্য নয় ॥
 অতি ক্রোধে মহাবীর গঙ্গার নন্দন ।
 বামদগ্ন্য অস্ত্র পরে করিল ক্ষেপণ ॥
 তিন লোক কম্পমান দেখি অস্ত্রবর ।
 দশদিক অন্ধকার কাণে চরাচর ॥
 দেখিয়া হইল ব্যাগ্র প্রভু নারায়ণ ।
 অর্জুনের বালিলেন কমললোচন ॥
 নিবারণ কর অস্ত্র হইল প্রলয় ।
 মহে সব সৈন্য আগ্নি ময়িল নিশ্চয় ॥
 শুনি পার্থ ইন্দ্র অস্ত্র পুরিয়া সন্ধান ।
 অর্দ্ধপথে কাটিয়া করিলা খানন ॥
 আকাশোতে প্রেতসাঁ দিলেন দেবগণ ।
 সাধুং পার্থ বীর ইন্দের নন্দন ॥
 পরে পার্থ দ্বিবা অস্ত্র করিল সন্ধান ।
 নিবারিল বাণে তাহা শান্তনু নন্দন ॥
 দুই জনে সুশিক্ষিত দুই মহাবল ।
 কেহ না পারিল কণ্ঠে করিতে দুর্বল ॥
 দৌহাকার ছিদ্ৰ দৌহে খুজিয়া বেড়ান ।
 না গান সন্ধান দৌহে সমরে সমান ॥
 হেনকালে ভীমসেন বিক্রম করিল ।
 অসংখ্য কৌরব সৈন্য রণে সংহারিল ॥
 তাহা দেখি ক্রোধাচার্য্য ক্রোধাবিত্ত মন ।
 করিলেন ভীমোপরি বাণ বরিষণ ॥
 বাণে নিবারিল বীর ব্রহ্মকোদর ।
 হইল প্রলয় যুদ্ধ মহাভয়ঙ্কর ॥
 ধনুঃ ছাড়ি গদা ধরি করি সিংহদ্বনি ।
 চাহিয়া দেখেন তাকা অর্জুনের আগনি ॥
 এই অবসর কালে গঙ্গার কুমার ।
 রথী দশ সহস্রেক করিল সংহার ॥
 রথী মারি দর্প করি লজ্জানাদে জয় ।
 প্রথম দিবসে যুদ্ধ এই রূপে হয় ॥
 কৌরব পাণ্ডব গেল নিজ নিজ স্থান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দ্বিতীয় দিবসের যুদ্ধ ।
 শিরিরে গেলেন যুধিষ্ঠীর মহাশয় ।
 রণবেশ ছাড়ি সবে বাঁসলা সভা ॥

ভীষ্মদেব পরাক্রম করিল বিস্তর ।
 দিক সহস্র মহাবলী দিল সম্বর ॥
 হবে না নিমিষ পূর্ণ পার্থ অন্য মন ।
 রাখিল প্রীতিজ্ঞা তার নিম্নগামন্দন ॥
 বলিলেন শম্ম কৃষ্ণে করি নিবেদন ।
 হইল দুষ্কর জয় পিতামহ রণ ॥
 মহাপরাক্রান্ত বীর দুজ্জয় সংসারে ।
 দেবাসুর ভয় গান সমরে বাহারে ॥
 হেন বীর সহ আর কে করিবে রণ ।
 কি রূপে হইবে জয় কহ মারায়ণ ॥
 শ্রীহরি বলেন রাজা চিন্তা কেন মনে ।
 কালি সেনাপতি কর বিরাট নন্দনে ॥
 অর্জুনের করুন কুরু বাহিনী সংহার ।
 শুনিয়া বিস্মিত অতি শর্ম্মের কুমার ॥
 শ্রীহরি বলেন রাজা করি নিবেদন ।
 ইহাতে বিশ্বাস না করিবা কদাচন ॥
 এতেক বলিয়া হরি বুঝাইয়া পরে ।
 লাগিলেন কহিতে বিরাট নৃপবরে ॥
 কালি সেনাপতি কর শঙ্খ মহাবীরে ।
 কৌরবের সেনাগণ মারিবে অচিরে ॥
 শুনিয়া বিরাট বড় সামান্দিত মন ।
 কৃতাঞ্জলি করি স্তব করিলা তখন ॥
 মম পূর্ব জন্ম ভাগ্য না যায় কখন ।
 হেম যুদ্ধে সেনাপতি হইবে নন্দন ॥
 অভিযুক্ত করিলা আনিয়া শঙ্খে পরে ।
 আনন্দিত করিলা পাণ্ডব নরেশ্বরে ॥
 করযোড়ে বলিলেন শঙ্খ ধনুচ্ছর ।
 করি এক নিবেদন শুন গঙ্গাগর ॥
 অনুগ্রহে আমাকে করিলা সেনাপতি ।
 ভীষ্ম সহ যুদ্ধ তাহে না দেখি সারথি ॥
 সারথি অভাব যুদ্ধ না হয় শোভন ।
 ইহার উপায় আজ্ঞা কর মারায়ণ ॥
 তবে কৃষ্ণ সাত্যকিরে বলিলা সত্ত্বর ।
 আগনি সারথি হও শুন বীরবর ॥
 শুনিয়া সাত্যকি বীর করিল স্বাকার ।
 প্রভাত সময়ে সবে যুদ্ধে অগ্রসার ॥
 দুই দলে বাঁদ্য বাজে মহাকোলাহল ।
 প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র কল্লোল ॥
 দুই দলে মিশামিশি অগ্রে মহারণ ।
 কার শক্তি আছে হেন করিতে বর্গন ॥
 পরে ভীষ্ম মহাবীর শান্তনু নন্দন ।
 সেনাপতি লংখে দেখি সবিস্ময় মন ॥

সিংহনাদ করিয়া করিল শংখাধনি ।
 দ্বিভুবন কম্পমান সেই শব্দ শুনি ॥
 অগ্রসর শংখাবীর সিংহনাদ করি ।
 সন্ধান পুরিয়া যান ভীষ্মের উপরি ॥
 ছাড়িলেন আকর্ণ টানিয়া দশ বাণ ।
 অর্জু পথে ভীষ্ম তাহা করে দুই খান ॥
 সর্দ অস্ত্র শংখের কাটিল ভীষ্ম বীর ।
 হইল জর্জরীভূত শংখের শরীর ॥
 বাণাঘাতে বিরাট নন্দন মূছে গত ।
 গলাইল সাত্যকি পশ্চাতে নিয়া রথ ॥
 ধুইদ্যুম্ন দ্রোণেতে হইল ঘোর রণ ।
 সচকিত হইয়া দেখেন সর্বজন ॥
 ধনঞ্জয় মহাবীর দেবেজ কুমার ।
 মারিয়া কোরব সৈন্য করিল সংহার ॥
 রথ গজ সারথি পড়িল সারিৎ ।
 মারিলেন যত সৈন্য কহিতে না পারি ॥
 মহাকোলাহল হৈল কোরবের দলে ।
 প্রাণভয়ে যোদ্ধাগণ গলাস সকলে ॥
 দেখি দুর্য়োধন রাজা বহু সৈন্য নিয়া ।
 অজ্ঞানের সম্মুখেতে উত্তরিল গিয়া ॥
 বাণ বৃষ্টি করিলেন অজ্ঞান উপর ।
 বরিষাকালেতে যেম বর্ষে জলধর ॥
 এককালে সহস্র বরষণ ।
 করিলেন মুবল মুদার আচ্ছাদন ॥
 দেখি পার্থ দিবা অস্ত্র যুড়িয়া কার্য্যক ।
 নিমিষে সবার অস্ত্র মিবারেন সুখে ॥
 কাটিয়া সকল অস্ত্র ইন্দ্ৰের নন্দন ।
 নিজ অস্ত্র সব্বারে করেন নিপাতন ॥
 অস্ত্রাঘাতে দুর্য়োধন ব্যথিত হইয়া ।
 গলাইল নাচ ভাবে জীবন লইয়া ॥
 কোথে পার্থ করিলেন যুদ্ধে মহামারী ।
 সহস্র বর্ষ সমরে সংহারি ॥
 গলায় সকল সৈন্য সমরে অস্ত্রি ।
 সৈন্য ভক্ষ দেখিয়া রুধিল ভীষ্মবীর ॥
 অজ্ঞানের সম্মুখে আইল অস্ত্র ধরি ।
 কহিতে লাগিল বীর অহঙ্কার করি ॥
 বধিলে আমার অগ্রো পার্থ বহু সেনা ।
 আইস আমার সঙ্গে দেখি বীরপনা ॥
 এত বলি দিবা অস্ত্র পুরিয়া সন্ধান ।
 অর্জুপথে করিলেন পার্থ খানৎ ॥
 ছাড়িলেন দিবা অস্ত্র গজার নন্দন ।
 যেন করে জলধর ঘন বরিষণ ॥

অস্ত্রে অস্ত্র মিবারেন অজ্ঞান প্রচণ্ড ।
 বহু সৈন্য মারিয়া করিল খণ্ড খণ্ড ॥
 অসম্ভব যুদ্ধ দৌতে নাহি দিশপাশ ।
 না পাইয়া পথ দৌছে ছাড়িল মিশ্রাস ॥
 ভীষ্মসেন মহাবীর অতুল প্রতাপ ।
 কুরু সৈন্য মারিয়া করিল এক চাপ ॥
 ভীষ্মের প্রতাপে আর কেহ নহে স্থির ।
 দেখিয়া রুধিলা সুযাপুত্র মহাবীর ॥
 অতুল প্রতাপি দৌছে মহাপরাক্রম ।
 সংগ্রামে দুর্জয় দৌছে হীন পরিশ্রম ॥
 অভিমন্যু অশ্বথামা উভয়েতে রণ ।
 দুই বীরে ঘোর রণ করি প্রাণপণ ॥
 শল্যরাজে দেখিয়া উত্তর বীরবর ।
 মারিলেন তারে ষ্টি সহস্র তোমর ॥
 কুজ কটিতে আচ্ছাদিল যেন হিমালয় ।
 মারিলা তাড়ন অস্ত্র বিরাট তনয় ॥
 বাণে বাণ নিবীরয়ে মজ্ঞ অধিপতি ।
 সর্দ বাণ কাটি গরে কাটিল সারথি ॥
 রথধ্বজ কাটিলেন চারি অশ্ববর ।
 পশ্চাতে মূষলাঘাতে দিল যমঘর ॥
 নিহত উত্তর বীর বিরাট নন্দন ।
 হাহাকারে করিলেন সৈন্যেরা ক্রন্দন ॥
 সন্তান বিধন দেখি বিরাট ভূপতি ।
 শল্যরাজ সম্মুখে আইল শীতগতি ॥
 মুখাযুধি দুই জনে সমরে চলিল ।
 যেন দুই বৈশ্বানর একত্র মিলিল ॥
 পরস্পর বাণাঘাতে প্রাণপণ করি ।
 উভয়ে সমান যোদ্ধা বিক্রম কেনরী ॥
 ঘটোৎকচ অলম্বুযে যুদ্ধে নাই পার ।
 রাক্ষসী লয়ায় করে ঘোর অন্ধকার ॥
 কুপে পঞ্চালেতে যুদ্ধ অপূর্ণ কথন ।
 পরস্পর পরস্পরে বাণ বরিষণ ॥
 দৌহাকার অস্ত্র দৌছে করেন বারণ ।
 তুল্য রণ দুই বীর তুল্যাস্ত্র ধারণ ॥
 এই রূপে উভয় সৈন্যেতে যুদ্ধ হয় ।
 লক্ষ লক্ষ সেনাপতি গত যমালয় ॥
 করিলেন শংখ বীর সবে অস্ত্রাঘাত ।
 কোরবের বহু সেনা করিল নিপাত ॥
 হইল কোরব সৈন্য মহাকোলাহল ।
 দেখিয়া থাকিল পরে জোণ মহাবল ॥
 শংখাবীর প্রীতি শুরু বলিলা বচন ।
 এত অহঙ্কারতর বিরাট নন্দন ॥

নিঃসহায় সৈন্য আজি মারিল অমেক ।
 সাক্ষাতে বুঝিব তব ক্ষমতা যতেক ॥
 এতেক বলিয়া শুরু পুরল সন্ধান ।
 একেবারে ছাড়িলেন শংখ মশাবণি ।
 মহাবেগে ধায় বাণ গগণ উগর ।
 দেখিয়া হইল হ্রাস্ত বন্তক অমর ॥
 বাণ দেখি শংখবীর সন্ধান পুরিল ।
 দ্রোণের সমস্ত শর কাটিয়া ফেলিল ॥
 অস্ত্র বার্থ গেল শুরু ক্রোধে হত্যাশন ।
 করিলেন শংখোপরি বাণ বরিষণ ॥
 বাণেই নিবারিল শংখা ধনুজর ।
 কাটিলেন দ্রোণ ব্রহ্ম মারি পঞ্চ শর ॥
 আকর্ণ পুরিয়া বীর করিল সন্ধান ।
 দ্রোণের ধনুক কাটি করিল দুই খান ॥
 চক্ষু পালটিতে শুরু অস্ত্র ধনু নিল ।
 শূন্য নাহি দিতে শংখা কাটিয়া ফেলিল ॥
 রথ সহ সারথিরে দিল বমালয় ।
 অন্য রথে চড়িলেন দ্রোণ মহাশয় ॥
 শংখোর বিক্রম দেখি কোরবে বিষাদ ।
 পাণ্ডবের সৈন্যগণ চাহে সিংহনাদ ॥
 লজ্জা ভয়ে দ্রোণাচার্য্য ক্রোধে হত্যাশন ।
 বলিলেন শংখা বীরে তজ্জন্ম বচন ॥
 তুচ্ছগোব্য শিশু তোর এত অহঙ্কার ।
 এই বাণে তোরে আজি করিব সংহার ॥
 এক অস্ত্র বিধা যদি অন্য বণ মারি ।
 তবে আমি দ্রোণাচার্য্য বার্থ নাম ধরি ॥
 মত্তপুত করি ব্রহ্ম অস্ত্র মিলি করে ।
 মারিলেন মহাক্রোধে শংখা মহাবীরে ॥
 তেজোময় অগ্নি অস্ত্র পরশে আকাশ ।
 দেখিয়া দেবভাগ্ন ভাবিল হত্যাশন ॥
 বোদ্ধাগণে দেখিয়া করিল হাহাকার ।
 সাত্যকি বলিল শুন বিরাট কুমার ॥
 এ অস্ত্র কাটিতে তব না হইবে শক্তি ।
 অর্জুন নিকটে যাও এই ভাল যুক্তি ॥
 সাত্যকিরে বলিলেন শংখা ধনুজর ।
 কহ ধন্য তাজি কেন প্রাণে এত ডর ॥
 সমুখ সংগ্রামে যদি হইব নিধন ।
 সূর্যালোক প্রাপ্ত হব না হয় খণ্ডন ॥
 মহাতেজে আসে বাণ অগ্নি জ্যোতির্ময় ।
 দেখিয়া সাত্যকি বড় পাইলেন ভয় ॥
 শংখেরে বলিল বাক্য লংঘন না কর ।
 গতজের প্রায় কেন মিছা গর্জে মর ॥

রথ নিয়া বাই চল অর্জুনের সাথে ।
 ভবেত পাইবা রক্ষা এমোর উৎপাতে ॥
 মহাক্রোধে বলিলেন বিরাট ভয় ।
 কি কারণে পলাইতে কহ মহাশয় ॥
 সেনাপতি করিলেন প্রভু মারায়ণ ।
 অপরূপ রাখিব কি করি পলায়ন ॥
 এতেক বলিয়া বীর ধনু হাতে নিল ।
 ব্রহ্মঅস্ত্র কাটিবারে সন্ধান পুরিল ॥
 ব্রহ্মবাণ ভেজে বাণ ভস্মীভূত হয় ।
 দেবগণ হাহাকার আকাশে করয় ॥
 বড় অবিচার রণ করিলেন দ্রোণ ।
 ব্রহ্মঅস্ত্র বালকের প্রীতি নিক্ষেপণ ॥
 যেমন শ্রীময়কালে আদিত্য প্রকাশে ।
 তাহুশ অস্ত্রের ভেজ গর্জ্জন আকাশে ॥
 দেখিয়া সাত্যকি ভয়ে রথ ফিরাইল ।
 লক্ষ দিয়া শংখা বীর ভূমিতে পড়িল ॥
 বুক পাতি রহিলেন হন্তে ধনুশর ।
 ব্রহ্ম অস্ত্রে দহিল শংখের কলেবর ॥
 শংখা সংশ করি অস্ত্র ফিরিয়া আইল ।
 দেখি সব যোদ্ধাগণ আশ্চর্য্য হইল ॥
 অর্জুন ভীষ্মেতে বুদ্ধ নাহি পাঠাস্বর ।
 দৌড়ে বীর্য্যবন্ত দৌড়ে মহাধনুজর ॥
 অর্জুনের দ্বিভ্র ভীষ্ম থুজিয়া বেড়াইল ॥
 তিল আধ অবসর কদাচ না পান ॥
 ব্রহ্মঅস্ত্র ভেজ সব প্রত্যক্ষ হইল ।
 ফণকাল পার্থ দৃষ্টি তাহাতে রহিল ॥
 এই সবসরে বীর শান্তনু ভয় ।
 রথী দশ সহস্র দিলেন বমালয় ॥
 জয় শব্দ বাজাইয়া দিল অবসান ।
 দ্বিতীয় দিনের এই যুদ্ধ সমাধান ॥
 কোরব পাণ্ডব দলে যত বীরগণ ।
 নিজ নিজ শিবিরেতে করিল গমণ ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

তৃতীয় দিনের যুদ্ধ ।

শিবিরেতে গিয়া ধর্ম্য পুত্র মহারাজ ।
 স্নানদান করিয়া বসিল সভামাঝ ॥
 শান্তনা করিল বহু বিরাট রাজার ।
 স্বর্ণে গেল পুত্র তব শোক কিবা ভায় ॥
 শোক ভাজ মহারাজ স্থির কর মন ।
 জন্মিলে অশশ্য মৃত্যু না হয় খণ্ডন ॥

বিরাট কহিল যম পুর্কি পুণ্য ছিল ।
 এই হেতু ক্রম ধর্ম্য পুত্র প্রাণ নিল ॥
 সাহসিক সংগ্রামে তোবিয়া বীরগণে ।
 সুরলোকে গেল তার শোক অকারণে ॥
 পরে রাজা যুধিষ্ঠীর বোড় করি হাত ।
 সবিনয়ে বলিলেন শ্রীহরি সাক্ষাৎ ॥
 দুই দিন রণ গেল প্রতামহ সনে ।
 রথী বিংশ সহস্র ম রিল ঘোর রণে ॥
 প্রাণপণে রাখিতে না পারে খনজয় ।
 কি রূপে সমরে তবে হইবেক জয় ॥
 অজ্ঞান বলেন রাজা না করি ভয় ।
 অরণ্যের পুর্কি কথা স্মর মহাশয় ॥
 কাম্যাবনে ছিলাম আমিরা সবে যবে ।
 দুর্কাসারে পাঠাইল পাণ্ডিত্য কৌরবে ॥
 তাঁর সঙ্গে শিষ্য ষাটি সহস্র আইল ।
 নিশাযোগে আসি যুনি পারণ চাহিল ॥
 হইলাম বাস্ত সতর না দেখি উপায় ।
 ব্যাকুল ক্রণনম্রতা স্মরি যত্নবায় ॥
 দ্বারকায় আছিলেম প্রভু মারায়ণ ।
 দ্রৌপদীর ব্যাকুলতা জানিয়া কারণ ॥
 বাস্ত হয়ে বনমালী চড়ি গুরুডেতে ।
 কাম্যাবনে আইলেন পাণ্ডুরে রাখিতে ॥
 ক্ষুধায় আকুল যেন মাগিল ভোজন ।
 দ্রৌপদী বলেন কোথা পাব জনাঙ্গন ॥
 দশ দণ্ড রাহি পরে করনু ভোজন ।
 তারপরে আইল দুর্কাসা তপোধন ॥
 দ্বিতীয় প্রহর রাহি কিছু নাহি ঘরে ।
 কাতর হইয়া আমি ডাকিনু তোমাংরে ॥
 আমাদের ভাণো তুমি ক্ষুধায় আকুল ।
 নিশ্চয় মজিল আজি বুঝি পাণ্ডুকুল ॥
 শ্রীহরি বলেন তুমি দেখ পাণ্ডুলী ।
 ক্ষুধায় অন্তর যম বাইতে জ্বলি ॥
 পরে কৃষ্ণা পাণ্ডুলী মধ্যে মিরখিয়া ।
 কণামাত্র শোক ছিল আইল লইয়া ॥
 পদযন্তে অর্পণ করিল ষাঙ্কসেনী ।
 খাইলেন মহানন্দে গোবিন্দ আগনি ॥
 তুণ্ডাঘি বলিয়া কৃষ্ণ ছাড়িল উদ্ধার ।
 তাহাতে হইল তুষ্ট সকল সংসার ॥
 সজ্জা হেতু গিয়াছিল মহাতপোধন ।
 উদর পুরিয়া উঠে উদ্ধারে তখন ॥
 ভয় লজ্জা উপজিল পলাইল সবে ।
 এই রূপে হরি রক্ষা করিল পাণ্ডবে ॥

দেউ হরি এ সময়ে আমার সারথি ।
 অবশ্য কইবে জয় শুন নরপতি ॥
 প্রবেশ পাইয়া রাজা অজ্ঞান বচনে ।
 বিভাবরী বঞ্চিলেন সহ ভ্রাতৃগণে ॥
 পরদিন প্রভাতে মিলিল দুই দল ।
 নানা বাদ্য বজনে ধরনী উলমল ॥
 করিল গরুড়বাহ রাজা কুরুবর ।
 অগ্রেতে রছিল ভীষ্ম সমরে তৎপর ॥
 দ্রোণাচার্য্য কৃতবর্মা বাহ চঞ্চু রূপ ।
 পক্ষ রক্ষা স্বরূপে রছিল শল্য ভূপ ॥
 অশ্বখামা কৃপাচার্য্য দুই বীরবর ।
 বক্রদেশ রক্ষা হেতু হস্তে ধনুঃশর ॥
 তুরিপ্রবা আদি আর বীর ভগদত্ত ।
 পুচ্ছদেশে রহিলেন শূর জয়দ্রথ ॥
 পূর্বে রাজা দুর্যোধন সৈন্য সহিত ।
 বিন্দ অলুবিন্দ বহু বীর সমুদিত ॥
 বামপাশে দুঃশাসন সমরে দুজয় ।
 মগধ কলিঙ্গ সৈন্য দক্ষিণেতে রয় ॥
 কপোদ্দেশ রাজ্য বৃহৎসল ধনুর্জয় ।
 গরুড় সদৃশ বাহু হইল সত্তর ॥
 প্রতিবাহ করিলেন পার্থ মহামতি ।
 অঙ্গচক্র নামে বাহু তাদৃশ আকৃতি ॥
 রছিল দক্ষিণ ভাগে বীর ব্রহ্মসার ।
 তাঁর পাছে বিরাট ক্রণন ধনুর্জয় ॥
 নীল নামে মহারাজ ধৃতকেশু সসৈ ।
 ধৃতদ্রুম শিখণ্ডী রছিল তনুক্রমে ॥
 মধ্যে রাজা সুমিষ্ঠির সাত্যকি সহিত ।
 অভিমন্যু যটোৎকচ যুদ্ধে সমুচিত ॥
 সন্মুখেতে রহিলেন বীর ধনঞ্জয় ।
 গোবিন্দ সারথি যার সমরে দুজয় ॥
 পরস্পর জইলেন টেহল হানাহানি ।
 সৈন্য কোলাহলে কর্ণে কিছুই না শুনিল ।
 রথে রথে গজে গজে অশ্ব অশ্ববরে ॥
 পদাতি পদাতি রণ হাতে ধনুঃশরে ॥
 নানা অস্ত্র ব্রষ্টি করে বিক্রমে বিশাল ।
 অঙ্গচক্র মারিল ভূবংশ ভিন্দপাল ॥
 নানা বাণ বরিষয়ে সমরে দুজয় ।
 শোণিতে কদম ভূমি দেখি লাগে ভয় ॥
 অস্ত্রাঘাতে মহাশয় উঠিল গগণে ।
 বিনা মেঘে বিদ্যৎ সঙ্ঘারে বিদ্যমান ॥
 ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ শল্য শকুনি বিকর্ণ ।
 ক্রোধে সুব সৈন্যপতি বেদন সুপর্ণ ॥

জুড় হয়ে প্রবেশিল রণ মধ্যস্থলে ।
 তাহা দেখি অগ্রগণ পাণ্ডবের নলে ।
 ভীমসেন যটোৎকচ বাক্ষস দুজ্ঞয় ।
 যুদ্ধদ্বন্দ্ব সাত্যাকি ঐকগ্ন মহাশয় ॥
 শর বর্ষে গগণে আইল অন্ধকার ।
 করিলেন রশ্মিগণ সর্বত্র সঞ্চার ॥
 বাহু মধ্যে প্রবেশ করিল ধনঞ্জয় ।
 হস্তিযুগ মধ্যে যেন সিংহ প্রবেশয় ॥
 গাণ্ডীব কার্য্য ক হস্তে গোবিন্দ সারথি ।
 দেখিয়া বেড়িল তারে কুরু যোদ্ধাপতি ॥
 সহস্র সহস্র বাণ চারিদিকে মাঝে ।
 বার বার পরাক্রম সেই অনুসারে ॥
 পরিহ তোমার গদা পরশু মুঘল ।
 অর্জুনের বেড়িয়া মারিল কুরুবল ॥
 গগনেতে ব্রষ্টি যেন বর্ষে নিরন্তর ।
 সেইমত অস্ত্র ব্রষ্টি অজ্ঞন উপর ॥
 শীঘ্রহস্তে ধনঞ্জয় নিবারেন বাণ ।
 আকাশে অমরগণ করেন বাখাম ॥
 সবাধার অস্ত্র কাটি পুরিয়া সন্ধান ।
 সবাধারে মারিলা শোণিত মিজ বাণ ॥
 অদ্ভুত বিচিত্র শিক্ষা খ্যাত তিনলোকে ।
 কাহারো না হয় শক্তি আসিতে সম্মুখে ॥
 পরে মহাবীর পার্থ ইজের নন্দন ।
 মারিলেন বহু সৈন্য কে করে গণন ॥
 অর্জুন সম্মুখে আর কেহ নাহি রয় ।
 সম্মুখে বাহারে পান দেন সমালয় ॥
 অভিমন্যু যটোৎকচ সমরে প্রচণ্ড ।
 কোরবের যোদ্ধাগণ করিলা বিধগু ॥
 সমরে প্রবেশ করি সাত্যাকি দুজ্ঞয় ।
 অসংখ্য কোরব সৈন্য করিলেন ক্ষয় ॥
 ইহাতে সৌবল রাজা কোপিত হইল ।
 সাত্যাকিরে শুজ্ঞয় করিয়া ডাক দিল ॥
 মারিলি অনেক সৈন্য সমরভিতর ।
 পড়িলি জামার হাতে বাবি বমঘর ॥
 মারিলেন এতক বলিয়া পঞ্চবাণ ।
 তাহাতে সাত্যাকি রণ হয় খান ॥
 বিরথ হইয় বীর লজ্জা পান মনে ॥
 অভিমন্যু রথে গিয়া চড়িল তৎক্ষণে ।
 দ্রোণ ভাষ্যে তুই বীর অতি মহাবল ।
 যুধিষ্ঠির রাজার মারিল বহু দল ॥
 মাত্রা পুত্র সহ যুদ্ধে মুশম্য ভূগতি ।
 প্রাণগণে দৌড়ে যুদ্ধ লয় হয় ॥

পরম্পর দুই বীরে বাণ ব্রষ্টি হয় ।
 না হইল কোন পক্ষে ক্ষয় পরাক্রম ॥
 দিব্য রথ আরোহিয়া রাজা দুর্যোধন ।
 ভীমসেন বীর সহ আরম্ভিলা রণ ॥
 হানে বীর ব্রহ্মকোষ হস্তে করি শর ।
 মারিলেন শীঘ্র হস্তে ভূগতি উপর ॥
 দেখি দুর্যোধন বাণ কাটিলেন রণে ।
 পঞ্চ বাণ মারিলেন লক্ষ্যে ভীমসেনে ॥
 অন্ধপথে ভীম তাহা অক্লেশে কাটিল ।
 দুর্যোধনে বহিবারে দিবা অস্ত্র নিল ॥
 আকর্ণ পুরিয়া বাণ পুরিলা সন্ধান ।
 রথে পড়ি দুর্যোধন হইল অজ্ঞান ॥
 মুচ্ছিত দোষী রথ ফিরায় সারথি ।
 সৈন্যনাশ কবিলেন ভীম মহারথী ॥
 কোরবের সেনাগণ পাইলেন ভ্রাস ।
 নানা দিকে পলাইল ছাড়ি যুদ্ধ আশ ॥
 কতক্ষণে দুর্যোধন পাইল চেতন ।
 সৈন্যগণে আনিয়া বলিলা সেইক্ষণ ॥
 বখায় আছেন রথে ভীম মহারথী ।
 তার প্রতি বলিতে লাগিল কুরুপতি ॥
 তুমি ভীম মহাযোদ্ধা ব্রিভুবন জনৈ ।
 দ্রোণ গুরু মহাবীর জগতে বাখানে ॥
 তোমাদের বিন্যামানে দিল সৈন্য ভঙ্গ ।
 পাণ্ডব পৌরুষ করে সবে দেখে রঙ্গ ॥
 পাণ্ডবের অনুরোধ পরহির রণ ।
 অনুযানে বাকি চাহ আমার মরণ ॥
 কটুবাণ্য শুনি জুড় হয় মহামতি ।
 কাহলেন মহাজোড়ে দুর্যোধন প্রতি ॥
 তোমাকে দিলেন বহু নীতি উপদেশ ।
 না শুনিলা কারো বাক্য বজ্রণ বিশেষ ॥
 আইসেন ইচ্ছানি অমর বনি রণে ।
 তথাপি না জিনিবেক পাণ্ডপুত্রগণে ॥
 বুদ্ধিকালে বহু শক্তি আমার সম্ভব ॥
 প্রাণ গণে করি যুদ্ধ নিবারি পাণ্ডব ॥
 রাজা হয়ে সৈন্য রক্ষা শক্তি নাহি ধর ।
 বুদ্ধ জানি মম প্রতি অনুযোগ কর ॥
 ইহা বলি সিংহনাদ করি বীরবরে ।
 ধনুকে টঙ্কার দিয়া অস্ত্র নিল করে ॥
 শংখধ্বনি করি বীর যুদ্ধে প্রবেশিলা ।
 কালান্তক বম যেন সাক্ষাতে আইল ॥
 মুখস্থির বাহিনী করিল ঘোর রণ ।
 সহিতে না পারে কেহ ভীম সহ রণ ॥

বড় বড় বোদ্ধাগণ সাহস করিল ।
 বাণ বৃষ্টি করি সবে ভীষ্মে আবরিলা ॥
 সবাঁকার অস্ত্র কাটি করি নিপাতন ।
 নিজ অস্ত্র সর্ব সৈন্য করিল যাতন ॥
 সহস্র সহস্র সৈন্য বড় বড় বীর ।
 ভীষ্মের বিক্রমে সবে সমরে অস্থির ॥
 বনে সিংহ দেখি যেম গজেন্দ্র পলায় ।
 পাণ্ডবের সৈন্যগণ সেই রূপে যায় ॥
 সৈন্য শুভ্র দেখিয়া রুবিলা ধনঞ্জয় ।
 ভীষ্মের সম্মুখবর্তী হইল দুজয় ॥
 অর্জুন দেখিয়া গঙ্গাপুত্র তার পর ।
 অস্ত্র বৃষ্টি করিলেন অর্জুন উপর ॥
 অশ্ব রথ না দেখেন বীর ধনঞ্জয় ।
 দশ দিক যুদ্ধিয়া করিল অস্ত্রময় ॥
 দেখিয়া পাণ্ডব দল পাইলেন ভ্রাস ।
 হইল কোরব দলে আনন্দ প্রকাশ ॥
 দিবা অস্ত্র নিয়া পরে পার্থ মহামতি ।
 কাটিলেন পিতামহ অস্ত্র শীঘ্ররতি ॥
 নিবারিয়া ভীষ্মাশ্রয় মারিল দশবাণ ।
 করিলেন ভীষ্মের কাম্যক দুইখান ॥
 অন্য ধনু নিল ভীষ্ম সমরে দুজয় ।
 সে ধনুও কটিলেন পার্থ মহাশয় ॥
 ভীষ্ম তাঁরে প্রশংসিলা সাধু করি ।
 শরবৃষ্টি করিলেন অন্য ধনু ধরি ॥
 যেমন বরিষাকালে বরিষয়ে যেন ।
 ততোধিক শরবৃষ্টি অতি ক্রোধমণে ॥
 প্রাণ গণে যুবান অর্জুন ধনুর্জর ।
 নিবারিতে না পারেন পিতামহ শর ॥
 চোকা শরে বিক্লিলেন পার্থের হৃদয় ।
 হৌন বল হইলেন কুন্তীর তনয় ॥
 বাসুদেবে বিক্লিলেন অতি চোখা বাণ ।
 হইলেন তাহাতে কাশর ভগবান ॥
 হাসিয়া কহিল ভীষ্ম করি উপহাস ।
 আপনি সম্মুখে যুদ্ধ কর ত্রিনিবাস ॥
 হইলেন ধনঞ্জয় সমরে কাশর ।
 পুনর্বার আশ্রয় দিলেন গঙ্গাপুত্র ।
 ক্রুদ্ধের আশ্রয় বাক্য পাইয়া সন্তুষ্ট ।
 ধনঞ্জয় হইলেন কোণেতে পুণ্ডিত ॥
 বিক্লিল সন্ধানে বাণে ভীষ্মের শরীর ।
 দেখি ক্রোধ করিলেন ভীষ্ম মহাবীর ॥
 বাণে বাণে নিবারিয়া করি শর জাল ।
 অশ্বকার দেখিলেন দশদিক পাল ॥

না দেখেন কণিধ্বজ সারথি অর্জুনে ।
 চমৎকার ভাবিলেন সব বোদ্ধাগণে ॥
 পরে পার্থ মহাবীর দেবেশ্বর কুমার ।
 উদ্ভাস্ত্র এড়িয়া সব করিলা সংহার ॥
 নিবারিয়া বাণ পুনঃ দিবা অস্ত্র নিয়া ।
 রথধ্বজ কাটিলেন কবচ ভেদিয়া ॥
 করিলেন সারথির মুণ্ড খণ্ড খণ্ড ।
 হইলেন ভীষ্মদেব তাহে লগ্নভণ্ড ॥
 লজ্জিত হইয়া বীর নিলা ধনুঃশর ।
 লক্ষ বাণ মারিলেন অর্জুন উপর ॥
 প্রতীরোধ করিলেন মিহির প্রকাশ ।
 দশদিক প্রতিরুদ্ধ না চলে বাতাস ॥
 দেখি সব বোদ্ধাগণে পড়ে হাহাকার ।
 কাটিলেন সর্ব অস্ত্র ইন্দের কুমার ॥
 সমুদ্র সমান মহাভারতে কি কব ।
 দুই মহাবীর্যবন্ত নহে পরাস্তব ॥
 হেমরূপে সনন্ত দিবস যুদ্ধ হয় ।
 বলা অবসানে পার্থ ধর্ম উপজয় ॥
 মুছিবার অবকাশ না পান অর্জুন ।
 টানেন আকর্ণ পুরি শরে ধনুঃশর ॥
 অস্ত্র সহ স্তম্ভ বীর টানিবার কালে ।
 মুছিয়া ফেলেন ধর্ম বাহা ছিল ভালে ॥
 সেই অবসরে ভীষ্ম গঙ্গার কুমার ।
 রথি দশ সহস্রেক দিলা যমদ্বার ॥
 সিংহলাল ছাড়ি জয় শব্দ বাজাইল ।
 শুনি সর্ব বোদ্ধাগণ নিবর্ত্ত হইল ॥
 পরে পার্থ জিজ্ঞাসিল চাহি মারায়ণে ।
 পিতামহ সহ মম যুদ্ধ অনুক্ষেপে ॥
 মিথ্যাস ছাড়িতে কারু নাহি অবসর ।
 কেন শব্দ বাজাইল ভীষ্ম ধনুর্জর ॥
 শ্রীহরি বলেন পার্থ শুন কহি ধর্ম ।
 যুদ্ধকালে যে সময়ে পুছিয়াছ ধর্ম ॥
 সেই অবকাশে ভীষ্ম মারি রথীগণ ।
 জয় শব্দ বাজাইল রক্ষা করি পণ ॥
 শুনিয়া বিস্ময় তবে পার্থ মহাবীর ।
 নিজ দলবল সহ চলিল শিবির ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 তৃতীয় দিনের যুদ্ধ এই সমাপ্ত ॥
 সুরচিত ভীষ্মপর্ব অপর্য্যক আখ্যান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

চতুর্থ দিনের যুদ্ধারম্ভঃ ।

শিবিরেতে প্রবেশিল রাজা যুধিষ্ঠির ।
বসিলেন সভামধ্যে অন্তরে অস্থির ॥
রক্তাক্ত বক্ষিল নানা কথা আলাপনে ।
পুনর্বার দুই দল সাজিলেন রণে ॥
কুরুক্ষেত্রে হইল বাহিনী কোলাহল ।
নানা বাদ্য বাজে যেন সমুদ্র কল্লোল ॥
রথী রথী ধারমান গজে গজঘাতী ।
অশ্বারোহী অশ্বারোহী পদাতি পদাতি ॥
নিজ নিজ অস্ত্র শস্ত্রে করে মহারণ ।
বরিষা সময়ে যেন বরিষয়ে ঘন ॥
শঙ্খধ্বনি করি রথ চালান শ্রীচরিত্র ।
ভীষ্মের সন্মুখ যান অতি দ্বরা করি ।
দুই বীরে দেখা দেখি সংগ্রাম করিল ॥
দৌড়ে দৌড়াইকার অস্ত্র সন্ধান পুরিল ॥
পরস্পর অস্ত্র ছেদে সমরে নিপুণ ।
রণ বৃষ্টি করিতে মহেন কেহ নান ॥
সহিত অযুত রথী সূশর্ম্মা নৃপতি ।
পাশু দলে প্রবেশ করিল নীত্রগতি ॥
শত শত রথীগণে করিল সংহার ।
মরে শত শত হস্তী অশ্ব কত আর ॥
গৈর্য নিপাতন দেখি ক্রোধে ব্রহ্মদেব ।
রথ ভাজি ধারমান গদা নিয়া করে ॥
দেখিয়া সূশর্ম্মা রাজা সন্ধান পুরিল ।
একবারে শত বাণ ভীমে প্রহারিল ॥
দশ সহস্রেক রথী সবে ধনুর্জব ।
দশ দশ অস্ত্রবৃষ্টি ভীমের উপর ॥
একবারে লক্ষ শর লাগে ভীমসেনে ।
মহাক্রোধ উপজিল যান সেইক্ষণে ॥
দুই শত সৈন্য মাঝে এক গদাঘাঘা ।
আর দুই শত রথী মারিলেন গায় ॥
রথ সহ ধরিয়া অনেক রথীগণ ।
ফেলিল আকাশ মাঝে পবনমন্দন ॥
রথে রথ প্রহারি মারিল বহুজনে ।
গদাঘাতে সংহারিল বহু বীরগণে ॥
আখালি পাখালি রূপে মারি গদা বাড়ি ।
রথ দশ সহস্রেক করিল খেদাড়ি ॥
করিল সূশর্ম্মা বীরনারায় প্রহার ।
গদা ফিরাইয়া ভীন করিল সংহার ॥
ক্রুদ্ধ হয়ে ভীমসেন অতি বেগে যায় ।
রথ অশ্ব শরথি মারিল গদা যায় ॥

লাফ দিয়া গলাইল সূশর্ম্মা নৃপতি ।
দেখিয়া খাইল দুর্ব্বোধন নরপতি ॥
নানা অস্ত্র মারিলেন ভীমের উপর ।
রথে চড়ি ধনুধরে বীর ব্রহ্মদেব ॥
সন্ধান পুরিয়া বীর এড়ি অস্ত্রগণ ।
কাটিলেন দুর্ব্বোধন অস্ত্র সেইক্ষণ ॥
পরে দুর্ব্বোধন রাজা সমরে তৎপর ।
মারিলেন ভীমোপরি দশ সংখ্য শর ॥
অর্দ্ধ পথে ভীম তাহা করি খাম খান ।
দুর্ব্বোধন বঞ্চেতে মারিল দশ বাণ ॥
নিবারিল বাণে তাহা কৌরব প্রচণ্ড ।
করিল ভীমের স্বজ বাণে খণ্ড খণ্ড ॥
অন্য ধনু নিয়া ভীম চাকর নিমিষে ।
বৃষ্টিধারা প্রায় বাণ বিভ্রম বরিষে ॥
ধনু অস্ত্র কাটিলেন রথের চারি তর ।
এক বাণে সারথিকে মিলি যমালয় ॥
অন্য রথে চড়ি গরে কৌরব প্রধাম ।
ভীমের উপর পুনঃ পুরিল সন্ধান ॥
বাণে বাণ নিবারিল পবনমন্দন ।
দুর্ব্বোধন রাজার কাটিল শরাসন ॥
ধনু কাটা গেল বীর পাইলেন লাজ ।
লইলেন অন্য ধনু কুরু মহারাজ ॥
পুনঃ পুনঃ দুর্ব্বোধন যত ধনু লন ।
করিলেন বাণে কাটি ভীম নিপাতন ॥
রাজার সঙ্কট দেখি ভীম মহাবীর ।
রণে অবকাশ নাহি হইল অস্থির ॥
রাজাগণে ডাকিয়া বলিলা করি ভয় ।
শীঘ্র যাও বুকি আজ যটিল প্রলয় ॥
ভীম দুর্ব্বোধনে লেখ বাধিয়াছে রণ ।
মহাবল পরাক্রম পবনমন্দন ॥
গুনিয়া খাইল তবে বত যোদ্ধাগণ ।
জয়দ্রথ তুরিপ্রবা সূশর্ম্মা রাজন ॥
কুণ শল্য দুঃশাসন দুর্ম্মখ প্রভৃতি ॥
বর্ম্মাসেন চিত্রদেন আর বিবিংগতি ॥
ভগদত্ত মহারাজ অবিলম্ব পরে ।
মহাগজ বেড়িলেক বীর ব্রহ্মদেব ॥
চারিদিকে আসিয়া বেড়িল বীরগণে ।
অন্ধকার করিলেন অস্ত্র বরিষণে ॥
মেঘে আচ্ছাদিল যেন মেঘ দিবাকর ।
শরজালে আবরিল বীর ব্রহ্মদেব ॥
দেখি ভীম মহাবীর শীঘ্রহস্ত পরে ।
কাটিলেন শরজাল আগনার শরে ॥

সর্ব অস্ত্র বার্থ করি এড়ি অস্ত্রগণ ।
 একে একে সর্বদানে করিল ঘাতন ॥
 কাহারো কটিগ রণ কার ধনুঃপন ।
 কাহারো ধনুক গেল কাহার বা তুণ ॥
 কাহারো কাটিয়া পাড়ে নহু দুইপাতি ।
 বুকে বাণ কাশি কেহ কামড়ায় মাটি ॥
 হস্ত পন কাটিয়া পড়িল কোন বীর ।
 অস্ত্রাঘাতে কোমল উভে তয় চির ॥
 কৌরবের সেনাগণ রণে ভঙ্গ দিল ।
 দেখি ভগদত্ত বীর সমরে কোপিল ॥
 মহাগজরাজে চড়ি হাতে ধনুঃশর ।
 ভীমের উপরে দৃষ্টি অতি ক্রোধভর ॥
 ভগদত্তে দেখি ভীম পুরিল সঙ্কাম ।
 বাছিয়া বাছিয়া মারে চোখ চোখ বাণ ॥
 অস্ত্রে অস্ত্র নিবারিল ভগদত্ত বীর ।
 চোখা বাণে বিক্লিলেন ভীমের শরীর ।
 বাণাঘাতে ভীমসেন অজ্ঞানি ভবনি ।
 ভগদত্ত আনন্দে করিল সিংহধ্বনি ॥
 কণ পরে চৈতন্য পাইয়া মহাবীর ।
 ধনুঃশর নিলা হাতে নির্ভয় শরীর ।
 বাছিয়া বাছিয়া বাণ করিল সঙ্কাম ।
 কাটিলেন ভগদত্ত হস্ত ধনুঃকণি ॥
 কবচ কাটিয়া বণ ভেঙ্গে ক্ষুদ্রিয়াসে ।
 নানা অস্ত্র প্রহারিল মহাগজরাজে ॥
 অরুণ কিরণ যথা শোভে জলধরে ।
 সেই রূপ রজধারা পড়ে করিবরে ॥
 ভগদত্ত ছাড়িয়া দিলেন গজরাজে ।
 দেখিয়া হইল ব্যতু পাণ্ডব সমাজে ॥
 বেগেতে আইসে গজ মহাকোপ ভরে ।
 পাণ্ডবের সৈন্য ভাজে অস্থির সমরে ॥
 দেখি ভীম মারিলেন মর্ষভেদি শর ।
 ভ্রুজি না করে তাহে মহাগজবর ॥
 নানা অস্ত্র ভীমসেন গজেরে প্রহারে ।
 মহাবেগে ধায় গজ ভীম মাঝিবারে ।
 গজের বিক্রম দেখি ভগদত্ত বীর ।
 সিংহনাদ ছাড়িলেন নির্ভয় শরীর ॥
 পিতার সঙ্কট দেখি হিড়ম্বা নন্দন ।
 মহাক্রোধে অস্ত্রাঘাতে খান সেইকণ ॥
 করিল রাক্ষসী মায়া অতি ভয়ঙ্কর ।
 আনিলেন ঐরাবতে সংগ্রাম ভিতর ॥
 অষ্ট সংখ্য হস্তী তার মহাভয়ঙ্কর ।
 তাহে প্রারোহণ করি অষ্ট নিশাচর ॥

বজ্রহস্ত যেমন শোভিত দেবরাজ ।
 নইয়া আইল সঙ্গে অমর সমাজ ॥
 মহাধীর শঙ্কে ভবে করিল গজবর ।
 দেখিয়া পাইল ভয় কুরু সৈন্যগণ ॥
 এককালে গজগণে টোরাইয়া দিল ।
 কৌরবের সৈন্য সব ভয়ে পলাইল ॥
 মহাবল হস্তীগণ মনগলে ধারে ।
 বড় বড় রথিগণে খেদাড়িয়া মারে ॥
 গজরাজে এড়ি দিল যটোৎকচ বীর ।
 ভঙ্গ দিল কুরুগণ সমরে অস্থির ॥
 কুরু সৈন্য আত্মহাদ করিতে লাগিল ।
 চতুরঙ্গ নল সব চরণে মর্দিগ ॥
 ভগদত্ত গজবর অত্যন্ত প্রথর ।
 যটোৎকচ গজ সহ করিল সমর ॥
 শুশু শুশু জড়াজড়ি নহু হ'নাহানি ।
 নির্ধাৎ চীৎকার শঙ্কে সবে কানাকানি ॥
 ঐরাগত সদৃশ বিক্রমে গজবর ।
 দর্শনেতে ভগদত্ত কম্পিত অন্তর ॥
 ভগদত্ত গজগণে কাতর হইল ।
 রণ ত্যজি গজরাজ ভয়ে পলাইল ।
 অদ্ভুত রাক্ষসী মায়া না যায় কখন ।
 কুরু সৈন্য বিরাশিল ভীমের নন্দন ॥
 সৈন্য বিনাশন দেখি অলমুখ যায় ।
 দেখা দেখি দুই বায়ে মহাযুদ্ধ হয় ॥
 দারুণ রাক্ষসী মায়া কররে প্রকাশ ।
 কভু থাকে রণ ভূমে কখন আকাশ ॥
 গর্জিত উপরে থাকি কভু অস্ত্র মারে ।
 অগ্নিরূপ হয়ে কভু সেনারে সংহারে ॥
 হেনমতে দৌড়ে মায়া করিয়া সঞ্চার ।
 প্রাণ গণে দুইজনে হয় মহামার ॥
 বহুকণ দুইদলে করে ঘোর রণ ।
 কার শক্তি কেমন কে করিবে বর্ণন ॥
 অর্জুনের ভায়েতে যুদ্ধ নাহি পাঠান্তর ।
 শূন্যমার্গে চমকিত যতক অমর ॥
 সাত বাণে সঙ্কাম করিয়া কুলোমুত ।
 দুইবাণে রথধ্বজ কাটেন অদ্ভুত ॥
 আর দুই বাণেতে কটিল ধনুঃপন ।
 আর তিন বাণ অঙ্গে বিক্লিা নিপুণ ॥
 শীঘ্র হস্তে ভীষ্ম বীর শূন চড়াইল ।
 নানা বাণ ব্রষ্টি পার্থ উপরে করিল ॥
 ক্রোধের শরীরে বীর মারি দশ বাণ ।
 হনুদানে কুড়িবাণ করিল সঙ্কাম ॥

বাণে নিবারিলা অর্ধ পার্শ্ব ধনুর্জ্বর ।
 ভীষ্মের শরীরে বাণ বিক্ষিপ্তা বিস্তর ॥
 পঞ্চবাণ মারিলেন কুল্লোর কুমার ।
 সহস্র চরণ রথ পাছে গেল তাঁর ॥
 এই অবসরে পার্শ্ব মারিলেন সেনা ।
 মারেন সহস্র রথি পক্ষ অগণমা ॥
 পরে ভীষ্ম রথ সারি হয়ে অগ্রসর ।
 পুণ্ডরিকাক্ষের প্রতি করিল উত্তর ॥
 মহাপরাক্রম করে পার্শ্ব ধনুর্জ্বর ।
 এবে নিজ রথ রক্ষা কর দামোদর ॥
 এতেক বলিয়া বীর দিব্যাস্ত্র ধরিল ।
 আকর্ণ পুরিয়া ভীষ্ম সন্ধান করিল ॥
 কপিধ্বজ রথ তাহ গোবিন্দ সারথি ।
 তথ চ ত্রিপদ পাছে ছাটে রথ গতি ॥
 সাধুবাণে প্রাণত্যাগ করিল নারায়ণ ।
 তাহা শুনি জিজ্ঞাসিল কুল্লোর নন্দন ॥
 মম বাণে সহস্র চরণ ভুযি পথ ।
 গিয়াছিল নারায়ণ পিতামহ রথ ॥
 আমার সন্ধান পরে পিতামহ শরে ।
 ত্রিপদ ধরনী মাত্র ব্যরহিত করে ॥
 তাহে কেন সাধুবাণ দিলা নারায়ণ ।
 কৃপা করি কৃপানাম কহ বিবরণ ॥
 হাসিয়া কতিল কৃক শুন ধনঞ্জয় ।
 ভীষ্ম রথে ভীষ্মের সারথি চারি হয় ॥
 ইহাতে সহস্রগদ করিল চালন ।
 কপিধ্বজ রথ তব শুন বিবরণ ॥
 সুনেন্দ্র সচূর্ণ যজ্ঞে বসি হনুমান ।
 তব রথ বেড়ি যত দেবতা প্রধান ॥
 পক্ষিত সদৃশ ভারি রথ ভয়কর ।
 বিশ্বস্তর মূর্তি আমি তাহার উপর ॥
 ইহাতে এগদ পাছু করিল সাজন ।
 এই হেতু সাধু বীর গজার নন্দন ॥
 বিন্যাস মাদিল শুনি পার্শ্ব মহাকায় ।
 রথ দশ সহস্র মারিল ভীষ্ম তায় ॥
 জয়শঙ্ক বাজাইয়া রথ ফিরাইল ।
 আনন্দে পুরিয়া কুরু শিবিরে চলিল ॥
 পাণ্ডব নিবর্তি রণ সহ যদুবীর ।
 সৈন্যসহ আইলেন আপন শিবির ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ক্রপদ রাজার
 প্রবেশ ।

বলিলা বৈশম্পায়ন শুন নরবর ।
 কৃক প্রতি কহিলেন ধর্ম্য নরেশ্বর ॥
 পিতামহ পরাক্রম অদ্ভুত কথন ।
 এ যুদ্ধ না হবে জয় বুঝি নারায়ণ ॥
 শুনিয়া ক্রপদ রাজা বুঝান ধর্ম্মেরে ।
 পূর্ক কথ্য কেন রাজা না স্বর অনুরে ॥
 শৈশব একত্রে বাস করিতে যখন ।
 বিবাদ করিতে প্রায় ভীম দ্ব্যর্থ্যখন ॥
 এ কাণে শ্রুতরাষ্ট্রে কুমন্ত্রণা দিয়া ।
 সবারে বারণাতে দিল পাঠাইয়া ॥
 দুই মন্ত্রী সহ যুক্ত করি দ্ব্যর্থ্যখন ।
 তথা এক ভদ্রগৃহ করিল রচন ॥
 তোমাদিগে রহিবারে দিলা সে ভবন ।
 বহু সৈন্যগণ সহ রাখে পুরোচন ॥
 দৈববাণে ব্রাহ্মণ ভোজন সেই দিনে ।
 ব্যাধপত্নী আমিলেক গ্নন অন্তঃকণে ॥
 তার সঙ্গে পঞ্চপুত্র দেখি ভবমাভা ।
 জিজ্ঞাসিলা কহ সত্য কিবা ভব কথা ॥
 কিবা নাম ধরে ভব পুত্র পঞ্চজন ।
 কি নাম তোমার হেথা কেন আগমন ॥
 ব্যাধপত্নী বলে শুন নিবেদন করি ।
 পাণ্ডু ব্যাধপত্নী আমি কুল্লোর নাম ধরি ॥
 যুধিষ্ঠীর জ্যেষ্ঠ ভীম নামেতে দ্বিতীয় ।
 চতুর্থ নকুল নাম অর্জুন তৃতীয় ॥
 সহদেব পঞ্চমর নাম সে তোমল ।
 আমার বৃত্ত লুপ্ত দেবী শুনিলা সকল ॥
 নিত্যকর্ম্ম যুগয়া করিত মম স্বামী ।
 উদ্যোগে মাংসবিক্রী করিতাম আমি ॥
 স্বামী গেল বনে নিয়া যুগয়া কারণ ।
 না পাইল যুগ বহু করিয়া চারণ ॥
 অত্যন্ত চিন্তিত ব্যাধ ফিরে দুঃখমানে ।
 হেনকালে মৃগী এক দেখে সেই বনে ॥
 মৃগীর প্রসব কাল আসি উপস্থিত ।
 হেনকালে ব্যাধ তারে বেড়ে চারিভিত্ত ॥
 এক দিকে অগ্নি দিল অন্য দিকে জাল ।
 আর দিকে কুকুর ছাড়িয়া দিল কাল ॥
 আপনি লইয়া ধনু অস্ত্র সহ তায় ।
 ব্যাকুল হইয়া মৃগী চতুর্দিকে চায় ॥
 চারিদিকে নিরখিয়া না পাইল পথ ।
 কাঁতরা হইল যেন হত মনোরথ ॥

হে কৃষ্ণ অংগনি ত্রাতা অশিল কারণ ।
 এ মহাসঙ্কটে রক্ষা কর নারায়ণ ॥
 তুণ জল খাই কারো হিংসা নাহি জানি ।
 তবে কেন ব্যাধ মম বধ করে প্রাণী ॥
 এই রূপে মৃগী প্রাণে কাতরা হইয়া ।
 রক্ষা কর বলিলেন শরণ লইয়া ॥
 নারায়ণ শ্রুতি তাহা শুনয় হৃদয় ।
 মেঘে আচ্ছাদিল মেঘ জল বরিশয় ॥
 অগ্নি নিবাইল জলে উড়িল বাতাসে ।
 অকস্মাৎ আসি ব্যাঘ্র কুর্করে বিনাশে ॥
 ব্যাধ শিরে তথখি হইল বজ্রঘাত ।
 চারিদিকে মুক্ত ভারে করিল ত্রিনাথ ॥
 ব্যাধের মরণে সবে অনাথ হইলু ।
 অন্ন হেতু দেবী তব সদনে আইলু ॥
 স্তমিয়া সকল বাক্য ভোজের নন্দিনী ।
 দয়া উপজিয়া তারে অন্ন দিলা আমি ॥
 উন্নত পুরিয়া অন্ন খায় ছয়জন ।
 সেই ঘরে রহে সবে করিরা শয়ন ॥
 দুঃখাধম আজ্ঞা তোমা সবে গোড়াবারো ।
 রাজ্যযোগে পুরোচন অগ্নি দিল দ্বারে ॥
 হইল প্রেলয় অগ্নি আকাশ পরশে ।
 জিজ্ঞাসিলা সহদেবে তুমি রাজ্য রোষে ॥
 সমস্ত জানেন দেব মাতীর নন্দন ।
 বিদুর লক্ষিত পঞ্চকারি নিবেদন ॥
 স্তম্ভের মীচেতে পঞ্চ মুহুর্ত ভিতর ।
 স্তম্ভ উপাড়িলা পরে বীর ব্রহ্মকোদর ॥
 সেই পথে ছয় জন হইলা বাহির ।
 গদা ভাঙি আসিছিল ভীম মহাবীর ॥
 কিরিয়া গেলেন সেই গদা আনিবারে ।
 সাফাতে আইলা অগ্নি ভীমে দহিবারে ॥
 তবে ভীম অগ্নি প্রতি বলিল বচন ।
 দিব আমি আমার সমান লাভ জন ॥
 শূনিয়া নিবর্ত্ত অগ্নি কমা মান দেন ।
 গদা লয়ে বাহিরে আইল ভীমসেন ॥
 দ্বারকাই ছিল প্রভু শয়ন সময় ।
 নিজাজে নিলেন তাপ দয় লুপ্তদয় ॥
 অঙ্গেতে উত্তাপ দেখি ভীমাক ডুহিতা ।
 জিজ্ঞাসিলা হেতু কৃষ্ণ বিনয়ে লুপ্ততা ॥
 শ্রীহরি কহিল ইহা নহে বলিবার ।
 এ কথা শ্রিয়সী নাহি জিজ্ঞাসিবে আর ॥
 সেই মহা অগ্নি তাপ আত্ম অঙ্গে লিয়া ।
 উদ্ধারিল তোমাদিগে নিজে তথা গিয়া ॥

মহাসঙ্কটেতে মৃগ পাউল উদ্ধার ।
 এমন দয়ালু হরি সারথি তোমার ॥
 ইহাতে সন্দেহ কেন কর মহাশয় ।
 অবশ্য সমরে তব হইবেক জয় ॥
 এত বলি বুঝাইল ক্রপদ ধর্ম্মেরে ।
 রজনী বঞ্ছনা সবে শ্রানন্দ অন্তরে ॥
 ভীষ্মধর্ম্ম কথা বাসদেবের রচিত ।
 কাশীরাম দাস কহে রচিয়া সঙ্গীত ॥

পঞ্চম দিনের যুদ্ধারম্ভ ।
 পর দিন প্রভাতে মিলিল দুই দল ।
 সমুদ্র সদৃশ ব্যূহ করে কুরুবল ॥
 রাচলা শৃঙ্গট নামে ব্যূহ যুধিষ্ঠির ।
 দুই শৃঙ্গে রহিলা সাত্যকি ভীম বীর ॥
 সহস্র সহস্র ষোড়শ সংগ্রামের বেশে ।
 কৃষ্ণ সহ অর্জুন রহিল মধ্যদেশে ॥
 পৃষ্ঠদেশে যুধিষ্ঠির যাক্রীপুত্র সনে ।
 অভিমন্যু বিরাট রহিল যুদ্ধ পনে ॥
 ভ্রোণদীর পঞ্চ পুত্র রহিলেন পাছে ।
 ঘটোৎকচ মহাবীর তাহাদের কাছে ॥
 প্রতিব্যূহ করি সবে উঠিলেন রণে ।
 বিবিধ বিধানে বাদ্য বাজে যেন যনে ॥
 নামা অস্ত্র লইয়া সকলে আশ্ফালন ।
 পরস্পর দুই দলে উপজিল রণ ॥
 যুদ্ধ হয় নানা অস্ত্র ধরি দুই দলে ।
 বিদ্রোহ চমকে যেন পরশমণ্ডলে ॥
 শঙ্খনাদ সংহমাদ মাৎসজ গজেন ।
 যুগান্ত শমন যেন করয়ে তর্জনি ॥
 দেখিবার কথা দূরে কর্ণে হারি মানি ।
 পরাপর নাহি জ্ঞান অস্ত্রে হামাহামি ॥
 অশ্ব গজ পড়িল পদাতি বহুতর ।
 দেখিয়া করিল জ্যেষ্ঠ ভীষ্ম বীরবর ॥
 বাসব হইতে যুদ্ধে ভীষ্ম নহে উন ।
 হস্তেতে ধনুক ধরি টঙ্কারিলা গুণ ॥
 যতেক পাণ্ডবদল সমরে প্রচণ্ড ।
 শরেতে কাটিয়া ভীষ্ম করিল দ্বিধণ্ড ॥
 কাহারো বা অশ্ব গেল কাহারো বা গজ ।
 কাহারো সারথি কাটা কারু কাটে ধজ ॥
 কাহার হনুক কাটে কারু কাটে লগ্ন ।
 কাহার কাটিল বাণ কারু কাটে মুগ্ধ ॥
 হস্ত পদ কাটে কারু কারু কাটে বৃদ্ধ ।
 ঘোরতর সমরে ত নাচয়ে কবন্ধ ॥

সৈন্য বিদ্যায় দেখি বীর ব্রহ্মরথ ।
 ভীষ্মেরে মারিতে যান সজ্জা অস্ত্র ॥
 গদা হস্ত ভীষ্মেন যান মহা রাগে ।
 খেদাতিয়া মারিলেন যে গড়িল আগে ॥
 ভীষ্মের সাক্ষাতে আর কেহ নাহি রয় ।
 ভীষ্মের সারথি মারি দিল যমালয় ॥
 ধনুক ধরিয়া হাতে ভীষ্ম মহামতি ।
 ছাড়িল ভীষ্মের প্রতি বাণ শীঘ্রগতি ॥
 গদা ফিরাইয়া ভীষ্ম নিবারণ কর ।
 এক ঘায়ে রথ অস্থ দিল বন ঘর ॥
 লক্ষ দিয়া ভীষ্ম বীর চড়ি অন্য রথে ।
 অস্ত্রবৃষ্টি করিলেন ভীষ্মে নামমতে ॥
 নারায়ণ দেখি রথ চালাল ঝটিকি ।
 ভীষ্মের সম্মুখে রথ আনিল শ্রীপতি ॥
 অলুরীক্ষে অর্জুন কাটেন সর্ববাণ ।
 দেখি ক্ষুদ্র ভীষ্মবীর অগ্নির সমান ॥
 দেখা দেখি দুই জনে বাধে মহারণ ।
 চমকিত দেখিয়া বভ্রক দেবগণ ॥
 মহাক্রোধে ভীষ্ম সৈন্য করিল সংহার ।
 যে পড়ে সম্মুখে তারে নির্মাত প্রহার ॥
 ইন্দের বাজতে বেন ভাজে গিরিবর ।
 গদাঘাতে মারিলেন বন গজবর ॥
 গর্জনের চুড়া বেন ভাজি পড়ে ঝড় ।
 তেমত কোরব গজ পৃথিবীতে পড়ে ॥
 নাজীপুত্র উভয়ের যুদ্ধ কল্পে মহা ।
 সহস্র সহস্র গজ পদাতি বিস্তর ॥
 পৃথিবী আছাদি পড়ে সৈন্য বহুতর ॥
 স্বজহ্ম পতাকায় ঢাকিল মেদিনী ।
 দুই দলে কোলাইল কিছু নাহি গুনি ॥
 হেনকালে রণস্থলে ইলাবন্ত নাম ।
 অর্জুনের পুর সেই ইলা গুণধাম ॥
 সুবর্ণ রচিত দিবা বিমান সুন্দর ।
 ভাষাতে চড়িয়া বীর সংগ্রাম ভিতর ॥
 তীর্থযাত্রা করেন যে কালে পার্থ বীর ।
 ভ্রমিলেন বহু তীর্থ নির্ভর শরীর ॥
 অনুচা ভাগের কন্যা উলুগী আছিল ।
 সর্পরাজ পুণ্ডরীক হৃদয়ে ভাষিল ॥
 অর্জুনের তথায় লইল চল করি ।
 প্রদান করিল তারে উলুগী সুন্দরী ॥
 তার গর্ভজাত বীর ইলাবন্ত নাম ।
 মহাপরাক্রম শালী যুদ্ধে বেন রাশ ॥

ঈরাবত পাঠাইল দেব পুরন্দর ।
 ইলাবন্তে আনিলেন আগন গোঁচর ॥
 অর্জুন গেলেন ববে ইন্দের ভুবন ।
 পিতা পুত্রে তথায় হইল দরশন ॥
 পিতা পুত্রে পরিচয় মিতালি করিল ।
 সেই বীর ইলাবন্ত কাম্য কথরিল ॥
 হইল সমর স্থলে ইলাবন্ত রণ ।
 সেইকালে আসিল সুবল পুত্রগণ ॥
 মারিল তোমর শূল মুখল মুকার ।
 ইলাবন্ত উপরে বরিষে নিরন্তর ॥
 নিবারিয়া ইলাবন্ত রাণবৃষ্টি করে ।
 একে একে মারিয়া পাঠায় বমঘরে ॥
 নামা অস্ত্র সৌবলের সৈন্যেরে প্রহারে ।
 জর্জর সকল বীর ইলাবন্ত শরে ॥
 রণভূমে সেই বীর যান যুঝিবারে ।
 যে যি সে যায় আর না আইসে ফিরে ॥
 মরিল অনেক তাহে কুরুসৈন্যগণ ।
 সৈন্যে আইল শীঘ্র দেখি দুর্যোধন ॥
 দুর্যোধন নিজ সৈন্য করিল আদেশ ।
 ইলাবন্তে মার বাণ করিয়া বিশেষ ॥
 অলম্ব ব্রাহ্মসেরে আজ্ঞা দিল সার ।
 ইলাবন্ত বীরে শীঘ্র কর প্রতিকার ॥
 সাবধান হয়ে তারে করিবা মিথন ।
 তোমা বিনা তারে মারে নাহি হেন জন ॥
 অলম্ব ইলাবন্তে হয় মহারণ ।
 অলক্ষিতে মায়াযুদ্ধের ত ছুইজন ॥
 দোহে মহাবীর্যবন্ত সংগ্রামে নিপুণ ।
 দোহে অস্ত্রে বিশারদ কেহ নাহি উন ॥
 পরে অলম্ব করে মায়া প্রকাশ ।
 বাণে অন্ধকার করে না চলে বাতাস ॥
 দেখিয়া হাসিল ইলাবন্ত মহাবীর ।
 ব্রাহ্মসের বাণ কটি রণে হৈল স্থির ॥
 চোখাং বাণে পুনঃ পুরিল সন্ধান ।
 অলম্ব ব্রাহ্মসের গেল ধনুর্দ্বীপ ॥
 অন্য ধনু লইল ব্রাহ্মস বীরবর ।
 ইলাবন্ত উপরেতে বরিষয়ে শর ॥
 বাণে নিবারয়ে তাহা অর্জুন তনয় ।
 নিজ অস্ত্রে বিক্লিলেন ব্রাহ্মস হৃদয় ॥
 বাণঘাতে অলম্ব ব্রাহ্মস হইল ।
 সারথী লইয়া রথ ভয়ে গলাইল ॥
 পরে সৈন্য সংহারিল ইলাবন্ত বীর ।
 কোরবের সৈন্যগণ সনরে অস্থির ॥

সৈন্যের দুর্গতি দেখি রাজা দুর্ধ্যোধন ।
 ইলাবন্ত সহ যান করিবারে রণ ॥
 যেমন গেলেন বেগে রাজা দুর্ধ্যোধন ।
 ইলাবন্ত অমনি কাটিল শরাসন ॥
 রথধ্বজ কাটিলেন রথের চারি তর ।
 সারথির মাথা কাটি দিল বমালয় ॥
 বিরথ হইয়া রাজা করি রোষ দুটি ।
 অন্য রথে বাইয়া করিল অস্ত্র বৃষ্টি ॥
 বাণে বাণে নিবারিয়া ইলাবন্ত বীর ।
 বাণেতে জঙ্ঘর তায় ভুগাল শরীর ॥
 রাজার সন্মুখে দেখি যত যোদ্ধা গণ ।
 নানা অস্ত্র লইয়া ধাইল সর্দজন ॥
 দেখিয়া ধাইলা ইলাবন্ত ধনুর্ধর ।
 কাটিয়া সবার বাণ বিকিলা সম্বর ॥
 কাহারো কটিল ধনু কাহ্ন কাটে গুণ ।
 কাহারো সারথি কাটে কাহ্ন কাটে তুণ ॥
 নানা অস্ত্র বীরগণে করয়ে ঘটন ।
 অস্ত্রঘাতে কত বীর হৈল অচেতন ।
 বাণঘাতে কত বীর গেল বম লোক ।
 দেখি দুর্ধ্যোধনে বড় উগঞ্জিল শোক ॥
 কোরবের সৈন্যগণ করে হাহাকার ।
 পাণ্ডবের সেনা মধ্যে আনন্দ অগার ॥
 সিংহনাম ছাড়িলেন ইলাবন্ত বলী ।
 কোরবের সৈন্যেতে রোমন কোলাহলী ॥
 জ্রোণ কুণ অশ্বখামা আদি বীরগণ ।
 ইলাবন্ত শরে সবে ব্যথিত জীবন ॥
 কতক্ষেণে অলম্বু য়েচেন পাইয়া ।
 দিয়া রথে চকিয়া সে আসিল ধাইয়া ॥
 মুখামুখী দুইজন পুনঃ যুদ্ধ হয় ।
 দৌহার বাণেতে দৌহে জঙ্ঘর হুহয় ॥
 পরে করে অলম্বু য় মায়ার সূজন ।
 শূন্যে লুকাইয়া করে বাণ বরিষণ ॥
 দেখি ইলাবন্তে ক্রোধ হইল প্রচুর ।
 বাণঘাতে রাক্ষসের মায়া গেল দূর ॥
 মায়া দূরে গেল পরে বিশিখ ঘটন ।
 দৌহে দৌহা বিকিরে করিল প্রাণগণ ॥
 দৌহে মহাবীরাবন্ত সমান সাহস ।
 ধনু এড়ি খড়্গ নিল দারুণ রাক্ষস ॥
 তাহা দেখি ইলাবন্ত খড়্গ নিয়া ধায় ।
 মহাবেগে মারিলেন রাক্ষস মাথায় ॥
 খড়্গাবেগে কম্পমান হইল রাক্ষস ।
 ইলাবন্তে মায়ে খড়্গ করিয়া সাহস ॥

দৌহে পুনঃ পুনঃ করয়ে ঘটন ।
 অপূর্ণ রাক্ষসী মায়া করিল রচন ॥
 রণভূমি ছাড়ি শূন্যে উঠ শীঘ্রতর ।
 ক্ষণে লক্ষ দিয়া আসে সমর ভিতর ॥
 ইলাবন্ত মহাবীর দেখিলেন তায় ।
 বিদ্যুতের যত বেন মেঘেতে মূকায় ॥
 তাহা দেখি রাক্ষস আইল মহাকোণে ।
 ইলাবন্ত বীর তাকে ধরিলেন লোকে ॥
 সন্ধান করিয়া খড়্গ করিল প্রহার ।
 তাহাতেও না হইল রাক্ষস সংহার ॥
 লোক দিয়া উঠ বীর খড়্গ নিয়া করে ।
 খড়্গেতে প্রহার করে ইলাবন্ত শিরে ॥
 দারুণ প্রহারে বীর হইল দুর্দল ।
 অলম্বু য় রাক্ষস হাঙ্গিল খল খল ॥
 খড়্গ দিয়া রাক্ষস কাটিল তার শির ।
 ভূমিতলে পড়িলেন ইলাবন্ত বীর ॥
 ইলাবন্ত পড়িল উঠিল কোলাহল ।
 ক্রুদ্ধ হন যতে একে বীর মহাবল ॥
 সহদেব নকুল ক্রোধে মহাশয় ।
 অভিমন্যু ভীমসেন শাত্যকি দুজয় ॥
 অস্ত্র বৃষ্টি করিলেন অতি জোশ মনে ।
 ভজ দিল কুণ সৈন্য না পারিল রণে ॥
 জ্রোণ কুণ অশ্বখামা ভগদত্ত বীর ।
 পাণ্ডব সম্মুখে সবে হইল অস্থির ॥
 মহাক্রুদ্ধ ভীমসেন কুঠাস্ত সমান ।
 ধৃতরাষ্ট্র পুরুগণে দেখি বিদ্যমান ।
 গদা দিয়া মহাবেগে যান ব্রকোদর ।
 দণ্ড হস্তে যম বেন প্রবেশে সময় ॥
 তাহা দেখি সমরে দুজয় গুরুজ্রোণ ।
 করিলেন ভীমোপরি অস্ত্র বরিষণ ॥
 রক্ষ বেন বৃষ্টিধারা মাথা পাতি ধরে ।
 তাহুশ ধরেন অস্ত্র বীর ব্রকোদরে ॥
 গণ্ডমধ্যে ব্যাস্ত যেন মহাক্রুদ্ধ হলে ।
 গদাঘাতে মারিলেন কোরবের দলে ॥
 ভীমের সমরে আর কেহ নহে স্থির ।
 ভজ দিল বড় বড় রথি মহাবীর ॥
 পুত্রের নিধন শুনি মহাক্রুদ্ধ মন ।
 অর্জুন করিল ঘোর অস্ত্র বরিষণ ॥
 সহস্র সহস্র বাণ করেন প্রহার ।
 অর্জু পথে কাটে তাহা গজার কুমার ॥
 অগ্নিবাণ ছাড়িলেন পার্শ্ব ধনুর্ধর ।
 শূন্যপূর্ণ রক্ষ করি রহিলেন শর ॥

রথ হস্তী অশ্ব পুংগু হৈল ছারখার ।
 বরুণাস্ত্র এড়িলেন গজার কুমার ॥
 মুঘল খাণ্ডে জল হয় বরিষণ ।
 অগ্নি সব নিমিষে হইল নির্ঝরণ ॥
 পাণ্ডবের সৈন্যগণ ভাসিলেক জলে ।
 রথ গজ অশ্বারোহি গদাতি বহলে ॥
 অর্জুন মারেন বাণ পবন সংহার ॥
 জল উড়াইয়া সব করিল সংহার ॥
 পরম বেগেতে রথ স্বজ ভাঙ্গি পড়ে ।
 যেমন প্রলয় কালে সৃষ্টি উড়ে বাড়ে ॥
 চাহি ভীষ্ম বলিলেন পার্থ ধনুর্দ্ধর ।
 তোমার মতেক শক্তি করিল সমর ॥
 নিতম্ব প্রতিজ্ঞা আমি করিব পুরণ ॥
 নহিবে তোমার শক্তি করিতে বায়ণ ॥
 এত বলি সর্পবাণ নিল বীরগণ ॥
 লক্ষ লক্ষ কদী উঠ গগন উপরে ॥
 নিমিষেতে ঝড় সব করিল আহারে ॥
 গজেন করিয়া খায় পার্থ গিলিবারে ॥
 শিখিবাণ এড়িলেন ইন্দ্রের কুমার ॥
 ধরিয়া সকল কদী করিল আহার ॥
 শত শত শিখি উড় গগন উপরে ॥
 ছাড়িলেন অন্ধকার অস্ত্র ভীষ্মবর ॥
 অন্ধকারে অদৃশ্য হইল আত্মগর ॥
 নিশা কানি শিখিগণ গেল মিথস্কর ॥
 মহা অন্ধকারে সৈন্য দৃষ্টি নাহি হয় ॥
 এড়িলেন ভাস্করাস্ত্র তাহে ধনঞ্জয় ॥
 সুর্য্যোদয় হইল মুচিল অন্ধকার ॥
 উদ্ভিত দ্বিতীয় রবি দেখিয়া সংসার ॥
 ইহা দেখি গজ পুত্র কুণ্ডিত হইল ॥
 গনুক টঙ্কারি অষ্ট শর নিক্ষেপিল ॥
 এমত সুতীক্ষ্ণ সেই গজাঙ্গদের শর ॥
 অর্জুনের রথ অশ্ব হইল অর্জ্বর ॥
 সাত বাণ মারিলেন স্বজের উপর ॥
 আশী বাণে বিক্লিলেন কৃষ্ণ কলেবর ॥
 আর কুতি বাণ বীর এড়ে শীঘ্র হাতে ॥
 কপিধ্বজ রথ সহ পড়ে মুক্ত হাতে ॥
 গরে হরি অশ্বগণে করিল প্রহার ॥
 বহু কষ্টে করিলেন সাজন উদ্ধার ॥
 দেখিয়া অর্জুন তাহে ক্রোধী অভিষার ॥
 গজবাণে বিক্লিলেন ভীষ্মের হৃদয় ॥
 চারি বাণে চারি অশ্ব করিল সংহার ॥
 লারখির মাথা কাটি দিল লক্ষ্মণ ॥

এক বাণে ধ্বজ আর কটিলেন ধনু ॥
 করিলেন ভায়ে বাণ রাউ ইন্দ্রজয় ॥
 কৃষ্ণ প্রতি বলিলেন ভীষ্ম ক্রোধ করি ॥
 নিষ্ক অশ্ব রথ এবে রক্ষা কর হরি ॥
 এত বলি ছাড়িলেন অস্ত্র বীরবর ॥
 কুজকটিতে আচ্ছাদয়ে শেন গিরিবর ॥
 বাণে কাটি অর্জুন করেন খান খান ॥
 ভীষ্মের উপরে পুনঃ পুরিলা সন্ধান ॥
 এই রূপে দুই জনে নিবারিল বাণ ॥
 মহা ক্রুদ্ধ হইলেন গজার সন্তান ॥
 পর্ত্ত নামেতে অস্ত্র ভীষ্ম নিল করে ॥
 লক্ষ লক্ষ গিরিবর তাহাতে সংহারে ॥
 মস্ত্রপুত কারয়া এড়িল গজ সূত ॥
 দেখি সব দেবগণ ভাবিল অদ্ভুত ॥
 লক্ষ শিখরেতে আররে আকাশ ॥
 শূন্যপথে রুদ্ধ হৈল না চলে বাতাস ॥
 ভাস্করাস্ত্রে নিশি যেন ঘোর অন্ধকার ॥
 দেখি সব সৈন্যগণে করে হাহাকার ॥
 সাগর মন্ত্রন যেন মহা কোলাহল ॥
 মহাশঙ্ক করি খায় বত কুরুবল ॥
 পাণ্ডবের সৈন্যগণ ভয়ে পলাইল ॥
 শূন্যপথে দেবগণ ত্রাসিত হইল ॥
 সর্ব সৈন্য পলাইল সহ নৃপবর ॥
 তিন মহারথী মাত্র সংগ্রাম শিত্তর ॥
 ব্রকোদব ধনঞ্জয় অভিমন্যু বীর ॥
 এই তিন মহারথী রণে ছিল স্থির ॥
 দেখিয়া করেন সব দেবে হাহাকার ॥
 গাণ্ডীব টঙ্কার দিল ইন্দ্রের কুমার ॥
 হুঙ্কার ছাড়িয়া ছাড়েন বজ্রবাণ ॥
 সমস্ত পর্ত্ত ভাঙ্গি পড়ে খান খান ॥
 রেনুকা প্রমাণ যেন সব উড়াইল ॥
 দেখি সব দেবগণ সানন্দ হইল ॥
 করিলেন দেবগণ পুষ্প বরিষণ ॥
 আসিলা সমরে গরে সব যোদ্ধাগণ ॥
 সাধু বলি ভীষ্ম প্রশংসা করিল ॥
 সন্ধান পুরিয়া পুনঃ দিব্যাস্ত্র মারিল ॥
 নিবারেন বাণে তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
 পরাজয় না মানিল কে ম বীরবর ॥
 চকু পালটিতে দৌড়ে না গাম বিশ্রাম ॥
 দেবাসুর চমকত দেখিয়া সংগ্রাম ॥
 দেখিলেন পার্থ গরে কৃষ্ণের শরীর ॥
 এইকালে প্রতিজ্ঞা রাখিল কুরুবীর ॥

সংহারি অমৃত রথী শয়্য বাজাইলা ।
দেখিয়া অর্জুন মনে বিশ্বাস মানিলা ॥
সন্ধা কালে সর্বজন নিবর্তিল রণে ।
দুই দল চলিলেন স্ব স্ব নিকেতনে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী ।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥

কর্ণ দুর্যোধন ও ভীষ্মের মন্ত্রণা ।

দীর্ঘ-ত্রিগদা ।

দুর্যোধন মহাবীর, দেখিয়া না হন স্থির,
বিস্তর পড়িল সৈন্যগণ ।
মনে যুক্তি বিচারিয়া, শকুনির পাঠাইয়া,
আনাইলা মিহির মন্দন ।
বসিয়া বিরল স্থানে, যুক্তি হয় তিমজনে,
রাধেয় শকুনি দুর্যোধন ।
কহিলেন কুরুর, শুন কর্ণ ধনুর্জর,
মনোভুত করি নিবেদন ॥
পাণ্ডবে জিনিব রণে; হেন আশা করি মনে,
যুদ্ধ হেতু করিষু উপায় ।
তিনলোক নবে জ্ঞানি, দেবতা অনুর মুনি,
বাখামেন ভীষ্ম মহাকাব্য ॥
সেনাপতি করিউরে, ভাসি সুখ পাণ্ডাপারে,
সমরে জিনিব অরিগণে ।
মনে হেন করি সাধ, বিধি তাহে দেয় বাদ,
হানবল হই প্রীতি রণে ॥
দ্রোণ ভীষ্ম মহাসজ্জ; কুপ শল্য সৌমদন্ত,
আর বত মহারাজগণ ।
পাণ্ডবের স্নেহ করি, অত্রধর্ম পরিহারি;
সব মেলি উপেক্ষিলা রণ ।
রণে পড়ে সৈন্যগণ, ব্য কুল আমার মম,
তাহে কেহ না করে উদ্বেগ ।
দেখি এই সব রাত, মহাভয় উপস্থিত,
কি করিব কহ সবিশেষ ॥
ভূমি উদাসীন রণে, মম দুঃখ বিমোচনে,
আর কেবা সংগ্রাম করিবে ।
নিবেদন শুন পরে, ভল যুক্তি দেও মোরে,
কি উপায়ে পাণ্ডব মরিবে ॥
বলিলেন কর্ণ পরে, শুন কুরুর মরবরে;
সুযুক্তি বিচার এই কয় ।
বুঝিয়া করিলে কার্য্য, তবে সে পাইবা রাজ্য
হইবে পাণ্ডব পরাজয় ॥
গঙ্গ পুত্র কুপ দ্রোণ, আর বত বোদ্ধাগণ,
না ছাড়েন পাণ্ডবের আশ ।

পাণ্ডব ও মত ভক্ত, তাহে ভীষ্ম আশঙ্ক,
সেনাপতি কর্ম্মতে উদ্যম ॥
বসিয়া দেখুন বুদ্ধ, আমি করি কার্য্য সিদ্ধ,
পাণ্ডবের করিয়া সংহার ।
ভাঁহার মিকটে গিয়া, বল ভীষ্মে বুঝাইয়া,
এই ভাল মন্ত্রণার সার ॥
কর্ণের মন্ত্রণা শুনি, হিতবাক্য মনে গনি,
রাজা গেল ভীষ্মের শিবির ।
নিবেদিল কুরুরাজ, সাধিতে আগুন কাষ;
শুন ভীষ্ম লিভামহ বীর ॥
গীকার করিলে পুরু, সংহারিব তৈরি সর্ক,
এবে কর উপেক্ষিয়া রণ ।
আমার সৌভাগ্যো নাশে; চতুর্দিশে শত্রুহাসে
আজ্ঞ কর করি কি এখন ॥
কর্ণের সেনাপতি; করুক পাণ্ডু সংহতি,
উপেক্ষা না হবে তার মনে ।
করে বড় অহঙ্কার, সবাক্কে পরিবার,
পাণ্ডবে নাশিবে এই রণে ॥
দুর্যোধন বাক্যানলে, ভীষ্মের শরীর জলে,
রক্তচক্ষে উঠিলেন রোষে ।
বলিয়া ছি অগ্রে তোকে, শুনিয়াছে সর্কলোকে,
হিত না শুনিলি কর্ম্মদোষে ।
আমাকে বলিল বুদ্ধ, কর্ণে কিবা সাধে সিদ্ধ,
বল কর্ণ কি করিতে পারে ।
যখন গন্ধর্ববরে, বাজিয়া লইল ভোরে
কর্ণ বীর কি কবিল তারে ॥
উত্তর গোগৃহ রণে, সাজি গেল সৈন্যগণে,
গোধন বেড়িল গিয়া সবে ।
একেস্বর ধনঞ্জয়; গোধন কাড়িয়া লভ;
কর্ণ বীর কি করিল তবে ॥
মহাবল পঞ্চজন, পালিয়াছে সত্যাগণ
দেবগণ প্রাশংসম যারে ।
এ তিন ভুবন মাঝে, কে পারে সমর কাষে,
কহিতে অনেক জল পারে ॥
ইন্দ্রকে জিনিয়া রণে, দহিলা খণ্ডববনে,
অগ্নিতে অর্পিল একেশ্বরে ।
নিবাত কবচ জিনে, কালকেয় আনিগণে,
পার্শ্বে জিনে কে আছে সমরে ॥
এতেক দুর্জার রণে, তাহে সখা রাজা পাণ্ডব
সমূহ গঞ্চালগণ সাত্তে ।
পূর্ণব্রহ্ম সত্যতন, যার সৃষ্টি ত্রিভুবন;
আগনি সারথ্য কর্ম্ম হাতে ॥

পূর্ববাক্য নিয়া মন, শুভ বলি দুর্বোধন,
 নন্দিলেয়ে ছিলেন শ্রীহরি ।
 বত শিশুগণ সঙ্গে, গোধন চরান রজে,
 মহা আনন্দে ত ব্রজপুত্রী ।
 বত ব্রজবাসীগণ, করে বজ্র আরম্ভণ,
 সুরগতি পুজন কারণ ।
 তা দেখিয়া জনাধিন, সেই সর্ব আয়োজন,
 পূর্বতে করিলা নিবেদন ॥
 জনি ক্ষুদ্র সুরমাথ, সর্ব দেবে লয়ে সাত,
 হস্তী সহ যত মেঘগণ ।
 অহোরাত্রি ঝড় বৃষ্টি, করিয়া মজান সৃষ্টি,
 ত্রাসিত হইল সর্বজন ॥
 বত গোপ ব্রজবাসী, কাতর হইয়া আসি,
 শ্রীকৃষ্ণের শরণ লইল ।
 তাহা দেখি নারায়ণ, ধরিলেন গোবর্দ্ধন;
 ইন্দ্র কোণ বিকল চইল ।
 দিবানিশি নাতি জ্ঞান, ত্রিভুবন কম্পবান,
 বজ্রঘাত হইল সমস্ত ।
 সাত দিন হেনমতে, করিলেন সুরমাথে,
 না পারিয়া হইল বিরত ॥
 সুরগতি যান স্বর্গ, বক্ষা পাল গোপবর্গ,
 গোকুলের সুচল উৎপাত ।
 এবে সেই নারায়ণ, পাণ্ডবের অন্তর্কণ,
 রাখিলেন পুত্র যেন তাত ॥
 কাহার যোগ্যতাভারে, বিনাশ করিতে পারে,
 বাহার সাফল্য লভায়ায়ণ ।
 যদি না রাখেন হরি, মিমিবে সংহার করি,
 সৈন্য পণ্ডব পঞ্চজন ।
 কল্য হবে মহারথ, সঙ্কারিব অস্ত্রগণ,
 সাধ্য নাহি নিবারিতে পারে ।
 ভীষ্মের বচন শুনি, হরষিত কুরুমণি,
 চলিলেন আপনায় যবে ॥
 ব্যাস বিরচিত গাথা, অপূর্ব ভারতকথা,
 শ্রুতমাত্র কলুষ বিমাশে ।
 কমলাকান্তের হৃদ, সুজনের মনঃপুত,
 বিরচিত কাশীরাম দাসে ॥

বর্ষ দিনের যুদ্ধারম্ভ ।

পঞ্চদিন প্রভাতে সাজিল দুই দল ।
 নানা বাণ্য সহ করে সৈন্য কোলাহল ॥
 নানা বর্ণ পতাকা উভয় রথযজে ।
 সিংহনাদ করে সুবে থাকি রথ গজে ॥

মহারথী রথীগণ ধনুজর বলে ।
 সিংহনাদ করিয়া সমর স্থলে চল ॥
 রথিকে ধাইল রথী মাতজে মাতজ ।
 সৈন্যের যুদ্ধ হয় দেখিতে আতজ ॥
 ভল্ল স্ত্র মুদার শেল ভূমণ্ডী তোমর ।
 নানা অস্ত্র মারে যেন বর্ষে জলধর ॥
 গজ হাতে কোন বীর অতি বেগে ধায় ।
 গজ অস্থ মারয়ে সম্মুখে বারে পায় ॥
 সহদেব মহাবীর মাদ্রীর নন্দন ।
 অসি চর্ম্ম ধরি করে আরম্ভিল রণ ॥
 রণদর্প করি বীর প্রবেশি সমরে ।
 শত বীরগণে দিলা যমধরে ॥
 শত শত হস্তী মরি পদাতি বহল ।
 মারিলেন কত সৈন্য নাহি তার কুল ॥
 সৈন্যেরা রিমানা দেখি শকুনি রোষিল ।
 একবারে ত্রিশবাণ সঙ্কান পুরিল ॥
 সঙ্কান পুরিয়া বীর শীঘ্র এড়ি বণ ।
 সরিলেন সহদেব তাহা খাম খান ॥
 অস্ত্র বার্থ দেখি রাবে শকুনি দুর্মতি ।
 সঙ্কান পুরিয়া বাণ মারে শীঘ্রগতি ॥
 পুনঃ যত অস্ত্র মারিল শকুনি ।
 শীঘ্রান্তে সহদেব ফেলিলেন হানি ॥
 মহাকোপে ধাইলেন খড়্গা মিয়া হাতে ।
 মারিলেন অস্থ সহ সারথির মাথে ॥
 অস্থ সহ সারথি সমরে গেল কাটা ॥
 গলাইল শকুনি ভাজিল বক্ষ পাটা ॥
 শকুনি সরিয়া গেল ভ্যাজিয়া সমর ।
 রথে চড়ি সহদেব মিল ধনুঃশর ॥
 ক্ষয়দ্রুহ নকুল বাধিল যোর রণ ।
 নানা অস্ত্র করিলেন দৌড়ে বরিষণ ॥
 দৌঁহাকার অস্ত্র দৌঁহে নিবারেন শরে ।
 পরাজয় কাহারো না হইল সমরে ॥
 বৃষ্টিভ্রম ভূরিশ্রবা রণ যোরভর ।
 সর্বলোক দেখিলেন থাকিয়া অন্তর ॥
 আঘাত প্রাপ্তে যেন বর্ষে জলধর ।
 ততোধিক দুইজনে বরিষেন শর ॥
 সহস্র সহস্র সেনা পড়িল সমরে ।
 জোণাচাৰ্য্য দেখি তাহা ক্রমিলেন গরে ॥
 মহাকোপে জোণাচাৰ্য্য বরিষেন শর ।
 লক্ষ লক্ষ সেনাগণে দিল যমধর ॥
 তাহা দেখি রোষিলেন অভ্যুত নন্দন ।
 করিলেন জোণ প্রাত বাণ বরিষণ ॥

বাণে নিবারিল তাহা দ্রোণ মহাশয় ।
 কুপিত হইল দেখি অর্জুন তনয় ॥
 একেবারে শত শর সন্ধান করিল ।
 দ্রোণচার্য্য বামাঘাতে তাহা নিবারিল ॥
 ছাড়িলেন ক্রোধে অভিমন্যু দশব'ণ ।
 হইল দ্রোণের ধনু তাহে খান খান ॥
 অন্য ধনু লন গুরু চক্ৰ পালটিতে ।
 সেও ধনু কটিলেন নাহি গুণ দিতে ॥
 পুনঃ দ্রোণাচার্য্য বত ধনু লন ।
 বাণেতে কটিন তাহা অর্জুন নন্দন ॥
 দিবা অস্ত্র বীরবর ছাড়িলেন রঞ্জে ।
 দ্রোণের কবচ ভেদি প্রবেশিল অঙ্গে ॥
 মুচ্ছিত হইয়া দ্রোণ পড়িলেন রথে ।
 অভিমন্যু সৈন্যগনে দিল বন প'শ ॥
 সহস্র সহস্র রথী গজ অগণন ।
 মারিলেন কত সৈন্য কে করে গণন ॥
 কতকণে চৈতন্য পাইয়া দ্রোণ গুরু ।
 মহাকোণে কল্পনাম কাণে বক্ৰ উক্ল ॥
 পুনর্বার করিলেন অস্ত্র বরিষন ।
 গরে শর নিবারিল অর্জুন নন্দন ॥
 দৌহে দৌহা অস্ত্র বিকি করি প্রাণপণ ।
 দৌহাকার অস্ত্র দৌহে করিল বারণ ॥
 পরস্পর যুদ্ধে রত বত যোদ্ধাগণ ।
 পড়িল যতক সৈন্য কে করে গণন ॥
 ভল্লাস্তু মুকুর শেষ ভুশণী তোমর ।
 চক্ৰ শূল শক্তি জাঠা বর্ষে নিরন্তর ॥
 শ্রাবণ ভাদ্রেতে যেন জল বর্ষে ধারে ।
 সেইমত বীরগণ নালা অস্ত্র মারে ॥
 শ্রীহরি সারথি রথে পার্থ ধনুর্দ্ধর ।
 মারিলেন ভীষ্মের উপরে ভীক্ষুশর ॥
 শরে নিবারিয়া গজার নন্দন ।
 অর্জুনে চাহিয়া বীর বলিল চবন ॥
 গাঁচ দিম যুদ্ধে সবে গিয়াছিল ধর ।
 অন্য যুদ্ধ দেখাইব মহাভয়কর ॥
 ইহা জানি অর্জুন সমরে দেহ মন ।
 দেখিব কেমন আজি রাখ সৈন্যগণ ॥
 এত বলি ভীষ্ম রাণ করিল সন্ধান ।
 অর্জুন উপরে পড়ে চোখাং বাণ ॥
 নিবারেন বাণে বাণ পার্থ ধনুর্দ্ধর ।
 আশ্চর্য্য মানিল দেখি দেব দৈত্য নর ॥
 গরে ভীষ্ম পঞ্চ বাণ মারিলেন রোষে ।
 মুর্ত্তিনন্ত হয়ে বাণ শূন্য পথে আসে ॥

দেখি পার্থ দুই বাণ পুরিল সন্ধান ।
 অর্জু পথে কাটিয়া করিল খান খান ॥
 দেখি মহা কোপান্বিত গজার নন্দন ।
 আকাশ ছাইয়া বাণ করিল ফেপন ॥
 শ্রীকৃষ্ণ সারথি আর পার্থ ধনুর্দ্ধর ।
 বাণে বাণে দুইজন হইল অর্জুন ॥
 মহাকোণে পার্থ এড়িলেন অস্ত্রগণ ।
 কাটিলেন রথের সারথি শরাসন ॥
 আটবানে মারিল রথের চারি হয়ে ।
 আশীবাণে বিকিলেন গজার তনয়ে ॥
 লক্ষ বাণ মারিলেন সৈন্যের উপরে ।
 তর গজ রথিকে পাঠান ব'ঘরে ॥
 অন্য রথে চড়ি ভীষ্ম অন্য ধনু মিয়া ।
 বাণ বৃষ্টি করিলেন আকাশ ছাইয়া ॥
 শূন্যমার্গ রুদ্ধ হয় না চলে বাতাস ।
 বাণে সূর্য্য অচ্ছাদিল রহিত প্রকাশ ॥
 লক্ষ লক্ষ সৈন্যকে মারিল গজাস্থত ।
 শত শত গজ নরে সহিত ম'হত ॥
 হেনমতে উভয়ে কইল বত রণ ।
 লেখা মাধ্যম নহে তাঁহা বাছল্য বর্ণন ॥
 মহাকোণে পার্থ পুনঃ করিয়া সন্ধান ।
 করিলেন ভীষ্ম ধনু বাণে দুইখান ॥
 সারথির মাথা গেল সহ অশ্রু চারি ।
 ধ্বজ রথ কাটিলেন বিক্রমে কেনরী ॥
 দেখি গজা পুত্র বড় লজ্জা পান মনে ।
 অন্য রথে চড়ি ধনু লইল তৎক্ষণে ॥
 বলিলেন ভীষ্ম গুণ কৃষ্ণ মহাশয় ।
 করিল অদ্ভুত রণ কুন্তীর তনয় ॥
 এবে মম পরাক্রম দেখ গদাধর ।
 সাবধানে বৈল কৃষ্ণ রথের উপর ॥
 অর্জুনেরে রাখ আর রাখ সৈন্যগণ ।
 এ বড় ভীষ্মের অস্ত্র নাশে ত্রিভুবন ॥
 এতক বলিয়া ভীষ্ম মিল মহাশর ।
 নারায়ণ নাম তার খ্যাত চরাচর ॥
 সেই শর অভিবিক্ত গাঁজের করিল ।
 মস্ত্র পুত করিয়া ধনুকে ব'গাইল ॥
 বিক্ষুব্ধ হইল অস্ত্র বিক্ষুব্ধ অবতার ।
 পাণ্ডবের অস্ত্রধারী করিবে সংহার ॥
 সসৈন্যে পাণ্ডবগণে বত ধনুর্দ্ধর ।
 সবারে সংহার করি দিবে ব'ঘঘর ॥
 এতক বলিয়া বীর ধনুক ধরিল ।
 অর্কণ পুরিয়া বাণ সন্ধান পুরিল ॥

বাণ চৈতে বিমুখভেজ হইল প্রকাশ ।
 যেন লক্ষ রবি আসি ছাইল আকাশ ॥
 দেখি সব দেবগণ ভাবিতে লাগিল ।
 সসৈন্যে পাণ্ডব বুঝি সংহার হইল ॥
 ভূমি কম্প হইল নড়িল চলাচল ।
 বাসুকি নাগের ফণা করে টলমল ॥
 দেখিয়া পাইল ভয় প্রভু নারায়ণ ।
 চাহিয়া অর্জুনে তবে বলেন বচন ॥
 জগত নাশিতে শক্তি ধরে এই বাণ ।
 দেবাসুর গন্ধর্বেতে নাহি পরিজ্ঞান ॥
 অস্ত্র ধনু ভ্যাগ কর শুন বীরবর ।
 বিমুখ হইয়া বৈস রথের উপর ॥
 অর্জুন বলেন দেব না হয় উচিত ।
 ক্ষত্রিয়ের্মে গ্রাণে ভয় অতি অবিহিত ॥
 শ্রীহরি বলেন নহে কথার সময় ।
 আমার শপথ অস্ত্র তাজ ধনঞ্জয় ॥
 ধনু অস্ত্র তাজি বীর বসিল বিমুখে ॥
 নারায়ণ ডাকিয়া বলেন সর্বলোকে ॥
 পাণ্ডব সৈন্যেতে যত আছ অস্ত্রধর ।
 বিমুখ হইয়া সবে তাজ ধনুশর ॥
 উঠেঃশুরে শ্রীহরি বলেন যনে ঘন ।
 শুনিয়া করিল অস্ত্র ভ্যাগ সর্বজন ॥
 নৃপতি সহিত আর যত যোদ্ধাগণ ।
 বিমুখ হইল সবে বিধা ভীমসেন ॥
 তাহা দেখি গোবিন্দ বলেন ব্রহ্মদেবে ।
 পতঞ্জয় প্রায় কেন পুড়ে মর শরে ॥
 এই ভিক্ষা দেও মোরে শুন মহাবল ।
 অস্ত্র তাজি পৃষ্ঠ দিয়া থাকিবা কেবল ॥
 বলিলেন ভীম ইহা না বল আমারে ।
 প্রাণ দিব তবু পৃষ্ঠ না দিব সমরে ॥
 ভারতের যুদ্ধে আমি করিলাম গণ ।
 সমরেতে পৃষ্ঠ নাহি দিব কদাচন ॥
 কি কারণে প্রাণ ভয়ে রণে ভজ দিব ।
 নিজ ধর্ম তাজি কেন নরকে মজিব ॥
 এত বলি গদা ধরি রহিলেন বীর ।
 দেখিয়া তাহাতে চিন্তা হইল হরির ॥
 মহা তেজোময় অস্ত্র গগনে ধাইল ।
 পাণ্ডবের সৈন্যে অস্ত্রধারা না পাইল ॥
 ভীম হস্তে গদা দেখি কোপে আসে বাণ ।
 প্রজ্জলিত অগ্নি যেন পর্কিত সমান ॥
 ঘোর নাদে গজেন্দ্রশর ভীমে বিনাশিতে ।
 নারায়ণ দেখি তাহা লাগিল চিন্তিতে ॥

রথ তাজি ধাইলেন গোবিন্দ সত্ত্বরে ।
 আচ্ছাদিল ভীমসেন নিজ কলেবরে ॥
 মহাতেজোময় অস্ত্র সংসার ব্যাণিল ।
 কৃষ্ণার্শে নিজ ভেজ সব সম্বরিল ॥
 আপনার তেজ হরি আপলি ধরিয়া ।
 করিলেন ভীমে রক্ষা অস্ত্র নিবারিয়া ॥
 দেবগণ করিল ইহাতে জয় জয় ।
 দেখিয়া পাণ্ডবগণ সানন্দ হৃদয় ॥
 গজ পুত্র হইলেন আনন্দিত মন ।
 ধনু এড়ি করিলেন কৃষ্ণের শ্ববন ॥
 জয় জয় নারায়ণ ভুবন কারণ ।
 অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি অখিল ভারণ ॥
 নমোঃ বাসুদেব মুকুন্দ যুবারি ।
 নমস্তে মাধব জয় দুই মর্পহারি ॥
 সাধু পাণ্ডু সাধু কুলী পুত্র জন্মাইল ।
 ত্রিজগদীশ্বর যার সারথি হইল ॥
 করিল ইত্যাদি স্তব ভীয়া বীরবর ।
 আপনার সানন্দে গেলেন গদাধর ॥
 গাণ্ডীব লইয়া হাতে উজ্জের নন্দন ।
 করিল মূল ধারে অস্ত্র বরিষণ ॥
 সহস্র সহস্র রথী গজ অগণন ।
 বাণে কাটি গঠাইল শমন সমন ॥
 ধনুক ধরিয়া ভীম্য পুরিল সন্ধান ।
 নিমিষেতে নিবারিল অর্জুনের বাণ ॥
 নিবারিয়া অস্ত্র পুনঃ এড়িলেন শর ।
 বাণে নিবারিল তাহা পার্শ্ব খনুর্জর ॥
 পরস্পর দৌড়ে অস্ত্র করিল ধারণ ।
 দৌহাকার অস্ত্র দৌড়ে করিল বারণ ॥
 হেনমতে বহু যুদ্ধ হয় দুইজনে ।
 নাহি লিখিলাম সব লীর্ষ শঙ্কা মনে ॥
 জোখে ভীম পঞ্চ শর মারিলেন শেব ।
 কবচ ভেদিয়া অঙ্গে করিল প্রবেশ ॥
 করে ধরি অস্ত্র পার্শ্ব করিতে বাহির ।
 মারিল অযুতবথী ভীম্য মহাবীর ॥
 জয় শব্দ দিয়া বীর ফিরাইল রথ ।
 সন্ধ্যা জ্ঞানি যান সবে শিবিরের পথ ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত লহরী ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনি ভবতরি ॥
 যুধিষ্ঠির প্রীতি অর্জুনের শ্রীকৃষ্ণর
 মহিমা কথন ।
 শিবিরেতে গিয়া যুধিষ্ঠির মহাশয় ।
 কহিল গোবিন্দ প্রীতি করিয়া বিমর ॥

পিতামহ করিলেন সমস্ত নিধন ।
 এবে কি উপায় করি কহ নারায়ণ ॥
 বিশ্ব অস্ত্র বাহির করিল স্তম্ভধাম ।
 দেবাসুরে কেহ তার না জানেন নাম ॥
 আইল করিতে অস্ত্র ভীমেরে সংহার ।
 আপনি করিলা রক্ষা সংসারের সার ॥
 মম মনে হুহু বাহা শুন হৃষিকেশ ।
 রাজ্যে কার্য্য নাহি বলে করিব প্রবেশ ॥
 অর্জুন বলেন শুন ধর্ম্ম নৃপবর ।
 অমঙ্গল চিন্তা কেন কর নিরন্তর ॥
 আমাদের রক্ষাকর্ত্তা কৃষ্ণ সর্বকাল ।
 পুর্কের ব্রহ্মাস্ত্র কহি শুন মহাপাল ॥
 তীর্থ পর্য্যটনে আমি গেলাম যখন ।
 ভ্রমিতেই বাই দ্বারকাত্ত্বন ॥
 সুগন্ধি কনক পুষ্প গন্ধ মনোহর ।
 সন্ধানিত সুতাকে দিলেন দামোদর ॥
 দেখিয়া হইল মুগ্ধ রাক্ষসীর মন ।
 শরীর ত্যাগিব হেব করিলেন গণ ॥
 এ সকল ব্রহ্মাস্ত্র জানিয়া নারায়ণ ।
 পুষ্প হেতু মোরে অজ্ঞা দিলেন তখন ॥
 আমি কহিলাম পুষ্প আছে কোম স্থানে ।
 হরি কহিলেন আছে কদলা উদ্যানেন ॥
 সেইক্ষেণে ধনুর্বাণ লঙ্কাম আমি ।
 গেলাম কদলা বনে অতি ক্ষতগামী ॥
 ভ্রমিতেই দেখি পুষ্প মনোহর ।
 রক্ষক আছেয়ে চারি কর্কেট বানর ॥
 পুষ্প তুলিবারে মম উদ্যোগ হইল ।
 দেখিয়া তাহার্য্য মোরে নিষেধ করিল ॥
 না মানিয়া পুষ্প আমি তুলি নিজ মনে ।
 দেখিয়া ধাইয়া তারা গেল চারি জনে ॥
 গিয়া হস্ত্যাসনে কহিল সমাচার ।
 স্তম্ভযাত্র আইলেন পবন কুমার ॥
 কহিলেন আমাকে দেখিয়া ক্রোধ মন ।
 অন্যায়া ক্রোড় চোর জনেরে বচন ॥
 বাইতে শমন পুরা ইচ্ছা বুঝি তোমার ॥
 এ জন্য তুলিলি পুষ্প উদ্যানেন্তে মোর ।
 ইচ্ছা চক্ষু দেবগণ না আইসে ভরে ।
 অধম ক্রোড় কেন আইলি ভিতরে ॥
 নিত্য আমি পূজা করি রঘুবীরে ।
 যাহার প্রসাদে আছি অক্ষয় শরীরে ॥
 দুর্জয় রাবণ যেই বিখ্যাত সংসারে ।
 সর্বংশে দিলেন যিনি তারে বদ্বাহর ॥

বিদ্যাবনে রাজ্য দিলেন চিরকাল ।
 বালিরাজে মারিলেন তেঁদি সপ্ততাল ॥
 যার শুণে বনে বানর বন্ধি হয় ।
 অনায়া সাগর যার হস্তে সেতু লয় ॥
 মনুষ্য হইয়া তোম সাহস অদ্ভুত ।
 যমপুরী বাইবারে সৃজিলেরে পথ ॥
 আমি কহিলাম তুই জাতিতে বানর ।
 কল তুল খায়ে ভ্রম বনের ভিতর ॥
 না জানিয়া কটুস্তর বলিঙ্গ আমারে ।
 যদি প্রাণে মারি তোরে কে রাখে সংসারে ॥
 বড় বীর বলিয়া জানিস রঘুবীরে ।
 সংসারে তাহার বল আছে দুই চরে ॥
 বানরে পাখর দিয়া সেতু করে স্থির ।
 তাহাতে হইল পার সেই বড় বীর ॥
 অগনি শরেতে যদি বাঞ্ছিত সাগর ।
 তবে আমি কহিতাম তারে বীরবর ॥
 কোথো হনু বলে শুন ক্রোড় অধম ।
 ত্রিভুবনে খ্যাত বত তীরাম বিক্রম ॥
 হর ধনু তাঙ্গিলেন জিনি অবহেলে ।
 পরশুরামেরে যিনি জিনিলেন বলে ॥
 শরেতে সাগর বান্দা তার চিত্ত নহে ।
 কটকের মহাভার কি প্রকারে সছে ॥
 এ কারণে বাঞ্ছিলেন পাষণে সাগর ।
 করিলি বামের মিন্দা অধম গামর ॥
 ইহার উচিত ফল পাবি মম ঠাই ।
 গড়িলে আমার হাতে অব্যাহতি নাই ॥
 তুই যদি মহাবীর বড় ধনুধার ।
 শরেতে সাগর বান্ধি মোরে পার কর ॥
 আমার ভরেতে যদি তবে বন্ধ রয় ।
 তবে তবে লখা হই এ কথা নিশ্চয় ॥
 যদিপি আমার ভরে বান্ধ হয় ভঙ্গ ।
 এখনি সাক্ষাতে তোরে দেখাইব রঙ্গ ॥
 আমি কহিলাম যদি বান্ধিব সাগর ।
 তুই কি হইবি পার বত নিশাচর ॥
 তোম ভরে বন্ধি মম বান্ধ ভঙ্গ হয় ।
 তবে আমি পরাজয় মানিব নিশ্চয় ॥
 কহিলাম এই বত প্রতিজ্ঞা তখন ।
 সাগরের তীরে গেলাম তুই জন ॥
 ধনুক ধরিয়া আমি দিলাম টঙ্কার ।
 বৃষ্টি ধারা বেম অস্ত্র হইল সঞ্চার ॥
 গদ্য শস্ত্র আমি বান কে করে গদন ।
 নিমিষেতে বান্ধিলাম শতক যোজন ॥

বন্ধ দেখি হনুমান সবিস্ময় মন ।
 জ্ঞানিলাম কিরাত নহে হবে কোম জন ॥
 বৃত্তি কোম দেবতার বিপাকে পড়িল ।
 আমার সহিতে আসি বিবাদ করিল ॥
 আমারে চাহিয়া বীর বলিলেন হাসি ।
 ক্ষণেক বিলম্ব কর শীঘ্র আমি আসি ॥
 এত বলি উত্তরে চলিল মহাবীর ।
 বাড়াইল উভে শত যোজন শরীর ॥
 লোমেহ মহাবীর পরিত বাঙ্কিল ।
 কত শত গিরি ধরি স্কন্ধ দেশে মিল ॥
 মহাবেগে আসিলেক কৃতান্ত আকার ।
 লুকাইল রবিতে জ সর্পি অন্ধকার ॥
 প্রাণয়ের ঝড় সম শুনি মহাশব্দ ।
 চমকিত ভাবে আমি হইলাম স্তব্ধ ॥
 নিরখিয়া দেখি রূপ অতি ভয়ঙ্কর ।
 হনুমাণে চিনি মম কাপিল অন্তর ॥
 এমত কুবুজি মোরে কেন দিল হরি ।
 সকল থাকিতে হনুমাণে বৈরি করি ॥
 লিপীলিকা পাখা খসি ছেঁড় মরিবার ।
 ভেমতি হইল যোরে কুবুজি সঞ্চার ॥
 মহাভয়ে সেইকালে স্মরি মনে মন ।
 জানিশেন অন্তর্যামীর সব নরায়ণ ॥
 হনুমান অজ্ঞানে হইল বিসম্মদ ।
 মহাবীর হনুমান যতাবে প্রোদাদ ॥
 এতেক চিন্তিয়া প্রভু আসি অনুরাগে ।
 রহিল কছপ রূপে বন্ধ মিল্লভাগে ।
 হনুমান কোণে ডাকি আমা প্রতি বলে ।
 এবে বন্ধ বন্ধ কর প্রতিজ্ঞা করিলে ॥
 আমি পড়ি সঙ্কটে সাহস করিলাম ।
 নিঃশঙ্কিতে হস্ত পার ডাকি বলিলাম ॥
 হনুমান ভরে কম্পমানা বসুমতি ।
 বাঙ্কে এক পদ দিল মনে ক্রুদ্ধ অতি ॥
 আর গম তুলিয়া ফেলিতে মহাবীর ।
 কছপের মুখ দিয়া বহিল ক্রোধি ॥
 হইল অরুণবর্ণ সাগরের জল ।
 তাহা দেখি চিন্তিত হইল মহাবল ॥
 মম ভর পৃথিবী সহিতে নাহি পারে ।
 পর বন্ধ কি প্রকার রহিল সাগরে ॥
 কিবা ছেঁড় বন্ধবর্ণ সাগরের নীর ।
 এতেক চিন্তিয়া জ্ঞান দৃষ্টি করে বীর ।
 খ্যানেতে জানিল প্রভু বাঙ্কের নীচেতে ।
 লাক দিয়া তটে পড়ে অতি ভয়ানক ॥

আমি পশু মূঢ়মতি ইহা নাহি জানি ।
 বাঙ্কের নিচেতে প্রভু রঘুকুলনবি ॥
 অজ্ঞান অধম আমি নিতান্ত বর্ধর ।
 না জানিয়া আরোহিহু প্রভুর উগর ॥
 তদন্তে বহুপ রূপ ত্যজিয়া মুখারী ।
 হইলেন দুর্জয়াল শ্যাম ধনুজারী ॥
 হনুমান প্রতি পরে বলিলা বচন ।
 আমার পরম ভক্ত ভোমা দুই জন ॥
 দুই জনে প্রতি কর ছাড় মনে রেখ ।
 আমাকে করিবে ক্ষমা অজ্ঞানের দোষ ॥
 বলিলেন হনুমান করিয়া বিনয় ।
 গাপ কর্ম করিলাম আমি গাপশয় ॥
 অপরাধ ক্ষমা কর প্রভু রঘুশয়ি ।
 অজ্ঞান অধম পশু কিছু নাহি জানি ॥
 শুনি হরি উত্তরের সখা করাইয়া ।
 উত্তরে শান্ত করি গেলেন চলিয়া ॥
 হনুমান আমা চাহি বলিল বচন ।
 তুমি আসি হইলাম সখা দুইজন ॥
 সর্দদা ভোমার আমি সহায় থাকিব ।
 সমর সঙ্কটে তব সাহায্য করিব ॥
 এতেক বলিয়া বীর চলিল উত্তর ।
 পুষ্প মিয়া আইলাম দ্বারকানগর ॥
 বড় সঙ্কটেতে রাখিলেন মোরে ।
 শুন ধর্ম মহারাজ মা চিন্ত অন্তরে ॥
 এত বলি প্রবোধেন পার্শ্ব ধর্ম লুপে ।
 রজনী বাঙ্কলা নামা প্রসঙ্গ আলাপে ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

সপ্তম দিনের যুদ্ধারম্ভ ।

পর দিনে দুই দল আসিয়া সকলে ।
 প্রায় সমর যেন সমুদ্র উথলে ॥
 সিংহনাদ শব্দনাদ গজাশব্দ গজ্ঞন ।
 ধনুক টঙ্কারে ঘোর সান্দ্রন নিশ্বন ॥
 রথকে ধাইল রথী গজ ধায় গজে ।
 অথারোহি অথারোহি পদাতিক মুখে ॥
 যুধল যুদ্ধার শেল পরশু ভোমর ।
 ভূষণ্ডি গাট্রি বগদা বর্ষে নিরন্তর ॥
 দুই দলে মহাযুদ্ধ মহা কোলাহল ।
 যেমন প্রায় কালে সমুদ্র কল্লোল ॥
 ভীষ্মজ্ঞানে ঘোর যুদ্ধ কি দিব তুলনা ।
 বাণ বৃষ্টি নিরন্তর কে করে বর্ণনা ॥

মুখল ধারায় যেম বরিষয়ে যেনে ।
 তাহুশ অস্থ্য রুটি রখী ছুইজনে ॥
 ভীমসেন মহাবীর প্রবেশ সমরে ।
 সহস্র সহস্র রখী দিল বম্ব ধরে ॥
 গদা হস্তে ভীমসেন সেই দিকে খান ।
 বড় বড় খোজাগণ ভয়ে কম্পমান ॥
 দেখিয়া রোষিল বীর জ্রোণের নন্দন ।
 করিলেন ভীমোপরি বাণ বরিষণ ॥
 অস্থ্যখামা দেখি বীর চড়িলেন রথে ।
 গদা এড়ি ধনুঃশর তুলি নিল হাতে ॥
 সন্ধানেতে এড়িলেন চোখাং বাণ ।
 জ্রোণির যতেক অস্ত্র হয় খান খান ॥
 কাটিয়া সকল অস্ত্র বুকোদর বীর ।
 সুসন্ধানে বিজিলেন তাহার শরীর ॥
 দেখি অস্থ্যখামা কোপে এড়ি পঞ্চবাণ ।
 ভীমের যতেক অস্ত্র কৈল খান খান ॥
 দৌহে দৌহা অস্ত্র কাটে দৌহে মহাবল ।
 সমরে রোষিল বীর হইল অচল ॥
 ধনুক টঙ্কার দিয়া এড়ি পঞ্চবাণ ।
 জ্রোণির ধনুক কাটি করি ছুইখান ॥
 আরি দুই বাণ ছাড়েকি কহিব কথা ।
 রথ অস্থ্য কাটিলেন সারথির মাথা ॥
 সারথি পড়িল রথ হইল অচল ।
 এড়িলেন চোখাং বাণ ভীম মহাবল ॥
 বাণাঘাতে অচেতন জ্রোণের কুমার ।
 দেখি সব কুরুগণে করে হাহাকার ॥
 অন্য এক রথোপরি তাঁহারে লইল ।
 মহাবল ভীম সৈন্য বিনাশ করিল ॥
 কোটিং রখী মারি দিল বম্বালয় ।
 ভীমের সম্মুখে আর কেহ নাহি রয় ॥
 দেখি জুর্যোথন রাজা মহাভূত মতি ।
 রাজাগণে আদেশ করিল সৌভাগ্য ॥
 শুনিয়া কলিঙ্গ পত্ন সহোদর আগে ।
 ভীমেরে মারিতে যান ধনুঃধরি রাগে ॥
 চতুদ্দিকে বেড়ি সবে বরিষয়ে শর ।
 বাণে বাণ নিবারণ বীর বুকোদর ॥
 চোখাং বাণে বিজিলেন সবার শরীর ।
 রণে ভঙ্গ দিল সবে হইয়া অস্থির ॥
 এড়িলেন কোপে রাজা এক শত বাণ ।
 অর্জু পথে ভীম তাহা করি ছুইখান ॥
 মারিলেন পুঃ সপ্ত বাণ বুকোদরে ।
 খণ্ড খণ্ড রূপে তাহা পাড়ে ভীম পরে ॥

বাণ নিবারিয়া করি বাণের প্রহার ।
 সারথি সহিত অস্থ্য করিল সংহার ॥
 বিরথ হইয়া বীর ভানিলেন যেনে ।
 অন্ত রথে উঠি করে অস্ত্র বরিষণে ॥
 বাণ নিবারিয়া ভীম করি শরজাল ।
 চ'কিল রবির তেজ তিমির বিশাল ॥
 নিবারিতে না পারিল কলিঙ্গ রাজন ।
 রথের উপরে চড়ি নিজে অচেতন ॥
 রাজার সঙ্কট দেখি সহোদরগণ ।
 করিলেন ভীমোপরি অস্ত্র বরিষণ ॥
 তাহা দেখি বুকোদর গদা হাতে নিল ।
 নিমিষেক সবারে বম্বালয়ে দিল ॥
 সৈন্যগণ বিনাশিল পবন কুমার ।
 লক্ষ লক্ষ সৈন্যগণে দিল যমদ্বারে ॥
 চেতন পাইয়া উঠি কলিঙ্গ রাজন ।
 ভাই সব মরা দেখি মহাশোক মন ॥
 মাতঙ্গ বাটি সঙ্কল্প ছিল তার মনে ।
 সবারে আদেশি রাজা প্রবেশিল রণে ॥
 ডাকিয়া বলিল ভীমে শুভ বীরবর ।
 সমরেতে বিনাশিল যম সহোদর ॥
 আসিয়া আমার সঙ্গে করহ সমর ।
 হস্তির চালনে আজি দিব বম্বধর ॥
 শুনিয়া কহিল ভীম প্রতিজ্ঞা নিশ্চয় ।
 তোমাকে পাঠাব আজি কুতান্ত্র আলয় ॥
 যে সকল মাতঙ্গের কর অহঙ্কার ।
 মুক্তার বাতাসে সবে বাধে বম্বধর ॥
 গদার বাতাস বিনা না দিব আঘাত ।
 আমার প্রতিজ্ঞা এতে না হবে ব্যাঘাত ॥
 গদা মিয়া ধাইলেন পরে বীরবর ।
 কোপেতে ফিরান গদা মাথার উপর ॥
 আগমার তেজ ভীমে দিল হৃদয়কেশে ।
 উনপঞ্চাশত বায়ু গদায়ে প্রবেশে ॥
 গদা ফিরাইয়া বীর যান মহারোষে ॥
 উড়িয়া হস্তিগণে ফেলিল বাতাসে ॥
 আকাশেতে ঘূর্ণ বায়ু বহে নিরন্তর ।
 গদার বাতাসে তথা উড়িল কুঞ্জর ॥
 ঘূর্ণিত বায়ুতে হস্তী ঘূর্ণিভ হয় ।
 অদ্যাপিত ঘুরেছে পড়িবার নয় ॥
 বোজলেক স্থান মধ্যে যত সৈন্য ছিল ।
 গদার বাতাসে সব উড়াইয়া দিল ॥
 পর্কত কাননে কত পড়ে দেশান্তরে ।
 কতক পড়িল গিয়া সাগর ভিতরে ॥

দেখি সখ দেবগণে লাগে চমৎকার ।
 কোরবের সৈন্যগণ করে হাহাকার ॥
 পরে ব্রহ্মকোষ বীর খাইলেন রাগে ।
 একঘাতে কলিঙ্গেরে দিল বধ আগে ॥
 অশ্ব রথ চূর্ণ করি বাতাঁসে লইল ।
 দেখিয়া কোরব দলে আতঙ্ক হইল ॥
 দেখি জ্যোতির্ষ্য বাণ পুরিল সন্ধান ।
 বাহিরে বত চোখা চোখা বাণ ॥
 ছাড়িলেন সহস্র সহস্র একবারে ।
 ভীমের শরীর বিদ্ধ করিল প্রহারে ॥
 দেখি বীর ব্রহ্মকোষ গিয়া রথোপরে ।
 গদা এড়ি ধনুঃশর লইলেন করে ॥
 বাণ বৃষ্টি করি বীর নিবারিয়া শর ।
 নিজ অস্ত্রে বিদ্ধিলেন জ্যোতি কলেবর ॥
 দৌড়ে দৌড়া করিলেন অস্ত্র বরিষণ ।
 দৌড়াকার অস্ত্র দৌড়ে করয়ে বারণ ॥
 জয়দ্রথ নকুলেতে হয় মহারণ ।
 দৌড়ে দৌড়া বিদ্ধিলেন করি প্রাণগণ ॥
 শকুনি সহিত যুদ্ধে সহদেব বীর ।
 বাণেতে ক্ষয়প্রাপ্ত উভয় শরীর ॥
 ক্রুদ্ধ গরে সহদেব মাদ্রীর মন্দন ।
 কাটিলেন শকুনির কর শরাশয় ॥
 রথধ্বজ কাটিলেন সারথীর শির ।
 ভল্লাভ প্রহারি অঙ্গে করিলা অস্থির ॥
 বাণাঘাতে শকুনি হইল অচেতন ।
 অন্য রথে উঠাইয়া নিল যোদ্ধাগণ ॥
 অস্ত্রমন্ড্র জ্যোতি পুড়ে বাখিল সমর ।
 দৌড়ে মহাপরাজ্যান্ত মতাধনুর্জ্ব ॥
 মহাকাপে অস্ত্রমন্ড্র এড়ি বটি শর ।
 রথ অশ্ব সারথীরে দিল বধ ঘর ॥
 অন্য রথে চড়িলেন জ্যোতি পুত্র বর ।
 মারিলেন অর্জুনকে সহস্রেক শর ॥
 অল্প পথে কাটিলেন অস্ত্রমন্ড্র বীর ।
 সন্ধান পুরিয়া পুনঃ নির্ভয় শরীর ॥
 হেনমতে দুই জনে বরিষয়ে শর ।
 সংগ্রামে নিপুণ দৌড়ে মহাধনুর্জ্ব ॥
 ভূরিপ্রবা ক্রপদে সংগ্রামে অতিশয় ।
 সমান বিক্রম কারো নাহি পরাজয় ॥
 শ্রীহরি চালায় রথ পার্থ ধনুর্জ্বর ।
 ভীমের উপরে বীর বরিষণ শর ॥
 বাণে বাণ নিবারেন গঙ্গার মন্দন ।
 করিলা অর্জুনোপরি বাণ বরিষণ ॥

বাণে কাটি অর্জুন করিল নিবারণ ।
 পুনঃ দিব্য দল বাণ করিল ফেগণ ॥
 অশ্বসহ সারথিকে করিল সংহার ।
 বাণাঘাতে ভীষ্মবীর ব্যথিত অপার ॥
 পরে পার্থ লক্ষ শর এড়েন দুরিতে ।
 লক্ষ লক্ষ সেবা কাটি পাড়েন ভূমিতে ॥
 পার্থের বিক্রম দেখি ভীষ্ম নিল ধনু ।
 আশীর্বাদে বিদ্ধিলেন অর্জুনের তনু ॥
 অজ্ঞেতে প্রবেশ বাণ রক্ত বহে ধারে ।
 ছাড়িলেন বাতি বাণ কৃষ্ণে বধিবারে ॥
 সহস্রেক বাণ বীর মারিলেন স্বজে ।
 বাণাঘাতে কশিধ্বজ গঞ্জিল সহজে ॥
 লক্ষ লক্ষ বাণাঘাতে মরে সৈন্যগণ ।
 হয় গঙ্গা রথী পড়ে কে করে গণন ॥
 বহিল শোণিত নদী খরতরং প্রোভে ।
 রথ অশ্ব গজ পত্তি ভাসিল তাহাতে ॥
 ছাড়িলেন দিব্য অস্ত্র গাঙ্গেয় নিপুন ।
 সেই বাণে কাটিলেন গাণ্ডীবের গুণ ॥
 ধনুকেতে অন্য গুণ দিতে ধনঞ্জয় ।
 রথীদশ সহস্রেক মারিল দুজয় ॥
 লক্ষধ্বনি করি রথ ফরাইল বীর ।
 সন্ধ্যা জামি সর্বাঙ্গ চলিল শিবির ॥
 কোরব পাণ্ডব যান আপনার ঘর ।
 কাশী কহে সপ্ত দিন হইল সমর ॥

কৃষ্ণার্জুন কর্তৃক হলে দুর্যোধনের
 মুকুট আদায়ন ।

কোরবের যোদ্ধাগণ চলিল শিবির ।
 ভীষ্মের নিকটে গেল দুর্যোধন বীর ॥
 পিতামহ পদোপ্রান্তে করিয়া প্রণাম ।
 সবিনয়ে কহিলেন রাজা শুধাম ॥
 তোমার সমান বীর না দেখি সংসারে ।
 দেব দামবাতি সবে ভরে পরিহারে ॥
 নিঃকন্ঠি পৃথিবী করি রাম মহাশয় ।
 তোমার নিকটে হয় তাঁর পরাজয় ॥
 হেন মহাবীর ভূমি দুজয় সংসারে ।
 যুদ্ধভেদে তব লোক গার জিনিবারে ॥
 সাত দিন পাণ্ডব সহিতে তব রণ ।
 নিরীয়ে গৃহেতে যায় ভাই গঞ্জজন ॥
 বধ্যপি বাণেতে কালি না মার পাণ্ডবে ।
 অপঘণ তোমার যুধিবে লোক সবে ॥
 রোধিয়া উঠিল গুণি ভীষ্ম মহাবীর ॥
 তুণ হতে গঞ্জ শর করিল বাহির ॥

মহাকাল নাম তার জানে সর্বজন ।
সুরপতি বজ্রসম ভীষণ গজ্জন ॥
বাণ হস্তে করি বলে গজার নন্দন ।
কোন চিন্তা নাহি তব শুন দুৰ্য্যোধন ॥
কল্য রণে পাণ্ডবে নাশিব মহাবল ।
কিন্তু যদি দামোদর না করেন ছল ॥
কুশের কারণে বাঁচে তাই পঞ্চজন ।
নাহিলে কি শক্তি কার সহে মম রণ ॥
কালি পাণ্ডু পুত্রগণ যাবে এই শরে ।
তবে সে আসিব আমি আপনায় ঘরে ॥
দুৰ্য্যোধন শুনি মহা আনন্দ হইল ।
দিব্য অস্ত্র গৃহ তথা নির্মাইয়া দিল ॥
সেই গৃহে বহিলাম গজার নন্দন ।
দুৰ্য্যোধন ভাবিলেন জিনিলাম রণ ॥
যুধিষ্ঠির মহারাজ সব ভ্রাতৃগণ ।
অন্য বত যোদ্ধা আর দেব নারায়ণ ॥
সভা করি বসিলেন আপন-আলয়ে ॥
সহদেব জিজ্ঞাসিল দৈবকী তনয়ে ॥
কি মতে হইবে আজি সমর বিধান ।
প্রকাশ করিয়া কহ করুণা বিধান ॥
দুৰ্য্যোধন প্রার্থনাতে পিতামহ বীর ।
ভুগ হৈতে পঞ্চনর করিল বাহির ॥
পাণ্ডবে বধিব বলি প্রীতিজ্ঞার পরে ।
রহিলেন দ্বারদেশে না পেলেন ঘরে ॥
পাণ্ডবের হর্ভা কর্তা তুমি মহাশয় ।
বুঝিয়া করিবে কার্য্য উচিত যে হয় ॥
ইহা শুনি যুধিষ্ঠির পাইলেন ভয় ।
ভীষ্মের প্রীতিজ্ঞা কৃত্য লঙ্ঘন না হয় ॥
সবাক্ষরে কালি সবে হইব নিধন ।
কি উপায়ে রক্ষা পাব কহ নারায়ণ ॥
শ্রীহরি বলন রাজা তাহে চিন্তা নাই ।
ধনজয়ে সঙ্গে দেও আমি নিয়া যাই ॥
ছল করি ভীষ্ম স্থানে আমি পঞ্চবাণ ।
অরিক্ত যুচিবে হবে সবার কল্যাণ ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন হইয়া বিস্ময় ।
ছল করি কি রূপে আনিবা মহাশয় ॥
কহিলেনম কু শুন ধর্ম্মের নন্দন ।
কাম্যাবনে যে কালে তোমরা পঞ্চজন ॥
দূত মুখে দুৰ্য্যোধন শুনি সমাচার ।
দুই মন্ত্রিগণ সহ করিল বিচার ॥
দেখাইতে ঐশ্বর্য্য সে করিল গমন ।
সুদী দৈব্যা সাজিলেক বিনা ভীষ্ম জ্ঞান ॥

করিতে প্রভাস স্থান করিল যোষণা ।
সবাক্ষরে চলে সঙ্গে বত পুরজনা ॥
তোমাকে অমান্য করি প্রভাসেতে যায় ।
চিহ্নরথ পুষ্পাদ্যান ভাজিলেক তায় ॥
শুনি জ্ঞোথে আইল মঙ্গল বীরবর ॥
দুৰ্য্যোধন সহ তার হইল সমর ॥
কর্ণ আদি বত যোদ্ধা রণে ভঙ্গ দিল ।
নারীগণ সহিতে রাজাকে বাকি নিল ॥
অনুচর মুখে বার্তা করিয়া শ্রবণ ।
অর্জুনের পাঠাইয়া করিলা মোচন ।
ছুট হয়ে পার্শ্বেরে বলিল দুৰ্য্যোধন ।
মম স্থানে তাহা লও বাহা যায় মন ॥
বলিলেন পার্শ্ব এবে নাহি মম কাষ ।
সময় হইলে লব শুন কুরুরাজ ॥
সেই সভ্য হেতু আজি সে স্থানে যাইব ।
ছল করি নিজ কার্য্য উদ্ধার করিব ॥
এতক বলিয়া হরি পার্শ্ব দুইজন ।
শীঘ্রগতি চলিলেন যথা দুৰ্য্যোধন ॥
শ্রীহার বলিল আমি থাকিব বাহিরে ।
তুমি গিয়া মুকুট প্রার্থনা কর বীরে ।
মুকুট মন্তকে দিয়া যাব ভীষ্ম যথা ।
শর মাগি আনিব যুচিবে মনো বাধা ॥
শুনিয়া চলিল পাণ্ডু অতি শীঘ্রতর ।
জানাইল গিয়া দ্বারী নৃপতি গোচর ॥
শুনি রাজা দুৰ্য্যোধন ভ্রিত ডাকিল ।
অন্তঃপুরে দিব্যাসনে পার্শ্বে বসাইল ॥
জিজ্ঞাসিল কি জন্য করিলে আগমন ।
যে ব্যক্তি তোমার তাহা দিব এইজন ॥
অর্জুন বলিল রাজা পূর্বে অজ্ঞোকার ।
আমাকে মুকুট দিয়া সভ্য হও পার ॥
শুনি দুৰ্য্যোধন নাহি বিলম্ব করিল ।
তখনি মুকুট আমি অর্জুনেরে দিল ॥
মুকুট পাইয়া বীর হরষিত মন ।
তথা হৈতে চলিলেন ভীষ্মের সদম ॥
মুকুট শিরেতে বাকি উপনীত পার্শ্ব ।
দেখি ভীষ্ম সমাদর করিল যথার্থ ॥
কহিলেন বলি শুন রাজা দুৰ্য্যোধন ।
এত রাত্রি কি জন্য করিলে আগমন ॥
বলিলেন পার্শ্ব চাহি মহাকাল শয় ।
গৃহেতে পাণ্ডবে বধি জিনিব সময় ॥
হাসি গজাপুংগ শর দিল সেইফনে ।
লইলা অর্জুণ তাহা হরষিত মনে ॥

হেমকালৈ জীহরি দিলেন দরশন ।
 দেখি ভীষ্ম জানিলেন সকল কারণ ॥
 কৃষ্ণ প্রতি বলিলেন শাস্ত্রনু কুমার ।
 কি হেতু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে আমার ॥
 না জানেন সনকাদি ভোমার নাহিমা ।
 দেব মুনি অশক্ত জানিতে তব সীমা ॥
 অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর জগতের পতি ।
 আগনি হইল রণে পাণ্ডব সারথি ॥
 আমার প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গি রাখিলে পাণ্ডবে ।
 তোমার প্রতিজ্ঞা কালি অবশ্য ভাঙিবে ॥
 শাস্ত্রনা করিয়া ভীষ্মে দৈবকী নন্দন ।
 অস্ত্র নিয়া দুই জনে করিল গমন ॥
 পাণ্ডবের দলে তাহে আনন্দ হইল ।
 যুদ্ধ দেহে যেন আসি প্রাণ সঞ্চারিত ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

—
 দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধাবস্থা ।

শুনি দুর্যোধন রাজা বড় দুঃখ মন ।
 প্রভাতে করিল বীর বাহিনী সাজন ॥
 হস্তিতে পাণ্ডবের সৈন্যগণ সাজে ।
 তুরী ভেদি দুন্দুভি প্রভৃতি বান্য বাজে ॥
 চতুর্দশ দলে সাজি সমরে প্রকাশ ।
 সৈন্যগণ কোলাহল ব্যাপিল অকাশ ॥
 নানা অস্ত্র সৈন্যগণ করে বরিষণ ।
 আবার প্রাণে যেন বরিষয়ে ঘন ॥
 পার্শ্ব ধনুর্ধর রথী জীহরি সারথি ।
 ভীষ্মের সঙ্গ খে রথ রাখিল অতিথি ॥
 দেবদত্ত শঙ্খ বাদ্য করিল অর্জুন ।
 বাজিল ভীষ্মের লঙ্ঘ গরেতে দ্বিগুণ ॥
 দুই শঙ্খ নিমাদে হইল মহাগোল ।
 প্রিনয় কালেতে যেন সমুদ্র কল্লোল ॥
 অজ্ঞানে দেখিয়া ভীষ্ম বলিল বচন ।
 আজিকার রণে পার্শ্ব বর্ষিব বিক্রম ॥
 দুর্যোধন রাজার মুকুট নিলে ভূমি ।
 কৃষ্ণের চলনা এত নাহি বুঝি আমি ॥
 কৃষ্ণের মায়ায় বশ এ ভিন সংসার ।
 ব্রহ্মা হয় অগোচর কিবা অন্য আর ॥
 ছল করি মম স্থানে নিলে গঞ্চ শর ।
 বুঝিব কি মতে আক্রি করিবা সমর ।
 আজি মম প্রতিজ্ঞা জানিবে যজ্ঞয় ।
 ধরাইব অজ কৃষ্ণে প্রতিজ্ঞা নিশ্চয় ॥

কয়লাম প্রতিজ্ঞা যদ্যপি নাহি করি ।
 শাস্ত্রনুগত রথী ভীষ্ম নাম ধরি ॥
 ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা শুনি যত দেবগণ ।
 কৌতুক দেখিতে সবে আইল তখন ॥
 প্রথমে আবদ্ধ হরি এই অক্ষোকারে ।
 ভারত সমরে অস্ত্র না ধরিব করে ॥
 প্রতিজ্ঞা করিল এবে গঙ্গার নন্দন ।
 দেখিব ক'হার গণ হইবে রক্ষন ॥
 অনন্তর ভীষ্মবীর সন্ধান পুরিল ।
 গগন ছাড়িয়া বাণে অক্ষকার কৈল ॥
 সন্ধান পুরিয়া পার্শ্ব এড়িলেন বাণ ।
 অর্জুণে করিলেন ভীষ্ম খান ॥
 পুনঃ বাণ এড়িলেন ইন্দ্রের নন্দন ।
 শীঘ্র হস্তে ভীষ্ম তাহা কাটিল তখন ॥
 দৌড়ে দোহা দৌড়ে অস্ত্র করিল প্রহার ।
 দৌহাকার অস্ত্র দৌড়ে করিল সংহার ॥
 দ্রোণ ধৃষ্টিদ্যুম্নের বাধিল ঘোর রণ ।
 চমৎকৃত হইয়া দেখেন সর্বজন ॥
 ধৃষ্টিদ্যুম্ন দ্রোণেরে মারিল মহাশর ।
 দ্রোণাচ যা শত বাণ হানিলেন পর ॥
 মহাক্রোধে দ্রোণাচার্য্য পুরিল সন্ধান ।
 ধৃষ্টিদ্যুম্নে মারিলেন আর দশ বাণ ॥
 হাহাকার করে লোক দেখি মহারণ ।
 ধৃষ্টিদ্যুম্ন করিলেন সে বাণ খণ্ডন ॥
 বাণ ব্যর্থ দেখি গুরু পাইলেন লাজ ।
 শক্তি ফেলি মারিলেন হৃদয়ের মাঝ ॥
 মহাবল ধৃষ্টিদ্যুম্ন করিয়া সন্ধান ।
 দ্রোণের সে মহাশক্তি করে দুইখান ।
 মহাক্রোধে দ্রোণ গুরু বরিষয়ে শর ।
 ধৃষ্টিদ্যুম্ন ধনুক কাটিল বীরবর ॥
 ধনু কাটা গেল দেখ গদা মিল হাতে ।
 গদা ফেলি মারিলেন দ্রোণাচার্য্য মাথে ॥
 নিম্ন হয়ে এড়াইল দ্রোণ মহাবলী ।
 দুর্যোধন দেখিয়া হইল কুতূহলী ॥
 গরে দ্রোণ দশ বাণ পুরিয়া সন্ধান ।
 ধৃষ্টিদ্যুম্ন রথ ধ্বং করি দুই খান ॥
 বিরথ হইয়া বীর খড়্গা মিয়া ধান ।
 সারথির মাথা কাটি কৃতান্তে পাঠান ॥
 সে খড়্গা প্রহারে চারি অশ্ব সংহারিল ।
 চোখাব বাণ দ্রোণাচার্য্য সে মারিল ।
 গঞ্চ শরে খড়্গা কাটি অচ্ছন্ন করিল ।
 কবচ ভেদিয়া অস্ত্র সঙ্গে প্রহারিল ॥

বাণাঘাতে ধুইলুম বাণিত অন্তর ।
 অভিমতু রথে গিয়া উঠিল সত্তর ॥
 ভীম দুর্বার্যধনে যুদ্ধ কি দিব তুলনা ।
 চমৎকৃত হইয়া দেখেন সর্দজন্য ॥
 চমৎকৃত হয় দৌড়ে সংগ্রাম ভিতর ।
 দৌড়ায় প্রহারে দৌড়ে হইল জঙ্ঘর ॥
 মহাকোপ উপজিল ব্রকোদর বীরে ।
 প্রহার করিল গঙ্গা রাজার উপরে ॥
 গঙ্গাঘাতে দুর্ঘোষন তইল বাণিত ।
 আগনার রথে গিয়া উঠিল দ্রুতি ॥
 পুনর্বার করিলেন অস্ত্র বিরিষণ ।
 দেখি নিজ রথে চড়ি পবন নন্দন ॥
 দুই জনে নানা অস্ত্র করেন প্রহার ।
 দৌড়ে দোহাকার অস্ত্র করিল সংহার ॥
 মহাক্রোধে ভীমসেন পুরিল সন্ধান ॥
 দুর্ঘোষন ধনু কাটি করিল দুখান ।
 অন্য ধনু লইলেন রাজা বীরবর ।
 সে ধনু কাটিলেন বীর ব্রকোদর ॥
 পুনঃ পুনঃ দুর্ঘোষন যত ধনু লম ।
 কাটিয়া পাড়েন তাহা পবন নন্দন ॥
 রাজার সঙ্কটে দেখি যত বোদ্ধাগণ ।
 ভীম প্রতি করিলেন বাণ বিরিষণ ॥
 বাণে নিবারয়ে তাহা বীর ব্রকোদর ।
 নিজ শরে সর্দ বীরে করিল জঙ্ঘর ॥
 কাহার কাটিল ধ্বজ কাহার সারথি ।
 কারু মাথা কাটিলেন ভীম মহামতি ॥
 ভীমের বিক্রমে আর না হইয়া স্থির ।
 রণ ত্যজি গলাইল বড়বড় বীর ॥
 মগাক্রোধে ভীমসেন বরিষয়ে শর ।
 সহস্র সহস্র সেনা দিল বময়ব ॥
 মহান্তরতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥
 সেনাভজ দেখি কৃপাচার্য্য মহামতি ।
 ভীমের সম্মুখে বীর আইল বাটিতি ॥
 দিবা অস্ত্র এড়িলেন পুরিয়া সন্ধান ।
 ভীমের ধনুক কাটি করিল দুখান ॥
 কাটা ধনু ফেলি বীর অন্য ধনু নিয়া ।
 কৃপাচার্য্য চাকিলেন শল শ্রেণী দিয়া ॥
 বাণে নিবারিল তাহা কৃপ দ্বিজ বর ।
 ভীমের উপরে পুনঃ মারিলেন শর ॥
 দৌড়ে গেল বিশারদ সমরে প্রচণ্ড ।
 উভয়ের অস্ত্র দৌড়ে করিল দ্বিধণ্ড ॥

সাত্যকি সহিতে হয় ভূরিশ্রম রণ ।
 অভিমতু সহ যুদ্ধে সুশর্ম্মা রাজন ॥
 যটোৎকট অলমুখ সমরে আছিল ।
 উভয়ের পরাক্রম রণে প্রকাশিল ॥
 অশ্বখামা সহ যুদ্ধে জগদ রাজন ।
 গগণ ছাইয়া করে অস্ত্র বিরিষণ ॥
 যুধিষ্ঠির সহ যুদ্ধে শল্য মহামতি ।
 দুম্বধু সহিতে যুদ্ধে বিরাট নৃপতি ॥
 নকুল সহিতে হয় দুঃশাসন রণ ।
 কেহ কারে জিনিতে না পারেন কখন ॥
 সহস্রের সহ যুদ্ধে শকুনি দুর্ম্মতি ।
 সহস্রের কাটিলেন তাহার সারথি ॥
 ধনুগুণ ক টিয়া কবচ ভেদি শরে ।
 মর্ম্মবাণী পাইয়া সে পলায়ন করে ॥
 শকুনির পলায়নে হরষিত মন ।
 সৈন্যোপরি করিলেন বাণ বিরিষণ ॥
 অর্জুন ভীষ্মের যুদ্ধ ঘোর দরশন ।
 শূন্যমার্গে থাকিয়া দেখেন দেবরণ ॥
 দুই বীরে অস্ত্র বৃষ্টি হয় নিরন্তর ।
 নিবারণ করিলেন দুই ধনুর্জীর ॥
 ক্রোধে ভীষ্ম শত অস্ত্র পুরিল সন্ধান ।
 করিলেন অর্জু পক্ষে পার্থ খান খান ॥
 বাণ বার্য্য করি পার্থ এড়িলেন শর ।
 ভীষ্মের কাম্য কৃষ্ণ ক টিল সত্তর ॥
 অন্য ধনুকেতে গুণ দিল গঙ্গানুত ।
 মারিল সহস্র বাণ দেখিতে অদ্রুত ॥
 গগণ ছাইয়া হয় বিবিধ সঞ্চার ।
 রবি ভেজি আচ্ছাদিয়া করে অন্ধকার ॥
 নিবারিতে না পারেন পার্থ ধনুর্জীর ।
 অস্ত্রাঘাতে হইলেন অত্যন্ত জঙ্ঘর ॥
 পরে ভীষ্ম মহাবীর শান্তনু নন্দন ।
 কৃষ্ণের শরীরে অস্ত্র করিল ফেপন ॥
 পরে পার্থ ধনুর্জীর মহাকোপ মন ।
 ভীষ্ম পক্ষে অস্ত্র বৃষ্টি করিল তখন ॥
 পুনর্বার দিবা অস্ত্র এড়েন দ্রুতিতে ।
 ভীষ্মের হস্তের ধনু কাটিল তাহাতে ॥
 আর ধনু মিলি শীঘ্র ভীষ্ম বীরবর ।
 নে ধনুগু কাটিলেন পার্থ ধনুর্জীর ॥
 ভীষ্ম তাঁরে প্রশংসিল সাধু করি ।
 শর বৃষ্টি করিলেন অন্য ধনু শরি ॥
 বামুদেব সারথি অর্জুন ধনুর্জীর ।
 দৌড়ারে বিক্রিয়া ভীষ্ম করিল জঙ্ঘর ॥

ষাটসৈন্য লক্ষ শর সৈন্যের উত্তরে ।
 কোটি সৈন্য গড়ি যায় সময়ে ॥
 কালান্তর যম যেন ভীষ্ম মহাবীর ।
 পাণ্ডবের সৈন্য মারি করিল অস্ত্র ॥
 মধ্যাহ্নিক বেদনা পাইল যদুবীর ।
 ভীষ্মের বাণেতে বিক্ষেপ্য গল শরীর ॥
 তবে পার্থ মহাবীর পাণ্ডব লইয়া ।
 কাটিল ভীষ্মের অস্ত্র সন্ধান পুরিয়া ॥
 আর অস্ত্র এড়িলেন অতিশয় রোষে ।
 পড়িল কোরব সৈন্য শমনের পাশে ॥
 দেখিয়া হইল ক্রুদ্ধ গজার মন্দন ।
 গগণ ছাওয়া করে অস্ত্র বরিষণ ॥
 হইতে না পারিলেন মিথি প্রকাশ ।
 শূন্যমার্গ রুদ্ধ তাহে না চলে বাতাস ॥
 নিবারণি নাহি জ্ঞান সব অন্ধকার ।
 নিবারণে না পারেন কুমার কুমার ॥
 পাণ্ডবের সৈন্য সব হইল কাতর ।
 সমরে সমর্থ হীন পার্থ ধনুজ্বর ॥
 অজ্ঞান দুর্বল আর সৈন্যের মিথন ।
 নিরস্ত্র নহেন ভীষ্ম আচ্ছন্ন গগণ ॥
 উপজল মহাকোপ দৈবকী মন্দনে ।
 আজি আমি বিনাশিব যত কুরগণে ॥
 করিয়াছি অজীকার অস্ত্র না ধরিব ।
 না ধরিলে অস্ত্র আজি মরিবে পাণ্ডব ॥
 লক্ষ্য কান্ত এতেক চিত্তের মনে ॥
 চোখা অস্ত্র ভীষ্ম মারেন সমনে ॥
 অস্ত্র হইয়া হরি কমললোচন ।
 লাফ দিয়া রথ হেতে পড়িল তখন ॥
 ক্রোধে রথচক্র ধরি সৈন্যের সংক্রান্ত ॥
 ভীষ্মেরে মারিতে যান দ্বিলোকের নাথ ॥
 গজেন্দ্র মারিতে যেন খাম যুগপতি ।
 গণভরে ক্রুর কল্লিতা বহুমতী ॥
 চমৎকৃত হইয়া দেখেন সর্বজন ।
 ভীষ্মেরে মারিতে যান দেব নারায়ণ ॥
 সন্তপ্ত মারি ভীষ্ম হাতে ধনুশ্বর ।
 নির্ভয়ে ভাবেন বসি রথের উপর ॥
 আইল ভুবনপতি মারিতে আমাকে ।
 রথ হেতে পড়ক দেখুক সর্বলোকে ॥
 শীঘ্র আলি কর কৃষ্ণ আমাকে সংহারি ।
 তোমার প্রসাদে তরি এ শব সংসার ॥
 তবে অস্ত্রে যদি কুরু সংগ্রামেতে যাই ।
 চড়িয়া দিমানে আমি পূর্ণ স্থান পাই ॥

এতক বলিয়া বীর ত্যজি ধনুশ্বর ।
 স্তুতি পাট করিলেন মহা ধনুজ্বর ॥
 ভক্তের অধীন তুমি অখিল রঞ্জন ।
 নমস্তে সুদাম বিপ্র মারি অস্ত্র ॥
 প্রবকে অচলপদ দিল চক্রধারী ।
 প্রজ্ঞাদে রাখিল হিরণ্যাকার সংহারি ।
 নমস্তে বামন স্তুতি নমো জনার্দন ।
 নমো রামচন্দ্র লক্ষকৃষ্ণ বিনাশন ॥
 ভক্ত কপ্তর হরি জামে চরাচরে ।
 আমার প্রতিজ্ঞা আজি রাখিল সমরে ॥
 ইত্যাদি অনেক শব্দ করি ভীষ্মবীর ।
 আমন্দে পূর্ণত মন লোমাক্ষ শরীর ॥
 দেখিয়া ক্রুর জোষ দেখে মন্দন ।
 রথ হেতে নামিয়া খাইল সেইক্ষণ ॥
 লক্ষ গন অনুরে ধরিয়া দুটি হাত ।
 বলেন সমর জোষ ত্রিভুবন নাথ ॥
 করিয়াছি পূর্বে কৃত এই অজীকার ।
 সমরে করিব মিজি ভীষ্মকে সংহার ॥
 ভীষ্মে মারি কুরুবংশ করিব বিজয় ।
 তোমার প্রসাদে রণে হইবক জয় ॥
 অজ্ঞানের বচন শুনিয়া দামোদর ।
 ক্ষান্ত হয়ে চলিলেন সানন্দ অনুর ।
 অনন্তরে ধনঞ্জয় ধরি শরাশন ।
 ইন্দ্রমত্ত দিবা অস্ত্র করিল ক্ষেপণ ॥
 সহস্রেক রথী তাহে গেল সমহারি ।
 সহস্র পক্ষ হইল সংহার ॥
 দেখি ভীষ্ম এড়িলেন শক্তি বজ্র সারি ।
 ইন্দ্র অস্ত্রে কাটিলেন ইন্দ্রের কুমার ॥
 এডিল মহেন্দ্র অস্ত্র মহেন্দ্র সন্তান ।
 লক্ষ রথীকে করিল খান খান ॥
 দেখি ভীষ্ম মহাকোপে এডি অস্ত্রগণ ।
 পাণ্ডবের সৈন্যদল করিল নিধন ॥
 দিক সহস্র রথী মারি শঙ্খ বাজাইল ॥
 সন্ধ্যা জানি বোদ্ধা সব নিরস্ত্র হইল ।
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

নবম দিনের যুদ্ধারম্ভ ।

শিবিরে গেলেন পরে ধর্ম মহামতি ।
 সভা করি বসিলেন বিষাদিত অতি ॥
 পিতামহ পরাক্রম অতুল ভুবনে ।
 কি রূপে হইবে জয় সেই চিন্তা মনে ॥

কৃষ্ণে প্রতিক্ষা ভঙ্গ করি বীরবর।
রাখিল প্রতিক্ষা নিজ সংগ্রাম ভিতর ॥
হেন বীর সহ যুগ পারে কোনজন।
এতবলি চিত্তাযুক্ত ধর্মীর নন্দন ॥
শুনিয়া ক্রোধ রাজা কহিল ধর্মীরে।
আমার বচন শুন যা চিত্ত অনুরে ॥
ভক্তের অধীন প্রভু জগতে বিদিত।
সর্বদা করেন ভক্ত কল্যাণ বিহিত ॥
ভক্তের প্রতিক্ষা রক্ষা করন কারণ।
স্বপ্নেতে নৃসিংহ মূর্তি করিল ধারণা ॥
প্রজ্ঞা দ্বারা বহু দুঃখ দিল দৈত্যেশ্বর।
সে কারণে তাহাকে দিলেন সম্বর ॥
বলিকে ছলনা করি মিলেন পাতালা।
আধিপত্য দিলেন স্বর্গে স্বর্গপালে ॥
বিভীষণে রাজ্য দিয়া যাঁহার মহিমা।
অদ্বৈত প্রভুবলীলা কে জানিবে সীমা ॥
হেন প্রভু নদীধর তোমার সারথি।
এ কারণে শোক কেন কর মহিপতি ॥
অবশ্য হইবে জয় কি আছে সংশয়।
চিন্তকে প্রবোধ দেও ধর্মীর তনয় ॥
এত শুনি পাণ্ডুর প্রবেশিল মনে।
রজনী বঞ্জন নাহি কথা আলাপনে ॥
প্রভাতে উত্তর সৈন্য করিয়া সাজন।
কুরুক্ষেত্রে চলিলেন সমস্ত রাজন ॥
যে যার লইয়া অস্ত্র যত যোদ্ধাগণ।
সিংহনাদ করি রণে কিন্তু সর্দজন ॥
করিলেন মহারথীগণ অস্ত্রাঘাত।
লক্ষ লক্ষ সেনা মারি করিল নিপাত ॥
ক্রীত্বি সারথি যথেষ্ট পার্শ্ব ধনুর্জর।
অস্ত্রবৃষ্টি কবিলেন যেন জলধর ॥
লক্ষ লক্ষ সেনা মরি যমযরে যায়।
বহিল শোণিত নদী নিরন্তর না পায় ॥
ভীমসেন বিরাগিল যত হস্তীগণ।
শৈলশৃঙ্গ প্রায় তাহে হইল শোভন ॥
শ্বেতছত্র নদী যেন দেখে লোক বসি।
কঙ্কণ হইল চর্ম্ম যীর সম অসি ॥
সেওলা সমান কেশ ভাসি যায় স্রোতে।
শুভক সমান গজ ডুবিলে তাহাতে ॥
গ্রাহ্য হয় মৃত অশ্ব ভাসি যায় বেগে।
হস্ত পদ ভূগ সম ভাসে চতুর্দিকে ॥
শোণিতের নদী বেগে বহে ভয়ঙ্কর।
অজগণ বৃষ্টিধারা গড়ে নিরন্তর ॥

দেখিয়া প্রচণ্ড রণ আইল চামুণ্ডা।
দিগম্বরী যুদ্ধক্ষেত্রে হস্তে শোভে খাণ্ডা ॥
সহিত যোগিনী গণ দ্বিস্তার বদনা।
নরযুগ্ম গলে লোলে বিলোল রসনা ॥
গজ যুগ্ম নিয়া কর্ণে পবিল কুণ্ডল।
করতালি দিয়া নৃত্য হাস্য চল খল ॥
নরযুগ্মমালা যেই গাখি পরে মলে।
গেঁড়ুয়া খেলায় কেহ মহাকুতূহলে ॥
হাতেতে ধর্ম্ম করি রক্ত করে পান।
ক্রিড়ায় যোগিনীগণ আনন্দ বিধান ॥
শিবাগণ চতুর্দিকে মহানন্দে যায়।
গুধিমা সহিত কক উড়িয়া বেড়ায় ॥
ভীষ্ম পার্শ্ব দুই বীর করেন সমর।
চমৎকৃত হইলেন যতক অমর ॥
মহাকোপে ভীষ্ম বীর সন্ধান পুরিল।
সহস্র নৃপতি রণে সংহার করিল ॥
পাণ্ডবের সেনা বড় বিনাশিল রণে।
হয় হস্তা পদাতিক পড়ে অগণনে ॥
যত বোদ্ধাগণ করে যোঁরতর রণ।
গগণ ছাইয়া করে বাণ বরিষণ ॥
তোমর ভূষাঙ্ক শেল যুঝল মুকার।
বরিষাকালেতে যেন বর্ষে জলধর ॥
মহারোষে ব্রহ্মকোদর সমরে প্রবেশে।
গদাঘাতে মারিলেন বিপক্ষ বিশেষে ॥
দেখিয়া ধাইল রণে রাজা দুর্যোধন।
করিলেন ভীমসেনে অস্ত্র বরিষণ ॥
ধর্ম্ম ব্রহ্মকোদর বীর অস্ত্র নিল হাতে।
করিল নিমিষ মাত্রে সবারে আঘাতে ॥
বিক্সিলেন শরে শরে রাজার শরীর।
বাণাঘাতে ব্যথিত হইল কুরুবীর ॥
ধনুক ছাড়িয়া বীর গদা নিয়া ধায়।
মারিলেন ভীমেন সারথি এক ঘায় ॥
মহাকোপ উগজিল বীর ব্রহ্মকোপে।
রাজাকে হস্তাক বাণ মারিল সমরে ॥
দুই বাণে গদা কটি করি দুই খান।
অস্ত্র সহ কাটিয়া পার্শ্বল ধনুর্ধারি ॥
নিরস্ত্র হইল তাহে রাজা দুর্যোধন।
সৈন্য মধ্যে প্রবেশিয়া রাখিল জীবন ॥
দেখি যত বোদ্ধাগণ অতি বেগে ধান।
ভীমের উপরে অস্ত্র করিল সন্ধান ॥
নিবারিল সর্দ শস্ত্র পবন নন্দন।
নিজ অস্ত্রে সবাঁকারে করিল নিধন ॥

ভাষা দেখি যোবিল আচার্য্য মহামতি ।
 কাটিল ভীমের ধনু গিয়া শীখরগতি ॥
 অন্য ধনু নিল ভীম চক্ষু পালটিতে ।
 সে ধনুঃ কাটিলেন গুণ নাহি দিতে ॥
 মহাক্রোধ করিলেন ব্রকোদর বীর ।
 গদা হস্তে ধাইলেন নিভর শরীর ॥
 দেখি জ্যোৎস্নাচার্য্য বীর ধৈর্য্য অনুসারে ।
 এড়িলেন দশ বাণ গদা কাটীবারে ॥
 গদা ফিরাইয়া ভীম করিল সংহার ।
 মারিলেন জ্যোৎস্না রথে মুদ্রার প্রহার ॥
 রথ অশ্ব সারথি হইল সব চূর ।
 ভূমিতে পড়িলেন জ্যোৎস্না মহাত্মর ॥
 অন্য রথে চড়ি গুরু মারিলেন শর ।
 কুজঝটিতে অচ্ছদিল যেন গিরিবর ॥
 ব যুবেগে ভীম গদা ফিরাইল তায় ।
 জ্যোৎস্নার সারথি লাশে দিয়া এক যায় ॥
 চে খা চোখা শর গুরু পুরিল সন্ধান ।
 কাটিয়া ভীমের গদা করে দুইখান ॥
 গদা কাটা গেল ভীম কুণ্ডিত হইল ।
 আকাড়িয়া রথ ধরি তুলিয়া ফেলিল ॥
 লোক দিয়া পড়িলেন জ্যোৎস্না মহাশয় ।
 ভূমিতে পড়িয়া রথ চূর্ণকৃত হয় ॥
 মহাক্রোধী ভীমসেন ধাইলেন রাগে ।
 মারিল মুদ্রারামাতে যে পড়িল আগ্নে ॥
 পদাঘাতে বহু রথ করিলেন চূর ।
 বড় বড় গজ ধরি ফেলিলেন ছুর ॥
 রথে রথে গজে গজে করিয়া প্রহার ।
 চরণে মর্দিয়া সৈন্য করিল সংহার ॥
 এইমত মহামার করি ব্রকোদর ।
 লক্ষ লক্ষ সেনাগণ দিল যমঘর ॥
 পুনঃ অন্য রথে গুরু করি আরোহণ ।
 করিলেন ভীমোপরি বাণ বরিষণ ॥
 দেখি ভীম নিজ রথে চড়িলেন গরে ।
 ধনুগুণ টঙ্কারিয়া অস্ত্র নিল করে ॥
 মুহূর্ত্তেকে নিবারিল আচার্য্যের শর ।
 নিজ অস্ত্র প্রহারিল আচার্য্য উপর ॥
 বাণে বাণ নিবারেন দুই বীরবর ।
 অস্ত্রবৃষ্টি করিলেন যেন জলধর ॥
 অভিমন্যু মহাবীর অর্জুনের মন্দর ।
 কোরকের সৈন্যগণ করিল নিধন ॥
 দেখিয়া যোবিল কৃপাচার্য্য মহামতি ।
 ধনুগুণ টঙ্কারিয়া বাণ শীখরগতি ॥

ছাড়িলেন বহু বাণ গগন ছাটয়া ।
 কাটিলেন অভিমন্যু পলকে চাহিয়া ॥
 অস্ত্র বার্থ দেখি কৃপাচার্য্য মহাশয় ।
 পুনঃ দিয়া অস্ত্র নিল সজোখ হনয় ॥
 আকর্ণ পুরিয়া ধনু এড়িলেন বাণ ।
 অভিমন্যু ধনু কাটি করি দুইখান ॥
 অন্য ধনু নিয়া বীর চক্ষু নিমিষে ।
 ছাড়িলেন অস্ত্র যেন মেঘেতে বরিলে ॥
 কৃপের সারথি মারে আর অশ্ব চারি ।
 স্বজ কটি পাড়িলেন ঘোর যুদ্ধ করি ॥
 আর দুই বাণে তার কবচ ভেদিল ।
 মুচ্ছিত হইয়া কৃপ রথেতে পড়িল ॥
 দেখি অশ্বধামা রণে অগ্রে উত্তরিল ।
 অভিমন্যু বীর স্বাঃর অস্ত্র প্রহারিল ॥
 ধনুক কাটিয়া তার দ্বিখণ্ড করিল ।
 জ্যোৎস্নার মত বীর লজ্জিত হইল ॥
 জ্যোৎস্নাতে ধনুক হাতে নিল মহাবীর ।
 অস্ত্রবৃষ্টি করিলেন সমরে সৃষ্টির ॥
 জ্যোৎস্নার সমস্ত অস্ত্র কাটিলেন বীর ।
 গিহু সম পরাজিত সমরে সুধির ॥
 জ্যোৎস্না অস্ত্রে পুনঃ ভারে করিল প্রহার ।
 নিবারেন বাণে তাহা অর্জুনের কুমার ॥
 পরস্পর শরবৃষ্টি করিলেন গরে ।
 দোহাকার শর দোহে মিছারিল শরে ॥
 এইমত যুদ্ধিল যতক যোদ্ধাগণ ।
 লক্ষ লক্ষ সেনা পড়ে কে করে গণন ॥
 ভয়ঙ্কর রণস্থল দেখি লাগে ভয় ।
 ডাকিনী, ষোগিনী প্রেত পিশাচ ক্রীড়য় ॥
 শত শত কবন্ধ উঠিয়া করে রণ ।
 কাহার সামর্থ্য তাহা করিতে বর্ণন ॥
 অর্জুনের ভীমের যুদ্ধ কি দিব উপমা ॥
 দেবাসুর মরে তাহা না দেখেন সীমা ॥
 পূর্বে যেই লংগ্রাম করিল সুবাসুর ।
 দোহাকার শরাঘাতে কম্পে তিনপুর ॥
 জ্যোৎস্না ভীম দিয়া অস্ত্র করিল সন্ধান ।
 অর্জুণে অর্জুনের করিল দশখান ॥
 শত শর এড়িলেন গজার কুমার ।
 বাণে কাটা অর্জুনের করিল ছারখার ॥
 যে অস্ত্র ছাড়েন ভীম্য কাটেন অর্জুণ ।
 না হয় সন্তুষ্ট কিছু সমরে নিপুণ ॥
 গরে গার্থ দশ অস্ত্র পুরিয়া সন্ধান ।
 ধনুগুণ ভীমের করিল খান খান ॥

রথধ্বজ কাটিলেন মারি দুইবাণ ।
 দুই বাণে ভেদিলেন ভীষ্ম তনুখান ॥
 হস্তের ধনুক কাটি ইন্দ্রের নন্দন ।
 সহস্রেক মহারথী করিল নিধন ॥
 দেখি মহাকোপে ভীষ্ম অন্য ধনু নিয়া ।
 গগন ছাইল বীর বহু বাণ দিয়া ॥
 নাহি দেখি দিবাকরে রাত্রি যেন বোধ ।
 শূন্য গৰ্ভ রুদ্ধ হৈল বায়ু অববোধ ॥
 দেখি ইন্দ্র অস্ত্র নিয়া ইন্দ্রের নন্দন ।
 নিবারণ করিলেন সৰ্ব্ব অস্ত্রগণ ॥
 কোপে ভীষ্ম দিবা অস্ত্র সদ্ধাম পুরিল ।
 দশবাণ অজ্জুনের হৃদয়ে মারিল ॥
 বাণঘাতে ব্যাথাযুক্ত বাসরতনয় ।
 ষাটি বাণে বিদ্ধিলেন কৃষ্ণের হৃদয় ॥
 আটবাণে চারি অঙ্গে বিদ্ধিয়া সত্ত্বর ।
 রণি দশ সহস্রেক দিল যমঘর ॥
 ক্ষয়শঙ্কা বাজাইল দেখি সদ্ধাকাল ।
 রণ ভাঙ্গি শিবিরে চলিল মহীপাল ॥
 কোরব পাণ্ডব গেল নিজ নিকেতন ।
 নবম দিনের যুদ্ধ এই সমাপন ॥
 কাশীরাম নাস কহে রচিয়া গয়ার ।
 অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥
 ভীষ্মের নিকটে যুধিষ্ঠিরের
 খেদোক্তি ।
 রণসজ্জা ত্যাগ করি বসি যোদ্ধাগণ ।
 কৃষ্ণ প্রীতি বলিলেন ধর্মের নন্দন ॥
 নয় দিন গেল আজি ঘোরতর রণ ।
 পিতামহ করিলেন প্রীতিজ্ঞা পুরণ ॥
 দেখ কৃষ্ণ দয়াময় হয় সর্বনাশ ॥
 কি করিব কি হইবে কহ শ্রীমদাস ।
 ভীষ্ম শরে পরাজিত বশ যোদ্ধাগণ ॥
 যাতক যেমন ভাঙ্গে কদলির বন ॥
 বায়ুর সাহায্যে যেন অমল উৎপল ॥
 পিতামহ বিক্রম তেমন রণস্থলে ॥
 ইন্দ্র যম বরুণে বিজয়ী জিনি রণে ॥
 মহাপরাক্রম ভীষ্ম অতুল ভুবনে ॥
 আমাশের কুবুদ্ধিতে করিলাম কর্ম ॥
 প্রবৃত্ত হইল যুদ্ধে না বুঝিয়া ধর্ম ॥
 অনলে পতক পড়ি যেন পুড়ে মরে ॥
 সেইমত মম সৈন্য পড়িল সমরে ॥
 প্রহারে পীড়িত হৈল সর্ব সৈন্যগণ ॥
 যুদ্ধে কার্য্য নাহি মম পুণ্য যাই বন ॥

আজ্ঞা দেও গোবিন্দ শোভন মহে রণ ।
 ভগস্যা করিব গিয়া ভাই পঞ্চজন ॥
 যুধিষ্ঠির রাজার শুনিয়া হেন বাণী ।
 কহিল। সান্তনা বাক্য তাহে চক্রপাণি ॥
 ভ্রাতা সব তোমার দুজ্জয় ত্রিভুবনে ।
 আপনি বিবাদ রাজ্য কর কি কারণে ॥
 ভীমসেন ধনঞ্জয় অগ্নি সম শর ।
 সহদেব মকুণ্ড যেনম পুরন্দর ॥
 আপন কুশল চিন্তি কর ধর্ম সার ।
 ত্রিভুবনে কোন কার্য্য অসাধ্য তোমার ॥
 মহাধনুজের পার্শ্ব দুজ্জয় সমরে ।
 প্রীতিজ্ঞা করিলে সেহ ভীষ্মে মারিবারে ॥
 অবশ্য সমরে ভীষ্ম হইবে নিধন ।
 সাংকাতে দেখিবে হৃতরাষ্ট্র পূরণ ॥
 যুধিষ্ঠির বলিলেন করিয়া বিময় ।
 বশ কিছু বল কৃষ্ণ বাক্য গিখ্যা নয় ॥
 সকল সত্ত্বে তুমি সহায় সাহার ।
 ত্রিভুবনে কিবা কার্য্য অসাধ্য তাহার ॥
 কিন্তু তুমি প্রীতিজ্ঞা করিলা বিদ্যামানে ।
 অস্ত্র না ধরিব আমি এই রণ স্থানে ॥
 ইহাতে না দেখি আমি সমরেতে জয় ।
 আর কে মারিতে পারে আত্ম মহাশয় ॥
 বলিল। শ্রীহরি শুন রাজ্য সুধিষ্ঠি ।
 সত্যবাদী জিতেছির কুরুকুল খর ॥
 কভু গিখ্যা না কহেন ভীষ্ম মহামতি ।
 তাহার নিকটে রাজ্য চল শীঘ্রগতি ॥
 ইচ্ছায় তাঁহার যুক্ত্য সর্বলোকে জানে ।
 জিজ্ঞাসিব সে উপায় ভীষ্ম বিদ্যামানে ॥
 এই যুক্তি কহিলেন কৃষ্ণ মহামতি ।
 অঙ্গীকার করিলেন ধর্ম নরপতি ॥
 বাসুদেব সহিত পাণ্ডব গণধীর ।
 সবে মিলি চলিলেন ভীষ্মের শিবির ॥
 ছারি গিয়া কহে বান্দা ভীষ্মকে সত্ত্বর ।
 শ্রীহরি সহিত ছারে ধর্ম নৃপবর ॥
 শুনি ভীষ্ম ব্যগ্র হয়ে চলিলেন পরে ।
 কৃষ্ণ নরশন করি হরিব অন্তরে ॥
 আনন্দাশ্রু নয়নেতে লোমাঞ্চ শরীর ।
 হরিপদ পরিলিলা কুরু মহাবীর ॥
 ভীষ্মের চরণ বন্দি ভাই পঞ্চজন ।
 হাসি ভীষ্ম সবারে দিলেন আলিঙ্গন ॥
 কহিল। প্রসন্ন ভাবে আশীর্বাদ করি ।
 সমরে বিজয়ী হও বিদ্যামিয়া অরি ॥

এতর নি সবারে নইয়া মহামতি ।
 বসাইয়া দিবাসনে অতি শীতলগতি ॥
 কুন্তপদ ধৌত করি সুবাসিত নীরে ।
 কুন্তপদ নানা স্তুতি করিলেন খীরে ॥
 যুধিষ্ঠিরে জিজ্ঞাসেন ভীষ্ম বীরবর ।
 রজদীপ্তে কি হেতু আইলা নরেশ্বর ॥
 যে কার্য তোমার থাকে বল ধর্মরাজ ।
 ছুড়র হইলে তবু করিব সে কাষ ॥
 যুধিষ্ঠির বলিলেন করিয়া প্রণতি ।
 নম তুংগে অবধান কর মহামতি ॥
 পঞ্চগ্রাম মাগধ্যাম সবার সাক্ষাতে ।
 এক গ্রাম আমাকে না দিল কুরুনাথে ॥
 কারি বাক্য না মানিয়া যুদ্ধে করে পণ ।
 নয় দিন হইল তোমার সহরণ ॥
 তোমাকে দেখিয়া যোদ্ধা সকলে অস্থির ।
 সাক্ষাৎ হইয়া যুদ্ধ নাহি হেল বীর ॥
 তুণ হৈতে বাণ লয়ে সন্ধান করিতে ।
 তুমি বড় শীতলহস্ত না পারিলি দ্বিষ্টে ॥
 হেন রূপ যদ্যপি করিবা তুমি বণ ।
 আজ্ঞা কর পঞ্চ ভাই পুত্র বাই বন ॥
 তোমার কারণে টৈন্য হইল সংহার ।
 তোমাকে জিনিতে পারে শক্তি আছে কার ।
 আমাদের প্রতি বাণ তব শ্রেহ হয় ।
 মৃত্যুর উপায় তবে কহ মহাশয় ॥
 হাসিয়া বলেন ভীষ্ম শুভই রাজন ।
 যথা ধর্ম তথায় সাক্ষাত নারায়ণ ॥
 বাহার সহিত হরি জগতের সার ।
 তাহার কি বিষয় হয় হে ধর্ম কুমার ॥
 ধর্ম অনুসারে জয়বেদের বচন ।
 শও ভীষ্ম হইলেও না হবে খণ্ডন ॥
 যুধিষ্ঠির কহিলেন করিয়া বিনয় ।
 বেদভূম্য তব বাক্য লঙ্ঘনীয় নয় ॥
 আগনি যদ্যপি কর এ রূপ সংহার ।
 তবে জয় কোনমতে না হবে আমার ॥
 আমাকে যদ্যপি তুমি দিতে চাহ জয় ।
 কি উপায়ে নিজ মৃত্যু বল মহাশয় ॥
 সত্যবাদী জিজ্ঞাস্য মর্যাদা সাগর ।
 পাণ্ডবে কাতর দেখি করিল উত্তর ॥
 শুভ রাজা যুধিষ্ঠির ধর্মের কুমার ।
 ভুবনে বিদিত আছে বিক্রম আমার ॥
 সঅস্ত্র যদ্যপি থাকি সংগ্রাম মাঝারে ।
 কোন বীরে শক্তি নাহি জিনিতে পারারে ॥

ইন্দ্রসহ আসিলেও শূন্যসুবর্ণন ।
 আমি মুক্ত করিলে না থাকিব কখন ॥
 বাবৎ থাকিব আমি সংগ্রামভিতর ।
 করিব কোরব কার্য শুভ নরবর ॥
 তবে কিন্তু তোমাদের না হইবে জয় ।
 একারণে নিজ মৃত্যু কহিব নিশ্চয় ॥
 আমাকে মারিলে তুমি হইবা নির্ভয় ।
 মরিয়া কোরব টৈন্য পাইবা বিজয় ॥
 আমার প্রতিজ্ঞা বাহা শুভই রাজন ।
 মীচ জনে অস্ত্র নাহি মারিব কখন ॥
 পুরুষ নির্মল কিয়া হয় হীন বস্ত্র ।
 কাতর জনেরে কভু নাহি মারি অস্ত্র ॥
 সমর ত্যজিয়া যেরা ভয়ে পলায়িত ।
 তাহাকে না মারি অস্ত্র আমি কদাচিত ॥
 স্ত্রীজাতি দেখিলে পরে অস্ত্র পরিতরি ।
 নারী নায়ে নারী জনে হত্যা নাহি করি ॥
 অমঙ্গল দেখিলে না করি আমি বণ ।
 কহিলাম তোমাকে আমার যুদ্ধ পণ ॥
 রূপমের পুত্র যে শিখণ্ডী নাম ধরে ।
 মহাবল পরাক্রম তৎপর সমরে ॥
 পূর্জন্যারী ছিল সে পুরুষ হয় পাছে ।
 গুলিয়াছি টৈবের বিণাক হেন আছে ॥
 অমঙ্গল যজ্ঞ সেই হয় নারী জাতি ।
 তাহাকে রাখিও রণে অস্ত্রের সান্নিধ্য ॥
 শিখণ্ডীকে অস্ত্র করি পার্থ ধনুজর ।
 তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধিবেন মম কলবর ॥
 অস্ত্র না থয়িব আমি করিব উপেক্ষা ।
 আমাকে মারিলে পার্থ হবে সন্নিহিত ॥
 আমারে মারিয়া জয় কর তুংগাধনে ॥
 এই মত উদ্যোগ করবে কল্যানে ॥
 প্রণামিয়া যুধিষ্ঠির ভীষ্ম মহাবীরে ।
 বাসুদেব লজ্জ যান আগন শিবিরে ॥
 অজ্ঞান বলিল পরে চাহি নাথায়ন ।
 কপট সমর নাহি করিব কখন ॥
 গুরু বৃদ্ধ পিতামহ বংশের প্রধাম ।
 কপটে তাঁহাকে অস্ত্র করিব সন্ধান ॥
 শৈশব হইল যবে পিতার মরণ ।
 কোলে করি পিতামহ করিল রক্ষণ ॥
 ধূল্যয় পুসর আমি উঠিয়াছি কোলে ।
 বাণ বাণ সম্মোষনে ধরিয়াছি গলে ॥
 নিজ বস্ত্র দিয়া পুছি আমার শরীর ।
 কোলে করি বলিভেম পিতামহ বীর ॥

ভব পিতামহ আমি নহি তব বাণ ।
অকারণে আমার বাড়াও কেন ভাণ ॥
হেন পিতামহ আমি সংহারিব রণে ।
আমি সম নিধি র কে তবে এতুবনে ॥
মম সৈন্য যতক হউক পরাজয় ।
পিতামহে মারি আমি না লইব জয় ॥
অর্জুনের বচন শুনিয়া গদাধর ।
সাঁহন করেন তারে প্রবোধি বিস্তর ॥
মানিলেন কৃষ্ণের বচন ধনঞ্জয় ।
রজনী প্রভাত হৈল সময় সময় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ॥
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ।

দশম দিবের যুদ্ধ ও ভীষ্মের
শরশায়া ।

প্রভাতে উভয় দল করিল সাজন ।
সিংহনাদ ছাড়ি কেহ করয়ে গজ্ঞান ॥
যুধিষ্ঠির দুই পাশে মাজীর তনয় ।
পৃষ্ঠে অস্ত্রমণ্ডা সঙ্গে শিখণ্ডী নির্ভয় ॥
আর পাছে সাতাকি সহিতে চেকিভান ।
বামভাগে ধৃষ্টদ্যুম্ন বিক্রম প্রধান ॥
ধৃষ্টকেতু বিরাট ক্রপদ মহাশয় ।
দক্ষিণেতে ভীমসেন সময় দুজয় ॥
মতানন্দে লাজিলেন পাণ্ডু দলপতি ।
সকল অগ্রে ধনঞ্জয় গোবিন্দ সারথি ॥
কুরুসৈন্য সঙ্গে সব সমরে দুজয় ॥
সম্মুখে ভীষ্ম বীর সংগ্রামে নির্ভয় ॥
তার পাছে পুত্র সহ জ্ঞান মহাবীর ।
বাম ভাগে ভগদত্ত প্রকাশ শরীর ॥
দক্ষিণেতে কৃতবর্মা কৃপ বীরবর ।
তার পাছে সুনক্ষিণ কায়োজ্য বৈশ্বর ॥
জয়সেন মজ্ঞপতি আর বৃহদল ।
শত ভাই দুর্ব্যাসন নৃপতি যশস্বল ॥
পরস্পর ছুই দলে হয় মহারণ ।
সুত্র সুত্র যুদ্ধ যেন ঘোর দরশন ॥
পরে ভীষ্ম বলিলেন চাহিয়া সারথি ।
অর্জুন সম্মুখে রথ রাখ মহামতি ॥
সারথি বলেন তাহে শুন কুরুবর ।
আজি অমঙ্গল বহু দোষি নিরস্তর ॥
মহানাদে ডাকে কাক ভয়ঙ্কর বল ।
মহাবায়ু বহে মেঘ বিনা মেঘে জল ।
গুণিনী উড়িছে সব ধ্বজার উপর ।
মহানাদে শিবাগণ ডাকে নিরস্তর ।

অমঙ্গল দেখি আজি ভয় হয় মনে ।
ইহার রক্তাক্ত মোরে কহিবা আপনি ॥
হাসিয়া বলেন ভীষ্ম গজার নন্দন ।
অজ্ঞান অবোধ তুমি জিজ্ঞাস কখন ॥
অর্জুনের সারথি আপনি সারথন ॥
অমঙ্গল কি করিবে দিয়া দরশন ॥
অশেষ পালের পাণি সার নামে তরে ।
বিমানেন্তে চড়ি যায় বৈকুণ্ঠনগরে ॥
নবধনশাসন রূপ শুভদৃষ্টি হয় ।
এই সব অমঙ্গলে কেন কর ভয় ॥
এতক বলিয়া বীর চালাইল রণ ।
সিংহনাদ শঙ্খনাদে রুদ্ধ করণ ॥
মহাক্রোধে ধুমুশের লহিলেন হাতে ।
কহিলেন বিমর করিয়া জগন্নাথে ॥
সাবধানে আজি তুমি ধর অশ্চাচারি ।
অর্জুনের রক্ষা কর দোখব মুরারি ॥
এতক বলিয়া বীর সন্ধান পুরিল ।
সহস্রেক বাণ একেবারে প্রহারিল ॥
গ্রীহরি উপরে বীর মারি দশবাণ ।
ছাড়িল বিংশতি বাণ লক্ষ হনুমান ॥
পুণ্ডরীর চারিবাণ ধনুকে ধরিল ।
চারি অশ্ব বিদ্ধি তাহে জর্জর করিল ॥
আর এক লক্ষ বাণ মারি সৈন্যগণের ।
হয় গজ রথ পত্তি বধিলেন শরে ॥
এড়িলেন পার্শ্ব অস্ত্র সন্ধান পুরিয়া ।
ভীষ্মের বভেক শর ফেলিল কাড়িয়া ॥
দুই বীর সন্ধান করেন হেন রীতি ।
লক্ষ লক্ষ সেনা মারি পাড়িল ভূমিতে ॥
অর্জুন ভীষ্মের যুদ্ধ কে করে বর্ণন ।
রোধিলেন শূন্যপাণ এড়ি শরণ ॥
জলস্থল ভারতের পুরিল আকাশ ।
অস্ত্রেতে আচ্ছন্ন রবি না হন প্রকাশ ॥
দুই দলে ব্যাধ রথ বিচিত্র সারথি ।
শত শত বিমানেন্তে যেন সুরপতি ॥
নানা বর্ণে ধ্বজ সব উড়িছে গগনে ।
লাগিছে কর্ণেতে তালী অশেষ গজ্ঞনে ॥
সিংহনাদ করি যায় বহু যোদ্ধাগণ ।
সমানে সমানে যুদ্ধ ভুল্য প্রহরণ ॥
মহারথীগণ অস্ত্র ফেগণ করিল ।
ধ্বজ ছত্র পাতাকায় মেদিনী ভরিল ॥
হস্তিগণে তৈয়াইয়া নিলেক মাহত ।
ধাইল সাতলক্ষ লক্ষ দেখিতে অন্তত ॥

ইবা সম নন্দনমহাভয়ঙ্কর ।
 শুণ্ডে শুণ্ডে জড়াতড়ি মুখে নিরন্তর ॥
 দুই মলে যুদ্ধ করে হইল বিহ্বল ।
 বিপরীত লঙ্কেতে উঠিল কোলাহল ॥
 ভীমসেন মারিলেন বহু যোদ্ধাগণ ।
 বদনে রুধির উঠি তাজিল জীবন ॥
 দেখিয়া ধাইল রণে দুঃশাসন বীর ।
 বিংশতি বাণেতে বিকে ভীমের শরীর ॥
 দেখি মহাক্রোধে ভরে পবনন্দন ।
 ধনু অস্ত্র এড়ি গিয়া ধাইল তখন ॥
 মহাবেগে মারি গদা রথের উপর ।
 রথ অশ্ব সারথিকে দিল বশবর ॥
 মর্ম্মবাখা পাঠিলেক দুঃশাসন বীর ।
 অজ্ঞান হইল অন্ধ বহিল রুধির ॥
 আর বহু রথিগণে সংহারিয়া রণে ।
 নিজ রথে চড়িলেন আনন্দিত মনে ॥
 দেখি জ্ঞোণাচার্য্য বাণ পুরিল সন্ধান ।
 ভীম অঙ্গে প্রহারিল এক শত বাণ ॥
 বাধিত হইল রণে ভীম মহাশয় ।
 অশ্বসহ সারথিকে দিল বশালয় ।
 তাহা দেখি অগ্রসর অর্জুনের নন্দন ।
 করিলেন জ্ঞোণাপরে বাণ বরিষণ ॥
 পার্শ্বদিক পঞ্চবাণ এড়ি মহাবীর ।
 জ্ঞোণের কবচ কাটি ভেদিল শরীর ॥
 দুইবাণে চারি অশ্ব দিল বশবর ।
 সারথির মাথা কটি পাড়িল সত্তর ॥
 বিরাধী করিল জ্ঞোণে অর্জুনের নন্দন ।
 চমৎকৃত হইলেন যত কুরুগণ ॥
 পরে জ্ঞোণ অশ্ব রথে চড়ি সেইকণ ।
 অভিমান সহ শত্রু আরম্ভিল রণ ॥
 সহস্রাঙ্গর যুদ্ধ হইল দুইজনে ।
 কারো পরাজয় নাহি তর সেই রণে ॥
 পঞ্চাল বিরাট খুউতান্ন মহাবল ।
 যটোৎকচ মহাবীর সমরে প্রবল ॥
 কৌরবের সৈন্যগণে করিল সংহার ।
 হইল কৌরব দলে তাহে হাহাকার ॥
 দেখি দ্রুপদ্রোণ রাজা হইল বিব্রত ।
 রাজাগণে আত্মা দিল করবারে রণ ॥
 তুরিপ্রবা কৃতবর্মা শল্য জয়দ্রথ ।
 দুর্য়োধ দুঃসহ ভগদত্ত মহারথ ॥
 লাহস করিয়া সবে নৃগতি আদেশে ।
 শত শত সেনা মারি দিল বশ গাশে ॥

যটোৎকচ মহাবীর সমরে প্রচণ্ড ।
 রাজাগণে বিক্রিয়া করিল খণ্ড খণ্ড ॥
 কাহার সারথি আর কার ভাঞ্জে রথ ।
 ভজ দিল রাজাগণ না দেখিয়া পথ ॥
 নহা পরাক্রম করে পাণ্ডবের দল ।
 দেখে দুঃশাসন রাজা হইল বিকল ॥
 রাখিতে না পারিলেন সৈন্য রণস্থলে ।
 বাঞ্ছা হয়ে ভজ দিল সহ কুরুদলে ॥
 সিংহনাম ছাড়য় পাণ্ডব সৈন্যগণ ।
 কৌরবের সৈন্য দল করিয়া মিশন ॥
 পলায় সকল সৈন্য রণেতে অস্থির ।
 তাহা দেখি ভীমকে বলিল কুরুবীর ॥
 দেখি ভীম রাজাকে কহিল বহুতর ।
 স্থির হও দ্রুপদ্রোণ না হবে কাতর ॥
 যুদ্ধেতে নিয়ম নাহি জয় পরাজয় ।
 সন্মুখ সংগ্রাম স্থলে না করিবা ভয় ॥
 এতক বলিয়া ভীম মহাক্রোধ মন ।
 করিল অর্জুনের গণে বরিষণ ॥
 বিক্লিষ্ট সহস্র বাণে বীর ধনঞ্জয়ে ।
 দশবাণ বিক্লিষ্ট কৃষ্ণের হৃদয়ে ॥
 মারিল সহস্র বাণ অর্জুনের উপরে ।
 চারি বাণ প্রহারিল চারি অশ্ববরে ॥
 আর লক্ষ বাণ বীর মারি সৈন্যগণে ।
 পাণ্ডবের সেনা বহু মারিলেন রণে ॥
 কালান্তক বশ প্রায় ভীম মহাবীর ।
 পাণ্ডবের যোদ্ধাগণে করিল অস্থির ॥
 কাহার সারথি পড়ে কারু মরে হয় ।
 মাথা কটি কাহাকে পাঠিল বশালয় ॥
 কখন ধরেন বাণ ছাউন কি গণে ।
 কুলকার চক্র যেন ঘুরিলেন রণে ॥
 অদ্ভুত দোষণ্য সর্ব সৈন্য ভজ দিল ।
 পাণ্ডব সৈন্যেতে মহা বিপত্তি পড়িল ॥
 তাহা দেখি বেঁধিলেন ইন্দ্রের নন্দন ।
 গগন ছাড়িয়া করে বাণ বরিষণ ॥
 নাহি দিল বিনিগ না হইল প্রকাশ ।
 দশদিক রুদ্ধ হয় না চলে বাতাস ॥
 কোটি সেনা বীর হানিলেন রণে ।
 মারিলেন বীর লক্ষ লক্ষ হস্তীগণে ॥
 ইন্দ্রদত্ত পঞ্চবাণ করিয়া ফেপন ।
 করিলেন ভীম বক্ষদেশে নিপাতন ॥
 বাধিত হইল পঞ্চপুত্র বীরবর ।
 অশ্বসহ সারথি দিলেন বশবর ॥

কানিনল সম বীর পার্থ ধনুর্জিৎ ।
 কোরবের সৈন্যগণে নাশিল সত্তর ॥
 শ্রাবণ ভাদ্রেতে যেন পাকা তাল পড়ে ।
 সেইমত কুরুসৈন্য পড়ে ঝাড়ে ঝোড়ে ॥
 অজ্ঞানের বিক্রমে অস্তির কুরুগণ ।
 বড়বড় ঝোড়ো লবে ভাঙ্গিলেন রণ ॥
 অস্থখ্যায়ী দ্রোণ কুপ যুঝ প্রাণগণে ।
 না পারেন পাশু পুত্র নিবারিতে রণে ॥
 যুগান্ত সময়ে যেন মিহির উদয় ।
 তেমনি ছাভেন পার্থ বাণ তেজোময় ॥
 যত অস্ত্র দিয়াছিল ইন্দ্রাদি অমর ।
 সেই সর্ব অস্ত্রে পার্থ করিল সমর ॥
 ভীষ্মের শরীর বিক্লি করিল জঙ্ঘর ।
 কে টিঙ্গ সৈন্যকে দিলেন যমঘর ॥
 ব্যাস দেখি যেমন পলায় যুগগণ ।
 ভক্তমিল কুরু দল পরি করি রণ ॥
 অজ্ঞানের শরজালে ভাঙ্গে সর্ব সৈন্য ।
 জলন্ত অমলে যেন দাহিল অরণ্য ॥
 গুরুভে দেখিয়া যেন যায় নাগগণ ।
 অজ্ঞানের ভয়ে সৈন্য তথা পলায়ন ॥
 নিজ পুত্রে কহিলেন দ্রোণ মহাশয় ।
 যুদ্ধেতে আমার আজি চিত্ত স্থির নয় ॥
 পক্ষি সব যম ডাকে অতি অলক্ষণ ।
 ধনুক হইতে শুল পড়ে যম ঘন ॥
 সন্ধান পুরিতে হস্ত টেহেতে পড়ে শর ।
 প্রভা হীন দেখিতেছি দেব দিবাকর ।
 দুর্ধ্যোধন বাহিনীতে গৃধ্র কঙ্ক চলে ।
 শিবাগণ ঘোর নাম করে কুতূহলে ॥
 গগন মণ্ডল টেহেতে উলকা পড়ে খসি ।
 স্থানে বজ্রবৃষ্টি হয় রাশি রাশি ॥
 সকল পৃথিবী কঁপে দেখি ভয়ঙ্কর ।
 রত্নগ্রহ অকারণ গ্রাসে দিবাকর ॥
 ভীষ্ম বধে অজ্ঞানের যে প্রতিক্রিয়া ছিল ।
 তাহার সমর বুঝি বিধি নিয়োজিল ॥
 এ কারণে এতেক উৎপত্তি যমঘন ।
 এ সব দেখিয়া মম স্থির নহে মন ॥
 বুঝিলাম আজি যুদ্ধ টেহল বিপবীত ।
 বর্থাশক্তি সমরে ভীষ্মের কর হিত ॥
 হেমকালে কুপ শল্য ভগদত্ত বীর ।
 কুতবর্মা জয়দ্রথ নির্ভয় শরীর ॥
 বিন্দ অমুবিন্দ চিত্রসেম অঙ্গুগত ।
 দুই গুণে আর মহারথী যত ॥

সমরে ধাইল সবে পাণ্ডবের প্রতি ।
 কেশরী দেখিয়া যেন সৃগাল সংহতি ॥
 বাছিয়া বাছিয়া অস্ত্র যা রিলেন সব ।
 পাশু দলে হয় হস্তি মরে অসম্বর ॥
 দেখিয়া রোষিল পরে বির ব্রকোদর ।
 গগন ছাইরা শীঘ্র যুডিলেন শর ॥
 নিবারিয়া সবাচার অস্ত্র ব্রকোদর ।
 প্রত্যেক শরীরে বিক্লে চোখা শর ॥
 বাছিয়া বাছিয়া বীর এ ডি অস্ত্র সব ।
 কুপ ধনু কাটিয়া করিল পরাস্তব ॥
 আর সব মহাবীর অজ্ঞান হইল ।
 একেশ্বর ভীমসেন সবে নিবারিল ॥
 ফণেকে চেতন প্রাপ্তে দশ বীরবর ।
 চারিদিকে বেড়িলেন ভীম একেশ্বর ॥
 জাহা দেখি ভীমসেনে উপজিল ক্রোধ ।
 গদা নিয়া ধাইলেন কে করিবে রোধ ॥
 গদা ঘাতে সব রথ করিলেন চুর ।
 ভক্ত দিয়া দশ বীর পলাইল চুর ॥
 মহাক্রোধে ব্রকোদর করিল সংহার ।
 যারে গান ভারে দেন বয়রাজ ছার ॥
 ভীমের বিক্রমে কেহ না হইয়া স্থির ।
 রণ ভাঙ্গি পলাইল বড়বড় বীর ॥
 ভীষ্মের সহিত পার্থ আরস্তিল রণ ।
 অকুপ বিক্রমে সৈন্য করিল নিধন ॥
 সর্ব অস্ত্র ভীষ্মের ক টিঙ্গ ধনঞ্জয় ।
 নিজ অস্ত্রে বিক্লিলেন তাঁহার হৃদয় ॥
 সুনির্ভর অস্ত্রাঘাতে সৈন্য ভক্ত দেখি ।
 মহাক্রোধে অজ্ঞান বলিল ভীষ্ম ডাকি ॥
 মহাপরাক্রম আকাশ করিলা সমরে ।
 মম সহ যুদ্ধ করি মারিলা সৈন্যারে ॥
 এখন আমার বীর্য দেখহ অজ্ঞাব ।
 আত্মরক্ষা যদি পার তবে জামি শ্রম ॥
 এত বলি এড়িলেন সতশ্রেক শর ।
 অক্ষপাণে ধনঞ্জয় ক টিঙ্গ সত্তর ॥
 দৌহার উপরে দৌছে মারিলেন শর ।
 গরম্পর অস্ত্র ফেলে সমরে তৎপর ॥
 কারো পরাক্রম নাহি বিক্রমে সমান ।
 অজ্ঞান ভীষ্মের ধনু করিল দুখান ॥
 চক্ষু পালটিত ভীষ্ম অন্য ধনু নিল ।
 গগন আবার পরে শর নিক্ষেপিল ॥
 মারিল সহস্র বাণ অজ্ঞান উপর ।
 আশী শরে বিক্লিলেন কুরু কলেবর ॥

বাটি শর মারিলেন স্বজের উপরে ।
 চারি বাণে চারি অশ্ব করিল জ্বরে ॥
 মারিলেন লক্ষ শর সেনার উপর ।
 কোটি যোদ্ধা মারিয়া দিলেন বশবর ॥
 হেন রূপে বাণ বৃষ্টি হয় নিরন্তর ।
 নিশ্বাস ছাড়িতে মাত্র নাহি অবসর ॥
 প্রাণপণে অর্জুন এডেন অস্ত্রগণ ।
 বাণ কাটা ফে ললেন গঙ্গার মন্দন ॥
 জল স্থল শূন্যমার্গ ব্যপিল আকাশ ।
 অস্ত্রে অন্ধকার হৈল না চলে বাতাস ॥
 বিক্রমে যেমন ভীষ্ম কালান্তক বশ ।
 অশনি সচ্ছন্দ অস্ত্র মারিল বিধম ॥
 পাণ্ডবের সৈন্য সব শরে আবিরল ।
 দেখি যত যোদ্ধাগণ রণে ভঙ্গ দিল ॥
 কাহার কটয় রথ কার ধনুস্তম ।
 কাহার সারথি কাটে কার কাটে তুল ॥
 মধ্যদেশ কাহার বা ফেলিলেন কাটি ।
 বুকে ঝুঁজি কোন বীর কামড়ায় মাটি ॥
 অস্ত্রের পাণ্ডব সৈন্য রণে নাহি রয় ।
 অশক্ত রাখিতে সৈন্য ভীম ধনঞ্জয় ॥
 বাণে বাণে কপিধ্বজ রথ আবিরল ।
 কুজবাটিতে গিরিবর যেন আছাদিল ॥
 অশ্বের চালান ক্রোধ করি নারায়ণ ।
 বাণে পথ রোধে রুদ্ধ অশ্বের গমন ॥
 তাহা দেখি অর্জুনে বলেন নারায়ণ ।
 সাবধানে যুঝ নাহি চলে অশ্বগণ ॥
 মহাক্রোধে যত অস্ত্র মারেন অর্জুন ।
 বাণে কাটি পাড়িল সে গঙ্গার মন্দন ।
 নিরন্তর মারে সৈন্য নাহি তার লেখা ।
 রণ মধ্যে গড়ে অস্ত্র যেমন উলুকা ॥
 দেখিয়া বিস্ময় তাহে অর্জুনের মন ।
 ইন্দ্র দত্ত দিবা অস্ত্র করিল ফেপণ ॥
 গঙ্গার মন্দন তাহে কাটিল দুরিত ।
 দেখিয়া বিস্ময় পার্থ শূন্য চতুর্ভিতে ॥
 কৌরবের যোদ্ধাগণে মুদিত হইল ।
 পাণ্ডবের সেনা সব বিবাদে রহিল ॥
 অস্ত্রের অর্জুন রণে শ্রীহরি সারথি ।
 মনেই বিচার করিল যতুপতি ॥
 ত্রিভুবন মধ্যে হেন কেহ নাহি বীর ।
 ভীষ্মের সংগ্রামে অগ্রে হইবেক স্থির ॥
 যত্না নাহি পারে তার ইচ্ছার মরণ ।
 হেন জনে কোন বীর জিনিবেক রণ ।

মৃত্যু হেতু বলেছেন ভীষ্ম মহাশয় ।
 এইকালে শিখণ্ডকে অনাহিতে হয় ॥
 এত ভাবি শিখণ্ডকে ডাকিল সম্বর ।
 হেনকালে বহে বায়ু গঙ্গে মনোহর ॥
 আকাশে জমরগণ আইল সকল ।
 গগনে দুন্দুভি বাজে মহাকোলাহল ॥
 শুনি ভীষ্ম মহাবীর সচিন্তিত মন ॥
 হেনকালে ডাকিয়া বলিল দেবগণ ॥
 স্বর্ষগণ মুনিগণ বসি সুরলোকে ।
 সপ্তবসু সহ সবে আইল কৌতুকে ॥
 নিবর্ত্ত নিবর্ত্ত ভীষ্ম পরিহার রণ ।
 আকাশেতে ডাকিয়া বলিল সর্দারজন ॥
 স্বর্ষগণ মুনিগণ গগণ ভরিল ।
 করিল কুমুদ বৃষ্টি ভীষ্মে আবিরল ॥
 এ সব রক্তান্ত আর কেহ না জানিল ।
 শাস্ত্রভূতনয় তাহা সমস্ত শুনিল ॥
 বাধা দিল দেবগণ আর মুনিগণে ।
 দেবতার প্রিয় ভাসা চিন্তিলেন মনে ॥
 এতক চিন্তিয়া ভীষ্ম নিবৃত্তি পাইল ।
 অর্জুনের সম্মুখে গরে শিখণ্ডি আইল ॥
 অর্জুনের প্রতি হরি বলিল বচন ।
 শিখণ্ডকে অগ্র রাখি মার অস্ত্রগণ ॥
 অর্জুন বলেন শুনি নৈবকি ভনয় ।
 এমত কণ্ঠ যুদ্ধ উচত না হয় ॥
 শ্রীহরি বলিল পার্থ কথা হবে পরে ।
 ভীষ্ম মারি পরাজয় কর কুরুবরে ॥
 শিখণ্ডকে সম্মুখে রাখিল ধনঞ্জয় ।
 দেখি অস্ত্র ছাড়িলেন ভীষ্ম মহাশয় ॥
 অস্ত্র ত্যাগ করি ভীষ্ম হেটু যুগ হন ।
 কহিতে লাগিল বীর কৃষ্ণকে বচন ॥
 শুনি প্রভু নারায়ণ বাদব ঈশ্বর ।
 আমাকে মারিতে কর কণ্ঠ লমর ॥
 এতক বলিয়া বীর স্তুতি একমনে ।
 পুনকে সহস্র নাম পড়িলেক রণে ॥
 শিখণ্ডি বলিল ভীষ্মে করি অহঙ্কার ।
 ক্ষত্রিয় অন্তক তুমি বিনিত সবার ।
 শুনি যাছি পরশুরামের সহ রণ ।
 দেবের প্রতাপ তব কহে সর্দারজন ॥
 তোমার প্রতাপ সব জগতে বিদিত ।
 একারণে তোমা সহ যুঝিব নিশ্চিত ॥
 পাণ্ডব সহবা হেতু করি মহারণ ।
 সংগ্রামে তোমাকে মারি দেখাইব বশ ॥

বলিলাম সত্য যম নাহি নড়ে বেণল ।
 আমার সমরে তব মৃত্যু দিল কোল ॥
 শিখণ্ডকে বলিলেন গাঙ্গের কৌতুকে ।
 আসিল আমার মৃত্যু দেখিয়া ভোমাকে ॥
 শিখণ্ড ভোমাকে বারী সৃষ্টির বিধায় ।
 দৈব বলে পাইয়াছ পাণ্ডব সহায় ॥
 শরীর কাটিয়া বানি পাড় ভূমিতলে ।
 তথাপি তোমার প্রতি অস্ত্র নাহি চলে ॥
 শুনি ক্রোধে শিখণ্ড লইল ধনুর্ক্ষাণ ।
 মারিলেন ভীষ্মোপরি পুরিয়া সক্ষাণ ॥
 ছাড়িলেন বহু বাণ বাছিয়া বাছিয়া ।
 অর্জুনের শিখান তারে বহু বৃণাইয়া ॥
 শিখণ্ড ছাড়য়ে বাণ হইয়া নিভয় ।
 বিক্লি সঙ্কট বাণ ভীষ্মের হৃদয় ॥
 না হইল দুঃখ তায় ছাড়িলেন রণ ।
 মৃগীর প্রহারে যেন মৃগজ্ঞের মন ॥
 হাসিয়া অর্জুনের পরে লইলেন ধনু ।
 পঞ্চ বিংশ বাণে তাঁর বিক্লিলেন তনু ॥
 মারিলেন সাত লক্ষ বাণ একেবারে ।
 ভীষ্মের কবচ ভেদি রক্ত পড়ে ধারে ॥
 অর্জুনের বাণ সব আশ্রি হেন ছুটে ।
 ভীষ্মের শরীরে যেন বজ্র মম ফুটে ॥
 বিচারিল গঙ্গার নন্দন যেন মন ।
 এই অস্ত্র শিখণ্ডীর না হয় কখন ॥
 শিখণ্ডকে গুণ্ডে রাখি পার্থ ধনুধর ।
 মারিল আমার প্রতি ভীষ্মের শর ॥
 এত চিন্তি ক্রীহরি চরণ ধ্যান করি ।
 উদ্ধারণ করিলেন ক্রীহরি ক্রীহরি ॥
 বাণাঘাতে শরীর কম্পিত সনেঘন ।
 শিশির কালেতে যেন কাপয়ে গোধন ॥
 ধনঞ্জয় আগনার অস্ত্র বরিষণে ।
 লোমে লোমে বাঙ্কিলেন গঙ্গার নন্দনে ॥
 সর্দাজ ভেদিল অস্ত্রে হৃদয় নাহি আর ।
 সর্দজ বহিয়া পড়ে শোণিতের ধার ॥
 তবে পার্থ দিব্য অস্ত্র নিলেন তখন ।
 পিতামহ বক্ষস্থলে করিল বেধন ॥
 বাণাঘাতে হইলেন ভীষ্ম হীন বল ।
 রথোপরি হইতে পড়িল ভূমিতল ॥
 শিয়র করিয়া পূর্বে পড়িলেন বীর ।
 আকাশ হইতে যেন খসিল মিহির ॥
 ভূমি নাহি স্পর্শে এক শরের উপরে ।
 হেনমতে শরশয্যা মিল বীরবরে ॥

দেখিয়া কৌরবগণে করে হাহাকার ।
 সংগ্রাম ভাঙ্গিয়া সব গেল দেখবার ॥
 দুর্যোধন মহারাজ শোকাক্ত হইয়া ।
 রথ ত্যজি মহাবীর আইল খাইয়া ॥
 দ্রোণ কুপ অশ্রুধারা আনি বীরগণ ।
 রথ ত্যজি ধান সব মহাশোক মন ॥
 কান্দিলেন পিলাপ করিয়া দুর্যোধন ।
 উঠ পিতামহ কর পার্থ সহ রণ ॥
 স্বয়ম্বরে জিনিয়া বিবাহ ভূমি দিলে ।
 পরশুরামের পরাজয় করে ছিলে ॥
 বাহুবলে কল্লগণে টেকা পরাজয় ।
 তব নামে সুরাসুরে দেহ কম্প হয় ॥
 বড় সাধ আছিল আমার যেন মন ।
 পাণ্ডব জিনিয়া পাব সর্ব রাজ্য খন ॥
 তাহে বিপরীত হেন বিধাতা হইল ।
 হুমের পক্ষত যেন শূণ্যে লিঙ্গল ॥
 তোমার গৌরব যত ত্রিভুবনে ঘোষে ।
 সমরে পড়িল ভূমি মম কর্ম দোষে ॥
 হেনমতে বিলাপ করয়ে কুরুরাজ ।
 শোকাকুলে কান্দিলেন কৌরব সমাজ ॥
 সানন্দ হইয়া গরে ধর্মের মন্দন ।
 ভীষ্ম দেখিবারে যান সহ জমাদর্শন ॥
 ভীম ধনঞ্জয় আর মাত্যুর তনয় ।
 ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি ক্রপণ মহাশয় ॥
 অভিমন্যু যটোৎকচ সংস্যা অধিপতি ।
 দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র রাজার সংহতি ॥
 পর শয্যা যে স্থানে আছেন ভীষ্মবীর ।
 কহিলেন প্রণাম করিয়া যুধিষ্ঠির ॥
 শুন পিতামহ ভূমি বলে বীরবর ।
 সভ্যবাদী জিতে জয়ি মর্যাদা সাগর ॥
 ভৃগুরাম অভির্শাণ দিলেন তোমারে ।
 দুর্যোধন হেতু তাহা ফলিল সংসারে ॥
 শিশুকালে গিহুহীন হইলু পঞ্চজন ।
 গিহুশোক নাহি জ্ঞানি তোমার কারণ ॥
 আজি পুনঃ বিধি তাহে হইলেন বাম ।
 এত দিনে আনরা অনাথ হইলাম ॥
 শিক অন্ধধর্ম মায়া মোহ নাহি ধরে ।
 হেন পিতামহকে গারিলাম শরে ॥
 শুন মহাশয় এই উপাশ্রুত কালে ।
 নয়ন ভরিয়া দৃষ্টি করহ গোপালে ॥
 হাসি ভীষ্ম মহাবীর নয়ন মেলিল ।
 সুধু সুধু বলি ধর্মপুণ্ডে প্রাশংসিল ॥

মধুর কোমল স্বর অধিক গভীর (
 কহিতে লাগিল বীর চাহি যুধিষ্ঠীর ॥
 প্রবর্ত দক্ষিণায়ণ আছে যত দিন ।
 তত দিন এ দেহ না হবে প্রত্যাহীন ॥
 বল পরাক্রম যত সব পরিহরি ।
 শরীর ছাড়িয়া আমি প্রাণ মাত্র ধরি ॥
 রবির উত্তরায়ণ হইবে যখন ।
 জানিবে তখন আমি ভ্রাজিব জীবন ॥
 রবির উত্তরায়ণ না হয় যাবৎ ।
 শরশয্যা মধ্যে আমি থাকিব ভারত ॥
 এতক বলিতে তথা টেঁহল দৈববাণী ।
 সাধু সাধু গঙ্গাপুত্র কুরুকুল মণি ॥
 সর্ব ধর্ম জানি তুমি সর্ব শাস্ত্র জ্ঞাত ।
 তোমার মহিমা শুণি জগতে বিখ্যাত ॥
 দৈববাণী শুনি বীর হরিষ অন্তর ।
 দুর্যোধন রাজ্য প্রতি বলিল সত্তর ॥
 শয্যায় আড়য়ে মম সমস্ত শরীর ।
 মাথা লুটি পড়িয়াছে দেখে কুরুবীর ॥
 কোন বীর আছে হেথা কৃত্রিয় প্রধান ।
 মাথা বেন না লুটায় দেও উপাধান ॥
 শুনি দুর্যোধন রাজ্য ধাইল আগনে ।
 উৎকৃষ্ট বালিস আমি দিল সেইক্ষণে ॥
 হাসিয়া বলেন ভীষ্ম শয্যা মম শর ।
 বালিশ কি হেতু তুমি দিলে নৃপবর ॥
 ক্ষত্র হয়ে নাহি পার বুঝিতে সময় ।
 এত বলি কহিলেন কোথা ধনঞ্জয় ॥
 ইহা শুনি পার্থ বীর লয়ে ধনুর্ধ্বজ ।
 তিম বাণে করিলেন মস্তক সমান ॥
 মস্তক তুলিয়া বাণ মহী ভেদ করে ।
 গ্রহিলেন ভীষ্মদেব শরশয্যাগরে ॥
 আনন্দিত হইলেন ভীষ্ম মহাবীর ।
 দুর্যোধনে কহিলেন হইয়া অস্থির ॥
 শুনি দুর্যোধন রাজ্য আমার বচন ।
 জল দিয়া কর মোর তৃষ্ণা নিবারণ ॥

শুনি দুর্যোধন রাজ্য সত্তর করিয়া ।
 আনিল শীতল বারি ভূজারে পুরিয়া ॥
 সুবর্ণ ভূজার দেখে ভীষ্ম মহাবীর ।
 অর্জুনের নিরখিল তুষিত শরীর ॥
 ইহাতে অর্জুন বীর গাঁগৌর ধরিয়া ।
 ধরাতে মারিল বাণ আকর্ণ পুরিয়া ॥
 গৃধ্রবী ভেদিয়া বাণ গাতালে ছুটিল ।
 ভোগবতী গঙ্গাজল আগনি উঠিল ॥
 দুগ্ধ ধারা প্রায় পড়ে ভীষ্মের বগনে ।
 জলপান করলেন জাকুবী মন্দনে ॥
 দুর্যোধনে চাহি পুনঃ বলিল বচন ।
 এক কথা বলি আমি শুনি দিয়া মন ॥
 ভাই ভাই বিরোধ না কর কদাচিত ।
 যুধিষ্ঠীরে ভাগ দিয়া করহ সম্প্রীত ॥
 হৃদয় টেঁহল বংশ লাশ জানিবা নিশ্চয় ।
 ধর্ম অনুসারে হয় জয় পরাজয় ॥
 পাণ্ডবের সহায় আগনি নারায়ণ ।
 তাঁহার সহিত যুদ্ধ কর অকারণ ॥
 দুর্যোধন বলিলেন প্রীতিজ্ঞা না বাবে ।
 বিনা যুদ্ধে রাজ্য নাহি পাইবে পাণ্ডবে ॥
 শুনি ভীষ্ম ক্রমা দিল আগল অন্তরে ।
 দৈবে যাহা করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে ॥
 বস্ত্র গৃহ রণ ভূমে নির্মাইয়া দিল ।
 রক্ষা হেতু কত সৈন্য গ্রহরী রাখিল ॥
 গঙ্গাপুত্র মহাবীর নিরব হইল ।
 কোরব পাণ্ডব সবে শিবিরে চলিল ॥
 মহাভারতের কথা অপূর্ণ কথন ।
 সর্ব বস্ত্র ফল পায় শুনে যেই জন ॥
 সর্বগাপে মুক্ত হয় বৈকুণ্ঠে গমন ।
 কাশীদাস কহে ইহা ব্যাসের বচন ॥

ভীষ্মগণ সমাপ্ত ।

মহাভারত

দ্রোণপর্ব।

দ্রোণকে সেনাপতি করণের
মন্ত্রণা।

বলিলেন শুন শুন নৃপতি ভরম।
সমরে গড়িলা যদি ভীষ্ম মহাশয় ॥
দশ দিন যুদ্ধ করি যাবি সেনাগণ।
আগম ইচ্ছায় তিরি নিপাতিত হন ॥
ভীষ্ম যদি পড়িল আকুল দুৰ্য্যোধন।
হাহা ভীষ্ম শব্দ করি করয়ে রোদন ॥
মহাশোকে রোদন করিল সেনাগণ।
কর্ণে চাহি কহিতে লাগিল দুৰ্য্যোধন ॥
ভীষ্মের মরণে কর্ণ মনে পাই ত্রাস।
যুদ্ধ করি প্রাণ দিল কহিলেন ব্যাস ॥
তোমাকে জিজ্ঞাসা সখে করিয়া বিচার।
সেনাপতি করি কারে কিসে পাই পার ॥
তোমা বিমে বোদ্ধাপতি না দেখি আমার।
কেবল ভরসা করি সমরে তোমার ॥
উপরোধ করি ভীষ্ম না পারিলা রণে।
ভূমি কর পরাজয় ধর্ম্মের নন্দনে ॥
যদ্যপি ধর্ম্মিয়া দেও কুন্তীর কুমার।
সত্য করি শুন বীর সকলি তোমার ॥
এত শুনি কহিলেন কর্ণ মহাবীর।
সদর্পে কহিল কথা মিথ্যে শরির ॥
মহাশয় কোন চিন্তা না করিও ভূমি।
একেলা পাণ্ডবগণে বিমাশিব আমি ॥
এত শুনি দুৰ্য্যোধন হরষিত মন।
শীঘ্র আসি কর্ণের দিলেন আলিঙ্গন ॥
কহিলেন পরে কৃপাচার্য্য মহামতি।
সায় কথা কহি শুন কুরূ মহাপতি ॥
কর্ণ সেনাপতি নহে দ্রোণ বিদ্যমান।
পৃথিবীতোষীর নাহি দ্রোণের সমান ॥
এক মহাবীর দ্রোণ পৃথিবী ভিতরে।
অর্জু রথী বসে সবে কর্ণ ধনুর্দ্ধরে ॥
অতএব দ্রোণে ভূমি কর সেনাপতি।
শুনি তুষ্ট হইলেন গান্ধারী সমুত্তি ॥

আজি সেনাপতি করি দ্রোণ মহাবীর।
এত বলি দুৰ্য্যোধনে গেল শীঘ্রগতি ॥
কৃপাচার্য্য অস্থখ্যামা কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
শকুনি দুর্ম্মখ সঙ্গে চলিল সত্তর ॥
হরষিতে দুৰ্য্যোধন সবাবে লইয়া।
দ্রোণের নিকটে গরে উত্তরিল গিয়া ॥
প্রণমিয়া কহিলেন রাজা দুৰ্য্যোধন।
অবধান কর গুরু শুন নিবেদন ॥
মহারথী দেখি ভীষ্ম করি সেনাপতি।
উপরোধে না বৃদ্ধিলা ভীষ্ম মহাবীর ॥
ভরসা কেবল আমি তব ভুজাশ্রিত।
শরণ্যে পালন কর হয়ে কৃপাব্রত ॥
সেনাপতি বিনা যুদ্ধ নাহি হয় জানি।
কৃপা করি সেনাপতি হইবা আপনি ॥
যুধিষ্ঠিরে দেও এই নিবেদন।
তোমা ভিন্ন তারে ধরে নাহি অন্য জন ॥
দুৰ্য্যোধন কাতর দেখিয়া গুরু দ্রোণ।
আশ্বাসিয়া কহিলেন শুন দুৰ্য্যোধন ॥
সেনাপতি হব আমি করিব সমর।
কিন্তু এক কথা কহি তোমার গোচর ॥
আমি সেনাপতি যদি হইব সমরে।
তবে অস্ত্র না ধরিবে কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥
আমার নিয়ম এই শুন মরুর।
কহিলাম সত্য বাক্য তোমার গোচর ॥
যুধিষ্ঠীর তের আমি ধরিব নিশ্চয়।
কিন্তু যদি নাহি থাকে বীর ধনঞ্জয় ॥
এত শুনি বলিলেন রাজা দুৰ্য্যোধন।
তোমার নিকটে কর্ণ না করিবে রণ ॥
বলিলেন দ্রোণ শুন আমার বচন।
চক্রবাহ করিয়া করিব মহারণ ॥
দুৰ্য্যোধন শুনিয়া হইল হৃষ্টমতি।
অভিসেক করিলেন দ্রোণ সেনাপতি ॥
জয় জয়শব্দ হয় কটকে ঘোষণা।
মহাশত নানাবিধ বাজায় বাজনা ॥

শত শত জয়চক বাজে জয়চোল ।
মহাশয় হৈল যেম সমুদ্র কাল্লাল ॥
শত২ দামা বাজে বাজে জগৎল্লাল ।
কোটি২ মানি বাজে কে'টি২ ডঙ্ক ।
সিংহনাথ গজেন করয়ে সেনাগণ ।
আনন্দিত হইল দেখিয়া দুৰ্য্যোধন ॥
দ্রোণ পক্ষ সুধারস অপূৰ্ণ আখ্যান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥
শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবের
মজ্ঞনা ।

হেথায় ধর্মের পুত্র সহ দ্রুতগণ ।
কৃত সনে বসি সবে আনন্দিত মন ॥
ক্ষণদ বিরাটি আর সাত্যকি সংহতি ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন চকিতান যুয়ুৎসু ভূপতি ॥
অতিমুখ্য ঘটোৎকচ পঞ্চ পুত্র আর ।
সভায় বসিয়া সবে করয়ে বিচার ॥
হেনকালে দ্রুত গিয়া কহিল সত্বর ।
সেনাপতি হইলেন দ্রোণ বীরবর ॥
তোমাকে ধরিয়া দিতে কোরব বলিল ।
ধরিব বলিয়া দ্রোণ প্রীতিজ্ঞা করিল ॥
ইহার বিধান আজ্ঞা কর মরবর ।
নিবেদন করিলাম তোমার গোচর ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠীর আতঙ্ক পাইয়া ।
করিলেন জিজ্ঞাসা শ্রীকৃষ্ণকে চাহিয়া ॥
প্রীতিজ্ঞা করিল দ্রোণ ধরিতে আমারে ।
কি মতে পাইব রক্ষা কহ কৃষ্ণ মোরে ॥
ভুবনে দুজয় দ্রোণ বীর মহাবীর ।
প্রীতিজ্ঞা খণ্ডায় তার কেবা মহাকৃতী ॥
হৃদয় কম্পিত মম পাইলাম ভয় ।
কি করি উপায় কহ কৃষ্ণ মহাশয় ॥
অশেষ সঙ্কটে পার করিয়াছ ভূমি ।
কায় মনে ছিল যে আসিব দেশে আমি ॥
সভায় দ্রোণদৌ লজ্জা কর নিবারণ ।
তোমা বিনা পাণ্ডবের গতি কোল জন ॥
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শুনহ বচন ।
কি শক্তি তোমাকে ধরি লইবক দ্রোণ ॥
শত দ্রোণ হয়ে আসে একত্র সমরে ।
তবু না হইবে শক্তি ধরিতে তোমারে ॥
ব্রজা যদি আপনি করেন আসি রণ ।
তবু তব পরাজয় না হবে কখন ॥
বলিলেন ভীষ্ম পণ্ডিত কি ভয় তোমার ।
তোমাকে ধরিবে হেন শক্তি আছে কার ॥

সহস্রের নকুল যতক বোদ্ধাগণ ।
তোমাকে রাখিবে সবে করিয়া যতন ॥
বলিলেন কৃষ্ণ শুন ধর্মের নন্দন ।
ভীমে করি সেনাপতি ভূমি কর রণ ॥
মহাযোদ্ধা ভীমসেন হবে সেনাপতি ।
সমরে অমর শক্তি অকাতর গতি ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠীর আনন্দিত মনে ।
অতিবিক্ত ভীমে করিলা সেইকণে ॥
ভীমে সেনাপতি করি ধর্মের নন্দন ।
হরষিত হইলেন সহ যোদ্ধা গণ ॥
নানা বাণ্য কোলাহলে কিছুই না শুনি ।
জয় জয় শব্দ করে যতক বাহিনী ॥
বাজিল দুন্দুভি শব্দ অতি স্থলনিত ।
বীণা বাঁশী বাজে গায় সুমধুর গীত ॥
ভীম বলিলেন রাজা শুনহ বচন ।
ধৃতরাষ্ট্র পুজি কালি করিব নিধন ॥
এত শুনি হরষিত ধর্মের নন্দন ।
মহাশয় গজেন করয়ে সেনাগণ ॥
নৈম্য কোলাহল যেম সিন্ধু উথলিল ।
অশ্ব গজ গজেনে শ্রবণ রুদ্ধ হৈল ॥
পঞ্চজন্য শংখ কৃষ্ণ বাজান তখন ।
পৃথিবীর বত বাদ্য করে আচ্ছাদন ॥
হুউচিস্তে সর্বজন্ম বংশল রজনী ।
প্রভাতে উঠিয়া সৈন্যে বলিল ক শুনি ॥
রাজাকে রাখিবে রবে সাবধান তায় ।
কোনমতে কুর যেন ধরিতে না পায় ॥
হেথায় প্রভাত কালে রাজা দুৰ্য্যোধন ।
দ্রোণ অগ্রে করি রণে আইল তখন ॥
রথে চড়ি গেল সবে ভীষ্মের সদন ।
ভীষ্মের প্রণাম করে রাজা দুৰ্য্যোধন ॥
শরশয্যা শয়নে আছেন মহাবীর ।
দুৰ্য্যোধন কহিতে লাগিলা ধীরেধীর ॥
আজ্ঞাকর পিতামহ সুপ্রসন্ন মনে ।
সমর করিতে বাই পাণ্ডু পুত্র সনে ॥
সেনাপতি সমরেতে করিলাম মন্ত্র ।
কি ভর আশ্রয় বার হেন কল্প তরু ॥
শুনি দুৰ্য্যোধন বাক্য কুরুবংশগতি ।
দুৰ্য্যোধনে বুঝাইল মধুর ভারতী ॥
আমি বাহা কহি তাহা শুন দুৰ্য্যোধন ।
কল্যাণিত না লাগিবে আমার বচন ॥
সকল মজল হবে পৌরব অপার ।
পৃথিবীর মধ্যে বন রহিবে তোমার ॥

তোমা সবাংকার ভাল চিন্তা অনুক্ষণ ।
 এই হেতু বলিতেছি শুন দুর্য়োধন ॥
 আমার বচন তুমি না করিও আন ।
 কি কারণে ক্ষয় কর কোরব সন্তান ॥
 সৈন্য অগচয় মাত্র হয়ে ধন শেব ।
 প্রজাদেব পীড়া আর নষ্ট হয় দেশ ॥
 যুধিষ্ঠির রাজা দেখ ধর্ম অবতার ।
 তার সহ প্রীতি কর মিত্র ব্যবহার ॥
 রাজ্য ধন কিছু যদি তারে দেও তুমি ।
 যুধিষ্ঠিরে সম্মত করিয়া দিব আমি ॥
 আমার বচন কভু না কর অন্যথা ।
 বংশ রক্ষা হেতু আমি কহি হেম কথা ॥
 নিরর্থক জ্ঞাতিগণে করিবা সংহার ।
 আপনি না বুঝ কেন করিয়া বিচার ॥
 বুজির সাগর তুমি বলে মহাবল ।
 সঙ্গাগরা পৃথিবী তোমার করতল ॥
 কহ আমি যুধিষ্ঠিরে আমি এইক্ষণ ।
 মম স্বাক্য না লঙ্ঘিবে ধর্মের নন্দন ॥
 ভীম ধনঞ্জয় দেখ মহাধনুর্জয় ।
 কে পারিবে তাহাদের সহিতে সমর ॥
 পাণ্ডবের দলে কৃষ্ণ আছেন আপনি ।
 তাঁর সহ বিরোধে বাঁচিবে কোন প্রাণী ॥
 দেখ তুমি তাঁর সহ কে করিবে রণ ।
 বংশ রক্ষা হেতু কহি শুন দুর্য়োধন ॥
 প্রত্যয় না হয় যদি আমার বচনে ।
 আপনি জিজ্ঞাসা কর দ্রোণাচার্য্য ক্রমে ॥
 দ্রোণাচার্য্য বলিলেন যে আজ্ঞা করিলে ।
 এমন করিলে থাকে সকলে কুশলে ॥
 বেদ ভুল্য জ্ঞানি আমি তোমার বচন ।
 যতক কহিলা তুমি সবার কারণ ॥
 দুর্য়োধনে অনুক্ষণ বুঝাতি বিস্তর ।
 নাহি শুনে দুর্য়োধন করি অমান্দর ॥
 মৃত্যুকালে রোগী যেন ঔষধ না খায় ।
 সেই মত দুর্য়োধন অজ্ঞানের প্রায় ॥
 কি হইবে তরুরে কহিলে ধর্মবানী ।
 কভু নাহি হয় সতী অসতী রমণী ॥
 এত শুনি দুর্য়োধন বলিল বচন ।
 অনুক্ষণ নিন্দা মোরে কর সর্দেয়ন ॥
 কিবা দোষ আমার দেখিসা তোমা সবে ।
 সবে মাত্র দেখিয়াছি নিদোষ পাণ্ডবে ॥
 অবিরত কটু কথা প্রাণে নাহি সহে ।
 গুরুজন গঞ্জল অমলে তরু দহে ॥

বলে পারি ছলে পারি প্রকার বিশেষে ।
 মাণির অগন শত্রু ভয় কর কিসে ॥
 মৃত্যু ভয়ে না হইব পাণ্ডবের বশ ।
 মরি যদি সমরে রহিব তবে বশ ॥
 ক্ষোভ না করিয়া ক্ষিপ্র করিলাম ভোগ ।
 এখন যে হয় কর্ম্য দৈবের সংযোগ ॥
 করিয়াছি রণ গণ আপনি বিচারি ।
 কদাচিত অনাথা করিতে নাহি পারি ॥
 এত বলি দুর্য়োধন হয়ে দুঃখ মতি ।
 কর্ণ দ্রোণসহে নিযা যান শীঘ্রগতি ॥
 ইহা দেখি গজপুত্র হইল দুঃখিত ।
 দ্রোণেরে চাহিয়া পরে বলিল বিহিত ॥
 কাল প্রাপ্ত হইয়াছে বুঝি দুর্য়োধন ।
 অতএব নাহি শুনে কাহার বচন ॥
 নিশ্চয় হইল বুঝি কুরুকুল অন্ত ।
 দিন দুই তিন বাদে মজিবে সমস্ত ॥
 এত বলি ভীষ্ম বীর নিস্তকে রহিল ।
 সৈন্য সহ দুর্য়োধন রণস্থলে আইল ॥
 চক্রবাহু করিলেন দ্রোণ মহাশয় ।
 ভেদিতে নিগম বাহু দৈবে সাধ্য নয় ॥
 রথে আরোহণ করি আইলেন বীর ।
 ভবন বিজয়ী দ্রোণ নিভয় শরীর ॥
 যুধিষ্ঠির দেখিলেন আইল দুর্য়োধন ।
 হইলেন বহির্গত সহ নারায়ণ ॥
 করিয়া মকর বাহু বীর ধনঞ্জয় ।
 আইলেন রণে সহ কৃষ্ণ মহাশয় ॥
 দুই সৈন্য কোলাহল হয় গণ্ডগোল ।
 প্রায় সময়ে যেন সমুদ্র কল্লোল ॥
 বায় শব্দে আর কিছু নাহি শুন কাণে ।
 পৃথিবী কম্পিতা অশ্ব গজাদি গজ্ঞেবে ॥
 মূহুমূহু ষোড়শগণ ছাড়ে হুল্লোর ।
 বজ্র সম শুনি যেন ধনুক টকার ॥
 পদাতি পদাতি অগ্রে হইল সংগ্রাম ।
 গজে গজে যুদ্ধ করে না করে বিশ্রাম ॥
 রথীন্দ্র যুদ্ধ হয় বীর জনে জন ।
 সংগ্রাম হইল ঘোর না যায় কখন ।
 ধনঞ্জয় দ্রোণ যুদ্ধ হয় অবিরাম ।
 সাতাকি সহিত কর্ণ করয়ে সংগ্রাম ॥
 ভীম দুর্য়োধন যুদ্ধ অপূর্ণ হইল ।
 দেখি ষোড়শগণ সব আশ্চর্য্য মানিল ॥
 নকুল সাহস যুদ্ধ করে দ্রোণসহ ।
 সহদেব শকুনি হইল মহারণ ॥

কৃপাচার্য্য সহ যুদ্ধ পঞ্চাল রাজন ।
 শূকদ্রুম সঙ্গে হয় অশ্বখ্যামা রণ ॥
 মদ্রপাত সহ যুদ্ধে চেকিতান বীর ।
 বিরাট ভূপতি সহ ভূপাল কাশীর ॥
 এই রূপ জনে জনে বাধিল সমর ।
 প্রমাদ খানিল দেখি স্বর্গতে অমর ॥
 মহাবাতাসেতে যেন বৃক্ষ সব গড়ে ।
 পড়িল অনেক সৈন্য রণস্থল গড়ে ॥
 কুধিরে সাঁতার নদী বহে পঞ্চধারে ।
 হইল প্রলয় যুদ্ধ শেষেতে ছাপরে ॥
 ক্ষয়জয় বলিলেন কহ আরবার ।
 সংক্ষেপে কহিলা কহ করিয়া বিস্তার ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দ্রোণের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ ।
 বলিলেন মুনি শুন পরীক্ষিত সুত ।
 যেমতে হইল পরে সমর অন্তত ॥
 দ্রোণ খমঞ্জয়ে যুদ্ধ কি দিব উপমা ।
 রাম রাবণের যুদ্ধ এই যুদ্ধ সোমা ॥
 দ্রোণ গুরু দেখি পরে বার খমঞ্জর ।
 করপুটে প্রণামেন করিয়া বিনয় ॥
 অর্জুন বলেন গুরু কহ বিবরণ ।
 যুধিষ্ঠিরে ধরিতে বলিল দুর্যোধন ॥
 এমত প্রতিজ্ঞা কৈল করিলে আপনে ।
 আমি জীতে ধরিতে না পারিব রাজনে ॥
 এত শুনি দ্রোণ চার্য্য সহাস্য বদন ।
 অর্জুনের প্রতি পরে বলিলা বচন ॥
 যুধিষ্ঠির আমি যদি ধরিব সমরে ।
 দেখি তুমি রক্ষা কর কেমন প্রকারে ॥
 দুর্যোধন রাজ্য হেতু করি মহারণ ।
 অবশ্য করিব আমি প্রতিজ্ঞা পালন ॥
 এত শুনি অর্জুন বলেন আরবার ।
 যুধিষ্ঠিরে ধরিলে এত অহঙ্কার ॥
 এত শুনি হন গুরু ক্রোধে হতাশন ।
 অর্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
 শিয়া সহ উগরোধ আজি নাহি মনে ।
 জীবনে সংশয় আজি করাইব রণে ॥
 এত বলি বাণ এড়ে আমি অবতার ।
 উপহাসে সম্বরিল ইন্দ্রের কুমার ॥
 করিলেন দশ বাণ আচার্য্য সকার ।
 অর্জুণে অর্জুন করিল খান ॥

বাণ বার্থ দেখি গুরু ক্রুদ্ধ অতিশয় ।
 গগন ছাইলা পরে করি অঙ্গময় ।
 তবে খমঞ্জর বীর পুরিয়া সন্ধান ।
 নিমিষেক নিবারণে আচার্য্যের বাণ ॥
 অর্জুন এড়েন বাণ যেন যমদণ্ড ।
 ধনু কাটি দ্রোণের করিলা খণ্ড ॥
 আর ধনু নিয়া দ্রোণ পুরিয়া সন্ধান ।
 পার্শ্বের উপরে এড়ে হতাশন বাণ ॥
 হইল সংগ্রাম স্থলে সব অগ্নিময় ।
 গলায় সকল সৈন্য রণে নাহি রয় ॥
 এড়িয়া বরুণ বাণ ইন্দ্রের মন্দন ।
 নিমিষেক নিবারণে যোর হতাশন ॥
 জনেতে হইল পূর্ণ তাহে রণস্থল ।
 শোষকাস্ত্রে নিবারিলা দ্রোণ মহাবল ॥
 বায়ু অস্ত্রে সেনাগণ করিল অস্থির ।
 আক শাস্ত্রে নিবারণে পার্থ মহাবীর ॥
 তবে ক্রোধাবিষ্ট হয়ে বীর খমঞ্জর ।
 চারি বাণে কাটেন রথের চারি হয় ॥
 চারি বাণে শত্রু কাটি করিলেন খণ্ড ।
 দুই বাণে কাটিলেন সারথির মুণ্ড ॥
 আর দশ বাণ পরে তার্য্য হেন ভূটে ।
 আচার্য্যের বক্ষস্থলে শূল সম ভূটে ।
 বাণাঘাতে দ্রোণাচার্য্য হইল বিকল ।
 হাহাকার করিলেন বত কুরুদল ॥
 অন্য ব্রথ আনি পরে দ্রোণেরে লইল ।
 রথ সহ সারথি সজ্জরে গলাইল ॥
 দ্রোণ ভক্ষ দেখি তবে পার্থ মহাবীর ।
 বাণ বৃষ্টি করি সৈন্য করিল অস্থির ॥
 ভীম দুর্যোধন দৌড়ে হইল সমর ।
 সব যোদ্ধাগণ তাহে হইল অনুর ॥
 গদাযুদ্ধ করিলেন দুই গদাধর ।
 ছুঙ্কার শব্দ হয় মহাভয়ঙ্কর ॥
 বায়ুবেগে যেন গদা ফিরায়ে মস্তকে ।
 মহাক্রোধে দুই জন মারেন দৌড়াকৈ ॥
 দৌড়ার প্রহার কারো নাহি লাগে গায় ॥
 কেবল হইল যুদ্ধ গদায় গদায় ॥
 রাশি রাশি গড়ে খসি তাহাতে অনল ।
 চমকিয়া চাহে কুরু পাণ্ডবের দল ॥
 পার্শ্বত পড়িল বেগ পার্শ্বত উপর ।
 দুই জনে দেখা যায় দুই মহাধর ॥
 ক্রোধে হইল দৌড়ে খাইয়া প্রহার ।
 নিষ্ঠে হইল পরে কৌরব কুমার ॥

যুদ্ধ ভাঙ্গি দুৰ্য্যোধন পলাইয়া যান ।
 ব্রকোদর বীর তার পাছে ধান ॥
 দেখি পরে ধাইলা যতক যোদ্ধাগণ ।
 ভীমের উগরে করে বাণ বরিষণ ॥
 গদা নিয়া বায়ুবেগে ধাইলেন শুব ।
 শত রথ-গজ করিলেন চুর ॥
 তবে দুৰ্য্যোধন বীর হইয়া কাতর ।
 যুঝিবারে দিল দশ সহস্র কুঞ্জর ॥
 হস্তীগণ লঙ্কায় মাহুত সেনাপতি ।
 ভীমের সম্মুখে তারা যায় খৌজগতি ॥
 কুঞ্জর দেখিয়া বীর হবিষ অনুর ।
 রথ এড়ি গদা লয়ে ধাইলা সত্তর ॥
 ছাগলের পাল দেখি ব্যাখ্র যেন যায় ।
 শত হস্তী বীর মারিলেন তায় ॥
 প্রহারে প্রহারে গদা আধা হয় খণ্ড ।
 তাহা ফেলাইয়া বীর ধরি করি শুণ্ড ॥
 অনুরীক্ষে ভ্রমাইয়া ফেলিল কুঞ্জরে ।
 স্থির বায়ুমধ্যে রহে গগন উপরে ॥
 ভয় গদা ফেলাইয়া শূন্য হৈল কর
 শূন্য করে যুদ্ধে রত বীর ব্রকোদর ॥
 হস্তীর উপরে হস্তী মারি ফেলাইয়া ।
 হস্তী চাপনে পড়িল চূর্ণ হৈয়া ॥
 শূন্য হস্তে ভীম বীর ব্রকোদর মাঝে ।
 হেনবীর নাহি অস্ত্র ধরি অগ্রে সাজে ॥
 মহাক্রোধে ব্রকোদর অতি ভয়ঙ্কর ।
 অবিলম্বে মারিলেন সমস্ত কুঞ্জর ॥
 রণমধ্যে ব্রকোদর নিরস্ত হইল ।
 দেখিয়া সূর্য্যের পুত্র অগ্রেতে ধাইল ॥
 নাম অস্ত্র প্রহারিল ভীমের উপর ।
 কর্ণেরে দেখিয় ধান বীর ব্রকোদর ॥
 মুষ্টিঘাতে মারিলেন তাঁর চারি হয় ।
 এক চড়ে সারথিরে দিল মমালয় ॥
 মহাক্রোধে পদাঘাত রথের উপর ।
 চূর্ণ হয়ে পড়ে রথ সংগ্রাম ভিতর ॥
 রথ চূর্ণ দেখিয়া পলায়ন কর বীর ।
 ভীমের সম্মুখে আর কে হইবে স্থির ॥
 শূন্য হস্তে ব্রকোদর সংগ্রাম ভিতর ।
 রথ তুণি মারিলেন রথের উপর ॥
 যেই দিকে ব্রকোদর ক্রোধে ছুই চায় ।
 হয় হস্তী রথ রথী সকল পলায় ॥
 ভারত যুদ্ধের কথা কে বর্ণিতে পারে ।
 হস্ত ত দেখিয়া দেবদগ্ন কল্পে ভর ॥

হেনকালে অস্ত্র গেল দেব দিবাকর ।
 কৌরব পাণ্ডব বান অপনার ঘর ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥
 অৰ্জ্জুনের সহিত দুৰ্য্যোধনাদির
 ক্রম যুদ্ধ ।
 পরদিন প্রভাতে বতেক বীরগণ ।
 সৈন্য চলিল গবে করিবারে রণ ॥
 যোদ্ধাগণ চড়িয়া চলিল দিব্য রথে ।
 গজ বাজী পদাতিক চলে যুগ্মে ॥
 হস্তী হস্তী মিলে মহাযুদ্ধ করে ।
 অশ্ব অশ্বারোহীগণে নানা অস্ত্র ধরে ॥
 হেনকালে ধনঞ্জয় ক্রোধ অগ্রে করি ।
 রণস্থলে আইলেন হস্তে ধনু ধরি ॥
 গগন ছাইয়া বীর এড়িলেন বাণ ।
 কোটি সেনাপতি ভাঙিলেন প্রাণ ॥
 ক্রোধেতে অৰ্জ্জুন যেন দীপ্ত হস্তাশন ।
 প্রাণ লয়ে পলাইয়া যায় সেনাগণ ॥
 সৈন্য ভঙ্গ দেখি পরে রাজা দুৰ্য্যোধন ।
 ক্রোধ মনে রথে চড়ি করিল গমন ॥
 অৰ্জ্জুন উপরে গেল পুরিয়া সন্ধাশ ।
 একবারে প্রহারিল নয় সংখ্য বাণ ॥
 অর্ধ গর্বে ধনঞ্জয় করি খান খান ।
 ছয় বাণ মারিলেন পুরিয়া সন্ধাশ ॥
 দুই বাণে কাটিলেন ধ্বজ মণোহর ।
 চারি বাণে অশ্বগণ গেল যমঘর ॥
 দুই বাণ এড়িলেন যেন যমদণ্ড ।
 সারথির মাথা কাটি করিলেন খণ্ড ॥
 নিরখিয়া দুৰ্য্যোধন কোপিত অনুর ।
 রথ এড়ি গদা লয়ে ধাইল সত্তর ॥
 গদা ফেলি মারিলেন অৰ্জ্জুনের রথে ।
 দারুণ প্রহারে রথ কাঁপে আচম্বিতে ॥
 কোপেতে অৰ্জ্জুন যেন অমল সমান ।
 দুৰ্য্যোধনে প্রহার করেন দশবাণ ॥
 বাণঘাতে দুৰ্য্যোধন মহাকম্পমান ।
 পলাইয়া যায় বেগে লইয়া পরাণ ॥
 বাণঘাতে ব্যথিত হইলা দুৰ্য্যোধন ॥
 অন্য রথ সারথি যোগায় ততক্ষণ ॥
 রথে চড়ি পলাইয়া যান দুৰ্য্যোধন ।
 দেখি ক্রোধে অগ্নিসারি জ্বোনের নন্দন ॥
 ধনঞ্জয় অশ্বত্থায়া হয় মহারণ ।
 বিন্দুয় নামিয়া চল যত যোদ্ধাগণ ॥

সুসজ্জনে চলিলেন অশ্বখ মা বাণ ।
 অর্জুণে পর্শ তাহা করিলা দুখান ॥
 তবে ধনঞ্জয় বীর ক্রোধে হতাশন ।
 দ্রোণীর উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
 ব্রহ্মধারা হেম বাণ করেন ক্ষেপণ ।
 নিমিষেকে নিবারিলা দ্রোণের নন্দন ॥
 বাণ বার্থ দেখি পরে বীর ধনঞ্জয় ।
 মহাকোপে পুনশ্চ করিল অস্ত্রময় ॥
 বাণঘাতে অশ্বখ মা ব্যথিত হইল ।
 মুচ্ছিত হইয়া বীর রথেষ্টে রহিল ॥
 মুচ্ছিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারথি ।
 গলাইয়া গেল অশ্বখ মা ষোড়শগতি ॥
 তবে দুঃশাসন বীর দেখি ব্রহ্মকোদর ।
 হস্তির উপরে চকি চলিল সত্ত্বর ॥
 দুঃশাসনে দেখি কোপে বলিলেন বীর ।
 গদাঘাতে আজি তোর শোচাব শরীর ॥
 দ্রোণদীর মানস করিব আজি পূর্ণ ।
 এত বলি গদা লয়ে ধাইলেন তুর্ণ ॥
 হস্তীর উপরে গদা করিল ধারণ ।
 পৃথিবীতে দলু দিয়া পড়িল বারণ ॥
 ইতী যদি পড়িল গলায় দুঃশাসন ।
 সৈন্য মধ্যে প্রবেশিয়া রাখিল জীবন ॥
 তবে ব্রহ্মকোদর বীর ক্রোধে হতাশন ।
 গদাঘাতে মারিলেন রথ রাখগণ ॥
 পরে অশ্বখ মা বীর যান শীঘ্রগতি ।
 যুদ্ধ করিবারে বাঞ্ছা ভীমের সংহতি ॥
 অশ্বখ মা দেখি বীর চাপি নিজ রথে ।
 ভয়ঙ্কর খলুক তুলিয়া রিল হাতে ॥
 বাণব্রষ্টি দুইজনে দৌহার উপর ।
 দৌহাকার বাণে দৌহে হইল অজ্ঞর ॥
 কোপে অশ্বখ মা বীর পরিষ লইয়া ।
 মারিলেন ব্রহ্মকোদরে ক্রোধিত হইয়া ॥
 অচেতন হন ভীম পরিষের ঘায় ।
 রথের উপরে বীর পড়িলেন ভায় ॥
 কতক্ষণে চেতন পাইয়া ব্রহ্মকোদর ।
 মহাকোপে উঠিলেন কাম্পিত অধর ॥
 গদা ফেলি মারিলেন রথের উপর ।
 তুর্ণ হৈল রথস্থান দেখি লাগে ডর ॥
 সেইক্ষণে অন্যরথ বাগায় সারথি ।
 তাহাতে চড়িয়া গুরু পুত্র মহারথী ॥
 এছিলেন ভীমের উপরে বহু বাণ ।
 কাটিয়া পাক্ষেম ভীম করি খান খান ॥

অতি ক্রোধে ব্রহ্মকোদর ফলস্তু অমল ।
 রথ এড়ি গদা লয়ে খান মহাবল ॥
 মারিলেন ব্রহ্মপরি দৌহান্তিয়া বাকি ।
 তুর্ণ টেকিয়া পড়ে রথ যেন কাক কাঁড়ি ॥
 লাফ দিয়া অশ্বখ মা গলাইয়া বান ।
 দেখি ব্রহ্মকোদর বীর পাছু খান ॥
 হেমকালি কর্ণবীর হন অশ্রুমান ।
 ভীমের উপরে এড়ে চোখ মা বাণ ॥
 বাণঘাতে ব্রহ্মকোদর হইল বিবর্ণ ।
 কর্ণেরে এড়য়ে বাণ পুরিয়া আকর্ণ ॥
 ভীমের সকল বাণ ফেলিলেন কাটি ।
 রথ এড়ি খান বীর মহাক্রোধে কাটি ॥
 গদা হাতে করি ক্রোধে খান মহাশূর ।
 গদা মারি অশ্ব রথ করিলেন চূর ॥
 লাফ দিয়া কর্ণ বীর খান গলাইয়া ।
 শীঘ্রগতি অন্য রথে চড়িলেন গিরা ॥
 কর্ণ গলাইয়া গেল দেখি ব্রহ্মকোদর ।
 অপমার রথে গিয়া চড়িল সত্ত্বর ॥
 বাণব্রষ্টি করিলেন সৈন্যের উপর ।
 বাণেতে সকল সৈন্য করিল অজ্ঞর ॥
 হোষায় সংগ্রাম করি পার্শ্ব ধনুর্ভর ।
 কাটিলেন কেটিং সৈন্য নিরস্তর ॥
 অর্জুনের বাণে স্থির নহে সেনাগণ ।
 দেখিয়া ব্যাকুল তাহে রাজা দুর্যোধন ॥
 দ্রোণেরে ডাকিয়া তবে বলিল বচন ।
 দেখ গুরু সৈন্য সব হইল নিধন ॥
 সেনাপতি তব প্রীতি অপার বিশ্বাস ।
 যুধিষ্ঠির ধরি নিব করিলা আশ্রয় ॥
 আজিকার যুদ্ধে গুরু না দেখি নিস্তার ।
 করে ভীম ধনঞ্জয় সকল সংহার ॥
 কর্ণ যদি সেনাপতি করিতামা স্তরে ।
 এত দিনে কর্ণ ধরি দিত যুধিষ্ঠিরে ॥
 করিলাম মহারথী দেখি সেনাপতি ।
 উপরোধে না যুঝিলা বুঝি তব মতি ॥
 তোমার শিক্ষিত অস্ত্র অজ্ঞান পাটকা ।
 তব অগ্রো মারে সেনা দেখ দাড়াইয়া ॥
 এতক শুনিয়া গুরু ক্রোধে হতাশন ।
 ডাকিয়া বলিল পরে গুরু দুর্যোধন ॥
 পূর্বে ইহা কহিয়াছি কর তুমি মনে ।
 ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আমি কিবা কাষ রণে ॥
 সেনাপতি যোগ্য আমি না হই কখন ।
 আমার এসব কাষে লাহি প্রয়োজন ॥

এত বলি ডাকিলেন আপন মন্ডনে ।
 জ্যোতিষ করি যান জ্যোতি উপেক্ষিয়া রণে ॥
 তবে দুঃখাধন কর্ণ শকুনি লইয়া ।
 অগ্রভাগে গুরুগদে গাড়লেন গিয়া ॥
 শকুনি বলিল গুরু কর অবধান ।
 প্রাতিভাবে দুঃখাধনে এত অভিমানে ॥
 তুমি যদি উপেক্ষিয়া চলিলে ভরমে ।
 অজ্ঞা কর দুঃখাধন যান তবে বনে ॥
 তোমা বিনা যুদ্ধ করে নাহি হেন জন ।
 তোমার আশ্রয়ে সপা স্থিত দুঃখাধন ॥
 এত শুন মঞ্চর হাসি হইল সদয় ।
 দুঃখাধন দুঃখ দেখি বাণিত হুদয় ॥
 বলিলেন কাহিয়াছি প্রথমে তোমাতে ।
 না থাকিলে ধনঞ্জয় ধরিব ধর্ম্মেরে ॥
 অজ্ঞান সন্মুখে যুরো নাহি হেন বীর ।
 যার বাণে যোদ্ধাগণে কেহ নহে স্থির ॥
 এক যুক্তি ভাবিয়াছি শুন দুঃখাধন ।
 তবে সে পড়িবে ধরা ধর্ম্মের মন্দন ॥
 না থাকিবে ধনঞ্জয় সময় পাইয়া ।
 তবে ধরি নিতে পারি রাজাকে বান্ধিয়া ॥
 এতেক কহিতে হয় সজ্জার সময় ।
 কৌরব পাণ্ডব গেল আপন আলয় ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত আশ্রয় ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

জ্যোতির প্রতি দুঃখাধনের ধেমোজি

ও নারায়ণী সেনার যুদ্ধারম্ভ ।

শিবির বাইরা পরে রাজা দুঃখাধন ।
 অত্যন্ত দুঃখিত ভাবে বিরস বদন ॥
 কহিলেন গুরু অগ্রে করিয়া রোদন ।
 কি রূপে হইবে গুরু প্রহসন বদন ॥
 কি প্রকারে জিলি রণ অজ্ঞা কর তুমি ।
 কেবল ভরসা তব করিতোছ আমি ॥
 বলিলেন জ্যোতি গুরু কহি এ বচন ।
 তবে যুধিষ্ঠিরে ধরি শুন দুঃখাধন ॥
 নারায়ণী সেনা দেখে যুদ্ধে বড় কুতী ।
 তাহাদের ভুল্য বল সুশর্ম্মা নৃপতি ॥
 অর্জুনের সহ তারা লাগুক সমরে ।
 তবে সে ধরিতে পারি ধর্ম্ম নরবরে ॥
 এত শুনি আনন্দিত হইল রাজন ।
 সেইক্ষণে ডাকিলেন সেনাপতিগণ ॥
 ব্রিহদ্রাজ্যে আমি বলিলা বচন ।
 আমার বচন শুন সুশর্ম্মা রাজন ॥

নারায়ণী সেনা মধ্যে হও সেনাপতি ।
 অর্জুনের সনে যুদ্ধ কর মহামতি ॥
 সৈন্য উত্তরদিগে তুমি চলি যাও ।
 অর্জুনের সনে গিয়া সনর ঘটো ॥
 সুশর্ম্মা বলেন শুন আমার বচন ।
 আজি আমি অর্জুনের করিব নিধন ॥
 নারায়ণী সেনাগণ যমের সমান ।
 পৃথিবীর মাঝে যার অব্যর্থ সন্ধান ॥
 এ সব লইয়া আমি যদি করি রণ ।
 জানিবা পার্থের তবে নিশ্চয় মরণ ॥
 এতেক বলিয়া গজেন্দ্র যত সেনাগণ ।
 শুনি দুঃখাধন রাজা উল্লাসিত মন ॥
 নারায়ণী সেনাতে প্রথম সপ্তরথী ।
 তার মধ্যে সুশর্ম্মা হইল সেনাপতি ॥
 আনন্দিত মনে সবে রজন্য বঞ্জন ।
 প্রভাতে উঠিয়া সবে সমরে চলিল ॥
 অর্জুনের রথ গরে সাজালেন হরি ।
 আইলা পাণ্ডবগণ ক্রোধে অগ্রে করি ॥
 বলিল অর্জুন প্রাতঃ সুশর্ম্মা তখন ।
 আজি কর ধনঞ্জয় মম সহ রণ ॥
 করিব তোমাকে আজি অবশ্য সংহার ।
 করিলাম আমি এই সত্য অঙ্গীকার ॥
 এতেক শুনিয়া হাসি ইন্দ্রের মন্দন ।
 সুশর্ম্মা সহিতে যান করিবারে রণ ॥
 রণেতে প্রচণ্ড বড় নারায়ণীগণ ।
 করয়ে অদ্ভুত যুদ্ধ নাহি নিবারণ ॥
 কর্ণ দুঃখাধন দেখি আনন্দিত মনে ।
 হাসিয়া বলিলা তবে মিহির মন্দনে ॥
 বুঝিতে না পারি কিছু বিধাতার ভাব ।
 করিলাম যে প্রতিজ্ঞা না হইল লাভ ॥
 অর্জুনে বধিব আমি আছে অঙ্গীকার ।
 পড়িয়া সংসপ্ত হস্তে হইবে সংহার ॥
 হরষিত হয়ে রাজা যান অগ্রসার ।
 কহিতে লাগিল গিয়া জ্যোতি সমাচার ॥
 তোমার ভারতী গুরু মন্তকাভরণ ।
 একান্ত আমার তুমি বুঝিয়াছ মন ॥
 দেখিলাম সংশ্লুকগণের সময় ।
 সংগ্রামে কেবল তারা শমন সোসর ॥
 অজ্ঞান ফিরিবে আজি না বুঝি এমর ।
 নিশ্চয় সংশ্লুক হস্তে হইবে নিধন ॥
 শত ভাই আমার সহায় কর রথী ।
 জ্যোতি চার্য্য অধম্য মাভুল স্মৃতি ॥

বেড়িয়া বধিব ভীমে ভর আর কিসে ।
 যুধিষ্ঠিরে গিয়া শুরু ধর অনাগাসে ॥
 বলিলেন দ্রোণ কর সকলে সংগ্রাম ।
 আজি যুচাইব রণে পাণ্ডবের নাম ॥
 করিব অদ্ভুত ব্যূহ অদ্ভুত মানুবে ॥
 ব্যূহ করি সবাকারে মারিব নিশিবে ॥
 অদ্যই ধরিব আমি ধর্ম্য নরবরে ।
 আমার প্রতিজ্ঞা এই সবার গোচরে ॥
 চক্র ব্যূহ তবে করি অদ্ভুত মানুবে ।
 মস্ত্রেতে পূর্ণিত করি অস্ত্র চারি পাশে ॥
 ব্যূহ মুখে জয়দ্রথ হবে সাবধানে ।
 মহারথী মথো, তারে বাধিয়াছি মানে ॥
 বহু রথ রাখ হস্তে অশ্ব সেনাগণ ।
 ব্যূহ মুখে জয়দ্রথ হবে সচেতন ॥
 ভাঙ্গার পশ্চাতে আমি রহিব নিশ্চয় ।
 দুই পাশে অশ্বখামা সূর্য্যের তনয় ॥
 স্থানেই রাখিলেন মহারথীগণ ।
 ব্যূহ মধ্যে ভ্রাতৃলহ রাজ্য দুয়োধন ॥
 পশ্চাতে রহিল কুণ শল্য ভগদত্ত ।
 সবে মহাপরাক্রম্য রণে মহামত্ত ॥
 অমর অজিত ব্যূহ সৈন্য সমাবেশ ।
 সাহস না হয় কারো করিতে প্রবেশ ॥
 দুই দলে মহাযুদ্ধ হয় গালাগালি ।
 দৈনন্দ্যই সময় বাধিল রণস্থলী ॥
 সৈন্যেই মহাযুদ্ধ হৈল আগুয়ান ।
 গজে গজে মহাযুদ্ধ হইল সমান ॥
 রথের যুদ্ধ হয় অশ্ব অশ্বারোহি ।
 ভড়াহুড়ি রণস্থলে প্রেক্ষিণী মতী ॥
 চক্রব্যূহ করি দ্রোণ করিলেন রণ ।
 নিমিষেক নিপাতিল বহু সৈন্যগণ ॥
 দ্রোণের বিক্রমে সেনা কেহ নহে স্থির ।
 সম্মুখ হইয়া যুঝে নাহি ছেন বীর ॥
 সংশপ্তকে রহিলেন পার্শ্ব মহামতি ।
 হেথা সেনা বিনাসেন দ্রোণ যোদ্ধাপতি ॥
 একেশ্বর ব্রহ্মকোষ করি প্রাণগণ ।
 নিবারণ করিলেন যত যোদ্ধীগণ ॥
 যুধিষ্ঠিরে ধরিবারে বাণ দ্রোণ বীর ।
 না করেন ভয় কিছু নিভয় শরীর ॥
 যুধিষ্ঠির উপরে কারলা পরব্রটি ।
 বাণে অঙ্গকার হৈল নাহি চলে দৃষ্টি ॥
 মুহূর্ত্তেক যুধিষ্ঠির করিয়া সময় ।
 সাহিতে না পারি বড় হইলা কাতর ॥

এডিলেন বাণ দ্রোণ রথের উপর ।
 দুই বাণে কটিলেন বৃদ্ধ মনোহর ॥
 চারি বাণে কটিলেন সারথির মুণ্ড ।
 চারি বাণে চারি অশ্ব করিলেন খণ্ড ॥
 অচল হইল রথ দেখি দ্রোণ বীরে ।
 ধরিবারে চলিলেন রাজ্য যুধিষ্ঠিরে ॥
 দেখিয়া কৌরবগণ হরিষ অনুর ।
 ধন্য করি দ্রোণে প্রশংসে বিস্তর ॥
 আজি ধরা পড়িলেন ধর্ম্য শুরু হাতে ।
 আজি মগ মনোরথ পুরে ভাগমতে ॥
 রাজার সঙ্কটে দেখি ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর ।
 আগুনিল দ্রোণে অসি নিভয় শরীর ॥
 এডিলেন দ্রোণের উপরে অস্ত্রগণ ।
 গগণ ছাইলা বাণে ক্ষণদনন্দন ॥
 অস্ত্রাঘাতে যুধিষ্ঠির হইয়া কম্পিত ।
 নকুলের রথে গিয়া চড়িল ত্বরিত ॥
 দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নে হয় অতি ঘোর রণ ।
 দ্বারেতে থাকিয়া তাহা দেখিলা রাজন ॥
 ধৃষ্টদ্যুম্ন বাণগণ তারা যেন ছোটে ।
 দ্রোণের ধনুক পরে চারি বাণে কাটে ॥
 আর দুই বাণ বীর এতে অচিস্তিতে ।
 কাটিয়া ফেলিলা ধনু দ্রোণের অগ্রোতে ॥
 আর ধনু লয়ে বীর গুণেতে অটিল ।
 সেই ধনু ধৃষ্টদ্যুম্ন নিমিষে কাটিল ॥
 পুনরপি ধৃষ্টদ্যুম্ন এডি মণ বাণ ।
 দ্রোণের কবচ কাটি পাড়ে খান ॥
 আর মণ বাণ বীর এডিল ত্বরিত ।
 বাণাঘাতে দ্রোণাচার্য্য হইল মূচ্ছিত ॥
 দেখিয়া কৌরবগণ বিলাপ করিল ।
 পাণ্ডবের দলেতে আনন্দ স্থনি দিল ॥
 তবে কতক্ষণে দ্রোণ পাইয়া চেতন ।
 সাজে ভরদ্বাজ পুত্র মলিন বদন ॥
 ক্রোধে এক ধনু লয়ে দিলেন টঙ্কার ।
 শব্দেতে লাগিল ভালি কর সবাকার ॥
 ছাড়িলেন পুনর্বার দিব্য অস্ত্রগণ ।
 নিবারেন বাণে বাণ গঞ্জাল নন্দন ॥
 তবে মহাক্রোধেতে দ্রোণ কম্পমান ।
 একেবারে প্রহারিল ভীকু দশ বাণ ॥
 বাণাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন হইল মূচ্ছিত ।
 কবচ ভেদিয়া অঙ্গে রহিল শোণিত ॥
 রথোতে পড়িলা বীর হইয়া অজান ।
 রথ লইয়া সারথি হইল পাছুরাণ ॥

মুখা তাজি উঠি বীর দেখি পলায়ন ।
সারথিরে নিন্দা করি বলিল বচন ॥
সম্মুখ সংগ্রামে যোর ফিরাইলে রথ ।
জ্যোৎস্না কি বলিল আমি নাহি কি ভেতন ॥
এইক্ষেণে জ্যোৎস্না আমি বিনাশিব রণে ।
রথ সহ চল শীঘ্র জ্যোৎস্না বিদ্যামানে ॥
ভবিষ্য সারথি রথ ফিরাইল বেগে ।
অবিলম্বে নিল রথ জ্যোৎস্নাচার্য্য আগে ॥
পুনঃ মুখামুখি দৌড়ে হইল সমর ।
দৌড়াকার বাণ গিয়া ঢাকিল অমর ॥
মহাপরাক্রমে জ্যোৎস্না নানা অস্ত্র ধরে ।
ধুটুয়ায় হস্ত ধনু কাটিল সত্তরে ॥
ধনু যদি কাটা গেল অমর ধনু লন ।
সে ধনুও কাটিলেন মহাবল জ্যোৎস্না ॥
যত ধনু লন বীর কাটে পুনঃবার ।
জ্যোৎস্না শেল হাতে নিল ক্ষণকুমার ॥
কেলিয়া মারিল তবে নিজ বাহুবলে ।
যতদূর যায় শেল তত দূর জ্বল ॥
শেল গড়ে দেখি জ্যোৎস্না এড়ি দিবা বাণ ।
গাঁচ বাণে শেল কাটি করে খান ॥
শেল যদি কাটা গেল ক্ষণকুমার ।
চিন্তিয়া দেখেন মনে সকল অসার ॥
লাফ দিয়া ভ্রমে গড়ে দিয়া অসি ঢাল ।
সম্মুখে পড়িয়া তবে বলে ভালেভাল ॥
গাঁচ কাটাইয়া বীর উঠি জ্যোৎস্না রথে ।
চারি অশ্ব কাটিলেন অতি শীঘ্রগতে ॥
সারথি কাটিয়া জ্যোৎস্না কাটিব রে যান ।
চমৎকার সর্ব লোক এক দৃষ্টি চান ॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে গুই পুরিয়া সন্ধান ।
অসি চর্ম কাটিয়া করিল খান ॥
অর দশ বাণ গুরু হানিলে বেগে ।
দশ বাণ ধুটুয়ায় হস্তেতে লাগে ॥
বাণ ঘাতে ধুটুয়ায় হইল নৃচ্ছিত ।
ভ্রমেতে পড়িল বীর না ছিল সম্মিত ॥
ধুটুয়ায় বিমুখ দেখিয়া সন্তপন ।
করিলেন জ্যোৎস্নাপরি বাণ বরিষন ॥
তবে মহাক্রোধে জ্যোৎস্না এড়ি দিবা বাণ ।
হস্ত হস্তী পদাভ্যক করি খান খান ॥
এতক দেখিয়া তবে রাজা মুখস্থির ।
করিলেন মনে চিন্তা কল্পিত পরীর ॥
চক্রবাক করি জ্যোৎস্না করিলেন পণ ।
পার্থ বিদ্যা বাহু বিদ্যে নাহি অনাজন ॥

হেনকালে মনেতে পড়িল আচম্বিত ।
অভিমত্যা মহাবীরে ডাকেন দুরিত ॥
আইলেন অভিমত্যা রাজার আদেশে ।
ভূমিত হইয়া বীর পড়িল সম্মুখে ॥
বলিলেন ধর্ম্য শুন আমার নিকটে ।
বাহু ভেদি প্রকরণ জ্ঞান তুমি বটে ॥
অভিমত্যা বলিলেন তব আজ্ঞা মানি ।
প্রবেশ করিতে পারি নিগম না জানি ॥
যেইকালে আছিলান জননী জঠরে ।
ভাহার বৃজাস্ত্র কহি তোমার গেচরে ॥
গিতা যম জিজ্ঞাসিল গো বিন্দের স্থান ।
বল কৃষ্ণ বাহু ভেগ করণ বিধান ॥
এত শুনি নারায়ণ ভূমিতে আঁকিয়া ।
প্রত্যক্ষ বৃজাস্ত্র সব দিল দেখাইয়া ॥
জিজ্ঞাসিল-মম মাতা পরে সেইক্ষণ ।
প্রবেশ জানিহ কহ কি রূপ মোক্ষণ ॥
এত যদি জিজ্ঞাসিল জননী গিতারে ।
নিগম সন্ধান নাহি কহিল মায়েরে ॥
নিগম না জানি আমি জানাই তোমারে ।
করিব যে আজ্ঞা রাজ্য করিবা আধারে ॥
ধর্ম্যরাজ বলিলেন শুন দিয়া মন ।
তোমার পশ্চাতে যাবে সব বোদ্ধগণ ॥
বাহু ভেদি মার পুত্র জ্যোৎস্না ধনুর্জর ।
তোমার বিক্রম যত আমার গেচর ॥
বাণের সমান পুত্র মহাধনুর্জর ।
তোমার সাহসে যাবে যত বীরবর ॥
তোমার পশ্চাতে রবে ভীম আগি করি ।
সত্তরে আইস পুত্র জ্যোৎস্না সংহারি ॥
গোষ্ঠীর জীবন তুমি নয়নের তারি ।
না দেখিলে তোমারে নিমিবে কই সারি ॥
প্রাণ পাঠাইয়া রর সংশয়ের স্থানে ।
তোমার পশ্চাতে যাবে যত বোদ্ধগণ ॥
এত বলি শিরে রাজ্য করিল চুম্বন ।
প্রশংসিয়া ঘন ঘন করে আপজন ॥
কিসের বয়স হবে মর্য্য কলেবর ।
রমণী মোহন রূপ অতি মনোহর ॥
অশ্রু চন্দন গায় বায়ু বহে গগন ।
ভুবন বিজয়ী বীর নহে বিরানন্দ ॥
মাগমরকত আদি আভরণ গায় ।
হেরিলে জুড়ায় জাঁখি আগল পলায় ॥
গীতায় পরিধান হাতে শর ধনু ।
সাহসে সিংহের প্রায় দোষী হন তনু ॥

রাজাহক কহিল বীর না করিব ভয় ।
 করিব সমরে আমি রিপুগণ কয় ॥
 আজি যুদ্ধ বিনাশিব জ্ঞোণ ধনুজর ॥
 জ্ঞোণেরে না মারি আমি না আসিব ঘর ॥
 এই সত্য কথা মম শুন নৃপবর ॥
 ইহাতে আগনি কেন এমন কাতর ॥
 এক বলি যুঝিতে চলিল বীরবর ॥
 সারথি সাজায় রথ হইয়া সজ্বর ॥
 সুযজ্ঞ সারথি বলে করি ঘোড় কর ॥
 এক নিবেদন মম শুন ধনুজর ॥
 অভ্যঙ্গ বরস কুমি নবীন যৌবন ॥
 জ্ঞোণ সহ তোমার উচিত লহে রণ ॥
 বমের সমান ঘোর দেব জ্ঞোণ বীর ॥
 আর বাণে ঘোড়াগণ কেহ লহে স্থির ॥
 এতেক শুনিয়া বীর জ্ঞোণে হতশন ॥
 সারথিকে বলিলেন করিয়া ভক্তন ॥
 কৃষ্ণর ভাগিনা আমি অন্ত্র তনয় ॥
 ত্রিভুবন মধ্যেতে কাহারে ঘোর ভয় ॥
 জ্ঞোণের সহিত আমি করিব সমর ॥
 এক বণে তাহাকে পাঠাব যমঘর ॥
 আজি যদি জ্ঞোণে আমি মারিবারে পারি ॥
 বড় দুষ্ট হইবেন মাতুল আমারি ॥
 যুধিষ্ঠির রাজার করিব আমি হিত ॥
 করিব সমর আজি জানাই নিশ্চিত ॥
 এইক্ষণে রথ ভুনি সাজাও সজ্বর ॥
 অবশ্য কারব যুদ্ধ বাহি কিছু ভয় ॥
 এতেক শুনিয়া তবে সুনন্দ সজ্বর ॥
 ভুলিল বহুত অন্তরথের উপর ॥
 জাতি শেল আসি চক্ষু বধিয়া নৃপবর ॥
 শীঘ্র ভিন্দপাল তোলে অসংখ্য ভোমর ॥
 মহাপর্বে উঠিলেন রথের উপর ॥
 বাহ ভেদিবারে ধাম পার্থ বংশধর ॥
 ভীম আদিকার বহু মহারথিগণ ॥
 ভীহার পাশাতে যান করিবারে রণ ॥
 বাহ প্রবেশিল বীর চক্র রানিবে ॥
 নানা অস্ত্র সৈন্যগণে সারিল বিশেষে ॥
 প্রলয়ের মেঘে যেন লংহাৱিতে সৃষ্টি ॥
 ততোধিক আভয় করে পরব্রহ্ম ॥
 আকেশ বাণ পড়ে সৈন্যের উপর ॥
 মার মার বলিয়া কাটিল কলেবর ॥
 এক বাণ পরিভ্রম্য করিলে বিপুণে ॥
 হন রাণ হয় তাহা ধনুকের গুণে ॥

গগনে শতেক হয় সহস্র পতনে ।
 এই মত পুনঃ পুনঃ এড়ি অস্ত্রগণে ॥
 পাণ্ডিল অনেক সৈন্য রঞ্জে নদীপতি ॥
 কুরুসৈন্য রঞ্জে স্থান করে বহুমতী ॥
 ভীম আদিকারিয়া বহুত বীরগণ ॥
 বাহ মুখে গিয়া সবে করিলেন রণ ॥
 জয়দ্রথ বাহ রক্ষা করে প্রাণপণে ॥
 না দেয় দুয়ার ছাড়ি অন্য বীর গণে ॥
 জয়দ্রথ যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর ॥
 সর্প বাহে বিমুখ করিল একেশ্বর ॥
 এতেক শুনিয়া জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল ॥
 কহ মুনিবর পরে আর কি করিল ॥
 জয়দ্রথ পাণ্ডুরগণেরে করে জয় ॥
 বিস্তারিয়া কহ মুনি যশ কৃষ্ণায় ॥
 জ্ঞোণপর্ক স্থধারস অভিহিতা বধে ॥
 কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥
 জয়দ্রথের নিকটে পাণ্ডুরগণের পরাতথের
 পূর্ব বৃত্তান্ত ॥
 বলিলেন মুনিবর শুনহ রাজন ॥
 যুধিষ্ঠির রাজা যবে প্রবেশিল বন ॥
 কত দিনে জয়দ্রথ গেল সেই বনে ॥
 জ্ঞোণদীর্বে একা তাহে দেখিল ভবনে ॥
 দেখিয়া দুর্মতি রোবে শিক্তর নন্দন ॥
 জ্ঞোণদীকে রথে ভুলি করিল গমন ॥
 লইয়া আপন রথে চলিল দুর্মতী ॥
 হাংকার শব্দ কার ডাকয়ে পাশতি ॥
 ধোয়া আদি মুনিগণ আছিল বলিয়া ॥
 শীঘ্রগতি যুধিষ্ঠিরে কহিলেন গিয়া ॥
 শুনিয়া ধাইল পরে পার্থ ব্রহ্মদেব ॥
 দেখিলেন জ্ঞোণদীকে রথের উপর ॥
 তবে মহাজ্ঞোণে পার্থ মারিলেন বাণ ॥
 রথ অশ্ব কাটিল করি খান খান ॥
 পরে ভীম কোণে বাস মহাপরাক্রম ॥
 জ্ঞোণে মুর্ছি দেখি যেন কালালুক যম ॥
 শীঘ্রগতি উপাভিয়া দার্য্য তরুণ ॥
 ব্রহ্ম হস্তে করি ধান বীরব্রহ্মদেব ॥
 মারিয়া ব্রহ্মের বাড়ি ভাঙ্গিলেন রথ ॥
 লাফ দিয়া পলাইয়া যায় জয়দ্রথ ॥
 এক লাফে ধরি বীর তাহার চিকুর ॥
 এক চড়ে লগ্নপাটি করিলেন চুর ॥
 ক্ষুণ্ণপা বাণেতে তার মাথা মুড়াইল ॥
 বিধমতে জয়দ্রথ দুর্দশা করিল ॥

যুধিষ্ঠির বাক্যে ছাতি দিল ব্রহ্মদত্ত ।
 দেশেতে না গেল দুই লক্ষ্য করি কান্তর ॥
 অবশেষ আর যত ছিল সেনাগণ ।
 নিজ দেশে পাঠাইল সিন্ধুর নন্দন ॥
 আপনি প্রবেশ করি বনের ভিতরে ।
 স্বদেশ বৎসর সেবা করিল শঙ্করে ॥
 বিবিধ প্রকারে করে নিরবে সেবন ।
 দর্শন দিলেন তথা আসি পঞ্চানন ॥
 শঙ্কর বলিল বর মাগ যাহা হয় ।
 এত শুনি জয়দ্রথ করে প্রণময় ॥
 করিয়া অনেক স্তুতি বলিল বচন ।
 অবধান কর প্রভু যম নিবেদন ॥
 এই বর দেহ মোরে দেব শূন্যপাণি ।
 পাণ্ডব গণেরে যেন রণে আমি হানি ॥
 বলিলেন শিব শুন সিন্ধুর ভনয় ।
 জিনিবা সবারে কিন্তু বিদ্যা যমজয় ॥
 এত বলি স্বস্থানে গেলেন পঞ্চানন ।
 জয়দ্রথ নিজদেশে করিল গমন ॥
 এই হেতু সুবাকারে জিনিল সৈন্যব ।
 ভীম আদি পরাক্রান্ত যতকৈ পাণ্ডব ॥
 হাতে ধনু ধরি বীর করে মহারণ ।
 এক জয়দ্রথ সবে করিল বাণ ॥
 এক রথে জয়দ্রথ সিন্ধুর ভনয় ।
 মহাপর্ক করে রণে নির্ভয় হৃদয় ॥
 দশবাণে ভীমের করিল পরাক্রম ।
 আর দশ বাণে বিজ্ঞে সাত্যকি হৃদয় ॥
 দুইদুই নিবারণ করি দশ বাণ ।
 দশ বাণে বিরাজে করিল জয়দ্রথ ॥
 এইমতে জয়দ্রথ করে ঘোর রণ ।
 বাহ প্রবেশিতে না পারিল যোদ্ধাগণ ॥
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অভিমন্যুর যুদ্ধারম্ভ ।

বাহ প্রবেশিল বলে অভিমন্যু বীর ।
 ভীম আদি যোদ্ধা মবে হইল অস্থির ॥
 নাহি দিল জয়দ্রথ প্রবেশিতে পথ ।
 চিত্তাকুল পাণ্ডুকুল হত মনোবধ ॥
 বাহ ভেদি গেল বীর আগম বিধান ।
 কহিয়াছে পুরী কিন্তু নিগম না জানে ॥
 জিনিয়া সমুদ্র সৈন্য মাঝে গেল রণে ।
 কণ্ঠে পড়িলে রক্ষা পাইবে কেমনে ॥

হেথা দেখিয়া সৈন্য বীর নিজ পাশ ।
 জামিলা নিশ্চয় বিধি করিল নিরাশ ॥
 উপায় কি আছে আর অপারের সিন্ধু ।
 পড়িয়াছি নাহি পার বিধি যাত্ত বন্ধু ॥
 এত বলি করিল সাহস মহাবীর ।
 বাণবৃষ্টি করি সৈন্য করিল অস্থির ॥
 এক রথে অভিমন্যু করিল সংহার ।
 দেখিয়া কৌরবগণে লাগে চমৎকার ॥
 চৌদিক বেষ্টিত যত কুরু সৈন্যচর ।
 পিঞ্জর মধ্যেতে যেন পোসা পক্ষীর ॥
 মাজাঘের শিশু বাহ নিগমের সন্ধি ।
 মৌন বেন পড়িল হইয়া জালে বন্ধি ॥
 তথাপি অস্ত্র ধনু লইলেন হাতে ।
 শাসিত করিল সৈন্য ভ্রমি এক রথে ॥
 জলম বরিসা বেন কালে বরষায় ।
 ঝাঁকেই অস্ত্র পড়ে ক্ষম নাহি ভায় ॥
 ম'হুত যাত্ত পড়ে ভূরজে ম'হুত ।
 কে-টি-ক টি সৈন্য মরে সংগ্রাম অদ্ভুত ॥
 অলস না হন রণে সাহসী বালক ।
 সৈন্যারণ্য রণে যেন হইল পাবক ॥
 প্রকাশন পরাক্রম নাহি তাঁর সীমা ।
 বালকের যত শিক্ষা অতুল মহিমা ॥
 এক মাঝ ধনুকের স্ত্রণে পঞ্চ বাণ ।
 না পারের সমুদ্র কহে করিতে সন্ধান ॥
 কুমারের প্রতাপ দেখিয়া কুরুগণ ।
 চিত্তাকুল দুর্বোধ্যন বিষম বদনে ॥
 টিলু ক'নাযেতে বীর দুঃখাগন সূত ।
 অভিমন্যু সহ রণ করিল অদ্ভুত ।
 করিল সমর হেতু অভিমন্যু সজ ।
 অফেতে আসিয়া যেন পাবক পতঙ্গ ॥
 দেখিয়া অর্জুনি কোণে অনল সমান ।
 গালি দিয়া বলি ভুই বড়ই অজ্ঞান ॥
 কে দিল কুবুজি তোরে টেল ব্রহ্মদত্ত ॥
 এই দণ্ডে দেখাইব আমার প্রতাপ ॥
 তাজ আশা কর বাসা শমনের ঘরে ।
 বিলম্ব না হবে এই পাঠাই তোমাগে ॥
 এত বলি ইজিত করিয়া এড়ি বাণ ।
 পাঠাইল বদ্যলয়ে উলকের প্রাণ ॥
 এক বাণে ধ্বজ কাটি পড়ে খণ্ডখণ্ড ।
 আর দুই বাণে পড়ে সারথির মৃগ ॥
 চারি বাণে কাটিল রথের চারি হয় ।
 দুই বাণে উলু কেঁরে দিল সমানয় ॥

উল্লু ক পড়িল যদি লাগে চমৎকার ।।
 কৌরবের বোদ্ধাগণ সবে হাহাকার ।।
 করি বহু বিলাপ কান্দের দুঃশাসন ।
 এক বোদ্ধাগণি মম উল্ল ক নন্দন ।।
 সর্ব শূন্য দেখি আমি তাহার বিহনে ।
 গৃহে না বাইব আমি বাইব কান্দনে ।।
 তবে ব্রহ্মসেন বীর কর্ণের নন্দন ।
 অর্জুনি সহিতে গেল করিবারে রণ ।।
 করিয়া অনেক দর্প ব্রহ্মসেন বীর ।
 এক রথে যায় তবে নিভয় শিবর ।
 অভিমন্যু সহ গরে করে মহারণ ।
 দেখি কোণে জ্বলিলেন পার্শ্বের নন্দন ।।
 কাটিল রথের ধ্বজ মারি দুই বাণ ।
 চারি বাণে চারি অশ্ব করি ধ্বংস ॥
 আর দুই বাণ বীর এডে আচম্বিতে ।
 সারথির মাথা কাটি পাড়িল ভূমিতে ।।
 অর্জুনের বাণ এডি অর্জুন তনয় ।
 একবারে ব্রহ্মসেন মৃত চূলা হয় ॥
 পুত্র ভজ দেখি পরে কর্ণ মহাবীর ।
 মহাকোণে পূর্ণ অঙ্গ হইল অস্থির ।।
 বহু পরাক্রমে কর্ণ সূর্যের নন্দন ।
 মহাকোণে চলিলেন করিবারে রণ ।।
 ছাড়িলেন বাঁচিয়া বাঁচিয়া অস্ত্রগণ ।
 বাণ বার্থ করিলেন অর্জুন নন্দন ॥
 তবে কোণে অভিমন্যু এডি দশবাণ ।
 কর্ণের কবচ কাটি করি দুই খান ॥
 কবচ কাটিয়া বাণ বিক্লি নানা মতে ।
 মুচ্ছিত হইয়া কর্ণ পড়িলেন রথে ॥
 মুচ্ছিত দেখিয়া রথ ফিরাই সারথি ।
 পলাইয়া গেল পরে কর্ণ যোদ্ধাপতি ॥
 পরে যায় দু র্যোদ্ধম নন্দন লক্ষ্মণ ।
 অভিমন্যু সহ ইচ্ছা করিবারে রণ ॥
 সেইক্ষেণে অগ্রে যায় ভানুমতি সুত ।
 অভিমন্যু বলিলেন ক্রোধে অতিভূত ॥
 হিতবাক্য বলি তোরে ভাইরে লক্ষ্মণ ।
 এমত কুমতি তোরে দিল কোন জন ॥
 বাণের চূলা ভুই বড় প্রিয়তর ।
 না কর সময় ভাই মম বাক্য ধর ॥
 অনেক বতনে লোক রক্ষা করে দেহ ।
 আপনি মরিলে সঙ্গে না বাইবে কেহ ॥
 এ যুধ সম্পদ আশা ছাড়ি কি করণ ।
 আমার রচন ধর না করিও রণ ॥

ইট বদ্ধ জননী জনক খুড়ী ভাই ।
 মরিলে সমুদ্র আর কান্দ সঙ্গে নাই ॥
 ভালরূপে দেখ ভাই সবার বদন ।
 মম সঙ্গে রণে তব অবশ্য নিধন ।
 ক্ষমা চাহে আমারে যে হইয়া কাতর ।
 হইলে পরম শত্রু বাহি তার ভর ॥
 অভয় দিলাম ভাই বলিলাম তোরে ।
 সম্বরিয়া সময় চলিয়া বাই ঘরে ॥
 তোমায়ে বধিয়ে সিদ্ধ হবে কোন কাষ ।
 বরঞ্চ হইবে কষ্টে শুনি ধর্ম্মরাজ ॥
 পড়িলে আমার হস্তে আজি রক্ষা নাই ।
 সাফাতে দেখিল বত কর্ণের বড় ই ॥
 পলাইয়া গেল নারি সহিতে সময় ।
 বাঁচিলে কৌরবগণ যারে নিরন্তর ॥
 আমি তোরে বলি আজি অলক্ষিত কথা ।
 কটিয়া ফেলিব কর্ণ শকুনি মাথা ॥
 বাঁজিয়া লইয়া যাব ধর্ম্মরাজ আগে ।
 এত বলি রক্তবর্ণ-চক্ষু হয় রাগে ॥
 লক্ষ্মণ বলিল আর না কর বড়াই ।
 সমরে কেমনে আজি রক্ষা পাবে ভাই ॥
 শুনিয়া কোপিল তব অর্জুন নন্দন ।
 ধনুঃ কর গুণে বাণ যুড়ি সেইক্ষণ ॥
 দুই বাণে রথধ্বজ করি খণ্ড খণ্ড ।
 আর দুই বাণে পড়ে সারথির মুণ্ড ।
 আর বাণ এডিলেন কি কহিব কথা ।
 সকুলস কাটি পড়ে লক্ষ্মণের মাথা ॥
 দেখে দুর্য়োধন শোকে হন অচেতন ।
 ভূমে গড়াগড়ি দিয়া করয়ে রোদিন ॥
 প্রাণের নন্দন মম অতি প্রিয় ভর ।
 হাহাকার করি রাখা হইল কাতর ॥
 ভ্রাতার মরণ দেখি পদ্মাবীর বেগে ।
 হাতে ধনুঃ করি গেল অভিমন্যু আগে ॥
 বেই বেগে পদ্মাবীর মুখে অবগর ।
 দুই বাণে কাটি লেন পার্শ্ব পুত্রবর ।
 দুর্য়োধন দেখে পুত্র হইল সন্তোর ॥
 ভূমিতে পাড়ল রাজ্য করি হাহাকার ॥
 পুত্রশোকে দুর্য়োধন হইল কাতর ।
 অভিমন্যু বংশ নাশ করিল সত্তর ॥
 দুই পুত্র শোকে রাজ্য শোকাবল মন ।
 হাতে গদা ধরি বান করিবারে রণ ॥
 অর্জুনি বলিল আর নাহি চাহি করে ।
 পাণ্ডু বংশ ছুই শত্রু পাইলাম তোরে ॥

তুমি দুঃখ দিলি পিতা আদি পঞ্চজন ।
কণ্ঠ পাশায় জিনি পাঠাইলে বনে ॥
মোরা বনবাসী তব সব অধিকার ।
এত অবিচার বিধি কত সবে আর ॥
পাছে নাহি পলাইও প্রাণে পায়ে ভয় ।
রহিয়া করিবা যুদ্ধ কুরু মহাশয় ॥
না করিবা অবজ্ঞা বলিয়া শিশু মোরে ।
ফিরিয়া বাইবা সাধ না কর অনুরে ॥
এত বলি বাণ এড়ে পুরিয়া সঙ্গার ।
গদাফল মারিলেন তীক্ষ্ণ দশবাণ ॥
দশ বাণে গঙ্গা কাটি অনুরে ফেলিল ।
তীক্ষ্ণতল দশ অস্ত্র অঙ্গে প্রহারিল ॥
বাণাঘাতে দুৰ্য্যোধন বাণিত অনুর ।
পলাইয়া বাণ পরে তাজিয়া সমর ॥
অভিমন্যু বলিলেন না চাহি তোমার ।
পলাইয়া বাণ কেন শৃংগের প্রায় ॥
ক্ষণেক থাকিয়া যুদ্ধ কর মহাশয় ।
আজি তোমা পাঠাইব শমন আনয় ॥
এত বলি তাজিলেন অর্জুন তনয় ।
পলাইল দুৰ্য্যোধন বাণিত হৃদয় ॥
এক রথে ভ্রমিলেন অর্জুন তনয় ।
বধিল কৌরব সৈন্য সময়ে নির্ভয় ॥
গঙ্গা ছাওয়া বীর করে বাণ বৃষ্টি ।
অন্ধকার করিলেন নাহি চলে দৃষ্টি ॥
অগ্নি সমর্থ বাণ নামে ব্রহ্মকাল ।
কৌশিক কপালী বাণ আর ব্রহ্মতাল ॥
অক্ষয় কুরুপা তোমর ভল্ল শর ।
বরুণ ছতালন বাণ সমরে দুষ্কর ॥
কোন স্থানে অগ্নিরাগে পোড়ে সেনাগণ ।
কোন স্থানে মহাবীড় বহিছে পবন ॥
কোন স্থানে মেঘগণে আবরিল ভানু ।
মুঘল ধারায় বৃষ্টি শীতে কাপে তনু ॥
চাকিল রবির তেজ টহল অন্ধকার ।
চারিদিকে অস্ত্র পড়ে না দেখি নিস্তার ॥
কুঞ্জর সারথি অশ্ব পাড়ে কাটি কার ।
ধনুসহ বাম হস্ত পড়িল কাহার ॥
কাহার কাটিল মুণ্ড কুণ্ডল সহিত ।
নাসা শ্রুতি কাটিলেন অতি বিপরীত ॥
বাণবৃষ্টি করিলেন পুরিয়া সঙ্গার ।
কাহার কাটিয়া পাড়ে পদ দুইখান ॥
অস্ত্রাঘাতে কোন বীর করে ছটকটি ।
কাটিয়া গাড়িল কার দন্ত দুইপাতি ॥

দেখি রা কৌরবগণে পাড়ে কাটাকাট ।
অভিমন্যু একাকী করিল মহামার ॥
একশত সহোদর রাজা দুৰ্য্যোধন ।
তাহাদের সকলের বতেক মন্দন ॥
একে একে অভিমন্যু করিল সংহার ।
দুৰ্য্যোধন করিলেন দেখি কাটাকাট ॥
বলিলেন মুনি শুন রাজার তনয় ।
যুতরাষ্ট্রে সর্ব কথ্য শুনান সঞ্জয় ॥
শুন বলি মহারাজ অনর্থের কথা ।
হইল দৈবতে বাম দারুণ বিধাতা ॥
অর্জুনতনয় যোল বৎসরের শিশু ।
সৈন্য মধ্যে সিংহ যেন পায়ে বন্য পশু ॥
অন্ত করে অর্জুন সামন্ত একা আঁসি ।
জ্যোৎস্না রহিলেন বড় ভয় বাসি ॥
অধোমুখ দুৰ্য্যোধন মানিয়া বিস্ময় ।
চিন্তিয়া আকুল সব চমকে হৃদয় ॥
উদয়িত ভাই তারা হারাইল বোধ ।
সমরে অশক্ত বড় কি করিবে জোধ ॥
নদী টহল শোণিতে বহিয়া স্রোত যায় ।
প্রলয় সমরে সৃষ্টি বিনাশের প্রায় ॥
যুতরাষ্ট্র কহিলেন সঞ্জয় স্মৃতি ।
শুনিলাম গভিরাঙ্গে মম সেনাপতি ॥
একা অভিমন্যু করে মম সেনাফর ।
বড় বড় সেনাপতি পায় পরাজয় ॥
ষোড়শ বৎসর গিণ্ড পূর্ণ নাহি হয় ।
কেহ না পারিল তাহে করিতে বিজয় ॥
অন্তুত শু নয়া মম কাঁপিছে হৃদয় ।
ধন্য ধন্য মহাবীর অর্জুন তনয় ॥
সঞ্জয় বলিল রাজা শুন নিবেদন ।
অভিমন্যুসহ যুদ্ধে নাহি হেম জন ॥
পরীত কাটিয়া পাড়ে অভিমন্যু বাণ ।
মহাধনুর্জব বীর বাণের সমান ॥
যুতরাষ্ট্র বলিলেন হেন লয় মন ।
সবারে মারিয়া বাবে অর্জুন মন্দন ॥
জ্যোৎস্না পূণ্যকথা অভিমন্যু বধে ।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দর গদে ॥

অভিমন্যু বধ ।

বলিলেন মুনি গণে শুন জনৈকজয় ।
করিল অস্ত্র যুদ্ধ অর্জুনতনয় ॥
রণে পাড়ে তিনকোটি বৃন্দ রথিবর ।
হয় বৃন্দ মনস্তপাউল কুঞ্জর ॥

সপ্ত গম্ব অশ্ব পড়ে আরোহি সহিত ।
 পদাভিক সৈন্য পড়ে শয়্যা অনিশ্চিত ॥
 শোণিতে সাতার নদী বহে ভাসে সেনা ।
 তরঙ্গে আতঙ্ক হয় রাশি রাশি ফেনা ॥
 কবন্ধ উঠিয়া নাচে কেলি অভিনাবে ।
 শোণিত সাগর মাঝে সাতারিয়া ভাসে ॥
 ক টিল নদর ভূমে অগ্নি অস্ত্র রণে ।
 প্রাণপণে যুদ্ধ করে কুরু সেনাগণে ।
 এডিল গন্ধর্ব্ব অস্ত্র অর্জুন তনয় ।
 কোরবের ঠাটি ক টি করিলেক ক্ষয় ॥
 পডিল অনেক সেনা লেখা জেখা নাই ।
 তরঙ্গে ঢালিয়া অস্ত্র ভাঙ্গিয়া বেড়াই ॥
 শোণিত হইল নীর নৌকা করিবরে ।
 রথচয় ভাসে যেন রাজহংস চরে ॥
 অশ্ব সব ভাসে যেন কঙ্কণের প্রায় ।
 মীন প্রায় নরগণ স্যাসিয়া বেড়ায় ॥
 তুমি হের ভাসিলেক ধনুঃ অস্ত্রগণ ।
 দেখিয়া শোণিত নদী ভীত সর্দজন ॥
 এতেক চিন্তিয়া পরে শকুনিমন্দন ।
 রথচড়ি ধাইল সে করিবারেরণ ॥
 দেখিয়া অর্জুনি ক্রোধে অমল সমান ।
 ধনুক কাটিল তার করি খান খান ॥
 চারি বাণে কাটিল রথের অশ্ব চারি ।
 আর দুই বাণে তার সারথি সংহারি ॥
 সারথি পডিল রথ হইল অচল ।
 বিস্ময় মানিয়া চাহে কোরবের দল ॥
 পুনরপি অভিমুখ্য এডি দুই বাণ ।
 কর্ন নাসা ক টিয়া করেন খানখান ॥
 শ্রবণ নাসিকা গেল দেখিতে কুৎসিত ।
 কাটিয়া পডিল মুণ্ড কুণ্ডল সহিত ॥
 শকুনি দেখিল যুদ্ধে পডিল নন্দন ।
 কাহাকার করি বহু করিল রোদন ॥
 অর্জুনিরে দেখি কাল শমন সমান ।
 ভয়ে আর কোন বীর নহে আশ্রয়াম ॥
 সংগ্রাম করয়ে বীর অর্জুন কুমার ।
 সতকোটি রথীকে পাঠান বধধর ॥
 সন্ধান পুরিয়া বীর এডে দিবাবাণ ।
 শোণিতে বহিছে নদী অতি ধরশান ॥
 দেখিয়া ব্যাকুল বড় রাজা দুর্যোধন ।
 দ্রোণে চাহি বলিতে লাগিল সেইজন ॥
 কুমারের ইষ্ট ভুগি বুঝি অনুমানে ।
 অস্ত্রএব যুদ্ধ করে তব বিদ্যমান ॥

বালক হইয়া করে এত অপমান ।
 তোমা সবে মহারথী আছ বিদ্যমান ॥
 বুঝিলাম জয় নাহি আমার সমরে ।
 একলা দারিয়া আজি বাইবে সবারো ॥
 এতেক শুনিয়া দুর্যোধনের উত্তর ।
 ক্রোধ মুখ করিলেন দ্রোণ বীরবর ॥
 তব কর্ম্ম প্রাণপণে করি অনুকণা ।
 তথাপিও হেন ভাব কর দুর্যোধন ॥
 অভিমুখ্য জিনে হেন নাহি কোনজন ।
 য'র ভয়ে পলাইলা লইয়া জীবন ॥
 বাণের সঙ্গুণ বীর যমের সমান ।
 বাজুর সমান য'র অব্যর্থ সঙ্গীন ॥
 কর্ণ হেন যোদ্ধা যারে না পারে সমরে ॥
 আর কে আছে যে হেন জিনিবে তাহারে ॥
 রাজা বলিলেন কেন গজ্ঞান আমিারে ।
 না বলিয়া তোমারে বলিব আর কারে ॥
 না জান জীয়ন্তে আমি হইয়াছি মরা ।
 শোক দুঃখ অনুতাপে বিধি করে জরা ॥
 সংশয়ে আশ্রয় গিরি সেও নহে সার ।
 তবে কি উপায় এবে হইবেক আর ॥
 বিপাকের এক শিশু বধে মানা সেনা ।
 নিবারিতে নাহি পারে তারে একজন ॥
 এতকাল আশ্বাসে বিশ্বাস যাই যার ॥
 আজি কেন হয় হীন ভরসা তাঁহার ॥
 নামেতে বিখ্যাত যারা বড় বড় বীর ।
 বিবাদিত হৈল সব দেখ নভশীর ॥
 করুণা বিবাদ যাক্য নৃপতির শুনি ।
 কহিতে লাগিল দ্রোণ শুন কুরুমানি ।
 মায় যুদ্ধে এ শিশুকে জিনিতে কে পারে ॥
 কহিল'ম হেন জন না আছে সংসারে ॥
 ভাগিনেয় শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনের সূত ।
 দেখিলে সাক্ষাতে য'র সময় অদ্ভুত ॥
 ন্যায় যুদ্ধে ইহারে মারিবু কদাচন ।
 কহিলাম জাম মন বরুণ বচন ॥
 দুর্যোধন বলিলেন শুন শকুনি ।
 সপ্তরথী এককালে কর গিয়া রণ ॥
 এতেক শুনিয়া শকুনি বিস বচন ।
 এমউ অন্যায় নাহি করে কোনজন ॥
 কুপাচার্য্য বলিলেন অদ্ভুত কথন ।
 কি বতে সম্মত ইহা বধ দুর্যোধন ॥
 এমত অন্যায় যুদ্ধ কভু নাহি করি ।
 এত বলি কুপাচার্য্য শ্মরিল শ্রীকৃষ্ণ ॥